



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
November 2016

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার থেকে তোমরা যে জ্ঞান পেয়েছো তা তোমাদের বুদ্ধিতে ধারণ করে রাখতে হবে, সকাল - সকাল উঠে স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে।"

প্রশ্ন :- এই ঈশ্বরীয় পড়ার নিয়ম(Law) কি ? তার জন্য তোমরা কি নির্দেশ পেয়েছো ?

উত্তর :- এই ঈশ্বরীয় পড়ার নিয়ম হলো - নিয়মিত পড়া। কখনও পড়লাম আবার কখনও পড়লাম না, এটা কোনো নিয়ম নয়। বাবা এই পড়ার জন্য অনেক সহজ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পড়া(মুরলী) এখানে বাই পোস্ট যায়। ৭ দিনের কোর্স করে তোমরা যেখানে খুশী এই পড়া পড়তে পারো। এই পড়া কখনও মিস(miss) করবে না।

গীত :- ওম্ নমঃ শিবায় ...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা যারা এখানে বসে আছে তারা রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য - অন্ত অথবা স্বদর্শন চক্রকে স্মরণ করে। বাবা বাচ্চাদের এই জ্ঞান দিয়েছেন যে স্বদর্শন চক্রধারী হও। তোমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের উদ্দেশ্যই হলো স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া। মূলবতন, সুক্ষ্মবতন, স্থূলবতন আর এই ৪৪ জন্মের চক্রকে বুদ্ধিতে রাখতে হবে। দ্বিতীয় অন্য সবকিছুই বুদ্ধি থেকে বের করে দিতে হবে। এখন তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে বরাবর বাবাই আমাদের সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী বানিয়েছিলেন, তারপর আমরা এই ৪৪ জন্ম নিয়েছি। চলতে - ফিরতে, উঠতে - বসতে আমাদের আত্মার বাবার আর এই রচনার আদি, মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে। এখন শিববাবা তোমাদের শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানিয়েছেন। বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন যে তোমরা এই ৪৪ জন্মের চক্রের বাজী(খেলা) কেমনভাবে খেলো। প্রথমে দিক থেকে আমরা ব্রাহ্মণরাই আছি, আর আমাদের ব্রাহ্মণদের রচয়িতা হলেন ব্রহ্মা বাবার দ্বারা শিববাবাই। রচনা আর রচয়িতার জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী তৈরী হও। এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে রাখা চাই। ভোরবেলা উঠে স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বসা চাই। আমরা আমাদের ৪৪ জন্মের চক্রকে জেনেছি। আমাদের সকলের রচয়িতা বাবা হলেন একজনই। এই কথা সকলেই বলে যে আমরা সব ভাই - ভাই। আমাদের বাবা হলেন এক নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি পরমধামে থাকেন। আমরাও সেখানেই থাকি, তিনিই আমাদের বাবা। বাবা শব্দটাই খুব ভালোবাসার। মানুষ শিববাবার মন্দিরে গিয়ে কত পূজো করে। তাঁকে অনেক স্মরণ করে। বাবা বলেন - আমি তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা, তুচ্ছ বুদ্ধি থেকে স্বচ্ছ বুদ্ধিমান বানাই। তুচ্ছ বুদ্ধি অর্থাৎ শূদ্র বুদ্ধি থেকে স্বচ্ছ বুদ্ধি আমিই বানিয়েছিলাম, অর্থাৎ উচ্চ বুদ্ধি, পুরুষোত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন বানিয়েছিলাম। সমস্ত স্ত্রী - পুরুষ এই লক্ষ্মী - নারায়ণকে নমস্কার করো। কিন্তু তারা জানে না যে - এঁরা কে? এঁরা কবে এসেছিলেন এবং কি করেছিলেন? বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন যে, এই ভারত অবিনাশী খণ্ড ছিলো, কেননা অবিনাশী পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার জন্মভূমি এই ভারতই। পতিত - পাবন, সবার সঙ্গতিদাতা শিববাবার জন্মস্থান এই ভারত, তাই এ হলো বড় থেকে বড় তীর্থস্থান। এতখানি নেশা কারোরই থাকে না যে, এই ভারত হলো পরমপিতা পরমাত্মার, সবার সঙ্গতিদাতা বাবার জন্মভূমি। পতিত - পাবন শিববাবার জয়ন্তী এই ভারতেই

হয়েছিলো । শিবজয়ন্তী এখানেই পালন করা হয় যখন, তখন অবশ্যই শিববাবার জন্ম এখানেই হয় । এই ভারত হলো খুব বড় তীর্থস্থান । কিন্তু এই বিশ্ব নাটকের নিয়ম অনুসারে কেউই জানে না যে এই শিববাবাই আমাদের গড ফাদার ,অথবা মাতা - পিতা , পতিত - পাবন, সবার সঙ্গতিদাতা , তাঁর জন্মস্থান এই ভারতভূমি ,তাই ভারতভূমিকে বন্দে মাতরম্ বলা হয় অর্থাৎ এই ভূমিতে এই বাচ্চারা যারা বাবার শ্রীমতে চলে এই ভারতকে স্বর্গ বানায় , তাদের এই নেশা থাকা দরকার যে বাবার শ্রীমতে চলে আমরা কল্প কল্প ভারতকে স্বর্গ বানাই । যারা যতটা শ্রীমতে চলবে তারা ততটাই উঁচু পদ পাবে । ভারতবাসীরা এই কল্পের আয়ু লাখ বছর লিখে দিয়েছে । তোমরা জানো যে এই শিববাবা যার জন্মস্থান এই ভারত , তিনি এই দৈবী ধর্ম স্থাপন করেছিলেন , এই গীতাও তাঁরই । গীতা কার তা এই ভারতবাসী ভুলে গেছে । কত তফাত হয়ে গেছে । কোথায় নিরাকার শিব আর কোথায় শ্রীকৃষ্ণ । তোমরা জানো যে কৃষ্ণের আত্মা যে গোরা(ফর্সা)ছিল, সে তাঁর অনেক জন্মের শেষ জন্মে তমোপ্রধান হয়ে গিয়েছিল । তারপর এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনাকে শ্রীকৃষ্ণের মতো সুন্দর বানাই , তাই শ্রীকৃষ্ণকে অসুন্দর(সাওরা) ও সুন্দর , শ্যাম আর সুন্দর বলা হয় । শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সত্যযুগের প্রথম নম্বর সুন্দর রাজকুমার । তাঁর মহিমা হলো - মর্যাদা পুরুষোত্তম , অহিংসা পরম ধর্ম । ভারতবাসী এও জানে না যে রাধা কৃষ্ণ আর লক্ষ্মী - নারায়ণের মধ্যে সম্বন্ধ কি ছিলো বাবা বলেন যে , এতদিন পর্যন্ত তোমরা যা পড়ে এসেছো , তাতে কোনো সার নেই । এখন তোমরা বাবার সামনে বসে আছো । তোমরা জানো যে বাবা ৫ হাজার বছর পর আমাদের আবার রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন । সারা দুনিয়া বলে যে শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা শুনিয়েছিলো । বাবা বলেন যে কৃষ্ণের মধ্যে এই সৃষ্টির আদি , মধ্য , অন্তের কোনো জ্ঞান নেই । কৃষ্ণের আত্মাও আগের জন্মে এই জ্ঞান প্রাপ্ত করেছিল, এখন আবার এই জ্ঞান প্রাপ্ত করছে । যাঁর নাম আমি ব্রহ্মা রেখেছি । এঁনার অনেক জন্মের অন্ত জন্মে আমি এই ব্রহ্মা বাবার মধ্যে প্রবেশ করি । তোমরা তো জীবন্মুত হয়েছো তাই না । তোমাদের অব্যক্ত নামও রাখা হয়েছিল । এখন রাখা হয় না কারণ অনেকেই ছেড়ে চলে গেছে । বাবার হয়ে নতুন নামকরণ হওয়ার পরে কেউ যদি ছেড়ে চলে যায় তাহলে সেটা শোভনীয় কাজ নয়। এই কারণে নাম দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে । এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছো । তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান , আর শিববাবার পৌত্র । বাবা বলেন যে - বর্সা বা সম্পত্তি আমার থেকে নিতে হলে আমাকে স্মরণ করো । এ হলো ব্রহ্মাবাবার অনেক জন্মের শেষ জন্ম । সূক্ষ্মবতনে যে ব্রহ্মাকে দেখানো হয় , তিনি হলেন পবিত্র । সূক্ষ্মবতনে তো কোনো প্রজাপিতা থাকতে পারে না । বাবা বোঝান যে ইনি হলেন ব্রহ্মার ব্যক্ত স্বরূপ , ঝাড়ের প্রথমে ইনি দাঁড়িয়ে আছেন । এখানে ইনি বাচ্চাদের সাথে যোগে বসেন - পবিত্র ফরিস্তা হওয়ার জন্য । তাই সূক্ষ্মবতনে এঁনাকে দেখানোর প্রয়োজন হয় । এখানে তো প্রজাপিতা অবশ্যই চাই । উঁনি হলেন অব্যক্ত আর ইনি ব্যক্ত । তোমরাও ফরিস্তা হতে এসেছো । এই বিষয়েও মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় কেননা এ সম্পূর্ণ নতুন জ্ঞান । কোনো শাস্ত্রেই এই জ্ঞানের কথা নেই । ভগবান হলেন একজনই , উঁচুর থেকে উঁচু নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, তিনি হলেন সমস্ত আত্মার বাবা । তাঁর থাকার জায়গা হলো পরমধাম । তাঁকে সবাই স্মরণ করে যে এসো, আমাদের উপর মায়ার প্রভাব পড়েছে । আমরা পতিত হয়ে গেছি । এইসব কথা নতুনদের বুদ্ধিতে বসবে না । এখন তোমরা এই রচনার আদি - মধ্য - অন্তকে জানো । সত্যযুগে আমরা খুব অল্প মানুষই রাজ্য করি । সেখানে অধর্মের কোনো কথাই নেই । শাস্ত্রে অনেক কথা লেখা আছে কিন্তু তাতে কোনো সার নেই । সিঁড়ি নামতে নামতে এখন এই অন্ত সময়ে সকলেই পতিত হয়ে গেছে । এখন তোমরা জাম্প দিয়ে থাকো, তোমাদের নামতে ৪৪ জন্ম লাগে। তোমরা সেকেন্ডে জাম্প দিতে পারো ।

এখন তোমরা বাচ্চারা রাজযোগ শিখছো, এরপর শান্তিধামে গিয়ে আবার সুখধামে আসবে। আর এই দুনিয়া হল দুঃখধাম। প্রথমে দিকে তোমরাই আসো, তাই বাবাও সবার প্রথমে তোমাদের সঙ্গেই মিলন করতে আসেন। এখানে বাবা আর বাচ্চারা, অর্থাৎ আত্মা আর পরমাত্মার মেলা হয়। হিসাব তো দেওয়াই আছে না যে, ৫ হাজার বছর হয়েছে আমরা বাবার থেকে দূরে আছি। তোমরাই প্রথম দিকে স্বর্গে তোমার ভূমিকা পালন করেছিলে, সেখান থেকে অভিনয় করতে করতে তোমরা নীচে নেমে এসেছো। এখন তোমরা বাবার কাছে চলে এসেছো, আর বাকি অল্প যারা আছে তারাও চলে আসবে। এরপর তোমাদের পড়া শেষ হয়ে যাবে, সবাইকেই এখানে আসতে হবে। পরমধাম যখন খালি হয়ে যাবে, বাবা সবাইকে নিতে চলে আসবেন। এ হলো বোঝার কথা। তাই এই পড়া পড়তে হবে। কখনও স্কুলে যাবে, কখনও যাবে না, এই নিয়ম চলবে না। বাবা তোমাদের পড়ার জন্য অনেক সহজ ব্যবস্থা করেছেন। নইলে কারো কাছেই পড়া বাই পোস্ট যায় না। এই বেহদের বাবার পড়ার মাধ্যমেই তোমরা পদ লাভ করবে। কত কাগজ ছাপানো হয়। তোমরা কোথায় কোথায় না যাও ৭ দিনের কোর্স করে তারপর যেখান থেকে খুশী পড়া অভ্যাস করো। এইসময় সকলেই আধাকল্পের রোগী, তাই ৭ দিনের ভাড়া রাখার প্রয়োজন হয়। এই ৫ বিকারের রোগ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। সত্য যুগে তোমাদের শরীর নীরোগী ছিল, তোমরা সুস্থ এবং সম্পদশালী ছিলে। এখন তো তোমাদের কি অবস্থা হয়ে গেছে। এই সমস্ত খেলা ভারতেই হয়েছে। তোমাদের এখন ৮৪ জন্মের স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে। কল্প কল্প তোমরাই স্বদর্শন চক্রধারী হও আর চক্রবর্তী রাজাও তোমরাই হও। এই রাজত্ব এখন স্থাপন হচ্ছে। এতে তোমরা নম্বর অনুসারে পদ পাবে। প্রজাও তো অনেক প্রকারের চাই। নিজের মনকে জিপ্তোস করো, তোমরা কতজনকে নিজের সমান স্বদর্শন চক্রধারী বানিয়েছো। যে যতজনকে স্বদর্শন চক্রধারী বানাতে পারবে তারাই উঁচু পদ পাবে। তোমাদের বাবা মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা শেখাচ্ছেন, তাই এর নাম যুধিষ্ঠির রেখে দিয়েছে। মায়ার উপর জয়লাভ করার জন্য বাবা যুদ্ধ শেখান। যুধিষ্ঠির আর ধৃতরাষ্ট্রকেও দেখানো হয়। এই গায়নও আছে যে, যে মায়াজীত সে জগতজীত, কতটা সময় তোমাদের এই জয় বজায় থাকে আর কতটা সময় তোমরা হেরে যাও। এও তোমরা জানো। এ কোনো শরীরের যুদ্ধ নয়। না এটা দেবতা বা অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ। এটা কৌরব আর পাণ্ডবদের মধ্যকার যুদ্ধ নয়। মিথ্যে এই শরীর, মিথ্যে মায়া এই ভারত এখন হলো মিথ্যে খণ্ড। আগে ভারত সত্য খণ্ড ছিলো, কিন্তু যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে তখন থেকে ভারত মিথ্যে খণ্ড হয়ে গেছে। ভগবানের নামেও মানুষ কতো মিথ্যে কথা বলে। ঈশ্বরের উপর কত কলঙ্ক লাগায়। কলঙ্ক অবতারের গায়নও আছে। সবথেকে বেশী কলঙ্ক বাবার উপর লাগানো হয়। তাঁর জন্য বলা হয় কচ্ছ - মচ্ছ অবতার, মাটি - পাথর সবার ভিতর ঈশ্বর আছে। ঈশ্বরের নামে মানুষ কত গালি দেয়। এই কি সভ্যতা? এখন তোমরা জ্ঞানের আলো পেয়েছো। তোমরা জানো যে বাবা তোমাদের রচনা আর রচনার আদি, মধ্য, অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন, যা আর কেউই জানে না। বাবাই হলেন সঙ্গতিদাতা। বাবার জ্ঞানের দ্বারাই সবার সঙ্গতি হয়। বাকি যারা নিজেরাই দুর্গতিতে আছে তারা কিভাবে অন্যের সঙ্গতি করবে। বাবা এসেই তোমাদের রাজার রাজা বানান। তোমরাই একদিন পবিত্র পূজ্য ছিলে, এখন আবার তোমরাই পূজারী হয়েছো। পবিত্র রাজাদের অপবিত্র রাজারা পূজা করে। সত্যযুগে সবাই ডবল মুকুটধারী ছিলো। রাজা যখন বিকারী হয় তখন একটি মুকুটের অধিকারী হয়। তারাও মহারাজা, মহারানী। কিন্তু অপবিত্ররা পবিত্রদের সামনে মাথা নত করে। আগে ভারতবাসীরা পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের ছিলো, সেই ভারতবাসীরা এখন পতিত নিবৃত্তি মার্গের হয়ে গেছে। এখন বাবা বলেন তোমাদের এই মৃত্যুলোকে অস্তিম জন্ম চলছে। এখন আমি এসেছি তোমাদের আবার সত্যযুগে নিয়ে যেতে। এই মুসলের লড়াই 5000 বছর আগেও হয়েছিলো। এই পুরোনো দুনিয়া

শেষ হয়ে যাবে । বাবা তোমাদের বোঝান যে গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমাদের কমল পুষ্পের মতো পবিত্র হতে হবে । কমল ফুলের মত তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছো । কিন্তু এই চিহ্ন বিষ্ণুকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কেননা তোমরা সর্বদা একরস স্থিতিতে থাকো না । আজ কমল ফুলের মত হলে আবার ২ বছর বাদে পতিত হয়ে যাও ।

তোমাদের এই কুল হলো সর্বোত্তম কুল । তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে শিখা । তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে দেবতা , ঋত্রিয় , বৈশ্য এবং শূদ্র জীবনে আসো । শূদ্র থেকে চট করে দেবতা তো হওয়া যায় না । ব্রাহ্মণের শিখা তো চাই । এখন এই ব্রাহ্মণদেরই বাবা পড়াচ্ছেন । তাই এমন বাবাকে তো ত্যাগ করা উচিত নয় । বাবা বলেন যে , যারা আসে তাদের অনেকেই আশ্চর্য হয়ে আমার হয় প্রথমে , এই কথা শোনে কিন্তু তারপর পালিয়ে যায় , তারা মায়ার অধিকারে চলে যায় । তারা বিশ্বাসঘাতক হয়ে আমার নিন্দা করায় এদের বলা হয় সঙ্কুর নিন্দক , এরা স্বর্গে জায়গা পায় না । বাকি যারা ভক্তিমার্গের গুরু, তাঁরা সঙ্গতিদাতা হয় না । সমস্ত আত্মাদের বাবা, শিক্ষক , গুরু হলেন এক নিরাকার বাবা । তিনিই সকলকে উদ্ধার করতে এসেছেন । পরে গিয়ে তোমরা বুঝতে পারবে তখন খুব বেশী দেরী হয়ে যাবে । তখন তারা যে ধর্মে ছিলো সেই ধর্মেই চলে যাবে । শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হলো দেবতা ধর্ম । তাঁদের থেকেও তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে উচ্চ, কারণ তোমরা বাবার সাথে বসে আছো । তোমাদের যিনি পড়ান তিনি হলেন বিচিত্র আর বিদেহী । বাবা বলেন যে আমার কোনো দেহ নেই । আমাকে শিব বলা হয় , আমার নামের কোনো বদল হয় না । আর সকলের শরীরের নাম বদল হয়। আমি হলাম পরম আত্মা , আমার জন্মপঞ্জি কেউ বার করতে পারবে না । যখন বেহদের রাত হয় তখন আমি আসি দিন বানাতে । এখন হলো সঙ্গম , তাই এই কথাকে খুব ভালোভাবে বুঝে ধারণ করতে হবে । স্মৃতিতেও আনতে হবে । এখানে তোমরা বাচ্চারা আসো । তোমরা অনেক সময়ও পাও । তোমরা এখানে খুব ভালো করে বিচার সাগর মন্বন করতে পারো । আচ্ছা ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সর্বোত্তম কুলের স্মৃতিতে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল ফুলের সমান পবিত্র হতে হবে । কখনোই সঙ্কুর নিন্দা হতে দেবে না ।

২) বাবার শ্রীমতে চলে ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে । স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে এবং অন্যকে বানাতে হবে । যখনই সময় পাবে অবশ্যই বিচার সাগর মন্বন করতে হবে ।

বরদান :- দিব্য গুণের আহ্বানের দ্বারা অবগুণকে সমাপ্ত করে দিব্যগুণধারী হও ।

যেমন দীপাবলির সময় সবাই শ্রীলক্ষ্মীর আহ্বান করে , তেমনই তোমরা বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে যদি দিব্য গুণের আহ্বান করো তাহলে অবগুণ আহুতি দেওয়ার মাধ্যমে শেষ হতে থাকবে । তখন তোমরা নতুন সংস্কারের নতুন বস্ত্র ধারণ করবে । এখন পুরানো বস্ত্রের সঙ্গে সামান্যমাত্র প্রীতির সম্পর্ক রাখবে না । যে সামান্যতম দুর্বলতা, কমতি , নির্বলতা , কোমলতা আছে - সেইসব পুরানো খাতা

আজ থেকে চিরকালের জন্য যদি সমাপ্ত করতে পারো তবেই দিব্যগুণধারী হতে পারবে এবং
ভবিষ্যতে রাজ্যের অধিকারী হতে পারবে ।

স্লোগান :- যদি স্বরাজ্য অধিকারী হতে চাও তাহলে মনরুপী মন্ত্রীকে নিজের সহযোগী বানাও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানবান হয়ে গেলে ধনবান হয়ে যাবে, জগদম্বা জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরীই রাজ রাজেশ্বরী হন"

প্রশ্ন :- বাবা তাঁর বাচ্চাদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল । সেইজন্য শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বানাবার জন্য কি কি শ্রীমত দেন?

উত্তর :- মিষ্টি বাচ্চারা - মাথার উপর যে পাপের বোঝা আছে, তাকে মৃত্যুর আগে স্মরণের যাত্রায় থেকে মাথা থেকে নামিয়ে দাও, কখনো বিকর্ম করো না । বাবা এসেছেন তোমাদের আসুরী শক্তি যমরাজের ফাঁসি কাঠ থেকে ছাড়াবার জন্য, এই জন্যই এখন কোনো বিকর্ম করো না ।

গীত :- রাত্রির পথিক ক্লান্ত হয়ো না, ভোরের আলোর আর খুব দূরে নেই...

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা এই গানের অর্থ বুঝতে পেরেছে । বাবা এসেছেন ভক্তি রূপী রাত্রির বিনাশ করে দিন স্থাপন করতে, কেননা বাবাকেই ডাকা হয় - হে, পতিত পাবন এসো । বুঝতে পারছে যে তোমরা কোনো সময় পবিত্র ছিলে, এখন পতিত হয়েছো । কোনো জিনিস তখনই চাওয়া হয় যা পূর্বে ছিল, এখন তা নেই । তোমরা জানো যে এখানে পবিত্র দেবী দেবতাদের রাজধানী ছিলো । জ্ঞান- জ্ঞানেশ্বরীই এখন রাজ- রাজেশ্বরী হবেন । যেমন জগৎ অম্বা ও লক্ষ্মী আলাদা, লক্ষ্মীকে জগৎ অম্বা বলা হবে না । লক্ষ্মীর দুই সন্তান তাঁকে মাতেশ্বরী বলবে । এখানে তো জগৎ অম্বাকে সেই সমস্ত ভারতবাসী, যারা ধার্মিক মনোভাবাপন্ন (religious minded) তারা সব মা বলে থাকে । দেবী দেবতার মন্দিরে গিয়ে তাঁর ভক্তি করে। এখন তোমরা জানতে পারছে যে তোমরাও অনেক ভক্তি করেছো । দান, পুণ্য ইত্যাদি তোমরা যত করেছো তত আর কেউ করেনি । তোমরা অনেক বেশি ভক্তি করেছো । এখন তোমরা নিজেদের স্মরণিকগুলি জীবদ্দশাতেই দেখতে পাচ্ছ । আদি দেব আর আদি দেবী আছেন, যাঁকে জগৎ অম্বা বলা হয় । এখন তোমরা জানো যে জগৎ অম্বা ধনবান হন। তোমরা তো তাঁর সন্তান, তাই না । এখন তো তোমরা পড়ছো । উনি হলেন জ্ঞানের দেবী (goddess of knowledge) । সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা কেউ রাজা রানী হয় না । তোমরা জানো যে তোমরা আত্মারা হলে শিববাবার সন্তান , আর আর এই ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা । শিববাবা ঐনার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করছেন। গানও আছে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা । এইসব খুব ভালো ভাবে বুঝে নিয়ে ধারণ করতে হবে। বলা হয় যে বাঘিনীর দুধ রাখার জন্য সোনার পাত্র(বাসন) চাই । এই জ্ঞানও হল সর্বশক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা প্রদত্ত । এই জ্ঞান ধারণ করার জন্য সোনার মতো বুদ্ধি রূপী পাত্র চাই। নতুন দুনিয়ায় আত্মা আর শরীর দুই-ই সোনার হয়ে থাকে । এখন তো তোমাদের আত্মা পাথরের বাসনের মতো । তাই শরীরও সেই রকম পাথরের মতো । ভারতেই বলা হয়, শ্যাম আর সুন্দর, পতিত আর পাবন বলা হয় । ভারত ছাড়া আর অন্য কোনো জায়গায় বলবে না যে, আমরা পতিত হয়ে আছি আমাদের পবিত্র বানান । সবাই বলে যে দুঃখ ঘুচিয়ে দাও , যেখানে শান্তি আছে সেখানে নিয়ে চলো । বিবেক (conscious) বলে যে আমরা ভারতবাসী পবিত্র ছিলাম । এখানে লক্ষী-নারায়ণের রাজত্ব ছিলো । যত বড়

মাপের মানুষ হোক না কেন, সেও গুরু পদতলে পড়ে থাকে, কেননা গুরু সন্ন্যাস নিয়েছেন । পাঁচ বিকার ছাড়লে পরে, বিকারীরা নির্বিকারীদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করে । পবিত্রতাকে সম্মান করে । দ্বাপর যুগে রাজা রানী আর মন্ত্রী থাকে । সত্যযুগে রাজা রানীদের কোনো পরামর্শদাতা (বজীর) থাকে না । যখন পতিত রাজা রানী হয় তখন তারা এক একজন পরামর্শদাতা (বজীর) রেখে দেয় । এখন তো অনেক বেশী পতিত হয়ে গেছে, তাই অনেক পরামর্শদাতা (বজীর) রেখে দেয়। এ হলো ডামার অদৃষ্ট বা নিয়তি (destiny) । বাবা বলছেন বাচ্চারা যে দেখো কেমন ডামার নিয়তি (destiny) বানানো হয়েছে । প্রথমে তো ভারতবর্ষই ছিল, তারপর অন্য ধর্মগুলি আসতে লাগলো । বাবা বলছেন যে এই সময় তোমরা হলে জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী । জগৎ অশ্বা হলেন ব্রহ্মার পুত্রী । "জ্ঞানের দেবী" (Godess of knowledge) । জগৎ অশ্বা হলেন জ্ঞানবান, যিনি অন্য জন্মে ধনলক্ষী হন । তোমাদের এখন বাবা জ্ঞান শেখাচ্ছেন । তোমরা জানো যে তোমরা ওখানে ধনবান হবে । দুনিয়ায় কেউ জানে না যে, লক্ষী নারায়ণ কেমন করে ধনবান হয়েছেন । লক্ষী নারায়ণ হলেন সেই ব্রহ্মা আর সরস্বতী । ব্রহ্মা জগৎ পিতা হলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী অনেক হবেন । তোমরাই তো কত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী রয়েছে । তোমরা তো জানো যে এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা ভবিষ্যতে এই রকম ধনবান হবে । একেবারে "ধন সমৃদ্ধির দেবী" (Godess of wealth) । এঁাদের থেকে বেশী ধন সমৃদ্ধি আর কারো হতে পারে না । এই জন্য মহিমা বর্ণিত আছে যে, জ্ঞানই হলো উপার্জনের উৎস (knowledge is the source of income) । জজ, ব্যারিস্টার ইত্যাদি জ্ঞানের দ্বারাই তৈরী হয় । তাই এইগুলো সবই এক রকম উপার্জন, তাই না । কোনো কোনো ডাক্তার এক একটা কেসে লাখ টাকা রোজগার হয় । কোনো রাজা রানী বা প্রিন্স অসুস্থ হলে, ডাক্তারের দ্বারা আরোগ্য লাভ করলে, খুশী হয়ে বড় বড় বাড়ি বানানোর জন্য অনেক অর্থ দেন । ফলে কতো বিশাল উপার্জন হয়ে গেল । তাই তো পড়াশোনার দ্বারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করা যায় । এটা তোমাদের পড়াশোনা আর আবার ব্যবসাও ।

তোমরা মিষ্টি বাচ্চারা এখন সওদা করতে এসেছো । খড়কুটোর সমান পাঁচ বিকারাদি সব দিয়ে লাখ রোজগার করে নাও । বাবা তো অবিনাশী সার্জন, সর্বদাই স্বাস্থ্যবান (healthy) থাকার জন্য বাবা যোগ শেখাচ্ছেন । বাবা গ্যারান্টি দিচ্ছেন – তোমরা ২১ জন্মের জন্য সর্বদা স্বাস্থ্যবান থাকবে। তাই এমন সার্জনের দেওয়া ওষুধ অর্থাৎ বাবার শ্রীমতে কেনই বা অনুসরণ করবনা? বাবার মত মেনে চলো । "আমাকে স্মরণ করো"! বলাও হয় যে স্মরণের দ্বারাই সুখ লাভ হয় , শারীরিক কলহ ক্লেশ সব মিটে যাবে । ভক্তি মার্গে কোনো কলহ ক্লেশ মেটে না । অনেক সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা অসুস্থ হয়ে অর্ধাংশ পড়ে যায় (paralysed হয়ে যায়) । পাগলের মতো হয়ে যায় । কিন্তু তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবার শ্রীমতে চললে আমরা সর্বদা সুস্থ থাকব । ওখানে সবার আয়ুষ্কাল গড়ে (average) ১২৫ – ১৫০ বছর । এমনও হয় না যে দ্বাপর যুগে গিয়ে একেবারে ৩৫ বছর হয়ে যায় । না, এমন হয় না, প্রথমে ১০০-১২৫ বছর আয়ু হবে । তারপর ৭০-৮০ বছর হবে, এখন তো ৩৫-৪০ বছর অবধি হয়ে গেছে । ছোট বয়সে মৃত্যু হয়ে যায়, কেননা সব ভোগী থাকে । তোমরা জানো যে তোমরা এখন ভোগী থেকে যোগী হচ্ছে। ওখানে আয়ুষ্কাল এত বড় হবে যে, অকাল মৃত্যু কখনো হবে না । বাবা তোমাদের স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছেন, তোমাদের কত রাজ্য ভাগ্য ছিলো । এখন তা রাবণ লুণ্ঠ করে নিয়েছে । ওখানে মন্দির ইত্যাদি হয় না । তোমাদের স্লোগানও আছে -- ভারতের আদি সনাতন দেবী দেবতার ধর্ম জিন্দাবাদ, বাদবাকি সব মূর্দাবাদ

অর্থাৎ অনেক ধর্মের বিনাশ । ওখানে কেবল মাত্র একটাই খন্ড রাজ্য ছিল । একটা খন্ড রাজ্যে মানুষও কম থাকবে । তোমরা এটা লিখতে পারো : অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা ৯ লাখ হয়ে যাবে আর সমস্ত কিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে । এক ধর্মের স্থাপনা এখন হচ্ছে। নতুন দেবত্ব রাজ্যের একটাই ভাষা, একটাই প্রথা(custom) নিয়ম নীতি হবে । এখানে সবার নিজের নিজের নিজস্ব প্রথা(custom) রয়েছে । এখানে একটা রাজ্য, একটাই সম্প্রদায় (community) ছিল। তোমরা এমন সব স্লোগান সংবাদপত্রে ছাপতে পারো । কেউ কেউ বাবার থেকে পরামর্শ নেয় যে, বাবা আমরা এই সমস্ত স্লোগান পয়সা খরচ করে খবরের কাগজে ছাপাবো? বাবা বলেন নিশ্চয়ই ছাপাবে । কারণ মানুষের জানা দরকার যে কি হচ্ছে । বলা হয় যে ক্রাইস্টের তিন হাজার বর্ষ পূর্বে স্বর্গ ছিলো । এক ধর্ম, এক সম্প্রদায় ছিলো, সবই সূর্য বংশী দেবী দেবতাদের । এই মহাভারতের যুদ্ধের পর স্বর্গের দ্বার (গেট) খুলে ছিল । সংবাদপত্রে এই সমস্ত বি. কে. (B. K) নাম দিয়ে ছাপাবে । কিন্তু বি. কে(B. K) তখনই বলা যাবে যখন পবিত্র থাকবে । বাবাকে ডাকা হয়েছে । এখন বাবা এসেছেন, তাই প্রতিজ্ঞা করো । ভক্তি মার্গে কত ধাক্কা খেয়েছো, যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদি করেছো । প্রথমে তোমরা শিবের ভক্তি করতে, তারপর দেবতাদের, এখন তো ব্যভিচারী হয়ে আছো । এখন বাবা এসে সব দুঃখ থেকে মুক্ত করেছেন । বাবা তোমাদের বাচ্চাদেরকে জ্ঞান প্রদান করে অনেক উচ্চ বানান, মানুষ থেকে দেবতা বানান । সত্যযুগে তোমাদের কাছে সব কিছু সোনার হবে । বাবা তোমাদের শ্রীমত দিয়ে স্বর্গের মালিক বানান । তাহলে তোমরা কেনই বা তাঁর শ্রীমতে চলবে না? বাবা যমরাজের ফাঁসি কাঠ থেকে মুক্ত করেন, গর্ভজেলের সাজা (শাস্তি) থেকে মুক্ত করেন । তোমরা স্বর্গে গর্ভ মহলে থাকো । এখানে গর্ভজেল, কেননা মানুষ পাপ কর্ম করে থাকে । ওখানে পাঁচ বিকার নেই, তাও কিন্তু রাজা, রানী, প্রজার পদের ফারাক হয়, তাই না । পয়সা রোজগারের জন্য মানুষ তো পরিশ্রম করে, তাই না । ওখানে কোনও পরামর্শদাতা (বজীর) নেই, কেননা তোমরা এখানকার প্রালঙ্ক ওখানে ভোগ করো । এখন তো বাবা এসে বলছেন বাচ্চারা তোমরা শ্রীমতে চলো । "আমি দূরদেশ থেকে এসেছি -- পতিত শরীরে, পতিত রাজ্যে । এটা হল রাবণের দেশ, বাচ্চারা, তোমাদেরকে বর্সা(অধিকার) দিতে এসেছি ।" এমন বাবার আশ্রয় পালন না করলে তাকে তো কুপুত্র বলা হবে । বিকারের পিছনে এতো হবার কিছু নেই । বাবা বলেন -- এই বিকার দুঃখদায়ক । পতিতকে পবিত্র বানানো -- আমার কাজ । কত স্নেহের সাথে বোঝাচ্ছেন -- খাও দাও, সুখী থাকো, শুধু এটা মনে রেখো, আমরা বাবার কাছে এসেছি, ওনার দ্বারা আমরা পালিত হচ্ছি । যদি আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের দেওয়া জিনিস পরো তাহলে তাদেরকে মনে পড়বে, তাহলে তোমাদের পদব্রষ্ট হয়ে যাবে । এখানে শিববাবার ভান্ডার থেকে, পতিত পাবন বাবার যজ্ঞ থেকে পালন পোষন হয়ে থাকে, কোনো পতিতের গৃহের নয় । আর অন্য কারোর দেওয়া জিনিস হলে তার কথা মনে পড়বে । এর জন্যে গায়ন আছে অন্তিম কালে যে স্ত্রী স্মরণ করে.... কত ভালো স্থিতি হওয়া উচিত । গৃহস্থ সংসারে থেকে বুদ্ধির দ্বারা বোঝা উচিত যে এখানে সব শেষ হয়ে পড়ে আছে। আমাদের তো একমাত্র বাবা আছেন । কখনো কি বাবার নামে মালা স্মরণ করে জপ করা হয় ? আমি, তোমাদের বাচ্চাদেরকে এই কথা স্মরণ করছি যে, আমাকে স্মরণ করো, তোমরা অনেক বল পাবে, বিকর্ম বিনাশ হবে, বলবান হবে । দেখো এই লক্ষী নারায়ণ কত বলবান না ! যারা বলবান হবে তারাই রাজত্ব পাবে । বাবা নিজের উদাহরণ দেন। আমি ১২জন গুরু করেছিলাম, একজন গুরু বলেছিলেন যে ভোরে উঠে ১০০০ বার মালা জপ করো । আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে অন্য কোনো সময় বলুন । সারাদিন ধরে রুজি রোজগারের জন্য ব্যস্ত থেকে ক্লান্ত হয়ে যাই। যেমন তোমরা বলো — বাবা ভোরবেলা উঠতে পারি না । বাবা বলেন - এমন বলো না যে

আমরা পবিত্র থাকতে পারি না, বলা স্মরণে থাকতে পারি না । স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ কেমন করে হবে । তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে নিশ্চয়ই । এটা তো অন্তিম জন্ম তাই অবশ্যই পবিত্র হও । বাবার শ্রীমতে না চললে কি পদ পাবে? অর্ধকল্প ধরে আমাকে ডেকেছো । এখন আমি বলছি পবিত্র হয়ে আমাকে স্মরণ করো । অন্যদেরও পথ দেখাও, বার্তা (message) দিতে থাকো । বাবা বলেন "মন্মনাভব"। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে । তোমাদেরকে বার্তাবাহক (ম্যাসেঞ্জার) বা পয়গম্বর বলা হয় । তোমরা, ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউ মেসেঞ্জার হতে পারবে না । পতিত পাবন শিববাবা আসেন । কার মধ্যে প্রবেশ করবেন তাও লেখা আছে । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হয়, এটা তো কেউ বুঝতে পারে না । সূক্ষ্মবতনে প্রজাপিতা ব্রহ্মা কি থাকতে পারেন ? এখানেই পতিত থেকে পবিত্র হয় । সাইলেন্সের শক্তিতে স্থাপনা হয়, সায়েন্সের শক্তি দিয়ে বিনাশ হয় । সবাই জিজ্ঞাসা করে যে শান্তি কেমন করে পাবে? আত্মা তো হলই শান্ত স্বরূপ । এখানে আসা হয় অভিনয় করতে, এখানে শান্ত কেমন করে থাকবে । সেই শান্তি কেবল শান্তিধামে প্রাপ্ত হয়, এখানে তো দুঃখই পাওয়া হয় । সত্যযুগে সুখ শান্তি দুটোই থাকে । তোমরা এখন বাবার সামনে এসে সব শুনছো । বাবা বলেন - - পতিতরা আমার সাথে তো কখনো মিলিত হতে পারে না । তা নাহলে যাঁরা তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসেন সেই সব ব্রাহ্মণীদের পাপ হবে । (ইন্দ্রসভার পরিদের উদাহরণ রয়েছে) বাস্তবে এটাই হল ইন্দ্রসভা । এরা হলেন জ্ঞান পরী, পোখরাজ পরী । তাহলে তো আরো বেশি ধাক্কা লাগবে । বাবা কঠোর ভাবে মানা করেন, কোনো পতিতকে আনবে না । আগে বাবা সবসময় জিজ্ঞেস করতেন যে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করেছে? তারা বলে যে পুরুষার্থ করছি । যখন দুট নিশ্চয় হবে তখন বাবাকে পাবে । তারপর বাবাকে পেয়ে বিকারী হয়ে গেলে একশো গুণ দন্দ (শাস্তি) পাবে । বাবা বুঝবেন যে এদের ভাগ্যে নেই । বাবা তো ভাগ্য লাভের জন্য প্রয়াসের পথ বলে দেন । তারপরও যদি এই বাবার কথা না শোনা যায়, তাহলে কি গতি হবে! বাচ্চাদের প্রতি বাবার খুব সহানুভূতি আছে, বাবা বলেন - —নিজেকে শোধরাতে থাকো । এমন যেন না হয় যে মৃত্যু এসে গেল । ভয় থাকা দরকার, আমরা বাবাকে স্মরণ করে পাপের বোঝা নামিয়ে দেবো । আত্মা —

সকলের সদগতি দাতা একমাত্র শিববাবা, ওঁনার ছবি নেওয়া যায় না, ওঁনাকে দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পাওয়া যায় । জানতেও পারা যায় । আত্মা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলথে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এমন অবস্থা তৈরি করতে হবে যাতে অন্তিম কালে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে পারি । অন্য কেউ স্মরণে না আসে, বুদ্ধিতে এটা যেন থাকে যে এ সবই বিনাশ হয়ে যাবে ।

২) নিজেকে নিজেই সংশোধন করতে হবে, এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হতেই হবে । ভয় থাকা দরকার যে আমাদের দ্বারা যেন কোনো পাপ কর্ম না হয় ।

বরদান :- প্রথম শ্রীমতে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে ভীত (foundation) মজবুতকারী সহজযোগী ভব(হও) ।

বাপদাদার এক নম্বর শ্রীমত হল যে নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো । যদি নিজেকে আত্মা ছাড়া সাধারণ শরীরধারী ভাবো তাহলে স্মরণে লেগে থাকতে পারবে না । এছাড়া যখন কোনো দুটো জিনিসকে জোড়া হয় তাহলে আগে সেটাকে সমান ভাবে ভাগ করা হয়, তেমনই নিজেকে যদি আত্মা মনে করে স্মরণ করো, তাহলে স্মরণ সহজ হয়ে যায় । এই শ্রীমতটিই হল প্রধান ভীত (foundation) । এই কথাটির উপরেই বার বার মনোযোগ দিলে সহজযোগী হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- কর্ম হল আত্মাকে দর্শন করানোর দর্পন, তাই কর্মের দ্বারা শক্তির স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা- তোমাদের সাইলেঞ্চে থেকে এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এতে ঘন্টা আদি বাজাবার দরকার নেই।"

প্রশ্ন:- কোন্ কথাতে বাবার সমান হলে সব কাজ সিদ্ধ(সম্পন্ন) হয়ে যাবে?

উত্তর:- বাবা যেমন ভালোবাসার সাগর, সেরকম অনেক-অনেক মিষ্টি হও। ক্রোধ থাকলে কাজ বিগড়ে যায়, সঠিক হয় না। সেইজন্য চোখ দেখানো, জোরে বলা, রেগে যাওয়া, এর দরকার নেই। শান্ত থাকা অনেক- অনেক ভালো। ভালোবাসার দ্বারা অনেক কাজ সমাধান হয়ে যায়।

গীত:- তুমিই হলে মাতা ও পিতা....

ওমশান্তি। এই মহিমা হল একজনেরই। কিন্তু ভক্তিমার্গে কেবল একের মহিমা করলে ভক্তি দেখানো হয় না, সেইজন্য ভক্তিতে অনেকের মহিমা করে। ওখানে আওয়াজও অনেক হয়। ঘন্টা-আদি, গীত-ভজন, কান্নাকাটি কত কিছু ভক্তিমার্গে চলে। নানান রকমের আওয়াজ মন্ত্র-যন্ত্র, স্তুতি আদি হয় আর জ্ঞানমার্গ হল নিঃশব্দ। কেবল ইশারা দেওয়া হয়, কোনো আওয়াজ নেই। ভক্তিতে কত ধুমধাম হয়। সব থেকে বেশী ঘন্টা বাজে শিবের মন্দিরে, যেখানে সেখানে দেখো ঘন্টাই ঘন্টা আছে। কাউকে ঘুমের থেকে জাগাবার জন্য ঘন্টা বাজানো হয় না। শিববাবা এসে মানবকে কুস্কর্কের অজ্ঞানতার ঘুম থেকে জাগিয়েছেন, কিন্তু ঘন্টা বাজানো হয় না। একদম শান্তিতেই দুই শব্দকে বুঝিয়ে দেন। বুদ্ধিমান যিনি তিনি ঐ দুই শব্দই বুঝে যান। বাবা বলেন বাচ্চারা-- আমাকে স্মরণ করো। তোমরাই আমাকে ডেকেছ হে পতিত-পাবন এসো। এখন আমি এসেছি তোমাদের পথ দেখাচ্ছি। এখনও কি তোমরা এই পতিত হয়ে এই দুনিয়াতেই থাকতে হবে! তোমরা এই পাবন দুনিয়াতেই থাকতে চাও! পবিত্র দুনিয়া স্বর্গকে বলা হয়। বলাই হয়ে থাকে পতিত-পাবন, তবে বুঝতে হবে যে পতিত-পাবন কি এসে করবেন? নিশ্চয়ই নরক থেকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন। কিছু না বুঝে এমনিতেই ডাকতে থাকে, তালি বাজাতে থাকে। কিন্তু এটা জানে না যে বাবা এলে তবে কি এসে করবেন? বাস্তবে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ও মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার। তখন গায় মনুষ্যকে দেবতা বানাই....এতে শাস্ত্র আদি কিছুই পড়বার নেই। ভক্তিমার্গে অনেক শাস্ত্র আদি পড়ে, চের লেকচার আদি হয়। মাসের পর মাস মণ্ডপ বানিয়ে বসে আওয়াজ করে। এখানে কত শান্তিতে বাবা বসে বোঝান। দেখো, তোমাদের বাবা এসে পবিত্র বানিয়ে, পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানান। পড়াও কত সহজ। তোমরা প্রথমে পবিত্র ছিলে, স্বর্ণযুগে ছিলে। আবার ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে লৌহযুগে তমঃপ্রধান হয়ে গেছে। এখন তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে এইজন্য আমাকে স্মরণ করো। তাও অজপা(মুখে কোনো আওয়াজ না করে)। যেরকম কন্যার যখন বিবাহ হয় তখন কি জপ করে? স্মরণে থাকে। তোমরা সকলে হলে (শিবের) পত্নী, এই শিববাবা হলেন পতিদের পতি। তোমাদের বিবাহ হয়েছে পরমাত্মার সাথে। বিবাহ যখন হয়েছে গেছে তো ব্যস, স্মরণ বুদ্ধিতে বসে গেছে। এখন বিশ্বাস জন্মে গেছে হয়ে যে আমি বিবাহ করে নিয়েছি। তারপর একে অন্যকে স্মরণ করতে থাকে। তোমাদেরও বাবা বলছেন যে নিশ্চয়বুদ্ধি হয়েছে যে আমরা এক বাবার সন্তান নিজেদের মধ্যে আমরা হলাম ভাই-ভাই। ভাইদের বসী প্রাপ্ত হয়- এক বাবার থেকে, এইজন্য বাবাকে ডাকে। যদিও মানব দেহে এসে ভাই-বোন হয়ে যায়। কিন্তু ডাকে আত্মাই তো, ভাই না! ভাই-ভাই ডাকে হে পতিত-পাবন বাবা এসো। বাবা বলেন আমাকে

স্মরণ করো- তবে তমঃপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। পাবন কে সতোপ্রধান, পতিত কে তমঃপ্রধান বলা হয়। এই কথা বাবা সঙ্গমেতেই বোঝান। এ হোল গীতা পার্শালা। এই পার্শালাতে বাবা এসে রাজযোগ শেখান, নর থেকে নারায়ণ বনান। ওখানে শিক্ষক তো সামনে বসে পড়ান, দেখা যায়। এখানে হোল গুপ্ত। তো এই শিক্ষককে বুদ্ধিযোগের দ্বারা বুঝতে হয়। উনি নিরাকার পতিত-পাবন বাবা হন। উনিই স্মৃতি দেন যে কল্প পূর্বেও আমি তোমাকে রাজযোগ শিখিয়েছিলাম। তখন বলা হয়ে থাকে মন্মনাভব, পবিত্র হও তো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাবে। এতে কাঁসর ঘন্টা আদি বাজাবার দরকারই নেই। বাবা নিজে এসে জাগান। মন্মনাভবের অর্থ হোল নিঃশব্দতা। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। ব্যাস! এবার আমাদের নিজেদের ঘরে যেতে হবে। বাবাকেই সকলে বলে যে আমাদের দুঃখ থেকে ছাড়িয়ে মুক্ত করো। সন্ন্যাসীরা কেবল ব্রহ্মকে স্মরণ করে। এখন ব্রহ্মতত্ত্ব তো হল ঘর। ওঁরা ঘরকে স্মরণ করবে, এখানে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। খালি ঘরকে স্মরণ করলে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। ব্রহ্ম তো ভগবান নন।

বাবা বসে বোঝান-- আমাকে স্মরণ করলে তোমরা নির্বাণ ধামে চলে যাবে। তারপর ওখান থেকে আসবে স্বর্গে। এখান থেকে আমি তোমাদের বাচ্চাদের সাথে নিয়ে যাব। তোমরা জানো যে পঙ্গপালের ঝাঁক কত বড় হয়। সকলের একতা থাকে। প্রথমে একজন বসে গেলে সকলে বসে যাবে। মৌমাছিরিও এরকম হয়। রানী ঘর ছাড়লে সকলে তার পিছনে ছুটবে। সে যেমন ওদের সাজন। তাতে আবার সজনীই রাজত্ব করে সমগোগ্রীয়দের উপর। শাস্ত্রেও আছে আত্মা সব মশার মতন ছোটো। অণুত্তি আত্মারা আছে। মাছিরি প্রত্যেক ঋতুতে নিজের রানীর পিছনে ছোটো। তোমাদের তো একবারই যেতে হয়। এখন সব আত্মাদের যেতে হবে মূলবতনে। তোমাদের কোনোরকম আওয়াজ করতে হয় না নয় এইজন্য বাবা উদাহরণ দেন যে তোমরা সরষের দানার মত পিষে যাও। বাবাও বিন্দি, সরষের দানার মতন। পোস্তুর দানাও ছোট হয়। পরমাত্মাও হলেন বিন্দু। তাঁকে দিব্য দৃষ্টি ছাড়া দেখা যায় না। একদমই ছোট তারার মতন। গীতাতে দেখিয়েছে অখণ্ড জ্যোতির সাক্ষাৎকার হয়েছে, তো এখানেও যখন অখণ্ড জ্যোতির সাক্ষাৎকার হবে তখন বুঝবে যে সাক্ষাৎকার হল। যদি বিন্দুর সাক্ষাৎকার হবে তখন কি খোড়াই বুঝবে যে ইনিই পরমাত্মা! গীতাতে তো লেখাই আছে অর্জুনের অনেক তেজোময় জ্যোতির সাক্ষাৎকার হয়েছিল। ভক্তির কথা বুদ্ধিতে বসে আছে। ভক্তিমাগ আর জ্ঞানমাগের মধ্যে রাতদিনের তফাৎ আছে। তোমরা জানো আমরা ৬৩ জন্মের শরীর দ্বারা কত নাচ করি। ৬৩ জন্ম কত ভক্তিমাগের হাঙ্গামা দেখি। তাতেও যখন সতোপ্রধান ভক্তি ছিল তখন এক শিববাবার ভক্তি করতে। তারপর এখানে গঙ্গাস্নান আদি পরে শুরু হয়। প্রথমে অব্যভিচারি ভক্তি হয় তারপর বুদ্ধি পেয়ে থাকে। এখানে আছে সাইলেন্স। কানা কড়ি ছাড়াই তোমরা বিশ্বের মালিক হও। মাগ্মা কানা কড়ি ছাড়াই এসেছিলেন আর বিশ্বের মহারানী হয়েছিলেন। এটা খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল। একদম গরীব ঘরের বিনা কড়ি খরচ করে দেখ কি তৈরি হয়। মাগ্মা সেবা অনেক করতেন। গিয়ে গিয়ে অন্যদেরকে বোঝাতেন বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করো তবে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এতে খরচার তো কোন ব্যাপারই নেই। যদি কেউ অল্প খরচাও করে তবে তা নিজের জন্য। যেরকম ক্ষেতে দুই মুঠো অন্য দিলে কত ফসল ফলে থাকে। কতো ফসল পাওয়া যায়! এখানেও তাই, ২১ জন্মের জন্য তোমাদের কত আমদানি হয়! মানুষ থেকে দেবতা হওয়া কত সহজ ব্যাপার। এক সেকেন্ডের বিষয়। দেখো কত সাধারণ ভাবে তোমরা বসে আছে। যদি কেউ বসতে না পারে তো বাবা বলেন শুয়ে থেকেই মুরলী শোন। এ হল ধারনার কথা। মনে মনে বাবা আর চক্রকে স্মরণ করতে

থাকো। স্মরণ করতে-করতেই শরীর ছাড়তে হবে। এছাড়া মুখে গঙ্গাজল দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। গুরু গোঁসাইরা অনেক ভয় দেখায় যে তুমি যদি এই নিয়ম ভাঙো, ভক্তি না করো তবে এই হবে সেই হবে। *মনে করো কারো পা ভেঙ্গে গেল, বা লোকসান হল, তবে বলবে যে তুমি ভক্তি ছেড়েছ তাই এরকম হয়েছে, তাই ভয় পেয়ে যায়। এখানে তো কিছুই করবার নেই। বাবার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে, চক্রের রহস্য বোঝাতে হবে। এখন কলিযুগের পরে সত্যযুগ আসবে, বিনাশ হবে অবশ্যই, এইজন্য এই মহাভাড়া লড়াই অপেক্ষা করছে। ভগবান এসে রাজযোগ শিখিয়ে নর থেকে নারায়ণ বানান। এট হল রাজযোগ, প্রজাযোগ নয়। শুভ ভাবনা রাখা উচিত। বাচ্চাদের অনেক মিষ্টি হতে হবে। বাবা তো কত মিষ্টি তাই না। ক্রোধ ইত্যাদি সব বিকার তিনি দানে নিয়ে নেন। বাবা বলেন- আমি হলাম ভালবাসার সাগর, তুমিও তাই হও। বাবা খুব স্নেহের সাথে বোঝান। নইলে বাচ্চারা খুব হাস্যমুখ করে-- কারণ মায়ী মাথা খারাপ করে দেয়, সেইজন্য বাবা মনে করেন যে কখনও কাউকে কিছু বলা ঠিক নয়, বরং স্নেহের সাথে বোঝাও। চোখ দেখানো, রেগে যাওয়া, চীৎকার করা, এর দরকার নেই এতে কাজ বিগড়ে যায়। শান্ত থাকা ভালো। বিকারের দান দিয়ে আবার ফেরত নিলে নিজের পদ হারায়। বাবার হয়েছে মানে ৫ বিকারের দান দিয়ে দিয়েছ। বলে দান দিলে গ্রহণ ছুটবে। তবুও বাবা তো হলেন পাণ্ডা, পাণ্ডা তো হল ব্রাহ্মণ। শিববাবাও হলেন রুহানী পাণ্ডা। তোমরাও হলে পাণ্ডা। বাবা ব্রহ্মার দেহে আসেন তো ইনিও ব্রাহ্মণ। বাবা এঁনার মধ্যে বসে আছেন, ওনার (ভগবানের) মহিমা গায়, তুমিই মাতা-পিতা.....আর কারো এই মহিমা নেই। ওনার কর্তব্যও হল এটাই। এটা হল পাঠশালা, বাবা পড়ান। বাচ্চাদের স্মরণে থাকা উচিত। মূল লক্ষ্য হলই বিশ্বের বাদশাহি পাওয়া। তো এরকম শিক্ষককে সব সময় স্মরণ করা উচিত। স্কুলে ছাত্র ভালোভাবে পাশ করলে বছর-বছর শিক্ষককে উপহার পাঠাতে থাকে। এই উৎসব আদি যা কিছু সব এই সময়েরই, কিন্তু এর মহত্বকে কেউ জানে না। বাবা হলেন নলেজফুল। উনি আসেনই রচনার আদি-মধ্য আর অন্তের নলেজ দিতে। কাঁকড় পাথর যেখানে সেখানে তিনি কি করে আসবেন? এক ডাক্তার প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে সব কিছুতেই আত্মা আছে। পরমাত্মা (সব স্থানে) আছেন, বলেননি। আবার ইনি বলে দেন- সর্বব্যাপী। তিনি বললেন সবেতেই আত্মা আছে, তো সন্ন্যাসীরা বলে দিয়েছে সবেতেই পরমাত্মা আছে। কত রাত-দিনের পার্থক্য। উনি হলেন বেহদের বাবা। সব কিছুর থেকে বুদ্ধিযোগ ছাড়িয়ে নিজের সাথে লাগাও। ওরা বলে আত্মা হল বুদ্ধবুদ্ধ সাগর থেকে বেরিয়েছে, সাগরেই লীন হয়ে যাবে। ব্রহ্মজ্ঞানী ভাবে-- ছোট জ্যোতি বড় জ্যোতিতে লীন হয়ে যাবে, তারপর নতুন কিছু জন্মায় হয়। বাবা বোঝান এই ভক্তিও নাটকের অন্তর্ভুক্ত। আমিও নাটকের অন্তর্ভুক্তি অনুসারে তোমাদের বাচ্চাদের এসে বোঝাই। ৮৪ জন্মের যে চক্র লাগায়, তাও নাটকে অন্তর্ভুক্ত আছে। যা কিছু হয় সব ড্রামাতে অন্তর্ভুক্ত আছে। কেউ গায়নও করে, আবার কেউ বিঘ্ন সৃষ্টিও করে।

বাচ্চারা তোমাদের শিববাবার থেকে বর্সা নিতে হবে। উনি আসেনই সব আত্মাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। শরীরের নামও নেন না তিনি। শরীর সহ খোড়াই কাউকে ভাগিয়ে নিয়ে যাই! আমাকে তো বলে থাকে হে মুক্তিদাতা এসো। আমাকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে অন্য কোথাও নিয়ে চলো। যেখানে আনন্দ- সুখ শান্তি পাবে। তো সবার শরীর এখানেই ছাড়িয়ে আত্মাদের নিয়ে যাবে। তো কালেরও কাল হল তাই না! আমি সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে যাব। কত আশ্চর্যজনক সব কথা বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। কেউ কোনো কথা বুঝতে না পারলে তাদের তাদের বলা এ বিষয়ে বাবা এখনও কিছু বলেননি। যখন বোঝাবেন তখন আপনাকে শোনাবো। এরকম ভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে

নেওয়া উচিত। বাচ্চারা বোঝে বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । নতুন-নতুন কথা বাবা শোনাতে থাকেন। দুনিয়ার ইতিহাস-ভূগোল একমাত্র রচয়িতা বাবাই আমাদের শোনান, যিনি আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনান। তোমরা হলে লাইট-হাউসও এবং স্বদর্শন চক্রধারীও । কিন্তু মায়া তা ভুলিয়ে দেয়। সেইজন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে । কিছু না কিছু ঘাটতি থেকে যায়। কর্মের হিসাব-পত্র আছে তাই না। যতক্ষণ কর্মজীবিত অবস্থা না হয় ততক্ষণ কিছু না কিছু হতে থাকে। হিসাব-পত্র চুকিয়ে দেওয়া সাঙ্গ হল আর শরীরও ছেড়ে দিল, ওদিকে লড়াইও শুরু হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বিকারের দান দিয়ে ফেরত নেবে না। মুখ থেকে যেন শুভ শব্দই বের হয় , খুব মিষ্টি হতে হবে। বাবার সমান ভালবাসার সাগর হতে হবে।

২) সাইলেন্স থেকে কানা কড়ি খরচ না করেও বিশ্বের বাদশাহি নিতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে যৎসামান্য খরচ করে ২১ জন্মের জন্য আমদানি করতে হবে।

বরদান:- কস্মাইন্ড স্বরূপের স্মৃতি আর পজিশনের নেশার দ্বারা কল্প-কল্পের অধিকারী ভব।
আমি আর আমার বাবা-এই স্মৃতিতে কস্মাইন্ড থেকে তথা এই শ্রেষ্ঠ পজিশন যেন সদা স্মৃতিতে থাকে যে আমরা আজ ব্রাহ্মণ, কাল দেবতা হব। আমিই সে, সে-ই আমি(হম সো, সো হম) --
মন্ত্রটি সদা স্মরণ থাকলে তবে এই নেশা আর খুশিতে পুরানো দুনিয়া সহজে ভুলে যাবে। সদা এই নেশা থাকবে যে আমিই হলাম কল্প-কল্পের অধিকারী আত্মা । আমরাই ছিলাম, আমরাই আছি আর আমরাই কল্প-কল্প থাকব।

স্লোগান:- নিজেই নিজের শিক্ষক হও তবে সকল খামতি স্বতঃই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - এই জ্ঞান-মার্গের দিশা খুবই উন্নত স্তরের। তাই অযথা নিজের অমূল্য সময়কে নষ্ট না করে, সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করো।"

প্রশ্ন :- বাচ্চাদের চড়তী কলায় (আরোহণের সোপানে) না উঠতে পারার মুখ্য কারণগুলি কি কি ?

উত্তর :- জ্ঞান-মার্গে চলতে থাকা বাচ্চাদের যদি সামান্যও অহংকার আসে, সে নিজেকে খুব চালাক বুদ্ধিমান মনে করে, মুরলী পড়া বাদ দেয়, ব্রহ্মা বাবাকে অবজ্ঞা করে- তবে সে ক্ষেত্রে তারা কখনও চড়তী কলার উল্লতির সোপানে উঠতেই পারে না। সাকার (ব্রহ্মাবাবা) বাবার হৃদয়ে স্থান না পেলে নিরাকার (শিববাবা) বাবার হৃদয়েও তার স্থান হয় না।

গীত :- লাখ জমানে বালে (এই দুনিয়ার হাজার হাজার মানুষ।)

ওঁ শান্তি! বাচ্চারা তোমরা তো গীত শুনলে। তাই তোমরাই বলতে পারবে, কেউ তোমাদের সংশয় (দ্বিধা) বুদ্ধির বানাতে চাইলে, যা কিছুই বলুক না কেন, যা কিছুই করুক না কেন- তোমরা কোনও কারণেই সংশয়-বুদ্ধির হবে না। যতই নানা প্রকারের নানান উল্টো-পাল্টা কথা বলুক, তবুও তোমরা বলবে- তোমাদেরকে কেউ সংশয় বুদ্ধির বানাতে পারবে না। তোমরা কেবল এই বাবার শ্রীমত অনুসারেই চলবে। বাবা রোজই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর বোঝাতে থাকেন। যেমন, সত্যযুগের শুরুতে জনসংখ্যা থাকে ৯ লাখের মতন। তবে তো অবশ্যই আর বাকী যত সব মানুষ, তাদের বিনাশ হতেই হবে। যারা বুদ্ধিমান তারা ঈশারাতেই এই কথার মর্মার্থ বুঝে যাবে যে, চিরাচরিত সেই যুদ্ধের দ্বারাই এত অনেক ধর্মের বিনাশ ঘটিয়ে এই ভাবেই মাত্র একটিই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। যারা দৈব গুণের উপযুক্ত হবে, কেবল তারাই মানুষ থেকে দেবতা হবে। এই বাবা ছাড়া আর কেউ-ই মানুষ থেকে দেবতা বানাতে পারে না। অতএব বাচ্চাদের স্মরণে থাকা দরকার, তাদের আপন ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে, কিন্তু মায়া বারে বারে তা ভুলিয়ে দেয়। তাই এখন থেকেই বাবাকে স্মরণ করতে থাকো -- সতোপ্রধান হওয়ার জন্য। যুদ্ধ যে কোনো সময় চরমে উঠতে পারে , তখন কোনো নিয়মে চলবে না। এক একটা যুদ্ধের আকার এতই ভয়ঙ্কর রূপ নেয় যে, তা বন্ধই হতে চায় না। একে অপরের প্রতি লড়তেই ব্যস্ত থাকে। তাই বিনাশের আগেই আমরা অবশ্যই স্মরণের যোগের দ্বারা নিজেদেরকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করবো। এই স্মরণের যোগ যাত্রার সময়েই মায়া যত বিঘ্ন ঘটায়। তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকে রোজই বলেন- এর জন্য চার্ট বা তালিকা লিখে রাখতে। মাত্র দু-চার জন তা করে থাকে। বাকীরা তো যে যার নিজের ধান্দায়, চাকরী-ব্যবসায় সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকে। এছাড়াও কত প্রকার বিঘ্নের মধ্যেও কাটাতে হয় তাদের। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাচ্চাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে, নিজেদেরকে সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। তা সে যেখানে, যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে। অন্যদেরও তা বোঝাবার জন্য চিত্র ইত্যাদিও বানাতে হবে, যেহেতু বর্তমান জগতের মানুষেরা ১০০ ভাগই তমোপ্রধান। শুরুতে আত্মারা যখন মুক্তিধাম থেকে আসে, তখন তারা সতোপ্রধান অবস্থায় থাকে। এরপর তা সতো, রজো, তমো-তে আসতে আসতে বর্তমান সময়ে তো সবাই তমোপ্রধান অবস্থায় হয়ে আছে। তাই সবাইকেই বাবার এই বার্তা জানাতে হবে যে, বাবাকে স্মরণ করলেই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবে। বিনাশ যে দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

সত্যযুগে কেবল একটি মাত্রই ধর্ম থাকে আর বাকীরা সব থাকে নির্বাণধামে। বাচ্চাদেরকে সেই চিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। চিত্রের আকার বড় হলে, স্পষ্ট ভাবে বুঝতে ও বোঝাতে সুবিধা হবে। সবাইকেই বাবার বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। এর মধ্য 'মনমনাভব' (তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত করো) শব্দটিই প্রধান। কিম্বা 'অল্ফ আর বে' (বাবা আর বাদশাহী) -র ব্যাপারে বোঝানোটাই যত কষ্টের। যা বোঝাবার জন্য জ্ঞানে পাক্কা বাচ্চার দরকার। আর তা সম্ভব যদি তোমরা সেই পরম-পিতার স্নেহের পাত্র হতে পারো। তোমাদের মনে যেন এই ভাবনাই থাকে যে, আমি বাবার সেবায় নিয়োজিত। অর্থাৎ 'খুদাই খিদমতগার' (ঈশ্বরীয় সেবক) হতে হবে। জাগতিক লোকেরা কথা বলার সময় তো কত প্রকারের শব্দই ব্যবহার করে, কিন্তু তার প্রকৃত অর্থটাই তারা জানে না। এখন বাবা স্বয়ং এসেছেন, বাচ্চাদের সেবা করতে। কত সুন্দর ভাবে কত উন্নত পর্যায়ে দেবী-দেবতায় পরিণত করেন তিনি। যেখানে বর্তমানে আমাদের এই দৈন্যদশা অবস্থা। সত্যযুগে আবার আমরা কত উন্নত সর্বগুণ সম্পন্ন আত্মায় পরিণত হবো। কিন্তু, এখনকার এই জগৎটা তো একে অপরের সাথে লড়াই-ঝগড়া করতেই ব্যস্ত। তারা তো কেউই এই খবরটাও রাখে না যে, অতি নিকটেই মহা-বিনাশ হতে চলেছে। উপরন্তু তারা ভাবে, শান্তি স্থাপন তো হবেই। বাস্তবে, তারা একেবারেই ঘোর কালো তমসায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাই তাদেরকে সেভাবে বোঝানো দরকার। বাবার এই জ্ঞানের বাণী বিলেতে ও বিদেশের অন্যত্রও শোনানো উচিত। কেবল মাত্র একটাই বক্তব্য কোনও সভার মাঝে বসে বোঝাও যে, মহাভারতের যুদ্ধের মতন, মহা বিনাশের যুদ্ধও আসন্ন, যার ফলে পুরাতন পৃথিবীরও বিনাশ হবে। এই সময়ে গড় ফাদার (ঈশ্বরীয় পিতা),- উনিও ধরায় উপস্থিত হন। সুতরাং উনি অবশ্যই এখন ধরাতে ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গ স্থাপনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। শংকরের দ্বারাই কলিযুগের এই বিনাশ ঘটে। যেহেতু বর্তমান সময়টা সেই সঙ্গমের। অর্থাৎ কলির শেষ ও সত্যযুগের সূচনা কাল। তাই ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও হয় এই সময়ে। শেষ বারের জন্য তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধও বাঁধে এই সময়ে। অন্তিম বিনাশও ঘটে এই সময়ে। এখনই সবাইকে এই সব জানানো উচিত যে, একমাত্র বেহদ- অসীমের এই বাবাকে স্মরণ করতে পারলেই মুক্তিধামে পৌঁছতে পারবে। তোমরা যে যার নিজের ধর্মে থেকেও বাবাকে স্মরণ করলে, নিজের ধর্মেই উঁচু পদের প্রাপ্তি ঘটবে। বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, বেহদ-অসীমের এই বাবা তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ দিচ্ছেন প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরকে আধার করে। যা অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম - আগে নিজের ঘর থেকেই শুরু, তারপর তো আসে-পাসে, দূর-দূরান্তরে, বিশ্ব-জগতে সবাইকেই এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে। অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও বাবার পরিচয় জানাতে হবে। বাইরের জগতের সবাইকে, এমন কি রাজা-রাজাদেরও এই জ্ঞানের বাণী শোনাতে হবে। তার জন্য নিজেদেরকে সেভাবেই প্রস্তুত করতে হবে। বাবা জানাচ্ছেন, প্রধান ও মুখ্য চিত্রগুলি হল-- ত্রিমূর্তি (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর), গোলা (সৃষ্টিচক্র), ঝাড় (কল্প-বৃক্ষ)- এগুলিকে কাপড়ের উপর বড় বড় করে ছাপিয়ে নিয়ে বাইরেও নিয়ে যেতে পারবে। বড় একটায় তা না পারলে, দুটো-তিনটে টুকরো করেও তা করতে পারো। এই জ্ঞানের পুরোটাই আছে এই ত্রিমূর্তি, ঝাড় আর গোলার মধ্যে। সিঁড়ির (৮৪ জন্মের কাহিনী) জ্ঞানও গোলার মধ্যেই এসে যায়। আর সিঁড়িকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করলে তাতে বোঝানো যায় - এই ৮৪ বার জন্ম কি ভাবে হয়ে থাকে। যেমন, চক্র-তে সব ধর্মের ব্যাপারটাই চলে আসে। সিঁড়ির চিত্রে তেমনি দেখানো আছে, কিভাবে সতোপ্রধান, তারপর সতো, রজো, তমো-তে আসে-অর্থাৎ নীচের দিকে নামতে থাকে। তাই তো বাবা বলছেন, 'মামেকম্ ইয়াদ করো'- কেবলমাত্র আমাকেই স্মরণ করতে থাকো। এ নিয়ে দিনভর ব্রহ্মাবাবার নানা ভাবনা চলতে থাকে। যদি কেউ নতুন কোনও বাড়ী নির্মাণ করে, সেই বাড়ীর দেওয়াল যেন যথেষ্ট উঁচু ও লম্বা হয়-

যেন সেই দেওয়ালে (৬ x ৯) ছয় ফুট চওড়া (উঁচু) ও নয় ফুট লম্বা আকারের চিত্র বানানো যায়। যার জন্য ১২ ফুটের দেওয়াল আবশ্যিক। *আবার আজকাল তো নানান ভাষারও প্রচলন হয়েছে। সব ধর্মের লোকেদেরকেই তা বোঝাতে তো হবে, তাই অনেক ভাষাতেই তা বানাতে হবে। এ রকম বিশাল বুদ্ধির দ্বারা যুক্তিগতভাবে ভাবতে হবে। আনন্দ ও উৎসাহের সাথে সেবা করতে হবে। এ সবে খরচ তো কিছু হবেই। কিন্তু এর জন্য তোমাদের কারও কাছে ভিক্ষা চাইতে হবে না। কোম্পাগারে সে অর্থ নিজে থেকেই চলে আসবে। ঠিক যেমনটি নাটকের চিত্রপটে নির্ধারিত আছে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে তা চলতে থাকলেই হলো। অবশ্য বাচ্চারা যদিও সামান্য কিছু করে, তাতেই কিন্তু তাদের এমন নেশা আসে যে, নিজেদেরকে খুব চালাক-চতুর ভাবতে শুরু করে। বাবা তখন বলেন, ১৬ আনার মধ্যে ৪ আনাও তো কেউ শিখতে পারোনি। কেউ দু-আনা, কেউ এক-আনা, কেউ আবার অনেক কষ্টে এক-পয়সার মতন শিখতে পারে। সে সবার বোধটাই যে নেই অনেকের। অনেকের তো নিয়মিত মুরলী পড়ার অভ্যাসও নেই। এভাবেই তারা তাদের নিজের ভাগ্যকে তৈরী করে। ফলে -কেউ ধনী প্রজা, কেউ গরীব প্রজা আর তা নির্ধারিত হয় এখান থেকেই। কেউ কেউ আবার বাবার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, এমন কর্ম করে, নিজেদের মুখে চুন-কালি লাগায় নিজেরাই। আর নিজেই নিজের কাছে হেরে গিয়ে বাবার কাছে এসে বিলাপ করে। বাবা তখন বলেন, তুমি তো অধমেরও অধম, যা এক কাঁনা-কড়িরও যোগ্য নও তুমি। এরপর তুমি আর কি পদেরই বা অধিকারী হতে পারবে ! যেখানে বর্তমানে এখন সূর্যবংশীদের রাজধানী স্থাপনের তোড়জোর চলছে। আর যারা বাবার স্মরণে থাকে-তারা কিন্তু খুব খুশীতেই থাকে। তাদের কেবল একটা কথাই স্মরণে থাকে যে, বাবার উত্তরাধিকারী হয়ে যা পাচ্ছি, তা যথেষ্টই লাভজনক। এতেই আত্মতুষ্ট হয়ে, সবাই সমান ভাবধারায় ও নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। বাচ্চারা সবাই সমান ভাবে সেবা করতে পারে না। যারা সামান্য সেবা করে, তারাও ভাবে যে তারা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ফলে তাদের দেহ-অভিমান চলে আসে - আর তাতেই তাদের পতনও হয়। কিন্তু ব্রহ্মাবাবাকে অসম্মান করো যদি, সেক্ষেত্রে শিববাবা বলেন- তাতে ওনারও অসম্মান হয়। যেহেতু বাপদাদা (বাবা=শিব + দাদা=ব্রহ্মা) দুজনেই একত্রিত। আবার এমনও নয় যে, বাচ্চাদের সাথে শিববাবার সরাসরি যোগাযোগ হয়। আর বর্ষা তো এনার (ব্রহ্মার) মাধ্যমেই পাওয়া যায়। এনাকেই তো আমাদের মনের কথা জানাতে হয় এবং উপদেশ/আদেশও এনার মাধ্যমেই পেয়ে থাকি। শিববাবা বলেন, আমি তো সাকারের দ্বারাই সেই আদেশ দিয়ে থাকি। তাই ব্রহ্মা ছাড়া শিববাবা তার বর্ষা দেবেন বা কিভাবে ? আবার বাবা ছাড়া বাচ্চাদের এসব কাজ হতেও পারে না- তাই বাচ্চাদেরকেই এসব বিষয়ে খুব বেশী সতর্ক হতে হবে। তবুও অযথা অহংকারের বশে এসে অনেকেই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে। যদি তুমি তোমার মনের ভাবনায় সাকার ব্রহ্মাকে অগ্রাহ্য করো তবে তুমিও নিরাকার শিববাবার হৃদয়ে স্থান পাবে না। এরকমও তো অনেকেই আছে, যারা কখনও মুরলী শোনেই না। চিঠি-পত্রও লেখে না। সেক্ষেত্রে বাবা তাদের জন্য আর কি বা ভাববে। যেহেতু এর দিশা যে অনেক উন্নত স্তরের। তাই বাচ্চাদের সময়ের অপচয় করা উচিত নয় মোটেই। তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদেরকে মহারথী হিসাবে কল্পনা করে, তাদের তো অবশ্যই বড় বড় কার্যে সহযোগী হতেই হবে। যে কাজের দ্বারা অনেকের কল্যাণ সাধিত হবে, তা দেখে বাবা খুশী হয়ে তখন অনেক অনেক ধন্যবাদও জানাবে। প্রদর্শনীগুলিতে তো বহু লোকেরই সমাগম হয়, তাদেরকে অন্ততঃ প্রজাতেও তো আনতে পারো। বাবা এই ধরনের সেবাদারী বাচ্চাদের প্রতিও বিশেষ নজর রাখেন। এই প্রকারের ইন্দ্রসভাতে তো আসাই উচিত- যেখান থেকে সূর্যবংশী রাজা-রানীদের তৈয়ারী করা হয়। সেবা না করলে সে (স্বর্গ-রাজ্যের) উপযুক্ত হিসাবে গন্য হয় না। নিকট ভবিষ্যতে তো তার সব কিছুই

জানা যাবে- কে কি হতে যাচ্ছে। তাই বাচ্চাদের সেরূপ আগ্রহ থাকাটা দরকার যে, আগামীতে স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছে আমি রাজকুমারই হবো। সেই নিমিত্তেই এখানে তোমরা রাজযোগ শিখতে আসো। মনোযোগ সহকারে পঠন-পাঠন না করলে, নিম্ন পদের অধিকারী হতে হবে। সেবার খবরা-খবর সময় মতন বাবার কাছে পৌঁছোতে হবে। জানাতে হবে, বাবা আমি আজ এই ধরনের সেবা করেছি। কিন্তু তোমরা যদি পত্রই না লেখো, তবে বাবা তা জানবেই বা কি করে ? কিন্তু চুপ করে থাকা মানে তো মরে থাকার সামিল। বাবার হৃদয় কেবল সেই বাচ্চাদের কথাই ভাবতে থাকেন যারা সেবায় ব্যস্ত থাকে আর অন্যদেরকে বাবার পরিচয় জানাতে থাকে। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রহ্মাকুমার কুমারীদেরকেই বর্সা দিয়ে থাকেন। যেহেতু শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। এখন তো কত অনেক ধর্মই আছে, কিন্তু দেবী-দেবতা ধর্মের যে ভিত, তা এখন অবলুপ্ত হয়েই আছে। এই অবিদ্যার নাটকের চিত্রনাট্য সম্পূর্ণটাই যে পূর্ব নির্ধারিত। সিঁড়ির চিত্রে সব ধর্মের অবস্থান নেই। এই কারণে গোলার চিত্র দিয়েই তা বোঝাতে হবে। গোলার চিত্রে তা বিস্তারে বর্ণিত আছে। আর তার সাথে এটাও বোঝাতে হবে - সত্যযুগের দেবী-দেবতার দ্বি-মুকুটধারী হয়ে থাকে। বর্তমান সময়কালে কারও-ই পবিত্রতার মুকুট নেই। এমন একজনও নেই যাকে আলোর মুকুট পরানো যায়। (বর্তমান সময়ে) ব্রহ্মাবাবা নিজেকেও তা পরার উপযুক্ত মনে করেন না। আমাদের পুরুষার্থ করতে হবে, সেই লাইটের মুকুট পরার উপযুক্ত হবার লক্ষ্যে। এখানে এখনকার শরীরই পবিত্র নয়। যোগবলের দ্বারা আত্মা পবিত্র হতে হতে একসময়ে তা সম্পূর্ণই পবিত্র হয়ে যাবে। যার ফলে সে মুকুটধারী হতে পারবে সত্যযুগে। সত্যযুগে হয় দ্বিমুকুটধারী আর ভক্তি-মার্গে হয় এক মুকুটধারী। আর বর্তমান সময়কালে কোনও মুকুটই থাকে না। তাই এই সময়ে পবিত্রতার সেই মুকুট কি ভাবেই বা দেখাবো তোমাদের। কোথায় বা পাওয়া যাবে সেই সেই আলোর মুকুট। জ্ঞান তো যথেষ্ট ধারণ করেছে তোমরা, কিন্তু সম্পূর্ণ পবিত্র যখন হতে পারবে, একমাত্র তখনই সেই আলোর অধিকারী হতে পারবে। সেই লাইটের আলো সূক্ষ্মবতনে অবশ্য দেখতে পাবে। যেমন মানুষ এখন সেই সূক্ষ্মবতনে ফরিস্তা রূপে বিরাজ করছে। ওখানকার আত্মারাও এক মুকুটধারী। কিন্তু এখন তাদের সেই লাইটের মুকুট দেখা যায় না। সম্পূর্ণ পবিত্রতা আসে অনেক পরে। যোগে বসে মনোযোগ রাখলে, ওখানকার লাইট দেখা যায়। এখন কারওকে লাইটের মুকুট দিলে, কাল সে পতিত হয়ে যেতে পারে, তখন তো সেই লাইট অদৃশ্য হয়ে যাবে। এই কারণেই একেবারে অন্তিম সময়ে, যখন কর্মাতীত অবস্থায় আসবে, একমাত্র তখনই সেই লাইটের মুকুট দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ হলেই তো আত্মারা সূক্ষ্মবতনে চলে যায়। যেমন -বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট এনাদেরকে দেখানো হয়। প্রথম দিকে এইসব পবিত্র আত্মারা আসে নিজেদের ধর্মকে স্থাপন করতে, যারা সেই লাইটের অধিকারী, কিন্তু তা মুকুট বিহীন অবস্থায়। তোমরাও বাবাকে স্মরণ করতে করতে একই রকমের পবিত্র হতে পারো। স্ব-দর্শন চক্র ঘোরতে থাকলে তোমরাও রাজ্য-অধিকারীর পদ পেতে পারো। কিন্তু সেখানে কোনোও উজিরের উপস্থিতি থাকে না। এখানে তো অনেকেরই রায় নিতে হয়। যেহেতু সেখানে তো সবাই সত্যপ্রধান অবস্থায় থাকে। এসব বিষয়ে অনেক বোঝার ব্যাপার আছে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদা জানায় তাদের স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা তার রুহানী বাচ্চাদেরকে জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাপদাদার আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে বাবার এই অতি উচ্চ কার্যে সম্পূর্ণভাবে বাবার সহযোগী হতে হবে। নিজের সেবা-কার্যের খবরা-খবর নিয়মিত জানাতে হবে বাবাকে।

২) দেহ-অভিমান ভাবে এসে কখনও অসম্মান করা চলবে না। মাদক জাতীয় উল্টোপাল্টা নেশা করা চলবে না। সময়ের অপচয় করা চলবে না। সেবার পদ্ধতির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। নিজেকে সম্পূর্ণ-রূপে সেবাধারী হিসাবে তৈরী হতে হবে।

বরদান :- ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত থেকে সর্বদা অচল আর সাক্ষী স্বরূপে থেকে নম্বর ওয়ান সৌভাগ্যশালী হও (ভব)!

ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হয়ে প্রতিটি সংকল্প, প্রতিটা কর্ম করো আর প্রতিটি কর্মের প্রতিই লক্ষ্য রাখো। এটা কেন, এটা কি -- এসব প্রশ্ন যেন না আসে, সর্বদাই যেন ফুল-স্টপ এবং নাথিং নিউ। প্রত্যেক আত্মার তার নিজের নিজের পার্টকে, খুব ভালভাবে অনুধাবন করে পার্টে অংশ-গ্রহণ করো। আত্মাদের সম্বন্ধ-সম্পর্কে যখন আসবে --তখন স্বতন্ত্রতা আর প্রেম ভাবের সমানতা থাকলে অস্থিরতা কমে যাবে। এরূপ সর্বদা অচল আর সাক্ষীভাবে থাকা - এটাই হল নম্বর ওয়ান সৌভাগ্যশালী আত্মার লক্ষণ ।

স্লোগান :- সহনশীলতার গুণকে ধারণ করলে, কঠোর সংস্কারও শীতল হয়ে যায়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সেবার সাথে সাথে স্মরণের যাত্রাকেও ধরে রাখতে হবে ,এই রুহানী যাত্রায় কখনও শিথিল হওয়া বা গাফিলতি করা যাবে না ।"

প্রশ্ন :- বাচ্চাদের মন যদি রুহানী সেবায় না লাগে তবে তার কারণ কি ?

উত্তর :- যদি রুহানী সেবায় মন না লাগে তবে অবশ্যই জানতে হবে যে দেহঅভিমানের অশুভ লক্ষণ এখনও রয়ে গেছে । চলতে ফিরতে দেহ অভিমানের কারণে যখন নিজেদের মধ্যে ক্রোধ উৎপন্ন হয় তখনই এই সেবাকাজ ছেড়ে দেয় । ক্রোধের কারণে একজন অন্যজনের মুখ দেখলেই সেবার ইচ্ছা চলে যায়, তাই বাবা বলেন যে দেহঅভিমানের অশুভ লক্ষণ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখো ।

গীত :- আমাদের তীর্থ হল আলাদা সকলের চেয়ে

ওম্ শান্তি । এই গানের লাইন বাচ্চাদের সতর্ক করে দিয়েছে । তোমরা কি বলবে ? বুদ্ধিতে একথা যেন স্মরণ থাকে যে আমরা তীর্থ যাত্রায় আছি এবং আমাদের এই যাত্রা সবার থেকে আলাদা । এই যাত্রাকে কখনোই ভুলো না । এই যাত্রার উপরই সমস্ত কিছু নির্ভর করে । অন্য সকল মানুষ যারা এই দেহসহিত বিভিন্ন তীর্থস্থানে যাত্রা করে , তারা ফিরেও আসে এবং জন্ম জন্মান্তর তারা এই যাত্রাই করে এসেছে । আমাদের তীর্থ কিন্তু তা নয় । অমরনাথে গিয়ে আবার মৃত্যুলোকে চলে আসবে । তোমাদের এটা যাত্রা নয় , অন্য সব মানুষদের এ হলো যাত্রা । তীর্থ পরিক্রমা করেও পতিত হয়ে যায় । এখানে অনেক ধরনের তীর্থ যাত্রা আছে । দেব - দেবীর মন্দিরও অনেক আছে । বিকারীদের সাথে কত মানুষ এই তীর্থ যাত্রায় যায় । তোমরা বাচ্চারা তো প্রতিজ্ঞা করেছো - নির্বিকারী থাকার । তোমাদের নির্বিকারীদের জন্য এই যাত্রা । নির্বিকারী বাবা , যিনি চির পবিত্র, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে । সাগরের জলকে বিকারী বা নির্বিকারী বলা যাবে না । না তার থেকে বেরোনো গঙ্গা মানুষকে নির্বিকারী বানাবে । মানুষমাত্র এতটাই পতিত হয়ে পড়েছে যে কিছুই বুঝতে পারে না । দুনিয়ার মানুষ তো শরীর নিয়ে যাত্রা করে - সে হলো অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর যাত্রা । আর এ যাত্রা হলো বড়। তোমাদের বাচ্চাদের উঠতে বসতে এই যাত্রার খেয়াল রাখতে হবে । মানুষ যখন এই তীর্থ যাত্রায় যায় তখন তাদের সমস্ত কাজকর্ম , গৃহস্থ ব্যবহার ইত্যাদি ভুলতে হয় । অমরনাথের জয় ব্যস , এই কথাই বলতে থাকে । মাস , দুমাস তীর্থ যাত্রা করে ফিরে এসে আবার পতিত হয়ে পড়ে । তারপর তারাই আবার গঙ্গাস্নান করতে যায় । তারা জানেই না যে তারা রোজ পতিত হতে থাকে । গঙ্গা বা যমুনা নদীর ধারে যারা থাকে তারাও রোজ পতিত হয়ে যায় । তারা রোজ গঙ্গা স্নান করে । এক তো তারা এই স্নান নিয়ম করে করে , দ্বিতীয়ত কোনো বিশেষ দিনেও তারা এই গঙ্গা স্নান করে কারণ তারা জানে যে গঙ্গা হল পতিত - পাবনী । এমন তো নয় যে ওই বিশেষ এক দিনেই গঙ্গা মানুষকে পবিত্র বানায়, তারপর আর নিজে পবিত্র থাকে না । এমন তো হয় না কোনো বিশেষ দিন উপলক্ষে গঙ্গার পারে যখন মেলা বসে তখন গঙ্গা পতিত - পাবনী হয়ে যায় । এমন হয় না । গঙ্গা সবসময় একইরকম থাকে । মানুষ রোজই সেখানে স্নান করতে যায় । কোনো বিশেষ দিন উপলক্ষে মেলা বসলেও মানুষ সেখানে যায় । যদিও এর কোনো অর্থ নেই । গঙ্গাই হোক বা যমুনা , সবই একা মানুষ মৃতদেহও সেই জলে ফেলে দেয় । এখন তোমাদের বাচ্চাদের এই রুহানী যাত্রায় থাকতে হবে । ব্যস , এখন আমাদের ঘরে যাবার সময় । এতে গঙ্গা স্নান করার বা শাস্ত্র পাঠের কোনো বিষয়

থাকতে পারে না । বাবাও এখানে একবারের জন্যই আসেন । সমস্ত দুনিয়াও এই একবারের জন্যই পতিত থেকে পবিত্র হয় । তোমরা এও জানো যে সত্য যুগ হলো নতুন দুনিয়া আর কলিযুগ হলো পুরোনো দুনিয়া । বাবাকে অবশ্যই এই দুনিয়ায় আসতে হবে নতুন দুনিয়ার স্থাপন আর পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ করার জন্য । এই কাজ একমাত্র শিববাবার । কিন্তু মায়া এমন তমোপ্রধান বুদ্ধি বানিয়ে দেয় যে মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না । প্রদর্শনীতে কত বড় বড় মানুষ আসে । সল্ল্যাসীরাও এখানে আসবে কিন্তু বুঝতে পারবে কোটি মানুষের মধ্যে কয়েকজন । তোমরা লাখ লাখ মানুষকে বোঝাও কিন্তু কিছু বিশেষ মানুষই বুঝতে পারে । কিন্তু অনেককেই এই কথা বোঝাতে হবে । অবশেষে তোমাদের এই বোঝানো এবং ছবি মানুষ খবরের কাগজেও পড়বে । সিঁড়ির কথাও কাগজেই পড়বে । মানুষ বলবে এ তো ভারতের জন্য । অন্য ধর্মের লোকেরা কোথায় যাবে । শেষ সময়ের গায়নও আছে । শেষ সময় অর্থাৎ ঘরে ফিরে যাবার সময় । যখন পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ আর নতুন দুনিয়ার স্থাপন হবে তখন তো অবশ্যই সবাই ঘরে ফিরে যাবে । সকলেরই বিনাশের সময় উপস্থিত হবে । এখন নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে । এই কথা তোমরা বাচ্চারা ছাড়া অন্য কেউই জানে না । তোমরা জানো যে এখন নরকবাসীদের বিনাশ আর স্বর্গবাসীদের স্থাপনা হচ্ছে । কল্প কল্প এমনই হয়ে থাকে । এখনও যে অল্প সময় আছে তাতেও অনেকেই এই কথা বোঝার সুযোগ পাবে । এই বিষয়ে মেলাও হতে থাকবে । সবাই লিখতে থাকে যে আমরা মেলা করি বা প্রদর্শনী করি । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের বাবাকে স্মরণ করা ভুললে চলবে না । বাচ্চাদের মধ্যে এখনও টিলেঢালা ভাব রয়েছে । এমন ভাবে যাত্রা করে যেন বৃদ্ধ হয়েছে । যেন শরীরে শক্তি নেই , কিছু খায়ও নি । বাবা কতো ভাবে খেয়াল রাখেন । খেয়াল রাখতে রাখতে ঘুমই চলে যায় । সবাইকেই বিচার সাগর মন্ডন করতে হবে । বাচ্চারা জানে আমাদের বেহদের শিববাবা পড়াচ্ছেন । তাই বাচ্চাদের কত অপার খুশী হওয়া চাই । এই পড়ার দ্বারাই আমরা এই বিশ্বের মালিক হতে পারি । কারো কারো চলন এমন যেন কাঁকড়ার মতো । এই কাঁকড়াদের বাবা দেবতা বানান । তবুও কারো কারো চলন খুব মুশকিলে পরিবর্তন হয় । এই সিঁড়ির ছবিতে খুব সুন্দর জ্ঞানের কথা আছে । কিন্তু বাচ্চারা এতো কাজ করে না । এই ঈশ্বরীয় যাত্রাই করে না । বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে যাবে । তোমাদের বুদ্ধি সোনার মত হয়ে যাবে । তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধি পরশ পাথরের মতো হওয়া চাই । তোমাদের অনেকের কল্যাণ করতে হবে । তোমরা এখন সতোপ্রধান থেকে তমো প্রধান হয়েছে, আবার সতোপ্রধান হতে হবে । বাবা বলেন , আমাকে স্মরণ করো । কৃষ্ণকে কিন্তু ভগবান বলা যাবে না । তাঁকে বলা হয় কালো – শ্যাম । বাবা এই অপবিত্র আত্মাকে বসে বুঝিয়েছেন । এই আত্মা জানে যে , বাবা আমাকে এই বিশ্বের মালিক বানান, তাই খুশীতে তাঁর বুদ্ধি কতটা ভরপুর থাকা উচিত । এতে গর্ব করার বা উদ্ধত হওয়ার কোনো কথাই নেই । বাবা কতটা নিরহংকারী । তোমাদের বুদ্ধিতে কতটা খুশী থাকা চাই যে কাল আমরা হীরে জহরতের মহল বানাবো । নতুন দুনিয়াতে আমরা রাজধানী চালাবো । এই দুনিয়া তো সম্পূর্ণ পতিত দুনিয়া । এই দুনিয়ার মানুষ তো কোনো কাজের নয় , তারা কিছুই জানে না । এও তোমাদের দেখানো দরকার যে – তোমাদের জীবন হীরের মতো ছিল । সেই জীবনই ৮৪ জন্ম নিতে নিতে কড়ির মতো হয়ে গেছে । এই সিঁড়ির ছবি হল এক নম্বর ছবি । দ্বিতীয় নম্বরে হল ত্রিমূর্তি ।

তোমরা বলো যে – নিকট ভবিষ্যতে ভারত শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে যাবে । সেই শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়ায় খুব অল্পই মানুষ থাকবে , এখন তো কতো মানুষ । মহাভারতের লড়াইও তোমাদের সামনে । সমস্ত আত্মারা মশার মতো ঝাঁক বেঁধে চলে যাবে । আগুন সামনে জ্বলন্ত অবস্থায় আছে । যতোই তোমরা

ঠিক করো সবকিছু ঠিক করার ,ততই খারাপ হয়ে যাও । বাবা এখন বাচ্চাদের রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন । বাচ্চাদের এই বিষয়ে কত নেশা বাড়িয়ে দেন । আবার কেউ কেউ এখান থেকে বাইরে গেলে তাদের মাথা থেকে জ্ঞান উড়ে যায় । কিছুই আর স্মৃতিতে থাকে না । না হলে তো শখ থাকবে গিয়ে সেবা করবার । বাবাও তোমাদের গুণ দেখে সেবাতে পাঠাবেন । তাই এই বিষয়ে খুব খুশী থাকবে । সেবা করতে থাকলে খুশীর পারা চড়তে থাকবে । খুব ভালো ভালো পুরোনো বাচ্চারাও নিজেদের মধ্যে অল্প কথা নিয়েই রাগারাগি করে । এমনই সামান্য কথায় তোমরা সেবা কাজ ছেড়ে না । খুশী হয়ে তোমাদের সেবাকাজ করতে হবে । যার সাথে বনে না , তার মুখ দেখলেই তোমাদের তোমাদের সেবা করার ইচ্ছা চলে যায় । যখন সেবা করার ইচ্ছা আর থাকে না তখন অনেকেই সরে যায় । তখন তো জ্ঞানী আর অজ্ঞানীতে কোনো তফাত থাকে না । তখন দেহ - অভিমানের কু প্রভাব এসে পড়ে । এ হলো এক নশ্বর রোগ । বাবা বলেন যে - বাচ্চারা দেহী-অভিমानी হও । আত্মারাই তো সবকিছু করে । আত্মারাই বিকারী এবং নির্বিকারী হয় । স্বর্গে আত্মারা নির্বিকারী ছিলো। আবার রাবণ রাজ্যে সেই আত্মারাই বিকারী হয়ে যায় । এই বিশ্বনাটক এমনভাবেই বানানো হয়েছে তাই তো মানুষ ডাকতে থাকে , হে পতিত - পাবন এসো । যে একদিন নির্বিকারী ছিলো সেই আবার পতিত , বিকারী হয়ে যায় । এই কথা কারোর বুদ্ধিতে থাকে না যে আমরাই একদিন নির্বিকারী ছিলাম , এখন বিকারী হয়েছি । আমরা আত্মারা সকলেই মূলবতনের অধিবাসী । সেখানে আমরা আত্মারা সকলেই নির্বিকারী ছিলাম । এখানে শরীরে এসে অভিনয় করতে করতে বিকারী হয়েছে । এই কথা বাবা বসে তোমাদের বোঝান । আত্মারা যখন শান্তিধাম থেকে আসে তখন অবশ্যই পবিত্র থাকে তারপর ধীরে ধীরে অপবিত্র হয়ে যায় । পবিত্র দুনিয়ায় ৭ লাখ মানুষ থাকে । তাহলে এতো আত্মারা কোথা থেকে এসেছে ? অবশ্যই এরা শান্তিধাম থেকেই এসেছে । ওই দুনিয়া হলো শান্তিপূর্ণ বিদেহীদের দুনিয়া । সেখানে সমস্ত আত্মারা পবিত্র থাকে তারপর এই দুনিয়ায় এসে অভিনয় করতে করতে সতো , রজো এবং তমো এই তিন অবস্থায় আসতে থাকে । সকলকেই পবিত্র থেকে পতিত হতে হয় । তারপর বাবা এসে আবার সকলকে পবিত্র বানাবেন । এই নাটক যুগ যুগ ধরে চলতেই থাকছে । এই নাটকের আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য একমাত্র বাবা ছাড়া কেউই বলতে পারে না । সেই বাবাকেই কেউ জানে না । ঋষি , মুনিরাও " নেতি - নেতি " করে গেছে অর্থাৎ বলেছেন আমরা ভগবান বা তাঁর রচনা সম্বন্ধে জানি না । তাঁরা আবার বলে গড ফাদার হলো জ্ঞানে পরিপূর্ণ । এই পরমাত্মা হলেন সর্ব আত্মাদের বাবা এবং তিনি হলেন বীজরূপ । শিববাবা হলেন আত্মাদের বীজরূপ আর এই প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ । নিরাকার শিববাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে মানুষের দ্বারাই মানুষকে বোঝান । তাঁকে মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ বলা যাবে না । তিনি হলেন আত্মাদের পিতা আর আর এই ব্রহ্মা হলেন এই মনুষ্য সৃষ্টির প্রজাপিতা , যাঁর দ্বারা বাবা এসে জ্ঞান দান করেন । আমাদের আত্মা আলাদা এবং শরীরও আলাদা । মন , বুদ্ধি এবং চিন্তনশক্তি সবই আত্মার মধ্যে আছে । এই আত্মা এসেই শরীরে প্রবেশ করে , এই অভিনয় করার জন্য তোমরা জানো যে কেউ যখন শরীর ত্যাগ করে তখন এই মৃত্যুর পর অন্য শরীরে প্রবেশ করে অন্য অভিনয় করবে, তাই এতে কান্নাকাটি করে আর কি হবে । তারা আবার অন্য শরীরে এসে আমাদের মামা বা কাকা হয়ে জন্মাবে । কান্নাকাটি করলে আর কি হবে । তোমাদের মাশ্বা চলে গেছেন , কিন্তু নাটকের নিয়ম অনুসারে তিনি তাঁর অভিনয় করছেন । এমন অনেকেই তো মৃত্যুর পর অন্য কোথাও গিয়ে জন্ম নেন । এই কথা তো বোঝাই যায় যে , বাচ্চা যেমন বাবার আঙ্গাকারী হবে তেমনই তারা অবশ্যই বড়এবং ভালো ঘরে জন্ম নেবে । এখানকার সকলেই ভালো ঘরে জন্ম নেবে । নশ্বর অনুসারেই এইসব হয় । মানুষ যেমন যেমন কর্ম করে ঠিক তেমন ঘরেই

তাদের জন্ম হয় । পরে তোমরাই গিয়ে রাজার ঘরে জন্ম নেবে । কে রাজার ঘরে জন্ম নেবে সে নিজেই তা বুঝতে পারে । তবুও দৈবী সংস্কার তো এখান থেকেই নিয়ে যেতে হবে । এই বিষয়ে অনেক বিশাল বুদ্ধি রেখে বিচার সাগর মন্ডন করতে হয় । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । তাই বাচ্চাদেরও জ্ঞানের সাগর হতে হবে । নশ্বরের ক্রমানুসারেই তো এক একজন হয় । এটা বুঝতে পারা যায় যে আগে গিয়ে আরো উন্নতি হবে । এমনও হতে পারে যে আজ কোনো কাজ করতে পারছে না, কাল আবার সে অনেক তীক্ষ্ণ গতিতে এগিয়ে যাবে । এই কুগ্রহের দশাও কেটে যাবে । কারোর উপর রাহুর দশা যখন চলে তার তখন গর্তে পরে যাবার মত অবস্থা হয় । হাড়গোড়ও যেন ভেঙ্গে যায় । বেহাদের বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেও যখন পতিত হয় তখন ধর্মরাজের দ্বারা অনেক সাজা খেতে হয় । এই বেহদের বাবা হলেন বেহদের ধর্মরাজ তাই তাঁর সাজাও বেহদেরই হয় । কোনো কথা শুনতে যদি গাফিলতি করো বা উল্টো কাজ করো তাহলে সাজাও অবশ্যই খেতে হবে । এই কথা তোমরা বুঝতেই পারো না যে তোমরা ভগবানের কথার অবজ্ঞা করছো । এই সমস্ত কথাই বাবা তোমাদের বোঝান । তোমরা বাবার শ্রীমতে চলো , সেবাকাজেও সাহায্যকারী হও । আর যোগের যাত্রায় থাকো । ছবি দেখিয়ে যদি তোমরা বোঝানোর অভ্যাস করো তাহলে তোমাদের অভ্যাস তৈরী হবে । না হলে তোমরা উঁচু পদ কি করে পাবে ? অজ্ঞান অবস্থায় কারোর কারোর বাচ্চা খুবই সুপুত্র হয় , আবার অনেকে কুপুত্রও হয় । এখানেও কেউ কেউ চট করে বাবার কাজ করে দেখায় । তাই বাচ্চাদের বেহদের সেবা করতে হবে । বেহদের আত্মাদের কল্যাণ করত হবে । এই খবর দিতে হবে যে - মনমনাভব । বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বুদ্ধি তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । এখন হলো কলিযুগী তমোপ্রধান দুনিয়ার শেষ সময় । তাই এখনই সতোপ্রধান হতে হবে । ওই দুনিয়াও (সত্যযুগ) আত্মাদের কাছে নশ্বরের ক্রমানুসারেই হয় , যেখানে আত্মারা নশ্বরের ক্রমানুসারেই এসে অভিনয় করেও । নাটকের নিয়ম অনুসারে আত্মারা ক্রমানুসারেই অভিনয় করতে আসে । এখন সমস্ত আত্মারা এই রাবণ রাজ্যে দুঃখী আছে । এই কথাও অতি অল্প মানুষই বুঝতে পারে । যদি তোমরা কাউকে বলো যে তুমি পতিত তাহলে সে ভেঙ্গে পড়বে । বাবা বোঝান যে এই দুনিয়া হলো অজ্ঞানের দুনিয়া । বাবা এও বলেন যে - তোমরা তোমাদের রাজ্য - ভাগ্য এখান থেকেই নেবে । বাকি সবাই বিনাশ হয়ে এখান থেকে চলে যাবে । এই গায়ন আছে যে মহাভারতের লড়াই হবে , যাতে সব ধর্মের বিনাশ হয়ে এক ধর্মের স্থাপন হবে । এই লড়াইয়ের পরে স্বর্গের দ্বার খুলে যায় । বাবা কত ভালোভাবে এই কথা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন । ভবিষ্যতে তোমাদের কথা সকলেই শুনবে আর আরো মানুষ এগিয়ে আসবে । সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী , যারা পতিত হয়ে গেছে তারাই এসে নশ্বরের ক্রমানুসারে নিজেদের বর্সা বা সম্পত্তি নেবে । প্রজা তো অনেক তৈরী হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ভগবানের আশ্রয় অবজ্ঞা কখনোই করা উচিত নয় । এই বেহদের সেবায় সুপুত্র বাচ্চা হয়ে সাহায্যকারী হতে হবে ।

২) জ্ঞান ধনের গুপ্ত খুশীতে নিজের বুদ্ধিকে ভরপুর রাখতে হবে । নিজেদের মধ্যে কখনোই মনোমালিন্য করা যাবে না ।

বরদান :- শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের স্মৃতির দ্বারা নিজের সমর্থ স্বরূপে থেকে সূর্যবংশী পদের অধিকারী হও ।

যে নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে সর্বদা স্মৃতিতে রাখতে পারবে সেই সমর্থ স্বরূপে থাকতে পারবে । তার নিজের অনাদি আসল স্বরূপ সর্বদা স্মৃতিতে থাকে । কখনোই সে নকল মুখ ধারণ করে চলে না। কখনও কখনও মায়া নকল গুণ আর কর্তব্যের স্বরূপ বানিয়ে দেয় । কাউকে ক্রোধী , কাউকে লোভী , কাউকে দুঃখী , কাউকে আবার অশান্তও বানিয়ে দেয় - কিন্তু আসল স্বরূপ এই সব থেকে অনেক উপরে । যে সব বাচ্চারা নিজের আসল স্বরূপে স্থির থাকতে পারে তারাই সূর্যবংশী পদের অধিকারী হয় ।

স্লোগান :- সবার উপর দয়াভাব রাখতে পারলে অহংকার এবং সন্দেহ সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

' তোমরা পূর্বজ আত্মা - তোমাদের কাছে সকল আত্মাদের আশা '

আজ গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার নিজের সমগ্র বংশাবলীর সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন। কত বড় এই বংশাবলী, তোমরা সবাই জানো। তোমরা সবাই হলে এই বংশাবলীর আদি ফাউন্ডেশন বা বংশাবলীর বৃক্ষের মূখ্য কান্ড । তোমাদের দ্বারা বংশাবলী কিভাবে বৃদ্ধি হয় , এইসব রহস্য ভালো করে জানো তাইনা? যে আত্মাকে দেখছ বা যার সম্পর্কে আসছ তখন একথা স্মরণে থাকে যে সকল আত্মাদের আমরা হলাম পূর্বজ বা সম্পূর্ণ বৃক্ষের শাখা, উপশাখা , সবার মূখ্য আধার অর্থাৎ ফাউন্ডেশন । এই স্মৃতি সদা ইমার্জ রূপে থাকে কি ? এই শ্রেষ্ঠ স্মৃতি দ্বারা স্বতঃই সমর্থ স্বরূপ হয়েই যাবে। যদি বৃক্ষের কান্ড অর্থাৎ মূখ্য ফাউন্ডেশন দুর্বল হয় তো সম্পূর্ণ বৃক্ষ দুর্বল হয়ে যায়। কান্ড শক্তিশালী হলে বৃক্ষও শক্তিশালী হয়। সম্পূর্ণ বৃক্ষের সবুজ পাতার সম্বন্ধ বীজের সাথে সাথে কান্ড বা মূখ্য শাখার সঙ্গেও থাকে। বীজের শক্তি কান্ড দ্বারা শাখা-প্রশাখায় পৌঁছায়। তো আজ তোমাদের সর্ব বংশাবলীদের তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের দ্বারা বা মূল আধার দ্বারা কোন্ শক্তির প্রয়োজন রয়েছে ? সর্ব আত্মারা তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের কোন্ আশায় স্মরণ করছে ? তারা কোন্ শুভভাবনা তোমাদের কাছে অর্থাৎ মাস্টার দাতা , বরদাতার কাছে চাইছে ? সর্ব আত্মাদের অর্থাৎ নিজের বেহদের বংশাবলীর শুভ সংকল্প বা ইচ্ছা গুলি জানো কি ?

আজ সর্ব আত্মাদের একটি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে । সবার হল একটি আওয়াজ কয়েক মুহূর্তের জন্যে সুখ ও শান্তিতে বাঁচতে চাই। সবাই হল অশান্ত । সম্পত্তি ও সুখ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যথার্থ সুখ ও শান্তির অনুভূতি নেই। আজকাল অধিকাংশ মানুষই সত্যিকারের সুখ ও শান্তির, সত্যিকারের খুশী ও আনন্দের খোঁজ করছে। অল্পকালের সুখের অনুভবের নানান পথে চলেছে , সন্তুষ্টতার প্রাপ্তি না হওয়ায় এখন আস্তে আস্তে সেই সব পথ ছেড়ে ফিরে আসছে , এই পথও নয় , ওই পথও নয়। এখন নেতি - নেতির অনুভবে আসছে তারা। এখন " সঠিক পথ হল অন্য কোনোটি" এমন অনুভব করছে। এমন সময়ে তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের কর্তব্য হল - প্রদীপ শিখা রূপে এমন আত্মাদের পথ আলোকিত করা। অমর জ্যোতি স্বরূপে অন্ধকার থেকে উজ্জ্বলতায় নিয়ে আসা। এমন সংকল্প হয় কি ? এই স্মৃতি থাকে যে আমরা পূর্বজ আত্মারা সর্ব বংশাবলীদের সামনে যে কর্ম করব সেসব সম্পূর্ণ বংশাবলী পর্যন্ত পৌঁছায়। তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের বৃত্তি বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন করে দেয়। তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের দৃষ্টি সর্ব বংশাবলীকে ব্রাদারহুডের স্মরণ করায়। তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের বাবার স্মৃতি সর্ব বংশাবলীকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে আমাদের পিতা এসেছেন । তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের শ্রেষ্ঠ কর্ম বংশাবলীকে শ্রেষ্ঠ চরিত্র অর্থাৎ চরিত্র নির্মাণের শুভ আশায় ভরিয়ে দেবে। সবার নজর তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের খোঁজ করছে। এখন বেহদের স্মৃতি স্বরূপ হও , তাহলেই হদের ব্যর্থ কথা স্বতঃই সমাপ্ত হয়ে যাবে। উল্টো বৃক্ষের হিসেব অনুযায়ী বীজের সঙ্গে বৃক্ষের কান্ডটিও উপরে উঁচুতে রয়েছে । ডাইরেক্ট বীজ এবং মূখ্য দুটি পাতা , ত্রিমূর্তির নিকটবর্তী সম্বন্ধের কান্ড হলে কিনা। কত উঁচু স্টেজ হল তাইনা । এই উঁচু স্টেজে স্থিত থাকো তো হদের

কথাবার্তা গুলি তখন কেমন অনুভব হবে ! শৈশবের খেলার মতো মনে হবে। নিজের বেহদের বয়স্ক স্বরূপে স্থির হয়ে থাকলে সদা সর্ব অনুভূতি মূরত হয়ে যাবে। যা বেহদের পূর্বজদের অক্যুপেশান সেটাই সদা স্মৃতিতে রাখো। এখন কত কাজ বাকি রয়েছে ? সদা এই স্মৃতিতে রাখো। কিন্তু এই কাজ সহজে সম্পন্ন হবে কিভাবে ? যেমন তোমাদের রচনা সাইন্স গ্রুপ বিস্তারকে সার করে দিচ্ছে কিনা ! তেমনভাবে তোমরা মাস্টার রচয়িতা হয়ে স্থাপনার কাজে এমনভাবেই সুক্ষ্ম ভাবে নিমিত্ত হয়ে স্থূল উপকরণ গুলি কাজে লাগাও। না হলে স্থূল সাধনের বিস্তারে সুক্ষ্ম শক্তি গুপ্ত হয়ে যায়। স্থূল সাধনের বিস্তার , যেমন বৃক্ষের বিস্তার বীজে নিহিত থাকে তেমনই সুক্ষ্ম শক্তির পারসেন্টেজ গুপ্ত হয়ে যায়। তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের অলৌকিকতা হল " সুক্ষ্ম শক্তি " । যাতে সবাই অনুভব করে যে পূর্বজ আত্মাদের দ্বারা কোনো বিশেষ শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে । বংশাবলী তোমাদের দ্বারা কোনো নবীনতার আশা করছে। সাধনের শক্তি , বানীর শক্তি এইতো সবার কাছেই আছে। কিন্তু অ-প্রাপ্ত শক্তিটি কি ? সেটি হল শ্রেষ্ঠ সংকল্পের শক্তি , শুভ বৃত্তির শক্তি । স্নেহ এবং সহযোগের দৃষ্টি । এই শক্তিটি কারো কাছে নেই। তো হে পূর্বজ আত্মারা ! নিজের বংশাবলীর প্রাপ্তির , তাদের আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে যথার্থ গন্তব্য স্থানে নিয়ে এসো। বুঝেছো কি করতে হবে ? যা লোকেরা করছে তাই করলে তাহলে কি আর করলে ? তোমরা তো হলে আল্লাহ জন , নেয়ারা জন। এখন বানী দ্বারা বোমাবাজি করো কিন্তু তাও এখন বেবী বোমা। এখন প্রাপ্তির অনুভূতি রূপী বোমাবাজি করো যাতে পুরো জীবনটাই পরিবর্তিত হয়। বুদ্ধিতে বাণ মেরেছ এখনও হৃদয়ে তীর বা বাণ লাগেনি । এরপরে কি করবে সে প্ল্যান তো দিতে হবে তাইনা । এখন মুখে বলছে যে ভাল কাজ করছে। কিন্তু মন থেকে যখন বলবে যে " এইটাই হল একমাত্র পথ" । মুখের কথায় রাজি অনেকেই হবে , মন থেকে রাজি হবে কোটিতে কেউ। কিন্তু তোমরা হলে সবাই দিলওয়ালার অর্থাৎ হৃদয়বান ভগবানের সন্তান , হৃদয় দিয়ে রাজি করাও। তো এখন কি করবে? এমন শক্তিশালী সেবার চক্র চালাও যে সর্ব আত্মারা নিজের পূর্বজদের যাতে চিনতে পারে আর প্রাপ্তির অধিকার প্রাপ্ত করতে পারে। কিছু শুনলো ভাল কথা শুনলো , এর পরিবর্তে কিছু প্রাপ্তি হল - যেন এই অনুভূতি করে। বুঝলে? ভালো বলে , এরকম নয় বরং ভালো তৈরী করে। কম খরচে কম শক্তি কম সময়ে - এই বিধি দ্বারা সিদ্ধি স্বরূপ হও।

এবারে টার্নে পাজাব জোন আছে তাইনা ? পাজাবকে কি বানানো হবে ? এমন কিছু নতুনত্ব করে দেখাও - অনুভব করানো অর্থাৎ ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী তৈরী করা। ভালো শুনবে ভালো ভালো বলবে , তারা হবে প্রজা। এখন চাই ওয়ারিস কোয়ালিটি। একজন ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী আত্মার পেছনে প্রজা স্বতঃই আসবে। পাজাব কি করবে? কোয়ালিটি না বাড়িয়ে কোয়ালিটি তো তৈরী করতে পারো। কি করবে ? এখন ওয়ারিস কোয়ালিটির আত্মাদের সংখ্যা চারিদিকে কম আছে। তো পাজাব এইবারে নম্বরওয়ান হও। কেউ কোয়ালিটিতে নম্বরওয়ান হও আর কেউ কোয়ালিটিতে নম্বরওয়ান হও। বুঝেছ - পাজাব জোন কি করবে ? কোয়ালিটি আত্মা হবে একজন আর কোয়ালিটি কত হবে কেননা এক কোয়ালিটি আত্মা কোয়ালিটি তো স্বতঃই নিয়ে আসবে। তাদের নাম দিয়ে তোমাদের কাজ হয়ে যাবে। এটা তো খুব সহজ তাইনা ?

আজ হল পাজাব এবং মধুবনের টার্ন । পাজাব জোন সবাইকে মধুবনে এনে স্যারেন্ডার করাবে। পাজাব থেকে নদী বেরোবে আর পৌঁছাবে কোথায় ? মধুবন হল সাগরের কিনারায় । তো পাজাব ও

মধুবনের মিলন হল কিনা। বিশেষ টার্ন হল পাঞ্জাবের তাই পাঞ্জাবকে বলা হচ্ছে । মধুবনে বাকি তো সবাই এসে গেল । সবাইকে কোথায় মিলিত করবে? মধুবনে তাইনা ? আচ্ছা ।

চারিদিকের সকল পূর্বজ আত্মাদের, সদা সর্বজনের আশা সদাকালের জন্য পূরণ করে যারা , অপ্রাপ্ত আত্মাদের প্রাপ্তির অনুভূতি করায় যারা , সর্বজনকে অনেক পথ থেকে একটি পথে নিয়ে আসে যারা, এমন সর্ব আত্মাদের মূল আধার , সদা সর্বকে একমাত্র বাবার অধিকারী করতে পারে এমন শ্রেষ্ঠ পূর্বজ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ স্নেহ এবং নমস্কার ।

শোনা তো অনেক হল এখন বিশেষত্ব হল স্বরূপ হয়ে স্বরূপে পরিণত করা। নিজে যত সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ হবে ততই সর্বকে প্রাপ্তি স্বরূপ করতে পারবে। আজকাল সর্ব আত্মাই প্রাপ্তি চায় শুনতে চায়না। যখন প্রাপ্ত করে তখনই খুশীতে এই গান করে যা প্রাপ্য ছিল তা পাওয়া হয়েছে। যেমন তোমরা খুশীতে এই গান গাও কিনা ! পেয়েছি ! এইরকম ভাবেই অন্যরাও খুশীর গান গাইবে। বর্তমানে আত্মাদের এই তো চাই । যা চাই তাই পূরণ করা এইটাতো হল তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য । এই কর্তব্যে সদা অনুভবী স্বরূপ হয়ে অনুভব করতে থাকো। এইতো চাই তাইনা , এই কামনা পূরণ করা অর্থাৎ সর্বকে তুষ্ট আত্মা রূপে পরিণত করা। তোমরা কি সদা তুষ্ট আত্মা হয়েছে ? সদা সর্ব খাজানায় সম্পন্ন । যে সম্পন্ন হবে সে-ই তুষ্ট হবে। আর নিজের কাছে যা থাকবে তাইতো অন্যদের দেবে। তো সদা প্রাপ্তি স্বরূপের নেশায় এবং খুশীতে থাকো এইটি হল সঙ্গমযুগী জীবনের বিশেষত্ব । বাবাকে পাওয়া অর্থাৎ সঙ্গমযুগের প্রত্যক্ষফল পাওয়া । প্রত্যক্ষফল হল সর্ব প্রাপ্তি । এই স্থিতির সাহায্যে সর্ব প্রাপ্তি হয়ে যাবে।

মধুবনবাসী *ভাইবোনের* *সঙ্গে*

মধুবনবাসীরা এতই ভাগ্যশালী যে সবাই দেখে খুশীর অনুভব করছে। এতোটাই নিজের ভাগ্যকে জানো তো ? কত ভাগ্যশালী তোমরা যে সদা সাগরের সামনে রয়েছ। সদা স্থূল রূপে বাবার সামনে আর শ্রেষ্ঠ আত্মাদের সঙ্গ তাহলে কত বড় ভাগ্য হল কিনা ! তো সর্বদা নিজের ভাগ্যের গুণগান করছ কি ? শুধু এই গুণগান করো আর খুশীর দোলায় দুলতে থাকো। মধুবনবাসী অর্থাৎ সদা মধুর মতন মিষ্টি । তো সদা মুখ মিষ্টি থাকা আর সদা সর্বজনের মুখ মিষ্টি করা । তোমরা হলে সাগরের কিনারায় নিবাসরত হোলীহংস হলে। হংস কি করে ? সদা মুক্ত গ্রহণ করে। কাঁকর নয় , রত্ন গ্রহণ করে। তো সব রত্ন গ্রহণকারী হয়েছে কি ? মহান তীর্থ স্থলে নিবাসরত মহান আত্মা তোমরা । তো এই মহাত্মাদের গ্রুপ হল কিনা ! মহাত্মা যে সদা মহান বস্তুকে দেখে । তো মহান বস্তু টি কি ? (আত্মা) তো মহাত্মাদের দৃষ্টি কোথায় যাবে ? মহান বস্তুর উপরে। তো সদা মহান দেখে , মহান শব্দ উচ্চারিত করে আর মহান কর্ম করে , একেই বলা হয় মহাত্মা । তো পান্ডবরা সবাই মহাত্মা হলে তাইনা ! বাপদাদার সবচেয়ে বেশী আশা আছে কাদের কাছে ? মধুবনবাসীদের কাছে। মধুবনবাসীরা আশার প্রদীপ জ্বালাতে পারে কি ? তো সর্বদা মধুবনে দীপাবলী হল কিনা ! সদা শুভ আশার প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকলে প্রতিদিন দীপাবলী তো হবেই। তো মধুবনে কখনও অন্ধকার হতে পারেনা। মধুবনবাসীরা হল মাস্টার শিক্ষক । তোমরা শেখাও বা না শেখাও কিন্তু তোমাদের প্রতিটি কর্ম প্রত্যেক আত্মাকে শিক্ষা প্রদান করে। কর্ম সাধারণ-ই হোক বা শ্রেষ্ঠ হোক শিক্ষা নিয়ে যায়। শিক্ষা প্রদান করো না তোমরা কিন্তু মধুবনবাসী হওয়া অর্থাৎ মাস্টার শিক্ষক হওয়া । তাই সর্বদা স্মরণে রেখো যে আমি হলাম মাস্টার শিক্ষক । প্রতিটি কর্ম প্রতিটি

সংকল্প শিক্ষাপ্রদ যেন হয় । তোমাদের বিশেষ ভাবে কাঠের তক্তাপোষে বসে শেখানোর প্রয়োজন নেই। চলতে ফিরতে শিক্ষক স্বরূপ হও। যেমন আজকাল চলমান (মোবাইল) লাইব্রেরী হয় তাইনা তেমনই তোমরাও হলে চলমান মাস্টার, শিক্ষক । তোমাদের স্কুলটিও তো কত সুন্দর তাইনা। তো সর্বদা নিজের সামনে স্টুডেন্ট দেখো , তোমরা একা নও বরং সর্বদা স্টুডেন্টদের সামনে রয়েছ। সর্বদা স্টাডি করছ এবং করাছ। যোগ্য শিক্ষক কখনও স্টুডেন্টদের সামনে কেয়ারলেস হবেনা , অ্যাটেনশান থাকবে। তোমরা যে ওঠো বসো খাও শোও প্রতিটি কর্মে ভাবো যে আমরা বড় কলেজে বসে আছি সব স্টুডেন্টরা দেখছে , তাহলে ওয়ান্ডারফুল শিক্ষক হয়ে গেলে তো ?

তোমাদের সবার কি আর মহিমা করবো ? মধুবনবাসীদেরই হল সব মহিমা । এমন মহান ভেবে সদা চলো । বাবা যত মহিমা করবেন ততই কর্তব্য পালনে অগ্রণী হতে হবে। তো কর্তব্য পালনে হুঁশিয়ার হয়েছ তো ? মধুবনের সব খবরাখবর সম্পূর্ণ বিশ্ববাসীর কাছে চলে যায় । সবার বুদ্ধিতে সদা কি স্মরণে থাকে ? মধুবনে কি হচ্ছে ? অর্থাৎ সকলের বুদ্ধিতে স্মৃতি স্বরূপে রয়েছ। মধুবনের প্রত্যেকে লাইট এবং মাইটের স্রোতে পরিণত হও। তাহলেই লাইট মাইটের প্রভাবে নিজে থেকেই সবাই আকৃষ্ট হয়ে আসবে। এখন তো বাবার কর্তব্য চলছে সেই কারণে যারা বাবার সন্তান হয়েছ তারা সহজ অনুভব করবে এবং করতেই থাকবে। তোমাদের কর্তব্য এখন রয়েছে গুপ্ত । তোমরা এখন নিজের শক্তি স্বরূপ দ্বারা বায়ুমন্ডল তৈরী করো। এইসব তো ড্রামা অনুযায়ী হবেই , এগিয়ে যেতে হবেই , চলতে হবেই কারণ চালনাকারী অর্থাৎ ঈশ্বর চালাচ্ছেন কিন্তু এখন এভাবেই ফলো ফাদার করো। এখন প্রতিটি আত্মা যেন শক্তি স্বরূপ হয়ে যায়। যার সম্পর্কেই আসো না কেন সে যেন অলৌকিকতা অনুভব করে। এখন এই পার্ট চলবে। একটু আগেও তো বলেছি না ! যে সবাই ভালো ভালো বলছে কিন্তু ভাল হওয়ার প্রেরণা পাচ্ছে না। এর একমাত্র উপায় হল সংগঠিত রূপে জ্বালা স্বরূপে পরিণত হও। এক একটি চৈতন্য রূপে লাইট-হাউস হও। সেবাদারী হয়েছ, স্নেহী হয়েছ, এক বল এক ভরসাও আছে , এইসব ঠিক আছে কিন্তু মাস্টার সর্বশক্তিমান স্বরূপে স্টেজে নামলে সবাই তোমাদের কাছে বহিঃপতঙ্গ রূপে চক্কর লাগাবে। এখন শুধুমাত্র বাবা দীপশিখা সম আকৃষ্ট করছেন এইভাবে সকল দীপশিখার আকর্ষণ বাড়লে কি হবে? দীপশিখা তো হয়েছই কিন্তু এখনও স্টেজে নামোনি। স্টেজে তো নামো তারপর দেখো আবু বাসীর কিভাবে তোমার পিছনে আসবে । তোমাদের যেতে হবেনা তারা নিজেরাই এসে বলবে জী হজুর কোনো সেবা আছে কি ?

এখন লাডলে অর্থাৎ অতিপ্রিয় সন্তান হয়েছ, সেসবই ঠিক আছে। সন্তান আর পিতার স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে, সম্বন্ধে ভালবাসা, দায়িত্ব পূর্ণ করার বিষয়ে ঠিক আছে, কিন্তু এখন মাস্টার শিক্ষক রূপে মাস্টার সঙ্গুরু রূপ ধরে স্টেজে নামো। এখন এই দুটি পার্ট-ই বাকি রয়েছে । বুঝলে - আচ্ছা । মধুবনবাসীদের বাপদাদা সদা বিশেষ আত্মা রূপে দেখেন। সদা বাবার আশার প্রদীপ হল মধুবনবাসীর । সবাই সন্তুষ্ট তো ? সন্তুষ্ট থাকা আর সন্তুষ্ট করা এই তোমাদের সবার সদাকালের শ্লোগান হোক। তোমাদের বোর্ডের উপরে সদা কি শ্লোগান লেখা থাকে? সন্তুষ্ট থাকতেও হবে করতেও হবে। এই সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করলে ভবিষ্যতেও রাজ্য ভাগ্যের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করবে। তো মধুবনবাসীর এই সার্টিফিকেট নিয়েছ তো । সদা অমৃতবেলায় এই শ্লোগানটি স্মরণে আনো। যেমন বোর্ডে শ্লোগান লেখ তেমনই সদা নিজের মস্তকের বোর্ডে এই শ্লোগান লেখ। তাহলেই সবাই সন্তুষ্ট মূর্তি হয়ে যাবে। আচ্ছা ।

বরদান : পরিবর্তনের শক্তি দ্বারা সকলের ধন্যবাদের পাত্র হয়ে ওঠা বিঘ্নজিত ভব।

যদি কেউ তোমার অপকার করে তো তুমি এক সেকেন্ডে অপকারকে উপকারে পরিণত করে দাও , কেউ নিজের স্বভাব সংস্কার দ্বারা পরীক্ষা স্বরূপে সামনে এলেও তুমি এক- এর স্মৃতির সাহায্যে এমন আত্মার প্রতি দয়ালু ভাবের শ্রেষ্ঠ স্বভাব সংস্কার ধারণ করে নাও , কোনো দেহধারী চোখের সামনে এলে তার দৃষ্টিকে আত্মিক দৃষ্টিতে পরিণত করে দাও , এমন পরিবর্তন করার যুক্তি রপ্ত করতে পারলে বিঘ্নজিত হয়ে যাবে। তারপর সম্পর্কে আসতে থাকা সকল আত্মাই তোমাদের ধন্যবাদ জানাবে বা কৃতজ্ঞতা জানাবে।

স্লোগান : অনুভবী স্বরূপে পরিণত হলে চেহারায়ে সৌভাগ্যশালী হওয়ার ঝলক দেখা দেবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা--সবাইকে একমাত্র বাবারই পরিচয় দাও, একমাত্র বাবার সাথেই চাওয়া- পাওয়া রাখো, বাবাকেই নিজের সত্যকারের চার্টের হিসাব দাও ।"

প্রশ্ন :- এখনও পর্যন্ত বাচ্চাদের দ্বারা অনেক প্রকারের ভুল হতে থাকে, এর কি কারণ?

উত্তর :- প্রধান কারণ - যোগে খুব দুর্বল । বাবার স্মরণে থাকলে কখনো কোনো খারাপ কাজ হতে পারে না । নাম রূপে ফাঁসলে পরে যোগে মন দেওয়া সম্ভব নয় । তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার কাজে মগ্ন হয়ে থাকো । নিরন্তর শিববাবার স্মরণে থাকো, তোমাদের নিজেদের দেহবোধের প্রেম থাকা উচিত নয় ।

গীত:-- বহ্নিশিখা কেন জ্বলবে না (জ্বলে না কিউঁ পরবানা..)

ওম শান্তি । ভক্তি মার্গে এ গান গাওয়া হয়েছে । শেষ পর্যন্ত এই সব বন্ধ হয়ে যাবে, এই সবার দরকার নেই । বলা হয় যে এক সেকেন্ডে বাবার থেকে বর্সা(অধিকার) পাওয়া যায় । তোমরা জানো যে - - বেহদের বাবার থেকে জীবন মুক্তির বর্সা (অধিকার) পাওয়া যায় । জীবন মুক্তি মানে এই দুঃখধাম থেকে মুক্তি, ভ্রষ্টাচারীতার থেকে মুক্তি । তাহলে কি হবে? এর জন্য ভালোভাবে মূল লক্ষ্যকে (aim object) বোঝাতে হবে । গত রাতে বাবা বুঝিয়েছেন যে , যে কেউ আসলে পরে তাকে আগে উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ ভগবানের পরিচয় দাও । জিজ্ঞেস করে যে এখানকার উদ্দেশ্য কি? সেইজন্য সবার আগে বেহদের বাবার পরিচয় দিতে হবে । এবার উনি বলেন যে আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে । গানও আছে, হে পতিত পাবন এসো । তাইতো বাবার নিশ্চয়ই কিছু অথরিটি আছে, তাই না । নিশ্চয়ই কোনো পাট আছে । ওনাকে তো বলা হয় - - উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ বাবা । উনি ভারতেই আসেন । উনি এসে ভারতকে উচ্চ হতেও উচ্চ বানিয়ে দেন । বৈকুণ্ঠ থেকে উপহার নিয়ে আসেন । মানুষ সৃষ্টিতে উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন দেবী দেবতারা, সূর্যবংশী ঘরানা, যাঁরা সত্যযুগে রাজত্ব করতেন । সত্যযুগ স্থাপন যাঁরা করেন তাঁরা হলেন উচ্চ হতেও উচ্চ ভগবান । ওনাদের বলা হয় স্বর্গ স্থাপনকারী, স্বর্গের ঈশ্বরীয় পরমপিতা । উনি তো বাবা, ওনার জন্য এমন বলা যাবে না যে বাবা হলেন সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী বললে পরে বাবার বর্সা (অধিকার) হারিয়ে যায় । কত মধুর কথা, বাবা মানে বর্সা(অধিকার) । বাবা নিশ্চয়ই নিজের বাচ্চাদের বর্সা(অধিকার) দেবেন । সমস্ত বাচ্চাদের বাবা একজনই আছেন । উনি এসে সুখ শান্তির বর্সা(অধিকার) দেন, রাজযোগ শেখান । বাদবাকি সব আত্মারা হিসাব - কিতাব চুকিয়ে ফিরে যাবে । এখন তো পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । তার জন্য তো এই মহাভারতের যুদ্ধ উপস্থিত । বহু ধর্মের বিনাশ আর এক ধর্মের স্থাপনা হবে । বুদ্ধিও বলে যে নিশ্চয়ই কলিযুগের পর সত্যযুগ আসা উচিত । দেবী দেবতাদের ইতিহাস পুনরাবৃত্ত(রিপিট) হয় । (গায়ন) বর্ণনা আছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন । উচ্চ হতেও উচ্চ পদ প্রাপ্ত করান ।

বাবা বলেন - বাচ্চারা এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হও । এখন তো মৃত্যুলোক মূর্দাবাদ আর অমরলোক জিন্দাবাদ বলার সময় । তোমরা সবাই পার্বতী, অমরকথা শুনছো। ছেলেরা আর মেয়েরা দুজনেই অমর হবে, তাই না । এদেরকে অমরকথা বলো, তৃতীয় নেত্রের কথা বলো । বেশিরভাগ সময়ই মাতারা কথা(গল্প) শোনান । অমরপুরীতে কি পুরুষ থাকবে না? নারী পুরুষ উভয়ই থাকবে থাকবে, বাবা তো আমাদের বোঝান যে ভক্তি মার্গের শাস্ত্রে কি বলেছে আর বাবা কি বলছেন? এটাও বলা হয় যে ভক্তি মার্গের ফল ভগবান দিতে আসেন । সত্যযুগে এই দেবী দেবতাদেরই বিশ্ব জুড়ে রাজত্ব ছিলো । এঁদের ফল কে দিয়েছেন? কোনো সাধু সন্ন্যাসীরা তো দিতে পারেন না । এটাও জানো যে ভক্তি সবাই একরকম ভাবে করে না । যে অনেক ভক্তি করবে সে ফলও তেমন প্রাপ্ত করবে । যিনি পূজ্য ছিলেন তিনিই পূজারী হয়ে আবার পূজ্য হয়ে যাবে । ভক্তির ফল তো নিশ্চয়ই প্রাপ্ত করবে । এই কথাই সবাইকে বোঝাতে হবে । প্রথমে তো ত্রিমূর্তি দিয়ে বোঝাতে হবে । এমনও হতে পারে না যে প্রথমেই সিঁড়ির চিত্র দিয়ে শুরু করা হবে । এইসব তো অনেক বিস্তৃত বিষয়। প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে । উনি হলেন উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ । তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর আসেন, তারপর লক্ষ্মী নারায়ণ আসেন । ভক্তি মার্গের চিত্র তো অনেক অনেক আছে। প্রথমে তো বলবে বেহদের বাবার কথা - যাঁর থেকে আমরা স্বর্গের বর্সা(অধিকার) প্রাপ্ত করি । উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ বাবা বর্সা (অধিকার)ও দেন উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ । ভারতে শিব জয়ন্তী পালন করা হয়, নিশ্চয়ই স্বর্গের ঈশ্বরীয় পিতা এসে স্বর্গ স্থাপন করেছেন । বাবাই স্বর্গ স্থাপনা করেন তারপর আবার পাঁচ হাজার বছর পরে নরক হয়ে যায় । রামকে আসতে হয়, তাইতো সেই সময় রাবণকেও আসতে হয়। রাম বর্সা (আশীর্বাদ) দেন আর রাবণ অভিশাপ দেয়। জ্ঞান অর্থাৎ দিনমান পুরো হয়ে রাত্রি হয়ে যায় । দিনমানে কেবল সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী থাকেন । এই কথা সংক্ষেপে বোঝানো খুব সহজ । প্রথমে তো উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ বাবার পরিচয় খুব ভালোভাবে দিতে হবে, এইটাই হলো প্রধান কথা । সত্যযুগে দেবী দেবতার ঘরানা ছিলো। সত্যোপধান ছিলো তারপর সত্যো - রজো - তমো হয়ে গেছে । এই হলো চক্র। একই জিনিস একভাবে বজায় থাকতে পারে না । তোমাদের, বাচ্চাদেরকে একটাই কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ বাবাকে স্মরণ করতে হবে । অনেকেই এই স্মরণের ব্যাপারে খুব কাঁচা । বাবা নিজের অনুভব বলছেন যে উনিও বারংবার স্মরণ ভুলে যেতেন কেননা ওনার অনেক চিন্তা ছিলো । তাইতো বলা হয় যে যার মাথায় অনেক চিন্তা সে কেমন করে স্মরণে থাকবে । বাবার তো সারাদিন ধরে অনেক ব্যাপারে চিন্তা করতেন । কত ঘটনা সামনে উপস্থিত হতো । বাবার তো সকাল সকাল উঠে স্মরণের জন্য বসতে খুব আনন্দ পেতেন । স্মরণের নেশা খুব থাকতো যে এই স্থাপনা হয়ে গেলে আমি বিশ্বের মহারাজা হয়ে যাবো । বাবা যেমন প্রথমে নিজের অভিজ্ঞতা বলেন যে প্রথমে পিতার পরিচয় দাও । আর অন্য কোনো কথা কেউ বললে বোলো, এই সব কথার কোনো লাভ নেই । আমরা তোমাদের উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ ভগবানের পরিচয় দিচ্ছি । উনি উচ্চ থেকে উচ্চ বর্সা(অধিকার) দেন বিশ্বের মালিক হবার । আর্য সমাজের লোকেরা দেবতার চিত্র মানে না। তোমাদের কাছে চিত্র দেখলে অখুশি হয় । যাদের বর্সা নেবার থাকে তারা শান্তিপূর্বক ভাবে এসে শুনতে থাকে । প্রধান কথা হলো উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ ভগবানের কথা । ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকরকে কেউ উচ্চ থেকে উচ্চ বলবে না । উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ ভগবানের থেকেই বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত হয় । উনি হলেন পতিত - পাবন। এই কথা একদম দৃঢ় (পাক্কা) করে নাও । ভগবান হলেন এক । (God is one) । বাবা মানে বর্সা (অধিকার) । ভারতে এসে বর্সা দেন । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, শংকরের দ্বারা বিনাশ । এই মহাভারতের যুদ্ধের দ্বারা স্বর্গের দ্বার(গেট)

খোলে । পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যায় । বেহদের বাবার থেকেই ভারতবাসী বর্সা(অধিকার) প্রাপ্ত করছে । আর অন্য কোনো কথা নেই । এখানে একটাই কথা আছে । বাবা বলছেন যে আমাদের স্মরণ করো তাহলে তোমাদের খাদ বেরিয়ে যাবে । এই একটা কথা বুঝলে পরে বাকি সব বোঝা যাবে । এই যে এত চিত্র আছে তা সব বিস্তারিত ভাবে আছে । আমি বলি জ্ঞান অমৃত পান করে পবিত্র হও । ওরা বিষ চায় ! এর ওপরেও কিছু চিত্র আছে তাই দেখে বলে, অমৃত ছেড়ে কেন বিষ পান করবো? এই রুহানি জ্ঞান "স্পীরিচুয়াল ফাদার" দেন । এই বাবা (ঈশ্বরীয় পিতা) কেমন করে সর্বব্যাপী হবেন । তোমরা বাবাকে সর্বব্যাপী ভাবলে ভাবতে পারো, কিন্তু এখন আমি মানতে পারবো না আগে আমিও মানতাম । এখন বাবা বলছেন এই সব ভুল ছিলো । বাবার থেকে বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত হয় । এখন ভারত নরক হয়ে গেছে, আবার ভারতকে আমরা স্বর্গ অর্থাৎ পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম বানাবো । আদি সনাতন দেবী দেবতার পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিলো । এখন অপবিত্র অধার্মিক (vicious) দুনিয়ায় পরিণত হয়েছে । বাবা বলছেন যে, আমাদের স্মরণ করো। উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ শিববাবা, নির্মাণকারী, ওনার থেকে বর্সা প্রাপ্ত হয় । এখন কলিযুগে অনেক মানুষ আছে, সত্যযুগে তো অনেক কম সংখ্যক মানুষ থাকে । তাহলে তো ওই সময় বাদবাকি সব শান্তিধামে থাকবে । এবার নিশ্চয়ই যুদ্ধ লাগবে , তবেই তো মুক্তি হবে । এই সমস্ত কথা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত । বাচ্চাদের সেবা (সার্ভিস) নিশ্চয়ই করা উচিত । সেবাকাজই (সার্ভিস) উচ্চ পদ প্রাপ্ত করাবে । এমনও যেন না হয় যে নিজেদের মধ্যে মতের মিল হলো না আর তাই জন্য শিববাবাকে ভুলে গেলে আর সেবাকাজ (সার্ভিস) করা ছেড়ে দিলে । তাহলে তো পদপ্রস্তু হয়ে যাবে। আর তখন (সেবাকাজ) সার্ভিস বদলে গিয়ে ডিসার্ভিস হয়ে যাবে । নিজেদের মধ্যে নুন-জলের সম্পর্ক হয়ে গেলে, আর (সার্ভিস) সেবাকাজ ছেড়ে দিলে, এর থেকে মন্দ কাজ আর কিছু হয় না । বাবাকে স্মরণ করলে পরে উপার্জনও হতে থাকবে । এখন জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে তো পবিত্র হও আর বাবাকে স্মরণ করো । ধুরিয়াকে(হোলী সম্পর্কিত কোন ক্রিয়া) বলা হয় জ্ঞানের বর্ষা। কথায় বলে জ্ঞান আর বিজ্ঞান । বিজ্ঞান হল যোগ আর জ্ঞান হলো সৃষ্টি চক্রের ব্যাপার । হোলী বা ধুরিয়ার বিষয়ে মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না । বাবাকে স্মরণ করো আর জ্ঞান সবাইকে শোনাও । বাবা বার বার বোঝাচ্ছেন যে উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ পিতাকে সর্বব্যাপী বলা যাবে না । নাহলে স্বয়ং কাকে স্মরণ করবে? বাবা বলেন - নিরন্তর আমাদের স্মরণ করো । কিন্তু রচয়িতা কে না জানলে পরে কি প্রাপ্ত হতে পারে! না জানার কারণে সর্বব্যাপী বলে দেওয়া হয় । সেইজন্য উচ্চ থেকে উচ্চ কে প্রমাণ সহ বোঝাতে হবে তাহলে সর্বব্যাপী কথা বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যাবে । আমরা সবাই ভাই ভাই । বাবা প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পর পর এসে বর্সা(অধিকার) দেন । সত্যযুগে দেবী দেবতারা থাকেন । বাকি সবাই মুক্তি পেয়ে যাবে । সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে থাকো । ক্রাইস্ট এর প্রার্থনা করা হয়, সবাইকে বলো ক্রাইস্ট তো সবার বাবা নয় । সবার বাবা তো নিরাকার, যাঁকে সমস্ত আত্মারা ডাকে - " হে ঈশ্বরীয় পিতা " (oh, god father) - - ক্রাইস্ট তো ওঁনার সন্তান সেই রূপে সঙ্গে স্মরণ করা হয় । সন্তানের থেকে কি করে বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত হবে? ক্রাইস্ট তো এক রচনা । এমন কোনো শাস্ত্রে বলা হয় নি যে, ক্রাইস্টকে স্মরণ করলে আত্মা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । একমাত্র গীতাতে আছে যে "মামেকম " স্মরণ করো । ঈশ্বরীয় পিতার শাস্ত্র হলো গীতা শাস্ত্র । কেবল বাবার নাম পরিবর্তন করে কৃষ্ণের নাম রাখা হয়েছে।এটা ভুল করে দিয়েছে । উচ্চ থেকে উচ্চ একমাত্র বাবাই হন, যিনি আমাদের সুখ শান্তির বর্সা(অধিকার) দেন । শিবের চিত্র সবার নিজের কাছে রাখা উচিত । শিববাবাতো বর্সা দেন কিন্তু ৮৪ জন্মগ্রহণ করে হারিয়ে যায় । সিঁড়ি চিত্রে বুঝতে হবে,- পতিত পাবন বাবা এসে পবিত্র

হবার উপায় বলে দেন । ওরা বলে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ, তোমরা বলো শিব ভগবানুবাচ । ফার্স্ট ক্লোরে উম্ম বাবা থাকেন তারপর সেকেন্ড ক্লোরে সূক্ষ্মবতন হয় । এখানে হলো থার্ড ক্লোর । সৃষ্টি এখানে হয় , পরে সূক্ষ্মবতনে যায় । ওখানে বিচার সভা(tribunal) বসে, সাজা(শাস্তি) দেওয়া হয়। শাস্তি পেয়ে পবিত্র হয়ে উপরে চলে যায় । বাবা সব বাচ্চাদের নিয়ে যান । এখন হলো সপ্তমের সময় । এখানে তো ১০০ বছর দেওয়া উচিত । বাচ্চারা জিজ্ঞেস করে বাবা স্বর্গে কি কি হয়? বাবা বলেন বাচ্চারা সেটা এগিয়ে গেলে দেখতে পাবে । প্রথমে তো বাবাকে জানো, পতিত থেকে পবিত্র হবার প্রয়াস করে যাও । স্বর্গে তো যা হবার তা হবেই । তোমরা এমন পবিত্র হও যে বাবার থেকে নতুন দুনিয়ার সম্পূর্ণ বর্সা (অধিকার) যেন পেতে পারো । পরে তো মধ্যে কি হয়, সেটা এগিয়ে গেলে দেখতে পাবে । তাই এই সমস্ত কথা স্মরণে রাখতে হবে । স্মরণে না রাখার জন্য সময়কালে কিছু বুঝতে পারে না, ভুলে যায়। বাচ্চাদের কর্ম খুব ভালো করতে হবে । বাবার স্মরণে থাকলে কখনো কোনো খারাপ কাজ হতে পারে না । অনেকে খারাপ কাজ করে । এমনও হয় না যে কেবল একজন ব্রাহ্মণীর (টিচার) সব কিছুই ভালো লাগবে । এই ব্রাহ্মণী (টিচার) চলে গেলে নিজেও শেষ হয়ে যাবে । ব্রাহ্মণীর কারণে মরে যায় । তার মানে বাবার থেকে বর্সা (অধিকার) নিতে ব্যর্থ হয়ে যাবে । এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার, অনেক বাচ্চারা নাম রূপের জালে ফঁসে গিয়ে মরে । এখানে তোমাদের দেহবোধের প্রতি প্রীতি থাকা উচিত নয় । নিরন্তর শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে । কারও কাছ থেকেই কিছু চাওয়া- পাওয়ার নেই । বলো, আমাদের কি দেবে? তোমাদের যোগ তো শিববাবার সাথে আছে । যে সরাসরি কিছু দেশ না তার শিববাবার কাছে কিছু জমা হয় না । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করা হয় যখন তখন ওনার দ্বারাই সব কিছু করতে হবে। মধ্যে কেউ ভ্রষ্ট হয়ে যায় তাহলে শিববাবার কাছে কিছু জমা হবে না । শিববাবাকে কিছু দিতে হলে ব্রহ্মার নিমিত্ত দিতে হবে । সেন্টারও ব্রহ্মাকে নিমিত্ত করে খোলো । নিজেই সেন্টার খুললে সেটা তো খোড়াই সেন্টার হবে । বাপ দাদা দুজন এক সাথে থাকেন । যখন একজনের হাত কিছুতে পড়ে শিববাবার হাতও তার সাথে থাকবে । কত এমন সেন্টার আছে যার কোনো খবর নেই । লেখা উচিত যে শিববাবা এই সব আপনার সেন্টারের চার্ট । মালিকের কাছে সবার চার্ট থাকা উচিত, তাই না । অনেকের তো শিববাবার কাছে কোনো জমা থাকে না । এদেরক কোনো আক্কেল বুদ্ধি নেই । যদিও অনেক জ্ঞান আছে কিন্তু কোনো যুক্তিপূর্ণ তথ্য নেই । ব্যাস,খুশী আমরা খালি সেন্টার খুলেছি । তোমরা যাকে দিয়েছো, তারাও সেন্টার খুলে দেয়, সেটা তো আর শিববাবা খোলেন না । ওই সমস্ত সেন্টারের কোনো শক্তি থাকে না । সেন্টার খুলতে হলে শিববাবার নিমিত্ত খলতে হবে । শিববাবা আমরা এইসব দিচ্ছি, এসব সেন্টারের কাজে দিয়ে দেবেন । বাচ্চারা খুব ভুল করে । যোগে খুব দুর্বল। আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধি) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত ।
রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারা :-

১) জ্ঞানের সাথে সাথে নিজের ভবিষ্যৎ তৈরী করার শিক্ষাও নিতে হবে । একমাত্র বাবার থেকে বর্সা (অধিকার) নিতে হবে। কোনো দেহধারীকে অনুসরণ করে দুর্ভাগ্যবান হয়ো না ।

২) নিজেদের মধ্যে কোনো মতের অমিলের জন্য বাবার সেবাকাজ(সার্ভিস) ছেড়ো না । সকাল সকাল উঠে নিজের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে । স্মরণের পরিশ্রম করতে হবে ।

বরদান :- নিজের সম্পূর্ণতার আধারে সময়কে সমীপে(কাছে) আনার মতো মাষ্টার রচয়িতা ভবঃ হও!

সময় হল তোমার রচনা, তুমি হলে মাষ্টার রচয়িতা । রচয়িতা রচনার আধারের উপর হয় না। রচয়িতা রচনাকে অধীনে করে নেয় এইজন্য এমন কখনো ভেবো না যে সময় নিজেই সম্পূর্ণ , (perfect) করে দেবে। তোমাকে নিজেই সম্পূর্ণ হতে হবে আর সময়কে সমীপে (কাছে) আনতে হবে। যদিও যখন কোনো বিঘ্ন আসে তা অবশ্যই সময়ের সাথে সাথে চলেও যাবে । কিন্তু সময়ের আগে পরিবর্তন শক্তির দ্বারা তাকে (বিঘ্ন) পরিবর্তন করে দাও - তাহলে সেই প্রাপ্তি হয়ে যাবে । সময়ের আধারে পরিবর্তন করলে তার প্রাপ্তি তোমার হবে না ।

স্লোগান :- কর্ম আর যোগের ভারসাম্য (ব্যালেন্স) রাখলে সত্যিকারের কর্ম যোগী হওয়া যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা --এখন তোমরা সঙ্গমযুগে আছ, তোমাদের এই পুরানো কলিযুগী দুনিয়ার কোনো খেয়াল আসা উচিত নয়।"

প্রশ্ন :- বাবা বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ কর্ম করার এবং কর্মকে সুকর্মে পরিবর্তনের কি বিধি বলেছেন ?

উত্তর :- নিজের কর্মকে পরিবর্তনের জন্য সত্যিকারের এই বাবার সাথে সর্বদা সততা বজায় রাখো, যদি ভুল করেও কোনো উল্টো কর্ম করে ফেলো তাহলে তৎক্ষণাৎ তা বাবাকে লিখে জানিয়ে দাও। সততার সাথে বাবাকে সব কথা শোনালে তোমাদের কর্মের ভোগ কম হয়ে যাবে। না হলে এই কর্মের ভোগ বৃদ্ধি হতে থাকবে। বাবার কাছে খবর এলে বাবা শুধরানোর জন্য শ্রীমত দেবেন।

ওম্ শান্তি। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা বাচ্চাদের জিঞ্জেস করছেন, বাচ্চারা তোমরা এখানে সকাল থেকে বসে কি করছো? তোমরা তো অবশ্যই ছাত্র। তাহলে অবশ্যই এখানে বসে এই খেয়াল রাখবে যে, আমাদের শিববাবা পড়াতে এসেছেন। এই পড়ার মাধ্যমেই তোমরা সূর্যবংশী হতে পারবে কারণ তোমরা এখন রাজযোগ শিখছো। বিষ্ণুপুরীর মালিক হবার জন্য তোমরা কি এই খেয়ালেই আছো নাকি সমস্ত দায় - দায়িত্ব, সন্তান - সন্ততি বা কাজ - কারবার ইত্যাদির কথাই মনে আসে? বুদ্ধিতে যেন সর্বদা তোমাদের এই কথা থাকে যে এ হলো গীতা পার্থশালা, আমাদের ভগবান পড়াচ্ছেন আর আমরা লক্ষ্মী - নারায়ণ অথবা তাঁদের কুটুম্ব হতে পারবো। এ হলো রাজযোগ। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা থাকা চাই যে আমরা বাবার থেকে সরাসরি এই জ্ঞান শুনে সূর্যবংশী ঘরানার হতে পারবো। লক্ষ্মী - নারায়ণের ছবি আমাদের সামনে আছে, আমাদের নিজস্ব রাজ্যও হবো যেমনভাবে কংগ্রেসের লোকেরাও বুঝতে পারতো। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কেউ কেউ জানে না যে স্বর্গ কাকে বলা হয়। তোমরা বাচ্চারাই জানো, তোমরাই বোঝো যে, আমরাই বাবার থেকে স্বর্গের জন্য স্বরাজ্যবিদ্যা শিক্ষা করছি। আমরাই স্বর্গের মালিক হতে চলেছি। এই কথা অন্তরে সবসময় চর্চা করতে হবে। যেমন স্কুলের ছাত্রদের বুদ্ধিতে এই কথা থাকে যে আমরা ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য এই পড়া পড়ছি। এই কথা কি তোমাদের মনে থাকে নাকি ভুলে যাও। তোমরা হলে উঁচুর থেকে উঁচু শিক্ষক ভগবানের ছাত্র। বাবা তোমাদের উঁচুর থেকে উঁচু দেবতা বানানোর জন্য পড়াচ্ছেন। তোমরা হলে তাঁর সন্তান। আত্মারা এই শরীরের দ্বারা তাদের ভবিষ্যতের পদকে স্মরণ করে নাকি শরীরের সম্বন্ধ, লৌকিক সম্পত্তি, কাজ-কারবার এগুলোকেই স্মরণ করে। তোমরা যখন এখানে আসো, তখন তোমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের বেহদের বাবা পড়াতে আসেন - বেহদের মালিক বানানোর জন্য। তারপর রাজা - রাণী হও বা প্রজা। মালিক তো হও তাই না। নতুন দুনিয়াতে সূর্যবংশী ঘরানা থাকে। এই কথা তো তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা আমাদের রাজত্ব করবো।

বাবা জানেন যে বাচ্চারা যখন বাইরে থাকে, ঘরবাড়ি বা ক্ষেতের কাজকর্ম করে, তখন বাবার কথা খুব একটা স্মরণে থাকে না। তাই যখন এখানে আসো, তখন ওইসব চিন্তা ছেড়ে এসো। এখন তোমরা ওই কলিযুগী দুনিয়াতে নেই, এখন তোমরা সঙ্গম যুগে রয়েছো। কলিযুগকে তোমরা ছেড়ে দিয়েছো, বাইরের দুনিয়া হলো কলিযুগ। বিশেষত মধুবন, সেখানেই হলো সঙ্গম, তাই মধুবনের গায়ন আছে। এখানে তোমাদের এই মুরলীর মন্ত্রন করতে হবে। যাই তোমরা শোনো, তাই রিপটি

করো আর বিচার সাগর মন্ডন করো। যতোটা সময় পারো ছবির সামনে এসে বসে যাও। এই ছবি দেখতে থাকো আর পড়া অভ্যাস করো। ব্রাহ্মণীরা অনেককে নিয়ে আসে, তাদের অনেক দায়িত্ব থাকা উচিত। যেমন শিক্ষকদের এই দায়িত্ব থাকা উচিত যে, - আমাদের স্কুলে যদি কম ছাত্র পাশ করে তাহলে আমাদের সম্মান চলে যাবে। যখন কোনো স্কুলে অনেক ছাত্র পাশ করে, তখন শিক্ষকের সুনাম হয়। ব্রাহ্মণীদের ছাত্রদের উপর নজর দেওয়া উচিত। এখানে তোমরা যেমন এই সঙ্গম যুগে এসেছো, যেখানে বাবা সরাসরি তোমাদের এই জ্ঞানের কথা শোনান। এখানকার প্রভাব খুবই সুন্দর। এখানে এসে যদি তোমাদের ঘরবাড়ি বা কাজ - কারবারের কথা মনে আসে তাহলে বাবা বুঝবেন যে এরা সাধারণ প্রজাতে চলে যাবে। সবাই এলো রাজা হতে কিন্তু না হলে বাচ্চাদের ভিতরে অনেক খুশী থাকা দরকার। এই ছবিও তোমাদের অনেক সাহায্য করে। মানুষ অষ্ট দেবতা আর গুরুর ছবি ঘরে রাখে, স্মরণ করার জন্য। কিন্তু তাঁদের স্মরণ করলে কিছুই পাওয়া যাবে না। ভক্তি মার্গে তোমরা যা কিছু করে এসেছো, তার জন্য নীচে নামতেই থেকেছো। তোমাদের বাচ্চাদের উচ্চ পদে যাবার পুরুষার্থ করতে হবে। ঘরে যদি শিববাবার ছবি রেখে দাও তাহলে প্রতি মুহূর্তে তাঁকে স্মরণে আসবে। আগে তোমরা হনুমানকে, কৃষ্ণকে, রামকে স্মরণ করতে। এখন শিববাবা তোমাদের সামনে এসে বলছেন যে আমাকে স্মরণ করো। ত্রিমূর্তির চিত্র খুবই সুন্দর, এই ছবি সর্বদা পকেটে রেখে দাও। থেকে থেকে দেখতে থাকো তাহলেই স্মরণ থাকবে। ব্রহ্মাবাবাও তো ভক্ত ছিলেন, তিনিও লক্ষ্মী - নারায়ণের ছবি পকেটে রাখতেন। গদির নিচে নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন, কিন্তু তাতে কিছুই পান নি। এখন বাবার থেকে অনেক প্রাপ্তি হচ্ছে তাই তাঁকেই স্মরণ করতে হবে কিন্তু এই বিষয়ে মায়া তোমাদের সামনে এসে বাঁধা দেয়। জ্ঞানের কথা তো তোমরা অনেকই শোনো এবং শোনাও, এই বিষয়ে তোমরা খুবই তীক্ষ্ণ, এমনও তোমরা বলো না যে তোমরা ৪৪ জন্মের চক্রকে ভুলে গেছো। আবার এমনও নয় যে এখানে যারা থাকে তারা বাবাকে খুব ভালোভাবে স্মরণ করতে পারে। এখানে থাকা স্বত্তেও অনেকে ব্যর্থ কথাকে স্মরণ করে। যেই বাবার থেকে আমরা সুন্দর হতে এসেছি তাঁকেই সঠিকভাবে জানি না। মায়ার ছায়া অনেক বড়। মূল কথাই হলো বাবাকে স্মরণ। বাবা জানেন যে অনেক ভালো ভালো বাচ্চারাও বাবার স্মরণে থাকে না। যোগে থাকার অভ্যাস করলেই দেহ - অভিমান কম হবে আর খুব মিষ্টি হতে পারবে। দেহ - অভিমান থাকলে মিষ্টি হতে পারবে না, পতিত হতে থাকবে। বাবা কিন্তু সবার জন্য বলেন না। কোনো কোনো বাচ্চা সুপুত্র হয়, সুপুত্র তাকে বলা হয় যে যোগে থাকতে পারে। তার দ্বারা কোনো ভুল কাজ হবে না। মিত্র - সম্বন্ধী সকলকেই তারা ভুলতে পারবে। তারা ভাববে যে আমরা অশরীরী এসেছিলাম, আবার অশরীরী হয়েই ঘরে যেতে হবে। এখন তোমাদের বাচ্চাদের জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন মিলেছে, যার দ্বারা তোমরা নিজের ঘরকেও জানতে পেরেছো, আর রাজধানীকেও জানতে পেরেছো। তোমরা এই কথাও জানো যে শিববাবা কোনো কালো লিঙ্গ নয় যেমন ভাবে দেখানো হয়, তিনি আসলে একটি ছোটো বিন্দুর মতো। এই কথাও আমরা জানি। এখন আমরা ঘরে ফিরে যাবো, যেখানে আমরা অশরীরী অবস্থায় থাকি। এখন আমাদের অশরীরী হতে হবে। এখন আমাদের নিজেদের আত্মা মনে করে পতিত - পাবন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এই কথাও তোমাদের বোঝানো হয় যে আত্মা হলো অবিনাশী। তাতে ৪৪ জন্মের পার্ট লিপিবদ্ধ আছে, আর এর কোনো অন্ত হয় না। কিছু সময়ের জন্য মুক্তিধামে গিয়ে আবার অভিনয় করার জন্য এখানে আসতে হবে। তোমরা অলরাউন্ড এই অভিনয় করো, এই কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। এখন আমাদের ঘরে যেতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবো। এই দুনিয়ার কাজ - কারবারকে স্মরণ করলে চলবে না। এখানে তোমরা সম্পূর্ণ সঙ্গমযুগে রয়েছো।

এখন তোমরা এই জীবন তরণীতে বসে আছো । কেউ কেউ মাঝপথে নেমে যায় , তার ফলে এই লৌকিক দুনিয়ায় ফেঁসে তাদের জীবন মৃত্যুতুল্য হয় । এই বিষয়ে শাস্ত্রে একটা গল্প আছে । এখন তোমরা জানো যে তোমরা এই ভবসাগর পার হতে চলেছো যার কান্ডারী হলেন শিববাবা । কৃষ্ণকে কিন্তু কান্ডারী বা বাগানের মালী বলা যাবে না । কথাই আছে শিব ভগবানউবাচঃ । শিববাবা হলেন পতিত - পাবন । কৃষ্ণের দিকে বুদ্ধি যাওয়া উচিত নয় । মানুষের বুদ্ধি তো বিভ্রান্ত হয়ে যায় , বাবা এসে এই বিভ্রান্তির থেকে ছাড়ান । বাবা কেবল বলেন , নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো , তাহলেই তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবে । এই কথা তোমাদের ভোলা উচিত নয় । এখান থেকে তোমরা অনেক রিফ্রেশ হয়ে যাও । তোমরা তোমাদের অনুভবও শোনাও , বলো , বাবা আমরা যখন এখান থেকে যাই তখন আবার যেমন আগের মত ছিলাম তেমন হয়ে যাই । মিত্র , সম্বন্ধীদের মুখ যখন দেখি তখন আবার প্রলুব্ধ হয়ে যাই । তোমরা বাচ্চারা হলে প্রেমী , কাজ কর্ম করতে করতে তোমরা যদি তোমাদের প্রিয়তমকে স্মরণ করো তাহলেই উঁচু পদ পেতে পারবে । আর এখন যদি পুরুষার্থ না করো তাহলে একটা মুকুটও পাবে না । এখানে যখন বাচ্চারা আসে তখন সময় নষ্ট করা উচিত নয় । এখানে তো আর কিছু নেই । কেবল দিলওয়ারা মন্দির যা তোমাদের স্মরণে তৈরী, তা তোমরা দেখতে পারো । ওপরে বৈকুণ্ঠ রয়েছে । তোমাদের ঝাড়ও পরিষ্কার । নীচে তোমরা রাজযোগে বসে আছো আর ওপরে তোমাদের রাজত্ব । একেবারে যেন দিলওয়ারা মন্দিরের মতো । তোমরা জানো যে , শিববাবা আমাদের নতুন করে জ্ঞান দান করে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন । এই কলিযুগের বিনাশ হয়ে যাবে । এই আদিদেব বা আদি নাথ কে ? তোমরা সকলের কাজ বা পেশাকে তো জানো । এই সময়ের চর্চা ভক্তি মার্গে করা হয় । বিভিন্ন উত্সব , ব্রত সবই এই সময়ের উপর করা হয়েছে । সত্যিকারের ব্রত হল "মনমনাভব ।" বাকি নির্জলা থাকা , খাবার না খাওয়া এইসব কোনো ব্রত নয় । এই সময় এই দুনিয়ায় মায়ার চাপ অনেক আছে । প্রথমের দিকে এই বিজলী , গ্যাস ইত্যাদি ছিলো না , পরে এগুলো বেরিয়েছে । এগুলো বেরিয়েছে মাত্র ১০০ বছর হয়েছে কিন্তু মানুষ এগুলোর মধ্যেই আটকে মরেছে । তারা বলে যে আমাদের জন্য স্বর্গ এখানেই । মায়ার জোর এতো বেশী যে বাবাকেই স্মরণ করতে ভুলে যায় , তারা বলে যে তোমরা এসে দেখে যাও - আমরা কেমন স্বর্গে বসে আছি । এখন আসল স্বর্গের আগে তো এগুলো কিছুই নয় । কোথায় স্বর্গ আর কোথায় এই নরক । স্বর্গের একটাও জিনিস এখানে থাকে না । সেখানে সমস্ত জিনিসই সত্যোপস্থান হবে । গাই তো সেখানে এক নম্বর হবে । তোমরা যখন এক নম্বর হও তখন তোমাদের আসবাব , খাবার - দাবার ইত্যাদিও একনম্বর হয় । তোমরা তো সুস্বাদুতনে ফল ইত্যাদি দেখে আসো । এর নামই হলো সুবিরস (আমের জুস) । দুনিয়ার মানুষরা এও জানে না যে স্বর্গ কোথায় ? ওখানে সবকিছুই সত্যোপস্থান । এই ধুলো মাটি ওখানে থাকবে না । ওখানে দুঃখের কোনো কথাই নেই । কিন্তু বাচ্চাদের এই নেশা সম্পূর্ণ লাগে না যে , বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য এই পড়া পড়াচ্ছেন । ছবি কত পরিষ্কার । এই ছবি বানাতে তো সময় লাগে । বাবা সমস্তকিছুই সেবা কাজের জন্য বানাচ্ছেন । কিন্তু কেউ কেউ তো নিজের কাজ - কারবারে এতো ব্যস্ত থাকে যে বাবাকে স্মরণই করে না । প্রদর্শনীর ছবি নিয়ে ম্যাগাজিনও তৈরী হয় , তাও তোমাদের পড়া চাই । যারা রোজ গীতা পাঠ করে তারা যেখানেই যাক অবশ্যই গীতা পাঠ করে । এখন তোমরা সত্যিকারের গীতা ছবি সমেত পেয়েছো । এখন তাই খুব ভালো করে এই বিষয়ে পরিশ্রম করা চাই । নাহলে তোমরা উঁচু পদ পেতে পারবে না । তারপর যখন সাক্ষাত্কার হবে তখন হায় হায় করতে হবে । পরীক্ষা শেষ হলেই অন্য ক্লাসে নম্বরের ক্রমানুসারেই ছাত্ররা বসে । এখানেও তোমাদের যখন সাক্ষাত্কার হবে তখন নম্বর হিসাবেই তোমরা প্রথমে রুদ্রমালা তারপর বিজয়মালাতে যাবে । স্কুলে

যদি কোনো বাচ্চারা পাশ করতে না পারে তাহলে কতো দুঃখ পায় । আর এ হলো তোমাদের কল্প কল্পনতরের বাজী ।

কোনো কোনো বাচ্চারা সম্পূর্ণ ম্যাগাজিন পরে না । বাচ্চাদের এই ম্যাগাজিন পড়েই সার্ভিস করতে হবে বাচ্চারা লেখে যে বাবা , অমুককে বদল করে দাও । ভালো ব্রান্ধনী পাঠিয়ে দাও । কোনো কোনো ব্রান্ধনীর সাথে এতো ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায় যে তার যদি বদল হয় তাহলে কোনো কোনো বাচ্চারা এতোটাই ভেঙ্গে পরে যে সেন্টারে যাওয়াই বন্ধ করে দেয় । কোনো ভুল কাজ যদি হয়ে যায় তাহলে শীঘ্রই বাবাকে লিখে জানানো উচিত তাহলে পাপের সাজা কম হবে । না হলে পাপ বৃদ্ধি পেতে থাকবে । বাবা শুধরানোর জন্য বলেন কিন্তু কেউ কেউ তো শুধরাতেই চায় না তাই পাপ কাজ করাও ছাড়ে না । ভাগ্যে যদি না থাকে তাহলে বাবাকে সত্যিকারের খবর দেয় না । বাবার কাছে যদি খবর আসে তাহলে বাবা তাকে শুধরানোর চেষ্টা করবেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অশরীরী হওয়ার সম্পূর্ণ অভ্যাস করতে হবে । কোনো উল্টো কথা বলবে না । তোমাদের খুবই মিষ্টি হতে হবে । কোনো কথায় বিগড়ে গেলে চলবে না ।

২) মুরলীকে বার বার মনে করতে হবে । যা শুনছো তার উপর বিচার সাগর মন্বন করতে হবে" মনমনাভব " এই ব্রত রাখতে হবে ।

বরদান :- নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করে প্রতিটা কর্ম যথার্থ বিধিতে করে সম্পূর্ণ সিদ্ধিস্বরূপ হও ।

এই সময় তোমাদের সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের প্রতিটা শ্রেষ্ঠ কর্ম সারা কল্পের জন্য নিয়ম হয়ে যায় । সুতরাং নিজেকে এই নিয়মের রচয়িতা মনে করে প্রতিটা কর্ম করো , তাহলে অমনোযোগীতা তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যাবে । সঙ্গমযুগে আমরাই হলাম নিয়মের রচয়িতা এবং দায়িত্বশীল আত্মা - এই নিশ্চয়তার সঙ্গে সমস্ত কর্ম করলে , সেই যথার্থবিধিতে করা সমস্ত কর্মের সম্পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হবে ।

স্লোগান :- সর্বশক্তিমান বাবা সঙ্গে থাকলে মায়া কাণ্ডজে বাঘ হয়ে যাবে ।

"মীঠে বাচ্চে - এই ড্রামাতে তুমি হলে হিরো-হিরোইন পাটধারী, সম্পূর্ণ কল্পে তোমার মতন হিরো
পাট আর কারো নেই "

প্রশ্ন : মানব থেকে দেবতা হওয়ার পরীক্ষা কে পাস করতে পারে ?

উত্তর :- যে আত্মা ফলো ফাদার করে বাবার সমান পবিত্র হয় সে-ই এই পরীক্ষা পাস করতে পারে। ২১ জন্মের জন্যে বেহদের বর্ষা প্রাপ্ত করতে একটু পরিশ্রম তো করতে হবে। এখন পরিশ্রম না করলে কল্প-কল্পান্তর করবেনা ফলতঃ উচ্চ পদ প্রাপ্তি কিভাবে হবে । পবিত্র হলে উত্তম পদ প্রাপ্তি হবে। নাহলে সাজা খেতে হবে।

ওমশান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদের সঙ্গে বাবা কথা বলছেন । বাচ্চারা বুঝেছে বেহদের বাবা আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন । যিনি হলেন অতি মিষ্টি । বাবাও হলেন মিষ্টি , শিক্ষকও হলেন মিষ্টি কারণ দুজনের কাছে বর্ষা প্রাপ্তি হয়। গুরুর কাছে ভক্তির বর্ষা প্রাপ্ত হয়। এখানেতো একের কাছেই তিনের প্রাপ্তি হয়। খুশীর অনুভূতিও হয়। তোমরা ওঁনার সামনে বসে আছ। তোমরা জান বেহদের বাবা অর্থাৎ নিরাকার শিব বাবা যাঁকে পতিত-পাবন বলা হয় , তিনিই হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। ঐ বীজ হয় জড় পদার্থ । এই হল চৈতন্য বীজ। এঁনাকে সত্য-চিত্ত-আনন্দস্বরূপ বলা হয় তারপর ওঁনার মহিমাও রয়েছে । তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর কিন্তু তাঁর কাছে কিরূপ জ্ঞান প্রাপ্তি হয় , এই কথা কারো জানা নেই। তোমরা জানো বাবা যাদের এই জ্ঞান দিচ্ছেন তারাই ভক্তিমাগে এঁনার মন্দির , শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরী করে। এই কথাও তোমরা জানো যে বরাবর প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পর এই কল্পের সঙ্গম আসে। এই সময়টিকে বলে রুহানী অবিনাশী পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এমনিতেও উত্তম পুরুষ অনেক হয় কিন্তু সে এক জন্মে উত্তম পুরুষ হয় , তারপরে মধ্যম কনিষ্ঠ হয়ে যায়। এই লক্ষ্মীনারায়ণ দেখো কত উত্তম পুরুষ হয়েছেন। এই দুজনে হলেন পুরুষোত্তম এবং পুরুষোত্তমণী । এমন উত্তম দুজনকে কে করেছে ? গায়নও রয়েছে উঁচু থেকে উঁচু ভগবান , তিনি উপরে থাকেন। মনুষ্য সৃষ্টিতে উঁচু থেকে উঁচু হলেন এই বিশ্ব মহারাজা মহারানী । উঁচু থেকে উঁচু ভারতে রাজ্য করেছেন। এবারে এই রাজ্য প্রাপ্তি তাঁদের হল কিভাবে ! এই কথা কারুর জানা নেই। এমন বাবা তোমাদের এত উচ্চ স্বরূপ প্রদান করছেন , তিনি কত মিষ্টি হবেন । ওঁনার মত-অনুযায়ী চলা উচিত। এমন উঁচু বিশ্বের মালিক রূপে পরিণত করেন বাবা পড়াচ্ছেন কত সাধারণ ভাবে। এই কথাও তোমরা জানো বেহদের বাবা (নিরাকার শিব) ভারতেই আসেন। শিব জয়ন্তীও এখানেই পালন হয়। ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেন। এখন স্মৃতি আছে যে আমরা স্বর্গবাসী ৮৪ জন্ম ভোগ করে নরকবাসী হয়েছি। পুনরায় বাবা এসেছেন স্বর্গবাসী করতে। এখন বাবা বলেন আমারা স্মরণ করো তো তোমাদের আত্মা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। সতোপ্রধান না হয়ে কেউ ফিরে যেতে পারবেনা । নাহলে সাজা খেতে হবে। সাজা তো আত্মারই প্রাপ্তি কিনা । গর্ভ জেলে শরীর ধারণ করিয়ে সাজা দেওয়া হয়। বাচ্চাদের অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়। গ্রাহি গ্রাহি করে। বলে আর পাপ কর্ম করব না। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের তো গর্ভ জেলে যেতে হবেনা। সেখানে গর্ভমহল হয় কারণ পাপ কর্ম হয়না। এখানে রাবণরাজ্যে পাপ হয় তবেই তো রামরাজ্য চায়। কিন্তু এই কথা জানেনা যে রাবণরাজ্য হল কি ? জ্বালানো হয় তাহলে শেষ হওয়া উচিত। বার-বার জ্বালানো হয় তবুও মরেনা। তাহলে এইসব করে লাভ কি ? তারা গিয়ে শ্রীলঙ্কায় লুট করে। একটি

বৃষ্ণের রোগ হয় , তারা সেটাকে সোনা ভেবে নিয়ে আসে। বাস্তবে তোমরা এইসময় রাবণকে পরাজিত করে গোল্ডেন এজের অর্থাৎ সত্যযুগের মালিক হও। আজমেরে বৈকুণ্ঠের মডেল দেখান হয়েছে। এবারে তোমরা জানো বাবা এসেছেন বাম্বাদের পুনঃ স্বর্গের মালিক রূপে পরিণত করতে। হীরে জহরাতের মহলে আমরা রাজত্ব করব।

এখন তোমরা বাম্বারা যোগবলের দ্বারা নির্বিকারী সতোপ্রধান হও। আত্মা সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়ে শান্তিধামে চলে যাবে, সেখানে দুঃখের কোনো কথা নেই। বাবা বলেন এই নাটকে তোমাদের হল সবচেয়ে বড় মুখ্য পার্ট হিরো-হিরোইনের । রাজ্য নেওয়া আর হারানো - এই হল খেলা। হিরো-হিরোইন হলে তোমরা। হিরোর অর্থ হল মুখ্য পার্টধারী । তোমরা গোল্ডেন এজে পবিত্র গৃহস্থ আশ্রমে ছিলে। আয়রন এজে আছে অপবিত্র গৃহস্থ ব্যবহার । এবারে বাবা গোল্ডেন এজে নিয়ে যাবেন। সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণ সূর্যবংশীদের রাজ্য হবে। তারা পুনর্জন্ম নিয়ে চন্দ্রবংশী হবে , এভাবেই বৃদ্ধি হতে থাকবে। এখন কত কোটি হয়ে গেছে। এখন বলে জন্মদর কম হোক। যাদের একটা দুটো বাম্বা তারা খোরাই কম করবে। এবারে তোমরা সংবাদ পৌঁছে দাও যে জনসংখ্যা কম করা সে-তো বাবার উপরে নির্ভর করছে। বাবা জানেন অত্যধিক মানুষ থাকলে মৃত্যু ঘটবে। আমি এসেছি সবাইকে খালাস করে একটি ধর্মের স্থাপনা করতে। সেখানে হবে ৯ লক্ষ । ছু-মন্ত্র হল তাইনা । কলিযুগ রূপী রাত পূর্ণ হয়ে দিন শুরু হবে । জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যে কত খরচ করে তারা। বাবার কিছু খরচ হয়না । প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে সব শেষ হয়ে যাবে , ড্রামাতে ফিঙ্গ আছে। তারা যা কিছু প্ল্যান করছে , এওতো ড্রামাতে ফিঙ্গ রয়েছে । ইউরোপবাসী যাদব , ভারতবাসী কৌরব আর পান্ডব । তারা সবাই একদিকে , এইদিকে হল দুই ভাই। ভারতে হল ভাই-ভাই । এখন কলিযুগে ভাই-ভাই তুমি এসেছ সঙ্গমে । কৌরব এবং পান্ডব একই পরিবারের সদস্য ছিল। আত্মা হল আসলে ভাই-ভাই । তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সঙ্গে বাবা প্রথমে মিলিত হন। রেসে যে আগে যায় সে পুরস্কৃত হয়। তোমার হল স্মরণের রেস। এই কথা শান্ত্রে লেখা নেই। বাবা বলেন আমার সঙ্গে যোগ রাখো। এই যোগের যাত্রা এইসময়েই হয়। এই যাত্রা আর কেউ শেখাতে পারেনা। সত্যযুগে না হয় রূহানী যোগ আর না থাকে দৈহিক যোগ কারণ সেখানে প্রয়োজন হয়না। এই কথা এইসময়েই তোমাদের বুদ্ধিতে থাকে। ড্রামাতে এক একটি সেকেন্ডের অ্যাক্ট বোঝান হয়েছে , একেই স্ব-দর্শন চক্র বলা হয়। বাস্তবে স্ব-দর্শন চক্রধারী এখন তুমি হয়েছে। ৮৪ জন্মের বা সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান এখন তোমাদের রয়েছে । স্ব মানে হল আত্মা । আত্মার এখন এই জ্ঞান আছে তো এখন তোমরা অর্থাৎ বাম্বারা স্ব-দর্শন চক্রধারী হয়েছে। আমি তোমাদের বলি রূহানী বাম্বারা। স্ব-দর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণ কুলভূষণ । এই অক্ষর গুলির অর্থ নতুন কেউ বুঝতে পারবেনা । এই অলংকার তোমাদের দেওয়া হয়না কারণ তোমাদের মধ্যে থেকে অনেকে পালিয়ে যায়। এখন তোমার বুদ্ধিতে রয়েছে ৮৪ - র চক্র । এখন যাবে তোমরা নম্বরওয়ানে । প্রথমে বাড়ি অর্থাৎ পরমধামে ফিরে গিয়ে তারপর দেবতা রূপে পরিণত হবে। তারপর হবে ঋত্রিয় , বৈশ্য , শূদ্র । কতখানি বুঝবার কথা। এতটুকুও যদি কেউ স্মরণ করে তো আহা পরম সৌভাগ্য । একটু সময় বাকি আছে তারপর আমরা স্বর্গে যাব। শান্ত্রে কতই না গল্প কাহিনী লিখে দিয়েছে । কৃষ্ণ যিনি সকলের প্রিয় , তাঁর বিষয়ে লিখেছে সর্প দংশনে ঘটনা ইত্যাদি ইত্যাদি । কৃষ্ণ , রাধের চেয়েও প্রিয় কারণ মুরলী বাজিয়ে ছিলেন। এই সব বাস্তবে হল জ্ঞানের কথা । তুমি এইসময় হও জ্ঞানজ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী । তারপর শিক্ষা গ্রহণ করে রাজ-রাজেশ্বরী হও। এই হল এইম অবজেক্ট অর্থাৎ মুখ্য লক্ষ্য । তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে এখানকার উদ্দেশ্য টি কি ? তুমি বোলো , মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করা। আমরাই সেই

দেবতা ছিলাম। ৮৪ জন্মের পর শুদ্রে পরিণত হয়েছি , এবারে পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়েছি , পরে দেবতা রূপে পরিণত হব। যিনি পড়াচ্ছেন তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর পরমাত্মা , কৃষ্ণ নয়। এই রাজযোগ কেউ শেখাতে পারেনা। তোমরা বলো বাবা আমরা কল্প কল্প আপনার কাছে রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করি। এই কথাও তোমরা জানো। এই মহাভারী লড়াই দিয়েই স্বর্গের গেট খুলবে । বাবা এসে রাজযোগ শেখান তো নিশ্চয়ই স্বর্গ তো চাই। নরক শেষ তো হবেই। এই মহাভারী লড়াইয়ের কথা শাস্ত্রে লেখা আছে।

(কাশি এল) কাশি কার হয় ? শিববাবার না ব্রহ্মাবাবার ? ব্রহ্মাবাবার হয় , এ হল ওনার কর্মভোগ । শেষ সময় পর্যন্ত হতেই থাকবে। যখন সম্পূর্ণ হবেন তখন এই শরীরও থাকবেনা। ততক্ষণ কিছু না কিছু হতে থাকবে , এইটাই হল কর্মভোগ । সত্যযুগে কর্মভোগ হয়না। কোনো রোগ হয়না । আমরা এভারহেল্ডী এভারওয়েল্ডী হই। সর্বদা হর্ষিত অর্থাৎ আনন্দিত থাকি কারণ বেহদের বাবার কাছে বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। তার অর্ধকল্প পরে দুঃখ আরম্ভ হয়। তাও যখন ভক্তি হয়ে যায় ব্যভিচারী তখন দুঃখ বেশী হয়, তখন গ্রাহি গ্রাহি করে আর বিনাশ হয়। এখন তোমরা সামনে বসে শুনছ তো কত মজা পাও। জানো যে ইনি হলেন আমাদের সত্য পিতা , সত্য শিক্ষক , সত্য সঙ্গুরু । এই মহিমা হল একমাত্র নিরাকার বাবার । তিনিই হলেন উঁচু থেকে উঁচু ভগবান । ঐ পিতাকে স্মরণ করলে উচ্চ পদ প্রাপ্তি হবে। কোনো সাধু - সন্ন্যাসী মহাত্মা তো এই তত্ত্বাপোষে বসেনা। কখনও পা পড়তে দেন না। বাবা বলেন আমি হলাম তোমাদের আশ্রয়কারী সেবক। আমার পা কোথায় আছে ? তোমরা মাথা নোয়াবে কোথায় ? অনেক গুরুদের কাছে মাথা নুইয়ে তোমাদের জীবনটাই ক্ষয়ে গেছে। যা ভক্তিমার্গে হয় তা জ্ঞানমার্গে হয়না। ভক্তিমার্গে বলো হে রাম বাবা বলেন এখানে কোনো আওয়াজ করবেনা । নিজেকে আত্মা ভেবে গুপ্ত বাবাকে স্মরণ করতে হবে। হে শিব ... তাও বলা চলবে না। তোমাদের আওয়াজের উর্ধ্ব যেতে হবে। বাচ্চার মনে পিতার স্মরণ থাকে। আত্মা জানে যে ইনি হলেন আমাদের পিতা। তোমাদের মনের ভিতরে গুপ্ত রূপে স্মরণ করতে হবে , একেই অজপা স্মরণ বলা হয়। জপ করতে হবেনা । মালা জপ অন্তরে করো বা বাইরে করো । একই কথা। অন্তরে নাম জপ করা কোনো গুপ্ত নয় । গুপ্ত কথা হল - নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করা। উনি শিববাবা আর ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তোমরা ডবল ইঞ্জিন প্রাপ্ত করো শৃঙ্গারের জন্যে । এঁনার আত্মাও শৃঙ্গারিত হচ্ছে । তারপর সবাই ফিরব পিতৃগৃহে । সেখান থেকে শ্বশুরগৃহে অর্থাৎ বিষ্ণুপুরী আসব। এখন হল ডবল পিতৃগৃহ অলৌকিক , এক আছে লৌকিক এবং ঐ আরেকটি হল পারলৌকিক । এই অলৌকিক পিতাকে কেউ জানেনা , তখন বলে এই দাদাকে এখানে কেন বসানো হয়েছে ? এই কথা কেউ জানেনা যে এই দেহ দ্বারা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন । ইনি (ব্রহ্মা) অনেক জন্মের অন্তে পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছেন। রাজা থেকে প্রজা হয়েছেন। বাবা বলেন আমি এই দেহে প্রবেশ করি। তবুও কারুর বুদ্ধিতে এই কথা বসেনা । মন্দিরে বলদ রেখে দিয়েছে। এবারে শঙ্কর হলেন সুশ্রবতনবাসী । সুশ্রবতনে বলদ ইত্যাদি হয়না । বলদ অর্থাৎ মেল বা পুরুষ । ভাগীরথকে পুরুষ দেখান হয়েছে। মানুষ তো একেবারেই অবুঝ হয়ে পড়েছে। বাবা বলছেন রাবণ অবুঝ করেছে। নিজেরাই বলছে রামরাজ্য চাই। এবারে রামরাজ্য হয় সত্যযুগে । কলিযুগে হয় রাবণরাজ্য । রাম এবং রাবণ ভারতেই হয়। শিব জয়ন্তীও ভারতেই পালন হয় , রাবণ জয়ন্তী পালন হয়না কারণ রাবণ হল শত্রু। জয়ন্তী তাদের পালন হয় যারা সুখ প্রদান করে। এখন শিববাবা এসে জ্ঞান শোনাচ্ছেন এবং রাবণের উপরে জিত প্রাপ্ত করাচ্ছেন । এখন তুমি জানো যে রাবণ হল কে ? কবে আসে ? অ্যাকুরেট হিসাব

বলা হয়। এইসব কথা ভাল রীতি ধারণ করো । ভুলে যেও না। জ্ঞান সাগরের কাছে মেঘ রূপে এসেছ , ভাল ভাবে ভরে নাও যাতে বর্ষা করতে পারো , এরজন্য ধারণা ভাল হওয়া দরকার । এখানে তুমি সামনে বসে আছ । এইরকম অনুভূতি হয় যে আমরা বেহদের বাবার সামনে , বাড়িতে বসে আছি। ব্রাহ্মণ কুলভূষণ আছে , মাম্মা-বাবা রয়েছে । বাবা আমাদের টিচার স্বরূপে পড়াচ্ছেন । সঙ্গুরূপে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। ঐ গুরু নিয়ে যাবেন। গুরুদের কাজ ফলোয়ার্সদের সাথে নিয়ে যাওয়া । বাস্তবে তারা ফলোয়ার্সও নয় , গুরু হলেন সন্ন্যাসী ফলোয়ার্সরা গৃহস্থী তাহলে ফলোয়ার্স হল কিভাবে । তোমরা শিববাবাকেও ফলো করো ব্রহ্মাবাবাকেও ফলো করো। যেমন এরা তেমনই তোমরা। আমরা আত্মারা পবিত্র হয়ে বাবার কাছে ফিরে যাব। বাবা বলেন মামেকম স্মরণ করো। সত্যিকারের ফলোয়ার্স হলে তোমরা।

বাবা বলেন আমি এসেছি তোমাদের নিয়ে যেতে। এখন জ্ঞান চিতায় বসো তাহলে নিয়ে যাব। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল সেইসময় অন্য সব ধর্ম শান্তিধামে ছিল। এইসব কথা হল খুবই সহজ। বাবার ফলোয়ার হও। যত পবিত্র হবে ভাল পদের অধিকারী হবে নাহলে সাজা খাবে। যেতে তো হবে নিশ্চয়ই ২১ জন্মের জন্যে বর্ষা অর্থাৎ স্বর্গে অধিকার প্রাপ্ত হয় তাই পরিশ্রম করা উচিত । এখন পরিশ্রম না করলে কল্প-কল্পান্তর করবেনা । তাহলে উচ্চ পদের প্রাপ্তি হবে কিভাবে । এই হল বিশাল বেহদের ক্লাস । একটি পরীক্ষা । মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। আচ্ছা ।

মীঠে মীঠে হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ আর সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :

১) একমাত্র বাবার সত্যিকারের ফলোয়ার হয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। ২১ জন্মের বর্ষা নিতে পুরুষার্থ করতে হবে।

২) " হে শিববাবা " মুখে বলতে হবে না । আওয়াজের উর্ধ্বে যেতে হবে। নিজেকে আত্মা ভেবে অন্তরে বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান : উপরাম এবং এভাররেডি হয়ে বুদ্ধি দ্বারা অশরীরী স্থিতির অভ্যাস করে এমন সর্ব কলায় সম্পন্ন ভব।

সার্কাস যেমন বাজিকর নিজের প্রতিভা বা কলা প্রদর্শনের জন্য যে খেলা দেখায়, তার প্রতিটি কর্মই কলা হয়ে যায় । তারা নিজের শরীরের যে কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন চায় যেখানে চায় যতক্ষণ চায় মোন্ড করতে পারে , এইটাই তার প্রতিভা । তোমরা আত্মা স্বরূপ বাচ্চারা বুদ্ধিকে যখন চাও যতক্ষণ চাও যেখানে চাও স্থির করে নাও - এইটাই হল সবচেয়ে বড় কলা। এই একটি কলার দ্বারাই ১৬ কলা হয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে। এরজন্য এমন উপরাম এবং এভাররেডি হও যাতে এক সেকেন্ডে অশরীরী হতে পারো । সময় যেন যুদ্ধে নষ্ট না হয়।

স্লোগান : সরলতা ও সহনশীলতার গুণ ধারণকারী-ই হল সত্যিকারের স্নেহী ও সহযোগী।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখানে আসো নিজেদের রাজ্য-ভাগ্যের সৌভাগ্য বানাতে। তাই যত বেশী স্মরণের যোগে থাকবে, ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনে মনোযোগ দেবে - তত বেশী তোমরা সৌভাগ্যের অধিকারী হতে থাকবে।"

প্রশ্ন :- বর্তমানের এই সঙ্গম সময়ে, শ্রীমতের কোন্ বিষয় অনুসরণ করলে তোমরা ২১ জন্মের জন্য তোমাদের সৌভাগ্যকে শ্রেষ্ঠ বানাতে পারো ?

উত্তর :- সঙ্গমে বাবার শ্রীমত হলো- মিষ্টি বাচ্চারা নির্বিকারী হও। দেহী-অভিমানী হওয়ার লক্ষ্যে পুরুষার্থের প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত করো। যদি কখনও কোনও পাপ কর্ম না করো, তবেই ২১ জন্মের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যশালী হতে পারবে।

গীত :- তকদীর জাগাকর আয়ী হুঁ, ম্যায় এক নই দুনিয়া বসাকর আই হ.....।
(আমার সৌভাগ্যকে জাগিয়ে এসেছি.....)।

ওঁ শান্তি! মিষ্টি-মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা, তোমরা তো গীত শুনলে। গীতের এই দু-লাইনের ভাব ও অর্থ যারা বুঝতে পেরেছে, তারা হাত ওঠাবে। 'তকদীর জাগাকর আয়ী হুঁ'- এই কথা কে বললো ? - অবশ্যই আত্মা! সবার আত্মাই তা বলে থাকে - আমি আমার সৌভাগ্যকে তৈরী করেই এসেছি। কিন্তু, কি সেই সৌভাগ্য ? -- নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার সৌভাগ্য। নতুন দুনিয়া অর্থাৎ স্বর্গ। আর বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়া হচ্ছে নরক। এই কথাগুলি তো আত্মারাই বলে থাকে। আর তা বলার জন্য আত্মার তো অবশ্যই শরীরের দরকার, তবেই তো সে বলতে পারবে। জীবাত্মারাই এ কথা বলে যে, আমি এই ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়ে আসি আমার সৌভাগ্য বানাতে। কিন্তু তা কে পড়ান এখানে ? -- শিববাবা, যিনি জ্ঞানের সাগর। যিনি মানুষ থেকে দেবতা অথবা পতিত-অপবিত্রদেরকে পবিত্র বানিয়ে দেন। নরকবাসীদেরকে স্বর্গবাসী বানাতে পারেন, এই এক ও একমাত্র বাবা-ই। এই নরক তো আগুনে ভুল্লই হয়ে যাবে। দুনিয়াতে এমন কোনও স্কুলই নেই যে, যেখানকার ছাত্ররা বলতে পারে যে, আমরা বেহদ-অসীমের বাবার কাছে এসেছি। কিম্বা জগতে এমনও কেউ নেই যে বলতে পারে - আমিই তোমাদের বাবা, আবার শিক্ষক, এবং গুরুও আমি। এই ব্রহ্মাও কিন্তু তা বলতে পারে না। একমাত্র শিববাবা-ই তা বলে থাকেন যে, --আমিই সবার বাবা, শিক্ষক এবং গুরুও। উনিই বসে বাচ্চাদেরকে সেই পাঠ পড়ান। তাই তো বাচ্চাদেরও উচিত, নিজেদের সৌভাগ্যকে বানিয়ে নেওয়া। বাচ্চারা নিজেরাই কিন্তু তা বলে। তারা এখানে এসেছে, নতুন দুনিয়ার রাজধানীর অধিকারী হবার সৌভাগ্য বানাতে। তারা এটাও জানায় যে তাদের তো জানা হয়েই গেছে, এই পুরোনো দুনিয়া ধ্বংশের দোরগোড়ায়। বাবা এসে আবার নতুন দুনিয়া স্থাপন করান। তোমরা ২১ জন্মের রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী হবার লক্ষ্যে এই ঈশ্বরীয় জ্ঞানের পাঠ পড়ো। অর্থাৎ তোমরা সেই রাজধানীর অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য বানাতেই এসেছো। সেই রাজযোগই তোমরা শিখছো এখানে। যদিও এই গান চলচ্চিত্রের /সিনেমার লোকদের দ্বারা স্বরলিপি করা হয়েছে, কিন্তু তার মর্মার্থকে তো ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমনটা বাবা সব বেদ-শাস্ত্রের সারকে বোঝাতে থাকেন এখানে বসে। বর্তমান সময়ে সম্পূর্ণ দুনিয়াতেই ভক্তি-মার্গের রমরমা। সত্যযুগে ভক্তি, মন্দির ইত্যাদি কিছুই থাকে না। তোমরা অন্ধক কল্প ধরে ভক্তিই করে আসছো। অবশেষে এখন ভগবানকে পেয়েছো। আদির শুরুতে ভারত

খন্ডই ছিল দেবী-দেবতাদের রাজ্য। তারপর ৮৪ বার জন্ম নিতে নিতে তাদের সেই সৌভাগ্য ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এই সময়ে বাবা আবার তোমাদের ভাগ্যকে সৌভাগ্যের করে তোলেন। আর এই নিমিত্তেই বাবা স্বয়ং এসে হাজির এসেছেন তোমাদের ভাগ্য বানাতে। তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন, ওনার প্রতি স্মরণের যোগ রাখতে। যেহেতু এখন তোমরা খুবই পাপ-আত্মায় পরিণত হয়েছো। প্রথম দিকে একমাত্র শিববাবার প্রতিই ভক্তি করা শুরু হয়। যাকে অব্যভিচারী-ভক্তি বলা হয়। পরবর্তীতে সেই ভক্তিই ব্যভিচারী হয়ে ওঠে। তাই তো বাচ্চাদের শুরুতেই এটা নিশ্চয় হওয়া দরকার যে, কাকে ভগবান বলা হয় -- যিনি আমাদেরকে ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ান। যার নিজস্ব কোনও শরীর নেই অথচ উনি এই (ব্রহ্মার) শরীরে অবস্থান করে, এসব জানান। ঠিক যেমন তোমাদের আত্মাও তোমাদের এই শরীরে অবস্থান করে বলেই কথা বলতে পারে। কিন্তু যখন মানুষেরা মারা যায়, তারপর যখন তাকে স্মশানের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার মাঝ-পথে, শবদেহ নাড়াচাড়া করে, তার মানে এই নয় যে, আত্মা চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। আত্মা অতি সূক্ষ্ম, সে যে কোনও জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই তখন এমন বলা হয় যে, -- অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে ব্যাপারে কারও প্রকৃত জ্ঞানটাই যে নাই। এ রকমও ঘটে কখনও কখনও-- চিতায় শুয়েও জেগে (বেঁচে) ওঠে, কখনও বা-- তখন তাকে আবার উঠিয়েও আনে। তবে এক্ষেত্রে কি হয়েছে, তা কি বলা যায়? --সেই সময়ে আত্মা কোথাও লুকিয়ে ছিল। অবশেষে সে তার পূর্ব অবস্থানে ফিরে এসেছে। আত্মার অস্তিত্ব না থাকলে, শরীর তো তখন যেন মৃত-শব। আত্মাদের দেশ হলো পরমধাম। তোমরা তো তা জানতেই পেরেছো, তোমরা প্রকৃত অর্থে সেখানকার বাসিন্দা। সর্বপ্রথমে আমরা আত্মারাই সেই ঘর থেকে আসি সত্যযুগে। ভারতবাসীরা, যারা দেবী-দেবতা ধর্মের, কেবল তারাই আসবে। বাস্তবে যারা যারা ধর্ম স্থাপন করে, তারা শেষ পর্যন্ত আসতে থাকে। বৌদ্ধ-ধর্মের অস্তিত্ব স্থাপিত হয়, খ্রীষ্টান-ধর্মের অস্তিত্ব স্থাপিত হয়, (তাদের স্থাপনা হলেই) কেবলমাত্র দেবী-দেবতা ধর্মের যারা রাজত্ব করতে থাকে, তাদেরই নাম গুন্ (লুপ্ত) হয়ে যায়। তখন এমন কেউ-ই আর থাকে না, যারা নিজেদেরকে দেবী-দেবতা ধর্মের বলে দাবী করতে পারে। বাবা বাচ্চাদেরকে এটাই বোঝান যে, ভারতবাসীরা তাদের নিজের ধর্মকেই ভুলে গেছে। আমাদের এই গৃহস্থ ধর্ম কতই না পবিত্র ছিল। সম্পূর্ণ নির্বিকারী, মহারাজা-মহারানীর রাজত্ব ছিল। যাদের ভগবতী লক্ষ্মী আর ভগবান নারায়ণ বলা হতো। বাস্তবে ভগবান কিন্তু একজনই। যাকে জ্ঞান-সাগরও বলা হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের কিন্তু কোনও জ্ঞান থাকে না। জ্ঞানের সাগর তো একজনই, একমাত্র শিববাবা। যিনি স্বয়ং বসে, বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের পাঠ পড়ান। তোমরা এখন সেই পাঠই পড়ছো। পরে এই পাঠ সত্যযুগের দুনিয়ায় ভুলেই যাবে। এখন যেমন প্রত্যেককে তোমরা বোঝাতে পারো, আমাদের আত্মায় ৮৪ জন্মের কর্ম-কর্তব্যের পাঠ পুরো রেকর্ড করা আছে, তোমাদের আত্মা সেই জ্ঞানই নিচ্ছে। ফলে সত্যযুগে গিয়ে সেখানে নিজেদের রাজ্য-ভাগ্যের রাজত্ব করতে পারবে। তখন তোমরাই বলবে, আমরা তো ৮৪ জন্মের চক্র পার করে এসেছি, তাই এখন বাবার কাছ থেকে আমরা স্বর্গ-রাজ্যের বাদশাহীর বর্সা নিচ্ছি। প্রত্যেককেই সেই দাদার (ব্রহ্মার) থেকেই বর্সা নিতে হয়। কিন্তু, তা অবশ্য হয়, যার যার নিজের পুরুষার্থের ক্রম-অনুসারেই। যেখানে কোনও ভাগাভাগি চলে না - অজ্ঞান কালে যা ভাগাভাগি হতে পারে। বেহদ অসীমের বাবা জানাচ্ছেন, উনি বাচ্চাদের জন্য স্বর্গের বৈকুন্ঠ স্থাপন করে দেন। সেখানে উঁচু পদের অধিকারী হতে গেলে, নিজেদের পুরুষার্থের ক্রম-অনুসারে তা হবে। যে যত বাবার স্মরণে থাকতে পারবে, তার ততই বিকর্ম বিনাশ হবে, পবিত্র হতে পারবে। সোনাকে শুদ্ধ করতে যেমন আগুনের ভাঙীতে দেওয়া হয়ে থাকে। তারপর সেই সোনার ময়লা-খাদ বেরিয়ে গেলে তা থেকে আসল সোনার গিনি তৈয়ারী হয়-- এই আত্মাও সেরকম আসল সোনার মতনই থাকে, এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে সে তার

অভিনয়ের পাট করতে আসে। প্রথমে স্বর্ণ-যুগ, তারপর রৌপ্য-যুগ থেকে মিশ্রণের খাদ জমতে থাকে তাতে। আত্মা তখন অল্প মাত্রায় অপবিত্র হয়। তারপর ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে তার পতন হতে থাকে। যেমন, ঘর-বাড়ীও প্রথমের দিকে নতুন অবস্থায় থাকে, তারপর ধীরে ধীরে তা পুরোনো হতে থাকে। ১০০ বছর হলে তো তাকে পুরোনো-ই বলা হয়। সেই প্রকারে এই দুনিয়ারও নতুন ও পুরোনো অবস্থা হয়। এই দুনিয়াই আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে নতুন অবস্থায় ছিল। যা তখন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। কিন্তু, এখন সে সব গেল কোথায় ? মানুষেরা ৮৪ বার জন্ম নিতে নিতে তা পুরোনো হয়ে গেছে। তাদের আত্মায় যেমন ময়লা জমেছে, শরীরও তেমনি ময়লা হয়ে গেছে। উচ্ছল-গৌরবর্ণ থেকে কালচে-শ্যামবর্ণের হয়ে গেছে। কৃষ্ণকেও সে রকমের ফর্সা আর কালো দেখানো হয়। যার পা দেখানো হয় নরকের দিকে, আর মুখ দেখায় স্বর্গের দিকে। তোমরাও কিন্তু সেই কুলের। তোমাদেরও পা নরকের দিকে আর মুখ রয়েছে স্বর্গের দিকে। তোমরা প্রথমে নির্বাণধামে গিয়ে তারপর স্বর্গে আসবে। কলিযুগ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যাবে আগুনে। মুসলধারে বৃষ্টি হবে, অগ্নি-সংযোগ, ভূমিকম্প ইত্যাদি হতেই থাকবে লাগাতার। পাপী আত্মারা তাদের সব হিসেব-নিকেশ চুকিয়েই ঘরে ফিরবে। খুব অল্প সংখ্যকই জীবিত থাকবে। এরই মধ্যে পবিত্র আত্মারাও আসতে থাকবে। এখন সব আত্মারাই কাঁটা তুল্য। কাম-বিকারের প্রবণতা, একে অপরের প্রতি মারামারি ও ক্ষতি-সাধন করতেই থাকবে। অথচ, বাবা বার বার বলছেন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। তাই তো উনি জানাচ্ছেন, যদি ওনাকে স্মরণ করতে থাকো, উনি তোমাদের স্বর্গের বর্সা দেবেন, ফলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। পূর্বে তোমরা যখন পবিত্র ছিলে, তখন তোমাদের গৃহস্থ ব্যবহারও পবিত্র ছিল। আর এখন তোমরা অপবিত্র-পতিতে পরিণত হওয়াতে, তোমাদের গৃহস্থ ব্যবহারও অপবিত্র, বিকারী হয়ে গেছে। সত্যযুগে তোমাদের ব্যাবসা-পত্রও সততার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেহেতু সেখানে মিথ্যা বলার প্রয়োজন-ই পড়ে না। মিথ্যা তখনই কেউ বলে, যখন তার অনেক বেশী পয়সা রোজগারের লোভ থাকে। কিন্তু, সেখানে তো অজস্র অর্থ, ধন-রত্নের সম্ভার। ফল-ফলাদি, আনাজ-সস্তি এসবের কোনও মূল্যই লেন-দেন হয় না। সেখানে কোনও গরীব থাকে না। যে সব চাইতে ভালো পুরুষার্থ করে, সে মহারাজার পদ পায়। সেখানকার প্রাসাদ-অটলিকাগুলিতে হীরে-মুক্তো-মানিকে খোঁচিত থাকে। যারা সেভাবে সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ করে না, তারা প্রজাতে স্থান পায়। রাজ-ঘরানার সবাই সেখানে রাজা-রাণী, রাজকুমার-রাজকুমারী হয়ে থাকে। আবার প্রজাদের মধ্যেও তাদের পুরুষার্থের ক্রমানুসারে- কেউ ধনী-প্রজা আবার কেউ গরীব-প্রজা। কিন্তু সবাইকেই পবিত্র অবশ্যই হতে হবে সেখানে। সেখানে কেবল মাত্র একজন করেই থাকে --রাজা-রাণী ও মন্ত্রী, (পরামর্শদাতা)। সেখানে অনেক উজীর-নাজিরের দরকার পরে না। রাজা নিজেই যথেষ্ট সক্ষম হন, তার রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে। বাচ্চারা, তোমরাও অন্যদেরকে এসব বোঝাতে পারবে, বাবা যে পদ্ধতিতে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। আমরা ভারতবাসীরাই একদা দেবী-দেবতা ছিলাম। সত্যযুগে দুনিয়াটা আমাদেরই রাজস্ব ছিল। তখন আমাদের গৃহস্থ ব্যবহারও পবিত্র ছিল। আমরাই সেই স্বর্গ-রাজ্যের বাসিন্দা ছিলাম, তারপর ধীরে ধীরে অপবিত্র-পতিত হতে হতে আমরা এখন নরকবাসীতে পরিণত হয়েছি, পরে যা আবার স্বর্গবাসী-ই হবে। অবিনাশী নাটকের চিত্রপট এভাবেই পূর্ব-নির্ধারিত। মাত্র এক জন্মেই (সঙ্গমে) স্বর্গ-বাসী হওয়া যায়। কিন্তু নরকবাসী হতে ৮৪ বার জন্ম নিতে হয়। সিঁড়ির চিত্রে তা পরিষ্কার ভাবে দেখানো আছে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই বোধটা পাকা হয়েছে যে, এরপর তোমরাই স্বর্গ-রাজ্যে গিয়ে সেখানে রাজস্ব করবে। যেহেতু এখন তোমরা বাবার থেকে বর্সা নিছো তো সেই জন্যই। একমাত্র এই বাবা-ই সেই সত্যটাকে জানিয়ে তোমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ বানাচ্ছেন। জাগতিক লোকেরা যে সত্য-নারায়ণের কথা শুনে থাকে, তার ফলে কিন্তু কেউ

নর থেকে নারায়ণ হয় না। অতএব তা তো মিথ্যা কথার-ই সামিল হলো- তাই না ! তোমরা এখানে বসে আছো, নর থেকে নারায়ণ হবার লক্ষ্যেই। অন্য কেউ-ই এভাবে দূততার সাথে তা বলতে পারবে না যে, পবিত্র হবে, কেবল মাত্র আমাকে স্মরণ করলে। জাগতিক সত্য-নারায়ণের ব্রতকথা শোনানো হয় পূর্ণিমা তিথিতে। এই পূর্ণিমা বলা হয় চন্দ্রের ১৬ কলা পূর্ণকে। অবশেষে কম হতে হতে চন্দ্রমার কলা যখন ক্ষীণচন্দ্রে (সরু) পরিণত হয়, তখন তাকে অমাবশ্যা বলা হয়। অমাবশ্যার অর্থ তমসাস্ফল্ল রাত্রি। সত্যযুগ- এতাকে দিন, আর দ্বাপর-কলিযুগকে রাত বলা হয়। এই সব বিষয়গুলিকে বোঝার ব্যাপার আছে। শিববাবা স্বয়ং বসে সেগুলিই বোঝাতে থাকেন। উনি একাধারে বাবা, শিক্ষক এবং গুরুও বটে। যিনি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে আত্মাদেরকে পাঠ পড়ান। বাবা আরও জানাচ্ছেন, যেভাবে ওনার (ব্রহ্মার) আত্মা দুই ভ্রুকুটির মাঝে বসে থাকে, উনিও এসে সেখানেই বসেন। সেখানে বসে থেকেই তোমাদেরকে এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ান। শুরুতে তোমরা পবিত্রই ছিলে, পরে পতিত-অপবিত্র হয়েছো। অতএব এখন কেবল এই বাবাকেই (আমাকে) স্মরণ করো। যেহেতু পবিত্র হতে না পারলে ঘরে ফিরতে পারবে না। পবিত্র হলেই হাঙ্কা হয়ে উড়ে যেতে পারবে। সবাই তো আমাকে ডাকতে থাকে- হে পতিত পাবন, তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও, যাতে আমরা হাঙ্কা হয়ে উড়ে যেতে পারি। যাতে আপন ঘর মুক্তিধামে যেতে পারি। ওটাই আত্মাদের নিজস্ব ঘর। পতিত-অপবিত্ররা তো সেই ঘরে ফিরতে পারে না। যে খুব যত্ন সহকারে এই শিক্ষাকে ধারণ করতে পারবে, সে তত তাড়াতাড়ি স্বর্গে স্থান পাবে। আর তা না হলে, সে দেৱীতেই পৌঁছাবে। নতুন ঘরে তো তাড়াতাড়িই যাওয়া উচিত। নতুন ঘরেই তো যত মজা! অতএব প্রথম দিকে সত্যযুগেই যাওয়া উচিত। মাশ্বা-বাবাও (ব্রহ্মা) সত্যযুগের শুরুতেই আসেন। তবে আমরাই বা দেৱী করে যাবো কেন ! তাই তোমরা সবাই ব্রহ্মা বাবাকেই অনুসরণ করো। আর এই বাবাকে (শিবকে) স্মরণ করতে থাকো। কোনও ব্যাপারে অসুবিধা হলে, শিববাবার কাছ থেকে তা জেনেও নিতে পারো। একমাত্র শিববাবার শ্রীমতেই শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়া তো ৫ বিকার রূপী রাবণের মত অনুসারে চলে আসছে। সর্ব প্রধান বিকার হলো দেহ-অভিমান। কিন্তু বাচ্চারা এখন তোমাদেরকে দেহী-অভিমানী হতে হবে। আমরা আত্মারা পরম ধামের নিবাসী, যাকে আবার শান্তিধামও বলা হয়ে থাকে। এ ধরণের কথা অন্যেরা কেউ বোঝাতেই পারে না। একমাত্র বাবাই তা বোঝাতে পারেন। তোমাদের আত্মা এই ইন্দ্রিয় দ্বারাই তা শুনে থাকে। সত্যযুগে কখনও কারও শরীর খারাপ হয় না। কিন্তু বর্তমানের এই কলিযুগে তো বসে থেকেও অকালে মৃত্যু হয়ে যায়। সত্যযুগে এ ধরণের কোনও ঘটনাই ঘটে না। যেহেতু তার নামই হেভেন, প্যারাদাইস বা স্বর্গ-ধাম। তারপর আবার চক্রের নিয়মে আমরা পুনর্জন্ম নিতে নিতে ৮৪ জন্মের চক্র পুরো করি। এরপরে বাবা এসে আমাদেরকে স্বর্গের উপযুক্ত করে তোলেন। তোমরা এখন নতুন দুনিয়ার উপযুক্ত হয়ে উঠছো। বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো নরক হয়ে আছে। তোমরা এখানে এসেছো, নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হওয়ার সৌভাগ্যের লক্ষ্যে। তাই তো তোমরা বলতে পারো, আমরা শিববাবার কাছে এসেছি, সৌভাগ্য তৈরীর লক্ষ্যে। কল্পে কল্পে প্রতি ৫ হাজার বছর পরে (এই সঙ্গম সময়ে) আমরা সেই সৌভাগ্য বানাবার সুযোগ পাই। তারপর আমরা স্বর্গবাসী হই। আবার রাবণ রাজ্য শুরু হলে, আমরা বিকারী হয়ে যাই। বর্তমান সময়ে তো সবাই বিকারী পতিত হয়ে আছে, সে কারণেই বাবা আসেন নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে। আর সেই নতুন দুনিয়ায় থাকবে কেবল তোমরা বাচ্চারা। বাদ বাকীরা সবাই চলে যাবে শান্তিধামে- উপরের থেকেও অনেক উপরে যেখানে আত্মাদের কল্প-বৃক্ষের ঝাড় থাকে। তারপর যে যার নিজের কর্ম-কর্তব্যের পাট-এর সময় অনুসারে নীচে (এই দুনিয়ায়) আসতে হয়। যখন আমাদের রাজস্ব চলবে, তখন সেখানে অন্য ধর্মের কেউ থাকে না।

আবার দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্যের শুরু হয়। এই সব কথাগুলো খুব ভালভাবে আত্মস্থ করতে হবে। বর্তমানের এই দুনিয়াতে থেকেই নিজেদেরকে নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হবার উপযুক্ত হতে হবে। নরকবাসী মানুষদের 'অসুর' আর স্বর্গবাসী মানুষদের 'দেবতা' বলা হয়। বর্তমানে সবাই আসুরী স্বভাবের। বাবা বাচ্চাদের সামনে বসিয়ে তাদেরকে পুরুষার্থের পদ্ধতি শেখাচ্ছেন। তিনি পবিত্র হতে বলছেন। তোমাদের যা কিছু জানার, তা জিজ্ঞেস করতে থাকো। কেউ কেউ আবার বাবাকে বলেন, "বাবা, ব্যবসা বাণিজ্য করতে গেলে মিথ্যে কথা তো বলতেই হয়। কিন্তু মিথ্যা কথা বললে তো পাপ হয় !" যদি এমন হয়, বাবার স্মরণে থাকলে, সেই পাপ ভুল হয়ে যাবে। আজকের এই দুনিয়াতে থাকতে গেলে সবাই যে পাপ করতে বাধ্য। কত ভাবেই ঘুষের লেন-দেনও চলে।" প্রদর্শনীর এই চিত্রগুলি যেন এক-একটা ম্যাপের মতন। এই ধরণের ম্যাপ আর কোথাও দেখতে পাবে না। তা দেখে যদি কেউ নকল করে বানায়ও, কিন্তু তার প্রকৃত অর্থটাই অন্যেরা কেউ বুঝে উঠতে পারবে না। প্রদর্শনী ও মেলাতে তো অনেক লোকই আসে, তখন তাদেরকে বলো, মাত্র ৭-দিন এসে বুঝলেই তোমরা স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হবার উপযুক্ত হতে পারবে। এখন তো তোমরা নরকবাসী হয়ে আছো। সিঁড়ির চিত্রে দ্যাখো, কত পরিস্কার ভাবে তা বোঝানো আছে। বর্তমান দুনিয়া তো পতিত-অপবিত্র দুনিয়া। কিন্তু পবিত্র দুনিয়া ঠিক এর পরেই, যা চিত্রের উপরে রয়েছে। তোমরা বাচ্চারা এখন শিববাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো- বাবা আমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী অবশ্যই হবো। তোমরা সেই শিবালয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিতেই ব্যস্ত। তাই তোমরা মোটেই কোনও বিকারের মধ্যে যাবে না। মায়ার ঝড়-তুফান তো আসবেই অনেক, কিন্তু তোমরা তাতে নগ্নতার মতন পতিত অবশ্যই হবে না। তোমরা যদি সে ধরণের পতিত হয়ে পড়ো, তবে তা হবে এক বিশাল ভুল, যার ফলে ধর্মরাজের থেকে খুবই কঠিন সাজা পেতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ সূমনের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা তার রুহানী বাচ্চাদেরকে জানায় নমস্কার !

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার লক্ষ্যে, যে আসুরী স্বভাবগুলি আছে, মিথ্যা বলার অভ্যাস - এসব ত্যাগ করতে হবে। দৈবী সংস্কারগুলিকে ধারণ করতে হবে।

২) আপন ঘরে ফেরার লক্ষ্যে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। মায়ার ঝড়-তুফান এলেও, কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কখনও কোনও বিকর্ম করা চলবে না।

বরদান :- নিরন্তর বাবারই সাথে -- এই অনুভূতির দ্বারা প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা সংকল্পে সহযোগী হয়ে সহজযোগী হও (ভব)!

যেমন যতক্ষণ শরীর আর আত্মার পার্ট থাকে ততক্ষণ আলাদা হতে পারে না। সেই ভাবেই বুদ্ধিকে লাগাতার বাবার স্মরণে রাখলে, সর্বদা বাবার সাথেই আছো, এই চিন্তায় থাকলে, অন্য কোনও স্মৃতিই আকর্ষণ করতে পারে না-- একেই সহজ আর স্বতঃযোগী বলা হয়। এই ধরনের যোগীরা প্রতিটা সেকেন্ডে, প্রতিটা সংকল্পে, প্রতিটা বচনে, প্রতিটা কর্মে সহযোগী হয়। সহযোগী অর্থাৎ যার একটি সংকল্পও সহযোগ ছাড়া ভাবে না। এই ধরনের যোগী আর সহযোগীরা শক্তিশালী হয়।

স্লোগান :- সমস্যা স্বরূপ না হয়ে সমস্যাকে দূর করে তার সমাধান স্বরূপ হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজের উচ্চ ভাগ্য বানানোর জন্য রুহানী সেবার নেশা রাখো , সবাইকে জ্ঞান ধনের দান করতে থাকো ।"

প্রশ্ন :- রুহানী বাবা এমন কোন্ শ্রীমত দেন যা আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ দেয় নি ?

উত্তর :- হে রুহানী বাচ্চারা , তোমরা এই রুহানী সেবায় দধিচি ঋষির মতো নিজের অস্থিও স্বাধা করো । বাবার থেকে তোমরা যে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন পেয়েছো তার দান করো । এই হলো সত্যিকারের সেবা । এমন সেবা করার মত কোনো মানুষ দিতে পারে না । যারা রুহানী সেবা করে তারা সবসময় খুশীতে নাচতে থাকে । তখন তোমরা উচ্চ ভাগ্যের অধিকারী হতে পারবে ।

গীত :- বদল যাএ দুনিয়া, না বদলেঙ্গে হম..... বদলে যাক এই দুনিয়া, আমরা (বাবা ও আমি) বদলাব না

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গানের দুই লাইন শুনল । তারা তো গান বানিয়ে দিয়েছে । যখন কোনো দুজন মানুষের মধ্যে বিবাহ হয় , তখন একথাটা তো পাকাই হয়ে যায় যে স্ত্রী - পুরুষ কখনোই একজন অন্যজনকে ছাড়বে না । খুব কমই এমন দেখা যায় যে যাদের নিজেদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ার কারণে একজন অন্যজনকে ছেড়ে দেয় । এখানে তোমরা বাচ্চারা কার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছো? ঈশ্বরের সঙ্গে । যাঁর সাথে তোমরা বাচ্চারা বা সজনীরা আবদ্ধ হয়েছো । কিন্তু যিনি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান তাঁকেই তোমরা ছেড়ে দাও । এখানে তোমরা বাচ্চারা এসে বসেছো । তোমরা জানো যে বেহদের বাপদাদা এলেন বলে । সেন্টারে থাকাকালীন তোমাদের যে অবস্থা হয় , বাইরে গিয়ে তা থাকে না । এখানে তোমরা বুঝতে পারবে বাপদাদা এই এলেন বলে । যেই তোমরা সেন্টারের বাইরে যাও তখন ভাবো যে বাবার বলা মুরলী এল বলে । এখানে আর বাইরের দুনিয়ার মধ্যে অনেক তফাত থাকে কারণ এখানে তোমরা বাপদাদার সামনে এসে বসো । আর বাইরে তোমরা বাপদাদার সামনে থাকো না । তোমরা চাও যে আমরা সামনে গিয়ে মুরলী শুনি এখানে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে যে, বাবা এই এলেন বলে । যেমন অন্য সংসঙ্গে মানুষ ভাববে যে অমুক স্বামীজী আসবেন । কিন্তু সকলেরই এই খেয়ালও একমতো থাকে না । কারো আবার সম্বন্ধীদের কথা মনে পড়ে । একজন গুরুর প্রতিও মানুষের বুদ্ধি স্থির থাকে না । বিশেষ কেউ কেউই একজন স্বামীজীর স্মরণে থাকেন । এখানেও ঠিক এমনই । এমন নয় যে এখানে সবাই শিববাবার স্মরণে থাকে । বুদ্ধি তো এখানে ওখানে ছুটতেই থাকে । মিত্র সম্বন্ধীদের কথাও মনে পড়ে যায় । সারা সময় এক শিববাবার সামনে থাকলে তো আহা কি সৌভাগ্য । এমন স্থায়ী স্মরণে অল্প কিছু মানুষই থাকতে পারে । এখানে শিববাবার স্মরণে থাকলে তো তোমাদের অনেক খুশীতে থাকা উচিত । সেই অতীন্দ্রিয় সুখের কথা গোপী বল্লভের গোপ গোপীদের জিজ্ঞাসা করো । এ সবই এই সময়ের গায়ন । এখানে তোমরা বাবার স্মরণে এসেছো । তোমরা জানো যে এখন আমরা ঈশ্বরের হয়েছি, এরপর দেবতাদের কোলে জন্ম নেবো । কোনো কোনো বাচ্চার বুদ্ধিতে এই সেবার খেয়াল চলে যে এই ছবিতে কিছু কারেকশন করি বা কিছু লিখে দিই । কিন্তু সুপুত্র যদি হয় তারা বুঝবে যে এখন তো বাবার থেকেই আমাদের শুনতে হবে , তারা মনে অন্য কোনো সঙ্কল্প আনতেই দেবে না । *সব পয়েন্ট কিন্তু একসাথে বোঝানো হয় না । একটা লক্ষ্য ঠিক রাখা হয় । বিনাশও সামনে উপস্থিত । এ

হলো সেই আগের বিনাশ । সত্য যুগ আর ত্রেতাযুগে কোনো লড়াই ঝগড়া হয় না । পরে যখন অনেক ধর্ম আসে , লোকজন বাড়তে থাকে তখন লড়াই শুরু হয়ে যায় । প্রথম প্রথম আত্মা সত্যপ্রধান হয় তারপর সত্য , রজো এবং তমোতে আসতে থাকে । এই সব কথা বুদ্ধিতে থাকা চাই রাজধানী কেমন করে স্থাপন হচ্ছে । এখানে থাকলে এই কথা বুদ্ধিতে রাখা চাই । শিববাবা এসেই আমাদের জ্ঞান রত্ন দান করেন যা আমাদের বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । ভালো ভালো বাচ্চারা নোটস্ রাখা, এই নোটস্ রাখা খুবই ভালো , এতে বুদ্ধিতে বিভিন্ন বিষয় আসতে থাকে । আজ এই বিষয়ের উপর বোঝাবো । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের কতো সম্পত্তি দিয়েছিলাম । সত্যযুগ আর ত্রেতাতে তোমাদের কাছে অথৈ ধনসম্পদ ছিলো , তারপর বাম মার্গে চলে যাবার কারণে সেইসব কম হয়ে গেছে । খুশীও আসতে আসতে কম হয়ে গেছে । তোমরা কিছু কিছু বিকর্ম করাও শুরু করে দাও । নামতে নামতে তোমাদের কলাও কম হয়ে যায় । সত্যপ্রধান তারপর সত্য , রজো এবং তমো এই ধরনের অবস্থা তোমরা পার হও । সত্য থেকে রজোতে যখন আসে তখন হঠাত্ করে আসে না তমোপ্রধান অবস্থাতেও তোমরা আসতে আসতে নামতে থাকো । তাতেও আবার সত্য , রজো এবং তমো এই অবস্থা আসে । হঠাত্ করেই তমোপ্রধান কেউ হয়ে যায় না । ধীরে ধীরে সিঁড়ি নামতে থাকে । ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকে । এখন তোমাদের লাফ দেবার সময় হয়েছে । তমোপ্রধান থেকে সত্যপ্রধান হতে হবে । এর জন্য খুব অল্প সময় বাকি আছে । এমন গায়নও আছে যে ওপরে উঠতে পারলে বৈকুণ্ঠ রস পান করা যাবে । কামের চড় খেলে একদম চুরচুর হয়ে যেতে হয় । হাড়গোড় ভেঙ্গে যায় , যেন কোনো মানুষ নিজেকে হত্যা করেছে । একে আত্মঘাত নয় , জীবঘাত বলা হয় । এও হলো আত্মার মৃত্যু । আর তোমরা ভাগ্যের জন্য যা কামিয়েছো সব শেষ হয়ে যায় । এখানে তো বাবার থেকেই তোমাদের বর্ষা বা সম্পত্তি পেতে হবে , তাই বাবাকেই তোমাদের স্মরণ করতে হবে কারণ বাবার থেকেই তোমরা বাদশাহী পাবে । নিজেকেই তোমরা জিজ্ঞেস করো , আমরা বাবাকে স্মরণ করে ভবিষ্যতের জন্য কতটা কামাই করেছি । কতোজন অন্ধের লাঠি হতে পেরেছি । ঘরে ঘরে এই খবর দিতে হবে যে এই পুরোনো দুনিয়া বদল হচ্ছে । বাবা নতুন দুনিয়ার জন্য এখন রাজযোগ শেখাচ্ছেন । সিঁড়িতে দেখানো হয়েছে যে, এটা বানাতেও অনেক পরিশ্রম লাগে । সারাদিন এই খেয়াল চলে যে কিভাবে সহজ বানানো যায় যাতে সবাই বুঝতে পারে । সমস্ত দুনিয়ার মানুষ তো আর আসবে না । দেবী দেবতা ধর্মের লোকেরাই আসবে । তোমাদের এই সেবাকাজ তো অনেকই চলবে । তোমরা জানো যে তোমাদের ক্লাস কতোদিন পর্যন্ত চলবে । মানুষ তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে ভাবে । শাস্ত্র আদিতেও এই কথা শোনানো হয় । মানুষ ভাবে যে যখন অন্তিম সময় আসবে তখন সবার সঙ্গতিদাতা আসবে এবং যারা তার শিষ্য তাদেরই গতি হবে । তারপর আমরা গিয়ে জ্যোতিতে মিলিয়ে যাবো । কিন্তু এমন তো হয় না । তোমরা জানো যে তোমরা অমর বাবার দ্বারা সত্যিকারের অমর কথা শুনছো । তাই অমর বাবা যে কথা বলবেন সেই কথা তোমাদের মনে চলা উচিত । বাবা কেবল বলেন আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র হও । না হলে অনেক সাজা খেতে হবে আর পদ ও কম হয়ে যাবে । এই সেবাকাজে অনেক পরিশ্রম করতে হবে । যেমন দধিচি ঋষির উদাহরণ আছে যে তিনি তাঁর সমস্ত অস্থি সেবায় দিয়ে দিয়েছিলেন । নিজের শরীরের খেয়াল না করে এই সেবা কাজ করতে হবে , একে বলা হয় হাড়ে হাড়ে সেবা করা , আর দ্বিতীয়ত হলো অস্থি সমর্পণ করে রুহানী সেবা । রুহানী সেবা যারা করে তারা রুহানী জ্ঞানের কথাই শোনাতে থাকে । তারা জ্ঞান ধন দান করতে করতে খুশীতে নাচতে থাকে । এই দুনিয়াতে মানুষ যে সেবা করে তা হলো দেহের সেবা । বসে বসে শাস্ত্র পাঠ করা কোনো রুহানী সেবা নয় । রুহানী সেবা একমাত্র বাবাই শেখান । আধ্যাত্মিক বাবা এসে তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানদের অর্থাৎ আত্মাদের পড়ান । তোমরা

এখন সত্যযুগে নতুন দুনিয়াতে যাবার জন্য নিজেকে তৈরী করছে। সেখানে তোমাদের কোনো বিকর্ম হবে না। ও হলো রামরাজ্য। সেখানে অল্প মানুষই থাকে। সেই অল্প মানুষই এসে এখানে পড়াশোনা করবে। এখন তো এই রাবণ রাজ্যে সবাই দুঃখী। এই সমস্ত জ্ঞান পুরুষার্থের নস্বর হিসাবে তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। এই সিঁড়ির ছবিতে সমস্ত জ্ঞানের কথা এসে যায়। এই ছবি বানানোর জন্যও যন্ত্র চাই। গভর্ণমেন্টের রোজ কত কাগজ ছাপা হয়। কতো কাজ কারবার চলে। এখানে তো সব হাত দিয়ে বানাতে হয়।

বাবা বলেন যে এই শেষ জন্ম যদি তোমরা পবিত্র হও তাহলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। এই জ্ঞান কারোর কাছেই নেই। তারা বলবে, এই সিঁড়িতে অন্য ধর্মের খবর কি আছে? সেও এই গোলাতে লাগানো আছে। তারা তো নতুন দুনিয়াতে আসেই না। তারা শান্তি পায়। ভারতবাসীরাই তো স্বর্গে ছিলো। এই ভারতেই শিববাবা রাজযোগ শেখাতে আসেন তাই ভারতের এই প্রাচীন রাজযোগ সবাই পছন্দ করে। এই ছবি দেখে তারা নিজেরাই বুঝবে যে বরাবর নতুন দুনিয়াতে কেবল ভারতই ছিলো। নিজের ধর্মকেও তারা বুঝতে পারবে। যেমন ক্রাইস্ট এসেছিলেন ধর্ম স্থাপন করতে। এই সময় তিনিও ভিত্তারীর রূপে আছেন, এখন সমস্ত মানুষই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এ রচনা আর রচয়িতার কত বড় জ্ঞানের কথা। তোমরা বলতেই পারো আমাদের কারোর পয়সার দরকার নেই। পয়সা দিয়ে আমরা কি করবো। তোমরা নিজের শোনা আর অন্যদের শোনানোর জন্য এই সব ছবি ছাপাও। এই ছবি দিয়েই তোমাদের উপকার নিতে হবে। তোমরা হল বানাও, যেখান থেকে এই জ্ঞানের কথা শোনানো যায়। বাকি তোমরা পয়সা নিয়ে কি করবে। তোমাদেরই ঘরের কল্যাণ করতে হবে। তোমরা ব্যবস্থা করো, অনেক লোক এসে এই কথা শুনবে। রচনা আর রচয়িতার এই জ্ঞানের কথা খুবই সুন্দর। এ তো মানুষকেই বোঝাতে হবে, বিদেশীরা এই জ্ঞানের কথা শুনতে খুব পছন্দ করবে। তারা খুব খুশী হবে। তারা ভাববে যে আমরাও যদি বাবার সাথে যোগ লাগাই তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। সবাই বুঝতে পারবে এই জ্ঞান গড ফাদার ছাড়া আর অন্য কেউই দিতে পারে না। মানুষ বলে যে ভগবান স্বর্গ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তিনি কিভাবে আসেন, সেই কথা কেউ জানে না। তোমাদের এই কথা শুনে অনেকেই খুশী হবে। তারপর পুরুষার্থ করে তারা যোগ শিখবে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্যও তারা পুরুষার্থ করবে। এই সেবা কাজের জন্য তোমাদের অনেক খেয়াল রাখতে হবে। ভারতে দক্ষতা দেখাতে পারলেই তখন তোমাদের বাইরে পাঠানো হবে। এই মানুষরা জানে যে নতুন দুনিয়া তৈরী হতে দেবী লাগে না। কোথাও যদি ভূমিকম্প হয় তাহলে ২ - ৩ বছরের মধ্যে নতুন বাড়ি তৈরী করা হয়। যত বেশি কারিগর হবে তত তাড়াতাড়ি বাড়ি তৈরী করা যাবে। এক মাসেও বাড়ি বানানো যায়। কারিগর, জিনিসপত্র যদি তৈরী থাকে তাহলে বাড়ি তৈরী করতে সময় লাগে না। বিলেতে বাড়ি কেমনভাবে তৈরী হয়, যেন এক মিনিটে একটা মোটর তৈরীর মতো। তাহলে স্বর্গ কত তাড়াতাড়ি তৈরী হবে। সেখানে তোমরা সোনা, রূপো অনেকই পেয়ে যাবে। এইসব সোনা, রূপা, হীরে খনি থেকে নিয়ে আসা হবে। এইসব দক্ষতাও তারা এখন শিখছে। সাইন্স নিয়ে আজ কতখানি অহংকার। এই সাইন্স আবার ওই দুনিয়ায় কাজে আসবে। এখানে যারা শিখছে তারা ওখানে জন্ম নিয়ে এই কাজে আসবে। ওই সময় তো সম্পূর্ণ দুনিয়াই নতুন দুনিয়া হয়ে যাবে, রাবণ রাজ্যও শেষ হয়ে যাবে। ৫ তন্ত্রও তাদের মতো করে সেবায় লেগে যায়। স্বর্গও তৈরী হয়ে যায়। সেখানে কোনো উপদ্রবই থাকে না। সেখানে তো রাবণ রাজ্য নয়, সেখানে সবই সতোপ্রধান। সবথেকে ভালো কথা হলো, বাবার সাথে সবসময় ভালোবাসা রাখতে হবে। বাবা তোমাদের সতর্ক

করার জন্য যেসব সূত্র দেন তা নিজে ধারণ করতে হবে এবং অন্যকেও এর দান দিতে হবে। যত তোমরা দান দেবে তত একত্রিত করতে পারবে। সার্ভিস না করলে ধারণ কেমন করে করবে। বুদ্ধি দিয়ে এই সার্ভিস করা দরকার। এই সার্ভিস তো অনেক ধরনেরই হয়। কেউই এই কাজ করতে পারে। দিন প্রতিদিন এর উন্নতি করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও উন্নতি করতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেদের মধ্যে একে অপরের প্রতি সম্মান রাখতে হবে। সার্ভিসের শখ রাখতে হবে। জ্ঞান রত্ন দিয়ে নিজের ঝুলি ভর্তি করে অন্যকেও তার দান করতে হবে।

২) এক বাবার থেকেই শ্রীমত শোনার সঙ্কল্প রাখতে হবে। অন্য কোনো চিন্তায় বুদ্ধির চঞ্চলতা যেন না আসে।

বরদান :- নিজের শান্ত স্বরূপ স্থিতির দ্বারা শান্তির কিরণ ছড়িয়ে দিয়ে মাষ্টার শান্তিসাগর হও।

বর্তমান সময়ে বিশ্বের বেশীরভাগ আত্মার সবথেকে বেশী প্রয়োজন - সত্যিকারের শান্তি। দিন প্রতিদিন অশান্তির অনেক কারণ বেড়ে চলেছে আর বাড়তেই থাকবে। যদি নিজে অশান্ত নাও হও, অন্যের অশান্তির বায়ুমন্ডল, বাতাবরণ শান্ত অবস্থায় থাকতেই দেবে না। অশান্তির টেনশন বাড়তেই থাকবে। এই সময় তোমরা মাষ্টার শান্তির সাগর বাচ্চারা অশান্তির সংকল্পকে পরিবর্তিত করে বিশেষ শান্তির ভাইব্রেশন ছড়াও।

স্লোগান :- বাবার সর্বগুণের অনুভব করার জন্য সর্বদা জ্ঞান সূর্যের সামনে থাকো।

“মিষ্টি বাচ্চারা — “নিজেকে রাজযোগী মনে করে বিকারী সম্বন্ধের প্রতি মমত্বকে বের করে দাও, কেবলমাত্র সম্পর্ক রাখার জন্য সাথে থাকো ।”

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা দেহ-(ভান) জ্ঞানকে ভুলেছো, এর স্মরণ শাস্ত্রে কি রূপে দেখানো হয়েছে?

উত্তর :- দেখানো হয়েছে যে পান্ডবরা পাহাড়ে গলে গিয়েছিল । কিন্তু তাঁদের কি দরকার ছিল যে পাহাড়ে বরফের মধ্যে গিয়ে শরীর ত্যাগ করবার ? নিয়ম বলে যে হিমালয়ের পাহাড়ের উপরে গিয়ে কেউ শরীর ত্যাগ করে না । তোমরা তো যোগবলের দ্বারা শরীর ত্যাগ করে দাও । দেহ জ্ঞান ভুলে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করছো ।

ওম শান্তি । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । বোঝাচ্ছেন তো রোজ কিন্তু তাও কিছু কিছু কথা ভুলে যায় । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা থাকা দরকার যে এটা হল সঙ্গমযুগ। আমরা সঙ্গমযুগে আছি । বাবা তো আসেন সঙ্গমযুগে । কলিযুগের অস্তিমে আর সত্যযুগের আদির মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে । এই সময়ে ঈশ্বরকে ডাকাও হয়ে থাকে । পতিত দুনিয়া বলা হয় কলিযুগের অস্তিমে কালকে, এই জন্যই তখন সময় থাকতে ঈশ্বরকে ডাকে না । বাবাও আসবেন না । যখন কলিযুগের অস্তিম কাল হবে তখন আমাকে ডাকবে - বাবা আমাদেরকে, পতিতদের পবিত্র বানাতে আসুন । কলিযুগের অস্তিমে আর সত্যযুগের আদিতে আসুন । ডাকে তো, কিন্তু ওদের জানা নেই যে কল্পের আয়ুষ্কাল কত সময়ের । ভাবে যে ভক্তি করতে করতে, ধাক্কা খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত পেয়ে যাবে । কল্পের অন্ত কখন, এটা কেউ জানে না । তখনই স্মরণ করা হয় যখন কলিযুগের অস্তিমকাল । সত্যযুগে, ত্রেতাযুগে তো সব সময় সুখ থাকে, আর দ্বাপরেও এতো দুঃখ থাকে না । কলিযুগে মানুষেরা যখন খুব দুঃখী হয় তখন বাবাকে ডাকতে শুরু করে। তমোপ্রধান মানেই দুঃখী, তাই তো ডাকে, তাই না। হে, দুঃখহর্তা, সুখ হর্তা আসুন । দুঃখের বন্ধন অনেক হয় । দুঃখের সময় ভগবানকে এই দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে ডাকা হয় । যখন কোনো দুঃখ থেকে মুক্ত হবার রাস্তা পাওয়া যায় না তখন অনেক তীব্র ভাবে ডাকা হয় । কিন্তু তাসত্ত্বেও পাওয়া যায় না । যেমন গোলকধাঁধা হয় তেমন, যেখান দিয়ে যাওয়া হয় রাস্তা আর পাওয়া যায় না । তারপর ক্লান্ত হয়ে চিৎকার করতে থাকে । এখানেও মানুষ যখন অনেক দুঃখী হয়ে যায় তখন চিৎকার করে আর বলে -- হে দুঃখহর্তা সুখ হর্তা, হে অন্ধের লাঠি । এই সময়েই ডাকা হয়, হে অন্ধের লাঠি বলে ।

এখন তো তোমরা সঙ্গমযুগে আছো । একদিকে পাণ্ডব আর একদিকে কৌরব । অন্ধ তাকেই বলা হয় যে রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য - অন্তকে জানে না । প্রাপ্ত তাকেই বলা যায় যে বাবার দ্বারা রচনা আর রচয়িতাকে জেনে গেছে । তোমরা তো ভাবছো যে আমাদের রাজ্য - ভাগ্য পেয়েছি, তাই তো চিত্র দেখাও সত্যযুগ হলো শিববাবার স্বপনা, এই জন্যই নাম হয়েছে শিবালয়। তারপর বিকারী হয়ে গেলে বাম মার্গের স্বপনা হয় এই জন্য একে বেশ্যালয় বলা হয় । সত্যযুগ হলো শিবালয় । কলিযুগ হলো বেশ্যালয় । তোমরা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণেরা এটা তো জানো যে তোমরা এখন না বেশ্যালয়ে আছো আর না শিবালয়ে আছো । তোমরা শিবালয়ে যাচ্ছে । এখন বেশ্যালয়, বিকারী সম্বন্ধীয় থেকে সমস্ত মমত্ব বেরিয়ে গেছে। এখন তে কেবল ভবিষ্যত সম্বন্ধীয়তে মমত্ব আছে। এখন আমরা রাজযোগী ওরা হলো যোগী। ওদের সঙ্গে আমাদের কোনো কানেকশন

(যোগাযোগ) নেই । তৎসঙ্গেও সম্পর্ক রাখবার জন্য নিজের ঘরেই তো থাকতে হবে । তাহলেও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অনেক যোগাযোগ(কানেকশন) থাকে কেননা ব্রাহ্মণদের মতো উচ্চ সেবা আর কেউ করতে পারবে না । রুহানি (আত্মিক) সেবার জন্য বাবাই নিমিত্ত হন । উনি বাবা, শিক্ষক আবার গুরু ও । সত্য বাবা, সত্য শিক্ষক, সদগুরু । সত্যকে সুপ্রিম (পরমপিতা) বলা হয় । ওনার থেকে আমরা বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করি । এই কথা যদি মনে থাকে তাহলে তো সবসময় খুব আনন্দে থাকা উচিত, এবং অন্যদেরও বোঝানোর উচিত আর তাতেই পুরুষার্থ করা হয়ে যায় । প্রথমে তো উনি হলেন পারলৌকিক বাবা । উনি হলেন সত্য শিক্ষক, সদগুরু । সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য - অন্ত এর জ্ঞান দেন, এই জন্যই ওনাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় । প্রথমে তো ওনার মহিমা বর্ণনা করতে হবে । উনি হলেন সত্য বাবা, সত্য শিক্ষক, সত্য সদগুরু । "সত্য" ধর্মের স্থাপনা করে । চাওয়া হয় তো একটা অখন্ড রাজ্য হোক । সেটা তো সত্যযুগে হয় । এখানে তো সেটা হতে পারবে না । মানুষেরা বলে যে একটা অখন্ড পৃথিবী হোক, একতা হোক সবার মধ্যে । পৃথিবী তো একটাই । কেবল পৃথিবীতে একটাই রাজ্য হোক, এটা তো হওয়া সম্ভব । দেবতাদের রাজত্ব ছিলো, ওখানে কোনও গণগোলের ব্যাপার নেই । বেহদের বাবা এসে রাজধানীর স্থাপনা করেন । এসব তো তোমরা সব বুঝতে পারছো । বাবাই রাজযোগ শেখান কৃষ্ণ কিন্তু শেখান না । ওরা কৃষ্ণ শিখিয়েছেন ভেবে নিয়েছে । রাজযোগ তখনই শিখিয়েছেন যখন রাজধানী স্থাপনা করা হচ্ছিল । শাস্ত্রে এর মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে । কিন্তু কেবল মহিমা বর্ণনা করলে কি রাজযোগ শেখানো হয়? যারা গীত শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে তারা কি রাজযোগ শেখাবেন? গীতা তারাই শোনায় যারা এসবের মধ্যে থেকে তাঁর মহিমা বর্ণনা করে । ভগবান যাদের এইসব শোনান তারাই রাজ - পদ প্রাপ্ত করেছে । বাদবাকি এইসব উৎসব ইত্যাদি হলো ভক্তি মার্গের কথা । মুখ্য হলো সঙ্গমযুগের কথা । শিববাবা আসেন, শিব জয়ন্তীর পরে কৃষ্ণ জয়ন্তী হয় । শিববাবা আসার পরে নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হবে । কৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের মালিক । শিববাবা এসে কৃষ্ণকে এমন তৈরি করেছেন । একা কৃষ্ণকে তো শুধু জ্ঞান দেননি নিশ্চয়ই । কৃষ্ণপুরীর স্থাপনা করেছেন নিশ্চয়ই । আল্লাকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হবার জন্য যোগ শেখান । তোমরাই তো আবার সতো, রজো, তমোতে আসো, তাই না । এমনও তো হতে পারে না যে সত্যযুগেই তোমরা বসে থাকলে । ৮৪ জন্মের হিসাব তো আছেই । সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগে..... নিশ্চয়ই আসতে হবে । দিনের পরই রাত্রি আসবেই । সত্যযুগের স্থাপনা কে করেন, কেমন করে করেন? কেননা সত্যযুগ তো নতুন দুনিয়া । বাবা বলেন যে আমি পুরোনো দুনিয়া পরিবর্তন করে দিই । এই হলো মহাভারতের মহাযুদ্ধ, মিসাইলের (missiles) যুদ্ধ । বলা হয় যে পাণ্ডবেরা ছিলেন, পাণ্ডবদেরই জীত হয়েছিল । স্বরাজ পেয়েছিল নিশ্চয়ই । তাই জন্য স্বরাজে আসবেন নিশ্চয়ই । শরীর যেখানেই হোক ত্যাগ করুক না কেন, রাজত্ব প্রবেশ করতেই হবে । নিয়ম তো বলে যে হিমালয় পাহাড়ে কেউ দেহ ত্যাগ করে না । যোগ তো এখানেই শেখা হয় । যোগবলের দ্বারা শরীর ত্যাগ করতে হবে । ওঁদের (পাণ্ডব) কি দরকার পড়ে ছিল যে পাহাড়ের বরফের মধ্যে গিয়ে শরীর ত্যাগ করবেন । এগুলো হলো গল্প কথা । যেমন সাপ পুরোনো খোলস ছেড়ে নতুন খোলস নেয় । তেমনই আল্লাও এক শরীর ছেড়ে আর এক শরীর নেয় । শান্তিধামে গিয়ে আবার সত্যযুগে আসবে । বাবা বোঝাচ্ছেন যে, সত্যযুগে যখন শরীর বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন নিজে নিজেই সময় হলে পরে, এক শরীরে ছেড়ে আর এক শরীরে যাবে । ওখানে(সত্যযুগে) শান্তিধামে ফেরত যাবার ব্যাপার নেই । শান্তিধামে তো এখন এখান থেকে যাবে । এখন তো প্র্যাকটিস করা হচ্ছে, তোমাদের এই প্র্যাকটিস অবিনাশী হয়ে যায় । এখানে প্র্যাকটিস করানো হয় এই জন্য যে পুরোনো

দুনিয়া ছাড়তেই হবে । ওখানে তে নতুন দুনিয়া আছে । স্বর্গবাসী শরীর ত্যাগ করে স্বর্গেই তো যাবে । নরকবাসী শরীর ত্যাগ করলে নরকেই তো থাকতে হবে । স্বর্গে যেতে পারবে না । সত্যযুগে তো তখনই যেতে পারবে যখন বাবা এসে রাজযোগ শেখাবেন, তখনই দৈবী রাজধানীতে অর্থাৎ সত্যযুগে যেতে পারবে । রাজা মহারাজের উপাধি (টাইটেল) এখানেও পাওয়া যায় । পদের মর্যাদা অন্য রকম হবে কিন্তু নাম একই রকম চলতে থাকবে, কোনো পরিবর্তন হবে না । কেউ কেউ নিজের উপাধি(টাইটেল) স্থির করে নেয় কিছু পয়সার বিনিময়ে । পূর্বে লাখ দুই লাখ দিলে পরে উপাধি (টাইটেল) পাওয়া যেত । তাই তো এইসব রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের বাবা বসে বসে বোঝাচ্ছেন । ওনাকে বলা হয়" স্পিরীচুয়াল ফাদার ", আত্মাদের পিতা.... যাঁকে আমরা ডাকি যে হে, বাবা আসুন, এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানান । এখানে অনেক দুঃখ । আমাদের রাম রাজ্যে নিয়ে চলুন । ড্রামা অনুযায়ী পাঁচ হাজার বছর আগে এমন বলা হয়েছিল পরমপিতা পরমাত্মাকে আসতেই হবে । এই চক্র পুনরাবৃত্ত হতে থাকে । বাবা বলেন আমি কল্পে কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি । এই সমস্ত নিশ্চয়ই লিখে রাখতে হবে। ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী আসি । ড্রামাও লিখতে হবে । তাহলে মানুষেরা জানতে পারবে যে এই হলো পাঁচ হাজার বছরের ড্রামা । এখন তো মনুষ্য মাত্রই পতিত এই জন্যই তো স্বয়ং বলে যে আমরা পাপী, নীচ হয়ে আছি । এতো বেশ্যালয়, বিমের, বিষয় সাগর হয়ে আছে । বিষ্ণুপুরী ক্ষীরের সাগর ছিল, যেখানে লক্ষী নারায়ণ দুজনেই ছিলেন। "ক্ষীরসাগর "তো তুলনা মূলক ভাবে বলা হয়েছে, বাস্তবে কিন্তু ক্ষীরসাগর হয় না । সাগর তো সত্যযুগে এইরকমই হতো আবার কলিযুগেও হয়ে থাকে । সত্যযুগে সম্পূর্ণ সাগরের মালিক তোমরাই হও । পুরো পৃথিবী, আকাশের মালিক তোমরাই হও । এখন তো সব টুকরো টুকরো হয়ে গেছে । এখন এই হলো সঙ্গমযুগ । সঙ্গমযুগ যখন স্মরণ করবে তখনই তোমরা সত্যযুগে যাবে । সঙ্গম যখন তখন বাবা নিশ্চয়ই আছেন । উনি এই দুনিয়া পরিবর্তনকারী । স্থাপনা তো ব্রহ্মার দ্বারা এখানে হয় । তোমরা এখন চিত্র আঁকবে । বাবা হলেন বিন্দু, লাইট, মাইটের (জ্যোতি আর শক্তি) । তোমাদের আত্মাও হলো লাইট (আলোকিত) । তাহলে তোমাদের লাইট (আলো) কেমন করে দেওয়া হবে, তাই তোমাদের কপালে বিন্দু দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আত্মাকে লাইট (আলো) কেমন করে দেওয়া যায়! লাইট (আলো) দিলে আরো বৃহৎ (বড়ো) রূপে পরিণত হয় । সেই বড়ো লাইটকে পূজো করা হয়, এই জন্যই মানুষ পরমাত্মাকে জ্যোতি স্বরূপ বলে । বাস্তবে জ্যোতি হলো পবিত্রতার চিহ্ন স্বরূপ । মানুষেরা ভাবে - তিনি(ঈশ্বর) হলেন জ্যোতি স্বরূপ । বিন্দুকে যদি ছোট লাইট দেখানো হয় তাহলে কি তাঁর পূজো করা যাবে । এই জন্য বড়ো করে দেওয়া হয়েছে । বাবা বলেন, "আমি পরম আত্মা ঈশ্বর , সুপ্রিম সোল, যাঁকে তোমরা পরমাত্মা বলা ।" কিন্তু ছোটো বিন্দুর পূজো কেমন করে হবে । লাইট কেমন করে দেখা যাবে । কেউ কেউ শিবলিঙ্গের পূজো করে, আবার সাহুকার(ধনবান) হলে হীরা গোল করে কেটে লিঙ্গ রূপে পূজো করে । নাম কিন্তু শিবলিঙ্গই হবে । উনি তো তারা(star) আর অন্য কোনো কিছু নয় । এসব হলো অনেক বড় গুহ্য কথা, বোঝবার বিষয়। আত্মা কিন্তু ছোট বড় হয় না । নাহলে যে কোন জায়গায় ফিট (fit) কেমন করে হবে । এখন তোমরা যেমন নিজের আত্মাকে জানো তেমনি বাবাকেও জানো । আত্মা বাবাকে ডাকে, তোমরা নিজের আত্মাকে দেখছো? তাহলে পরমাত্মাকে কেমন করে দেখবে? কিন্তু হ্যাঁ, দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পারবে। তাহলে তোমরা যখন জানো তাঁকে, তাহলে তাঁকে দেখলে কিইবা লাভ হবে? এই সব পড়াশোনা তো পড়বার জন্য, যাতে মানুষ দেবতায় পরিণত হতে পারে । এই পড়াশোনা তো ভবিষ্যতে নতুন দুনিয়ার জন্য । এই লক্ষী নারায়ণ কোথা থেকে এমন কর্ম শিখলেন? সঙ্গমযুগে শিখলেন । বাবা বলেন যে আমি সঙ্গমের সময় এসে তোমাদের নতুন

দুনিয়ায় যাবার জন্য পড়াশোনা করাই । বাবা প্রদর্শনীতে তার (টেলিগ্রাম) করে লিখে পাঠাতে বলছেন যে, "এই হলো সঙ্গমযুগ" । বাবা বলছেন যে তোমরা আমার থেকে জন্মসিদ্ধ অধিকার নিতে পারো আগামী ২১ জন্মের জন্য । তোমাদের "সঙ্গমযুগ" এই কথাটা নিশ্চয়ই লিখতে হবে । খুব সঠিক ভাবে যে তার (টেলিগ্রাম) টা যাবে সেটার প্রতিলিপি (copy) ওখানে লাগাতে হবে । বড় বড় অক্ষরে লিখতে হবে । তাহলে দিন প্রতিদিনে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে । নীচে লিখতে হবে "বাপদাদা।" শিববাবা যিনি আমাদের পিতা, উনি প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের শেখান । বাবা বলছেন যে আমার একটা শরীরের আধার প্রয়োজন আছে । শিব তো নিরাকার । ওনার তো নিজস্ব কোনো শরীর নেই । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর তো সব সূক্ষ্ম আকারী, বাকি সবারই শরীরে আছে। বাবা বলেন যে আমার শরীর কোথায় হয়, কিন্তু এমনও হয় না যে আমি নাম রূপের থেকে আলাদা বা স্বতন্ত্র । খুব পরিষ্কার ভাবে বাচ্চাদের বোঝাই । আমি হলাম নিরাকার । কিন্তু আমি যখন আসবো তখন আমার একটা শরীর নিশ্চয়ই চাই । আমি গর্ভ মধ্যে আসি না । আমি নিজে বলে দিই যে আমি এই সাধারণ তনুতে (দেহে) এসেছি । ইনি প্রথমে পূজ্য ছিলেন, এখন পূজারী হয়েছেন । মালাতেও প্রথমে শিববাবা তারপর দুটো দানা থাকে । প্রবৃত্তি মার্গ তো তাই । এখন তো তোমরা জানো যে প্রবৃত্তি মার্গের মালা-ই হয়, যে প্রবৃত্তি মার্গে পতিত ছিল, সে এখন শিববাবার মতে চলে পবিত্র হয়ে সৃষ্টিকে পবিত্র বানিয়েছে । এই জন্য স্মৃতির মালা তৈরি হয়েছে । রুদ্র মালা আর বিষ্ণুর বৈজয়ন্তী মালা হয় । ব্রাহ্মণদের মালা হয় না। চেষ্টা করেছিলাম ব্রাহ্মণদের মালা বানাবার কিন্তু হয়নি এই জন্যই মালা বানানো, অব্যক্ত নাম দেওয়া সব ছেড়ে দিয়েছি । এখানকার দেওয়া নাম এখানেই ছেড়ে, সেই পুরোন নাম নিয়ে পালিয়ে যায় । থাকে তখন নতুন নামে কেউ ডাকবে না । তো আমাদের বাবা হলেন আমাদের বাবা, শিক্ষক, এবং গুরু । এমন বাবাকে খুব শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে স্মরণ করা উচিত । কিন্তু মায়া এমন জোরালো যে সব ভুলিয়ে দেয় । এই জন্য অবস্থা টলমলে হয়ে যায় । হতাশা এসে যায় । শিববাবার স্মরণে আবার সব ঠিক হয়ে যায় । আচ্ছা --

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা- পিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বিকারী সম্বন্ধ সম্পর্ক থেকে মমত্ব মিটিয়ে দিতে হবে। ভবিষ্যতের জন্য নতুন সম্বন্ধে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে ।

২) অন্যদের বোঝানোর জন্যে সবসময় খুশীতে থাকতে হবে । সদ পিতা , সদ শিক্ষক, সঙ্গুর শ্রীমত অনুসরণ করে অন্যদের জন্য অন্ধের লার্ঠি হতে হবে ।

বরদান :- সর্বদা কস্মাইন্ড স্বরূপের স্মৃতির দ্বারা কঠিন কাজকে সহজ বানাবার ডবল লাইট ভবঃ (হও) !

যে বাচ্চারা নিরন্তর স্মরণে থাকে তারা সর্বদা সঙ্গে (company) থাকার অনুভব করে । তাদের সামনে যে কোনও সমস্যাই আসুক না কেন, নিজেকে কস্মাইন্ড থাকার অনুভব করবে। কখনো

ঘাবড়াবে না । এই কস্মাইন্ড স্বরূপের স্মৃতি যে কোনও কঠিন কাজকে সহজ করে দেয় । কখনো কোনো বড় পরিস্থিতি তোমাদের সামনে এলে নিজের বোঝা বাবাকে দিয়ে নিজে ডবল লাইট হয়ে যাও । তাহলে ফরিস্তার মতো দিন রাত মনের খুশীতে মনে মনে ডান্স করতে থাকবে ।

স্লোগান :- যে কোনো কারণকে নিবারণ করে সন্তুষ্ট থাকে আর সন্তুষ্ট রাখে -- সে-ই হল সন্তুষ্টমণি ।

'পাস উইথ অনার হতে সর্ব খাজানার খাতায় জমা করে সম্পন্ন হও'

আজ বাপদাদা কোন্ সভাকে দেখছেন ? আজকের সভায় প্রত্যেকটি বাচ্চা হাইয়েস্ট এবং অবিনাশী খাজানায় ভরপুর রয়েছে । দুনিয়ার লোক কতই রিচেস্ট অর্থাৎ ধনবান হোক না কেন সে সবকিছুই হল একজন্মের জন্য। এক জন্মও ধন সম্পন্ন থাকবে কিনা সে কথা নিশ্চিত নয় । যতই নশ্বরওয়ান রিচেস্ট হোক কিন্তু এক জন্মের জন্য, তোমরা নিশ্চয় এবং নেশার সঙ্গে বলো যে আমরা হলাম অনেক জন্মের ধন সম্পন্ন কারণ তোমরা সবাই অবিনাশী খাজানায় সম্পন্ন রয়েছ কিনা। তোমরা সবাই জানো যে আমরা এই সময়ের পুরুষার্থ দ্বারা একদিনেও অনেক জমা করি। জানো কি তোমরা একদিনে কত জমা করো ? হিসেব জানো কিনা ! গায়ন আছে - অনুভব হয়েছে এক কদমে পদম। তো একদিনে বাবার দ্বারা , বাবার নলেজ দ্বারা , স্মরণ দ্বারা প্রতি কদমে পদম জমা হয়। তাহলে সারাদিন যত কদম বাবার স্মরণে নেওয়া হয় তত পদম জমা করো। তো এমন উপার্জন কারী , খাজানা জমা কারী বিশ্বে কেউ হবে কি ? না কেউ আছে ? বিশ্বে চক্কর লাগিয়ে এসো , তোমাদের ছাড়া এত জমা কেউ করতে পারবেনা তাই বাবা বলেন এই শ্রেষ্ঠ স্মৃতিতে থাকো যে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ভাগ্য পরম আত্মার দ্বারা এমন শ্রেষ্ঠ হয়েছে ।

নিজের খাজানা গুলি কি জানো তো ? সময়ের খাজানাকে জানো যে এই সঙ্গমযুগের সময় হল কত শ্রেষ্ঠ , যা প্রাপ্তি চাই সেসব অধিকারী রূপে বাবার কাছে নিচ্ছে। সর্ব অধিকার প্রাপ্ত করেছে কিনা ? এক একটি শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প হল কত বড় খাজানা , সময়ও হল বড় খাজানা , সঙ্কল্পও হল বড় খাজানা। প্রত্যেকটি গুণ হল কত বড় খাজানা । দুনিয়ার লোকেরা মানে স্বাসে প্রস্থাসে স্মরণ করলে স্বাস সফল হয়। তাই তোমাদের স্বাস হল সফলতা স্বরূপ , ব্যর্থ নয়। প্রতিটি স্বাসে রয়েছে সফলতার অধিকার । বাপদাদা সব বাচ্চাদের সব খাজানা একরকমই দিয়েছেন। সকলকে দিয়েছেন সমান ভাবেও দিয়েছেন। কাউকে একগুণ , কাউকে দশগুণ , কাউকে একশো গুণ এইরকম দেননি । দাতা স্বরূপ বাবা সব বাচ্চাদের সর্ব খাজানা ব্রাহ্মণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমান ভাবে দিয়েছেন । কিন্তু খাজানাকে কতটা জমা করো বা কতটা ক্ষয় করো, সেটা তো প্রত্যেকের উপর নির্ভর করছে। প্রত্যেককে চেক করা উচিত যে আমরা সারাদিন কতখানি জমা করছি বা কতখানি ক্ষয় করছি। এইরূপ চেক করো কি ? চেক নিশ্চয়ই করতে হবে কারণ এক জন্মের জন্যে নয় কিন্তু প্রতিটি জন্মের জন্যে । অনেক জন্মের জন্যে জমা চাই। জমা করার বিধি জানো কি ? খুবই সহজ। শুধু বিন্দু লাগাও। বিন্দু স্মরণে থাকলেও জমা হয়। যেমন স্থূল খাজানায় একের সঙ্গে বিন্দু লাগালে বৃদ্ধি হয় তাইনা ! তেমনই আত্মা হল বিন্দু , বাবাও হলেন বিন্দু আর ড্রামায় যা ঘটে গেছে তাতেও ফুলস্টপ অর্থাৎ বিন্দু। যদি প্রতিটি খাজানাকে বিন্দু রূপে স্মরণ করো তাহলেই জমা হতে থাকবে । অনুভব আছে কি ? বিন্দু লাগালেই ব্যর্থ থেকে জমা হয়ে যায়। বিন্দু লাগাতে পারো কি? অনেকবার এমন হয়েছে যে চেষ্টা করেছে কিন্তু বিন্দু লাগানোর পরিবর্তে লম্বা লাইন লেগে গেছে , বিন্দুর পরিবর্তে প্রশ্ন-চিহ্ন হয়ে যায় , আশ্চর্যের লাইন লেগে গেছে। তো জমার খাতা বাড়ানোর বিধি হল বিন্দু আর ক্ষয় বা ক্ষতি করার পথ হল লম্বা লাইন লাগানো , প্রশ্ন-চিহ্ন লাগানো , আশ্চর্যের

চিহ্ন লাগানো। সহজ কোনটা হল ? বিন্দু হল কিনা । তো বিধি হল খুব সহজ - *স্বমান*
এবং *বাবার* *স্মরণ* *আর* *ব্যর্থকে* *ফুলস্টপ* *লাগানো* ।

বাপদাদা প্রথমেই বলেছেন - রোজ অমৃতবেলায় নিজেকে তিন বিন্দুর স্মৃতির তিলক লাগাও তো একটি খাজানাও ব্যর্থ হবেনা । প্রতি মূহুর্তে প্রতিটি খাজানা জমা হতে থাকবে। বাপদাদা সব বাচ্চাদের প্রতিটি খাজানার জমার চার্ট দেখছেন। কি দেখলেন ? এখনও পর্যন্ত জমা খাতায় যতখানি জমা হওয়া দরকার ততখানি জমা হয়নি। সময় , সঙ্কল্প , শব্দ ব্যর্থও হয়ে যাচ্ছে । চলতে চলতে সময়ের গুরুত্ব ইমার্জ রূপে কম হচ্ছে । যদি সময়ের গুরুত্ব সর্বদা স্মরণে থাকে , ইমার্জ থাকে তাহলে সময়কে আরও সফল করতে পারবে। সারাদিন সাধারণ রূপে সময় চলে যায়। ভুল নয় কিন্তু সাধারণ । তেমনই সংকল্পও খারাপ নয় কিন্তু ব্যর্থ চলছে। এক ঘন্টার চেকিং করো , প্রতিটি ঘন্টায় সময় ও সংকল্প কতটা সাধারণ চলছে ? জমা হচ্ছেনা। বাপদাদা ইশারাও দিচ্ছেন , তো বাপদাদাকে অজুহাতও অনেক দেয়। বাবা , এমন সংকল্প একটুখানি চলছে , ব্যসা। বাকি নয় , সংকল্পে একটু চলে । সম্পূর্ণ হয়ে যাব। ঠিক হয়ে যাব। এখন অন্ত সময় এসেছে নাকি ? একটু সময় তো রয়েছে । সময় হলেই সম্পন্ন হয়ে যাব। কিন্তু বাপদাদা বার-বার বলছেন যে জমার খাতা অনেক সময়ের চাই। এমন নয় জমার খাতা অন্ত সময়ে সম্পন্ন করবে , সময় এলে হয়ে যাবে। অনেক সময়ের জমাপুঁজী অনেক সময় পর্যন্ত চলে। বর্সা প্রাপ্তির সময়ে তো সবাই বলে আমরা লক্ষ্মীনারায়ণ হব। যদি হাত তুলতে বলা হয় যে ত্রেতাযুগী হবে ? তো কেউ হাত তুলবেনা। আর যদি বলা হয় লক্ষ্মীনারায়ণ হবে ? তো সবাই হাত তুলবে। যদি বহুকালের জমা খাতা থাকবে তো পুরো বর্সা প্রাপ্ত হবো। যদি একটু জমা থাকে তাহলে ফুল বর্সা পাবে কিভাবে ? সেইজন্য সর্ব খাজানাকে যত পারো তত এখন থেকেই জমা করে নাও। হয়ে যাবে , এসে যাব , শুধু ভবিষ্যৎ সূচক শব্দ নয় । "করতেই হবে" - -- একেই বলা হবে দৃঢ়তা । অমৃতবেলায় যখন যোগে বসছো , ভালো স্থিতিতে মনে মনে অনেক প্রমিস করো যে এইরকম করব , ঐরকম করব। আশ্চর্যজনক কিছু করে দেখাবে..... এই হল ভালো কথা। শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প করে কিন্তু বাপদাদা বলেন এইসব প্রমিস গুলি কর্মে করে দেখাও। শুধু প্রমিস কোরোনা কিন্তু যে কথা দিয়েছ সেই গুলি মন-বচন এবং কর্মে প্রত্যক্ষ করো। বাচ্চারা সঙ্কল্প খুবই ভালো ভালো করে , বাপদাদা সেইসময় খুশী হন কারণ সাহস করে তো এগিয়েছ তাইনা! এই করব এইরূপ হব ... সাহস ভালো রকম আছে। তাই হিন্মত দেখে বাপদাদা খুশী হন। কিন্তু যখন কর্ম আসতে হয় তখন সদা-র পরিবর্তে কখনও কখনও হয়ে যায়। কথা দেওয়া খুব সহজ। কিন্তু কর্ম করে দেখানো অর্থাৎ কথা রাখা। কথা সবাই দেয় কিন্তু করে দেখানো এই বিষয়েই নম্বর অনুযায়ী হয়ে যায়। তো "" সঙ্কল্প আর কর্মকে , প্ল্যান এবং প্র্যাক্টিকাল দুটিকে সমান বানাও । করতে পারবে তো ?

বিজনেসম্যানরা এসেছে। তারা তো বিজনেস করতে জানে। তাইনা ! জমা করতে জানো তো ! আর ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিকরাও প্র্যাক্টিকালে কাজ করে। যারা রুরাল অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে যারা থাকো, বাপদাদা তাদের রুরাল বলেন , কারণ যদি এরা সেবা না করে তবে কেউ চলতে পারবেনা । তাহলে যে তিনটি বিভাগ(wing) এসেছে তারা প্রত্যেকেই খুব কাজের মানুষ । শুধু মুখেই বলে না বরং করে দেখায়। তোমরা সবাই হলে প্রতিশ্রুতিকে কাজে পরিণত করে দেখাবে -- এমন আত্মা তো ? নাকি শুধুই প্রমিস করো ? প্রমিস করার সময়ে বাপদাদাকে সাহস দেখিয়ে খুশী করো । বাপদাদার কাছে প্রত্যেক বাচ্চার ফাইল আছে। সেখানে (সূক্ষ্ম বতনে) প্রমিসের ফাইল রাখার জন্যে

আলমারী বা জায়গা রয়েছে তা নয় । কখনও কখনও বাপদাদা নিজের অলৌকিক টিভি হঠাৎ চালিয়ে দেখেন। সর্বদা নয় , কখনও চালিয়ে দেখেন আর কি কথাবার্তা হয় নিজেদের মধ্যে সেইসব শোনে। তাই বাপদাদা বলেন ব্যর্থকে জমার খাতায় জমা করো।

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অলৌকিক । ব্রাহ্মণ জীবনের গুরুত্ব হল বৃহৎ । প্রাপ্তি অনেক বিশাল। স্বপ্ন হল বৃহৎ আর সপ্নে বাবার আপন হওয়া , সেটি হল বড় থেকে বড় পদ্মগুণ ভাগ্য তাইজন্য বাপদাদা বলেন প্রতিটি খাজানার গুরুত্ব স্মরণে রাখো। যেমন অন্যদের সপ্নময়ুগের কত মহিমা শোনাও। যদি তোমাদের কোনো টপিক দেওয়া হয় যে সপ্নময়ুগের মহিমা করো তো কতক্ষণ করতে পারো ? এক ঘন্টা করতে পারবে ? টিচাররা বলো ? যে পারবে সে হাত তোলো। তো যেমন অন্যদের মহিমা শোনাও , তোমরা জানো খুব ভালই। বাপদাদা এমন বলবেন না যে তোমরা জানো না। যখন শোনাতে পারছ তখন জানো তবেই তো শোনাও । শুধু কি হয় মার্জ হয়ে যায়। ইমার্জ রূপে স্মৃতি থাকে - তাও কখনও বেশী কখনও কম হয়ে যায়। তাই নিজের ঈশ্বরীয় নেশা ইমার্জ রাখো। হ্যাঁ আমি তো হয়েছি নয়। আমি হই প্র্যাক্টিকালে ... এই রূপ ইমার্জ যেন থাকে। নিশ্চয় আছে এই নিশ্চয়ের প্রমাণ হল রুহানী নেশা। সেই নেশা যেন সবসময় থাকে। রুহানী নেশা হল - আমি কে ! এই নেশা ইমার্জ রূপে থাকলে প্রতি সেকেন্ড জমা হতে থাকবে।

তো আজ বাপদাদা জমার খাতা দেখেছেন তাই আজ বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে বলছেন যে সময়ের সমাপ্তি হঠাৎ হবে। এই কথা ভেবোনা যে জেনে তো যাবই , সময় হলে ঠিক হয়ে যাবে। যে সময়ের আধার নেয় , সময় ঠিক করে দেবে , সময় হলে হয়ে যাবে তাদের শিক্ষক কে ? সময় না স্বয়ং পরমাত্মা ? পরমাত্মার কাছে সম্পন্ন হতে না পারলে সময় সম্পন্ন করবে , এইরকম ভাবলে কি বলা যাবে ? সময় হল তোমাদের মাস্টার নাকি পরমাত্মা হলেন তোমাদের শিক্ষক ? তো ড্রামা অনুসারে যদি সময় তোমাদের শেখাবে অথবা সময় অনুযায়ী পরিবর্তন হবে তো বাপদাদা জানেন প্রালব্ধও সময় অনুযায়ী প্রাপ্ত করবে কারণ সময় হল টিচার। সময় তোমাদের অপেক্ষায় আছে , তোমরা অপেক্ষা করো না। সময় হল রচনা , তোমরা হলে মাস্টার রচয়িতা । তো রচয়িতার অপেক্ষা রচনা করবে , তোমরা মাস্টার রচয়িতা সময়ের অপেক্ষা করো না। আর মুশকিল আছে কি ? সহজকে নিজেরাই মুশকিল করে দাও । মুশকিল নয় , মুশকিল তোমরা বানাও। যখন বাবা বলছেন যা কিছু ভার রয়েছে সব বাবাকে দিয়ে দাও। সেসব দিতে পারোনা । ভারও তোলো আর ক্লান্তও হয়ে যাও তারপর বাবাকে কথাও শোনাও - কি করি , কিভাবে করি ! নিজের উপরে ভার নাও কেন ? বাবা অফার করছেন নিজের সব ভার বাবাকে দিয়ে দাও। ৬৩ জন্ম ধরে ভার তোলার অভ্যেস আছে কিনা ! তাই অভ্যেসের দাস হয়ে যাও আর সেই কারণে পরিশ্রম করতে হয়। কখনও সহজ কখনও মুশকিল । কোনো কাজ হয় সহজ থাকে নাহলে মুশকিল থাকে । কখনও সহজ কখনও মুশকিল কেন অনুভব হয় ? কিছুতো কারণ থাকবে ? কারণ হল - অভ্যেসের দাস হয়ে যাও আর বাচ্চাদের পরিশ্রম করা বাপদাদার জন্যে হয় অনেক বড় কথা। ভাল না লাগার কথা হয়ে যায়। এদিকে মাস্টার সর্বশক্তিমান আর মুশকিল অনুভব ? নিজেকে কি টাইটেল দাও তোমরা ? মুশকিল যোগী না সহজ যোগী ? তা নাহলে নিজের টাইটেল চেঞ্জ করো যে আমরা সহজযোগী নই। কখনও সহজযোগী কখনও মুশকিল যোগী ? আর যোগ মানে কি ? শুধুমাত্র স্মরণ করা তাইনা ! তারপর পাওয়ারফুল যোগের সামনে মুশকিল তো আসতে পারেনা। যোগ হল নিষ্ঠাসহ স্মরণের অগ্নি। অগ্নি যে কোনো মুশকিল বস্তুকে পরিবর্তন করে দেয়। লোহাও মোল্ড হয়ে যায়। এই স্মরণের

অগ্নি কি মুশকিলকে সহজ করতে পারেনা ? অনেক বাচ্চারা খুব ভালো ভালো কথা শোনায় , বাবা কি করব , পরিবেশ এরকম , সাথী এরকম । হংস এবং বকপাখির পুরানো হিসাব নিকেশ আছে কিনা । খুব ভালো ভালো কথা বলে তারা। বাবা জিজ্ঞাসা করেন তোমরা ব্রাহ্মণরা কি কাজ হাতে নিয়েছ ? কাজ তো নিয়েছ বিশ্ব পরিবর্তন করার। তো যে বিশ্ব পরিবর্তন করে সে নিজের মুশকিল দূর করতে পারেনা কি ?

তো আজ কি করবে ? জমা খাতা বাড়াও । তো তোমরা যে বলো সহজযোগী , সেটা অনুভব করবে। কখনও সহজ কখনও মুশকিল , এতে মজা নেই। ব্রাহ্মণ জীবন হল মজার(আনন্দের) জীবন। সপ্তমযুগ হল মজার যুগ । ভার তোলার যুগ নয়। ভার নামানোর যুগ। তো চেক করো , নিজের ভাগ্যের ছবি গুণনের আয়নায় ভালো করে দেখো । বুঝেছ । আচ্ছা ।

চারিদিকের সর্ব খাজানার মালিক রূপী বাচ্চাদের , সদা মুশকিলকে সেকেন্ডে পরিবর্তনকারী সদা সহজযোগী , সদা সঙ্কল্প , সময় , শব্দ , কর্ম ইত্যাদিকে শ্রেষ্ঠ করতে পারে এমন বাচ্চারা , সদা জমা খাতা বাড়াতে পারে , সর্বদা মনের মালিক রূপে মন-বুদ্ধি-সংস্কারকে অর্ডারে চালাতে পারে এমন স্বরাজ্য অধিকারী বাচ্চাদের , দেশে বা বিদেশে যেখানেই থাকুক না কেন, হৃদয়ের কাছেই রয়েছে, এমন চারিদিকের বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ স্নেহ আর নমস্কার ।

বরদান : -- সুক্ষ্ম সংকল্পের বন্ধন থেকেও মুক্ত হয়ে উঁচু স্টেজের অনুভবকারী নির্বন্ধন ভব।

যে বাচ্চারা যত নির্বন্ধন হয় ততই উঁচু স্টেজে স্থিত থাকতে পারে , সেইজন্য চেক করো যে মন্সা বাচা ও কর্মণা কোনো সুক্ষ্ম রূপেও সম্বন্ধের টান অনুভব তো হয়না ! একমাত্র বাবাকে ছাড়া অন্য কেউ স্মরণে যেন না আসে। নিজের দেহের স্মৃতি এলেও দেহের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ , পদার্থ , দুনিয়া সব একের পিছনে এসে যাবে। আমি হলম নির্বন্ধন - এই বরদানের স্মৃতিতে থেকে দুনিয়াকে মায়ার জাল থেকে মুক্ত করার সেবা করো।

স্লোগান : -- দেহী-অভিমানী স্থিতি দ্বারা দেহ ও মনের অস্থিরতাকে সমাপ্ত করে যে , সে-ই অচল থাকে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই দুনিয়ায় কোনো কিছুকে ভয় পাও বা নাই পাও কিন্তু এই বাবার জন্য মনে ভয় যেন থাকে, মনে ভয় রাখা মানে পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকা ।"

প্রশ্ন :- বাবা প্রত্যেক বাচ্চাকে নিজেকে যাচাই করার জন্য(চাট রাখার) শ্রীমত কেন দেন?

উত্তর :- কেননা ঈশ্বরীয় নিয়ম কানুন খুব কঠিন । যদি ব্রাহ্মণ হয়ে ছোট ছোট ভুল হয় তাহলে তো কঠিন শাস্তি পেতে হবে, এই জন্যই বাবা বলেন নিজেকে যাচাই করো । যদি কর্মের কোনো পুরানো হিসাব - কিতাব থেকে থাকে তবে তো কর্মভোগের পুরস্কার আর শাস্তি পেতে হবে । এখন বিনাশের সময় খুব কাছে, এই জন্য নিজের কর্মের হিসাব - কিতাব যোগবলের দ্বারা চুকিয়ে দাও।

ওম শান্তি । বাবার স্মরণে বাচ্চারা নিজেরাই মগ্ন থাকে । বারবার বলার দরকার নেই । বাবা এই নির্দেশ দেন যে চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই যে রাবণ তোমাদের পতিত করে দিয়েছে, তাকে জয় করতে পারবে । তোমাদের তো কোনো অস্ত্র (হাতিয়ার) ইত্যাদি দেওয়া হয় না, কেবলমাত্র যোগবলের দ্বারা রাবণকে জিততে পারবে । এই জীত পাওয়া খুব জরুরী আর সঙ্গমেই পেতে হবে, যখন রাবণ রাজ্য সমাপ্ত হয়ে রাম রাজ্যের স্থাপনা শুরু হয় । বাবা তো কখনো হিংসা শেখাবেন না দেবতাদের জন্য বলা হয় অহিংসা পরমধর্ম । দুনিয়া তো এটা জানে না যে ওখানে কাম কাটারির হিংসা হয় না । যারা পূর্ব কল্পে নির্বিকারী হয়েছিল তারাই তোমাদের কথা শুনবে । এখন তোমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করছো । বর্ণনা করা আছে যে শিবের শক্তি সেনা । তোমরা হলে গুপ্ত যোদ্ধা (incognito warriors)। যা কিছু করা হচ্ছে সমস্তই প্রত্যেকে নিজের জন্যই করছে । "মায়া জীত" হয়ে "জগতজীত" হতে হবে। তোমরা নিজেদের জন্য করছো মানে তোমরা ভারতের জন্যই করছো । এখানে যে খুব ভালো ভাবে পুরুষার্থ করবে তার কিছু প্রাপ্তি হবে । যে পাঁচ বিকার থেকে জিত পাবে সেই জগত-জীত হবে, আর কোনো কিছুতে জিত না পেলেও হবে। তোমাদের তো রাবণ রাজ্য থেকে জয় পেতে হবে অর্থাৎ দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে । দৈবীগুণ ধারণ না করলে সত্যযুগে যেতে পারবে না । তাহলে নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে আমরা কতখানি দৈবীগুণ ধারণ করেছি? দৈবীগুণ ধারণ করা মানে রাবণের থেকে জিতে যাওয়া । বলা হয় যে রাম রাজ্য ছিলো, কিন্তু একা রাম তো রাজত্ব করেননি, প্রজাও তো ছিল । এখানে রাজা, রানী এবং প্রজা সবাই রাবণকে জয় করছে । আর দৈবীগুণ ধারণ করছে । দৈবীগুণ ধারণ করলে খাওয়া - দাওয়া, বলা- করা, সব শুদ্ধ ও পবিত্র হয় । প্রত্যেকটা কথা সত্য বলে । বাবা হলেন সত্য রূপ । তাহলে এমনতরো বাবার সাথে কতটা সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে অর্থাৎ সত্যবাদী হতে হবে! যদি সত্যতে না থাকো তাহলে অনেক খারাপ গতি হবে । উচ্চ গতি প্রাপ্ত করতে হবে । নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হতে হবে । বলা হয়ে থাকে - তোমার গতি তুমি জানো । বাবা যে মত দেন, তার থেকে কত উচ্চ গতি পাওয়া যায় । উচ্চ থেকে উচ্চ বাবা উচ্চ থেকে উচ্চ গতি প্রাপ্ত করান । সেইজন্য এখন শ্রীমতে চলে দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে । জন্ম জন্মান্তরের পাপ যোগবল ছাড়া কাটবে না, সেইজন্য স্মরণের যাত্রা খুব ভালো হওয়া উচিত । স্মরণ ভালো হয় -- অমৃত বেলায় । ওই সময় বায়ুমন্ডল খুব ভালো থাকে । দিনের সময় যখনই বসো, কিন্তু অমৃতবেলার মতো ভালো সময় আর হয় না । নিজের কথা গুপ্ত থাকে । ইংরেজিতে বলা হয় উই

আর অ্যাট ওয়ার ("we are at war") আমাদের যুদ্ধ রাবণের সাথে । সে হল নম্বরওয়ান শত্রু। বাবার এই শ্রীমতের দ্বারা রাম সম্প্রদায়, রাবণ সম্প্রদায়ের থেকে জিত পেয়েছিল । বাবা তো হলেন সর্বশক্তিমান । বেচারী দুনিয়া এই সময় ঘোর অন্ধকারে আছে । ওরা তো জানেই না যে ওরা হেরে বসে আছে । মায়ার কাছে হারলেও হার হয়, মায়া কাকে বলে -- এটা তো কেউ জানে না । সম্পূর্ণ লঙ্কাতে রাবণের রাজত্ব ছিল । শাস্ত্রে ভক্তি মার্গের কত কত শ্রুতি গল্প লেখা আছে, তোমরা তো জন্ম জন্মান্তর ধরে পড়ছো । এখনও বলা হয় যে শাস্ত্র নিশ্চয়ই পড়া উচিত । যে পড়ে না তাকে নাস্তিক বলে, আর *বাবা বলেন শাস্ত্র পড়তে পড়তে সব নাস্তিক হয়ে গেছে । এই কথা তো খুব ভালো ভাবে বাচ্চাদের বুঝাতে হবে যে ভারত যখন সতাপ্রধান ছিলো তখন ভারতকে স্বর্গ বলা হতো । সেই ভারতবাসী ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে করতে এখন পতিত তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখন আবার পবিত্র কি করে হবে । বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো তাহলে সতাপ্রধান পবিত্র হয়ে যাবে, আর কোনো দেহধারীকে স্মরণ করো না । কাউকে গুরু বানিও না । বলা হয় যে গুরু বিনা ঘোর অন্ধকার । অনেক অনেক গুরু আছেন । কিন্তু সব অন্ধকারে নিয়ে যায় । বাবা বলেন যে, জ্ঞান সূর্য এখন যখন এসেছে ঘোর অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। সন্ন্যাসী যদিও পবিত্র হন কিন্তু জন্ম তো বিকারের থেকেই হয় । দেবী দেবতা তো বিকার থেকে জন্মগ্রহণ করেন না । এখানে সবার শরীর নোংরা কাপড়ের মতো অপবিত্র হয়ে আছে । বাবা এই রকম নোংরা কাপড়ের অপবিত্রতা পরিষ্কার করেন । আত্মা পবিত্র হলে শরীরও ভালো প্রাপ্ত হয় । তার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে । নিজেকে যাচাই করতে হবে -- আমি কোনো খারাপ কাজ তো করছি না । ঈশ্বরীয় নিয়ম খুব কড়া । কোনো খারাপ কাজ করলে তার খুব কঠিন শাস্তি পেতে হয় । বিনাশের সময় এখন । সমস্ত হিসাব পত্র চুকিয়ে ফেলতে হবে -- যোগবলের দ্বারা । যদি হিসাব চুকিয়ে না ফেল, তবে শাস্তি পেতে হবে। আবার বলা হয় যে - শাস্তির সাথে কিছু পুরস্কার লাভ হয় । পুরস্কার তো কম বেশী সবাই-ই পাবে । মুক্তি আর জীবন মুক্তির পুরস্কার সবাইকে দেওয়া হবে । কেউ তো পাস উইথ অনার আবার কেউ শাস্তি পাবে, তারপর একটু পুরস্কার পাবে কিন্তু বিনা সম্মানের হবে সেটা । সিংহাসনে বসতে পারবে না। যদি কোনও খারাপ কাজ করা হয় তাহলে সম্মান হানি হবে, তাও আবার বাবার সামনে । শিববাবা বসে আছেন । তোমাদের সাফাৎকার করাবে, যে তোমরা এখানে ছিলে, তোমাদের কত বোঝাতাম । *আমি এখন সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মার মধ্যে আছি । তোমরা বাচ্চারা এখন সম্পূর্ণ ভাবে বাবার কাছে যাও। ওনার দ্বারা শিববাবা নির্দেশ ইত্যাদি দিতে থাকেন । তোমাদের বাবা সাফাৎকার করাবেন, বলবেন যে এখানে বসে তোমাদের কত পড়াতাম, বোঝাতাম যে দৈবীগুণ ধারণ করো, সার্ভিস (সেবা) করো । কারো নিন্দা করো না । তোমরা তা সত্বেও এই কাজ করো, তাহলে এবার শাস্তি ভোগ করো । যত পাপ করবে তত বেশী সাজা পেতে হবে । কেউ কেউ অনেক বেশী শাস্তি পায়, কেউ আবার কম পায় । এই সব আবার মধ্যে নম্বর অনুযায়ী হয় । যতটা সম্ভব যোগবলের দ্বারা বিকর্মকে শেষ করতে থাকো, এই এতো বড় থেকে বড় কথা মনে রাখতে হবে যে আমাদের খাঁটি সোনা কেমন করে হতে হবে? উঠতে বসতে এই কথাই বুদ্ধিতে রাখতে হবে, যত স্মরণ করবে ততই উচ্চ পদ পাবে । মায়ার তুফানের পরোয়া করতে হবে না, যতটা সময় পাওয়া যাবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । আমাকে তমোপ্রধান থেকে সতাপ্রধান হতে হবে । বাবাকে স্মরণ করলে পাপ কেটে যাবে । কোনো পাপ করা উচিত নয় । নাহলে তো পাপ একশ গুন হয়ে যায় । ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে নাহলে পাপ বৃদ্ধি পেতে পেতে সর্বনাশ হয়ে যাবে । পাপের পর পাপ কাজ মায়া করাতে থাকে । আর তাতে বেহদের বাবাকে অসম্মান করা হবে । এই সব অনেকেই জানতে পারে না । বাবা সব সময় এটা বোঝান

যে, এমন ভাবো যে মুরলী শিববাবা বলেন । শিববাবা নির্দেশ দেন এটা স্মরণে রাখো, ভয় থাকবে তাঁর থেকে । অনেক পাপ কর্ম করা হয় কিন্তু পরিস্কার বলা উচিত যে, বাবা আমি এই ভুল করে ফেলেছি। বাবা বোঝাচ্ছেন, অনেক পাপের বোঝা মাথায় আছে । যা কিছু করেছে সেই সব বলে দাও সত্য বললে পাপের বোঝা অর্ধেক হয়ে যাবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, যিনি নম্বরওয়ান পুণ্য আত্মা হন, তিনি আবার পাপ আত্মা নম্বরওয়ান হয়ে যান । বাবা স্বয়ং বলেন যে তোমাদের অনেক জন্মের পর অন্তিম জন্ম । তোমরা পুণ্য আত্মা ছিলে, এবার পাপ আত্মা হয়েছে, তারপর আবার পুণ্য আত্মা হতে হবে । নিজের কল্যাণ তো করতে হবে । *এখানে তোমাদের মাথা নত করে প্রণাম করতে হবে না, কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বুদ্ধ মানুষ হলেও, নমস্কার করেন । বাচ্চারা ঘরে থাকলে বার বার নমস্কার করে না একবার নমস্কার করলে প্রত্যুত্তরে নমস্কার করা হয় । *বাবা বলেন, তোমরা আমাকে বড় ভেবে নমস্কার করো, আমি আবার তোমাদের বিশ্বের মালিক ভেবে নমস্কার করি । এর তো কিছু অর্থ আছে । মানুষে "রাম- রাম" বলে দেয় কিন্তু অর্থ কিছু বুঝতে পারে না । বাস্তবে রাম অর্থাৎ শিববাবা । এই রাম সেই রঘুপতি রাম নয়, এই রাম নিরাকার। ওনার নাম শিববাবা । শিবের সামনে কেউ এমন বলবে না যে আমি রামের পূজা করি। এখন বাবা বলছেন যে তোমরা মন্দিরে গিয়ে বোঝাও যে ইনিও মনুষ্য ছিলেন । তোমরা এনাদের সামনে গিয়ে মহিমা স্তুতি করো - আপনি নির্বিকারী, সর্ব গুণসম্পন্ন, আমরা পাপী নীচ । এই দেহ মানুষের আর ওই দেহও মানুষের কিন্তু তাতে দৈবীগুণ আছে এই জন্যই দেবতা হন । তোমরা নিজে বলো - যে আমাদের মধ্যে আসুরী গুণ আছে সেইজন্য আমরা বাঁদরের মতো। চেহারা তো দুজনের এক কিন্তু চরিত্র আলাদা আলাদা । ভারতবাসী মকুটধারী ছিলো । এখন মুকুট নেই, ভারতবাসী এখন গরীব । বাবা ভারতে আসেন, যেখানে স্বর্গ বানাবার থাকে সেখানে তো বাবা আসবেনই, তাই না । বলা হয় "কলঙ্গী অবতার", কত কলঙ্ক লাগিয়েছে । অন্য ধর্মের লোকেরা যদি কিছু বলে থাকে তাহলেও তারা ভারতবাসীদের অনুসরণ করে । পাথর বুদ্ধি হবার কারণে আমাকেও পাথরের ভিতরে ভেবে নেয় । বাবাকে জানেই না যে বাবা এতে প্রবেশ করে ভারতকে কত সর্বোচ্চ মুকুটধারী বানিয়ে দেয় । ভারতের কত সেবা করেন । বাবা বলছেন যে, তোমরা আমায় গ্লানিময় করে দাও । আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিই । তোমরা কত অপকার করে থাকো। রাবণ তোমাদের সব সুবুদ্ধি বন্ধ করে রেখেছে। মন্দ গতি হয়ে গেছে, তাই তো ডাকো পতিত পাবন আসুন । কত সহজ ভাবে বোঝানো হয়ে থাকে । তা সত্ত্বেও বাচ্চারা ভুলে যায় । যোগে না থাকলে ধারণা করা যায় না, এই জন্যই বাবা বলেন যারা বন্ধনে থাকে তারাই সব থেকে বেশি স্মরণ করে । শিববাবার স্মরণে অনেক সহন শক্তিও থাকে । ভারতবাসীদের মধ্যে যাঁরা দেবী দেবতা হবেন তাঁরা এখানেই আসবেন । আর্য সমাজীরা তো দেবি দেবতার মূর্তি মানেন না । ঝাড়ের পিছনে ডালপালার স্তূপ আছে, ২- ৩ জন্মও অনেক মুশকিলে হবে । অনেক লোকেরা ভাবে - বিকার বিনা দুনিয়া কেমন করে চলবে । আরে, দেবতাদের সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয়, তাই না । এটা তো কেউ জানেই না যে ওখানে বিকার তো হয় না । পূর্ব কল্পের লোকেরা ঝট করে বুঝতে পেরে যায় । গায়ন ও আছে ভগবানুবাচ — কাম মহাশত্রু । কিন্তু ভগবান কবে বলে ছিলেন তা কেউ জানে না । এখন তোমরা বাচ্চারা জগতজীত হচ্ছে। কিন্তু উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে । বাবা বলেন যে, গৃহস্থ সংসারে থাকলে কেবল মাত্র বুদ্ধি যোগ বাবার সাথে লাগাতে হবে । যখন বাবার হয়ে গেছে তখন তো বাবার সাথে ভালোবাসা রাখতে হবে । বাদবাকিদের সাথে কাজ কারবারের জন্য ভালোবাসা রাখতে হয় । বুদ্ধিতে এটা রাখতে হবে যে বেচারাদেরকে কেমন করে স্বর্গবাসী

বানানো যায় । সত্য পথে চলার যুক্তি বলতে হবে । ওই হলো দেহবোধের যাত্রা, যা কিনা জন্ম জন্মান্তর ধরে করে আসছে । এই হলো একমাত্র স্মরণের যাত্রা । এখন আমাদের ৮৪ জন্ম পুরো হলে আবার সত্যযুগের হিস্টি রিপট হতে হবে । পতিত যারা তারা ঘরে ফিরতে পারবে না । পবিত্র হবার জন্য পতিত পাবন বাবাকে চাই । যদিও সন্ন্যাসীরা পবিত্র হয় কিন্তু ফিরতে পারে না। সবাইকে নিয়ে যেতে পারেন একমাত্র বাবা । বাবা এসে সবাইকে রাবণের হাত থেকে মুক্ত করে দেন। সত্যযুগে দুঃখ দেবার মতো কোনো জিনিস নেই । নামই তো হলো সুখধাম । এটা হলো দুঃখধাম । ওইটা হলো ক্ষীরসাগর, আর এটা হলো বিষয় সাগর । এখন তো তোমরা জেনেছো যে স্বর্গে কত সুখে আরামে থাকা হয় । ক্ষীরসাগর থেকে বেরিয়ে বিষয় সাগরে কেমন করে আসবে, এটা কেউ জানে না । বাবা বোঝাচ্ছেন যে বাবার শ্রীমতে চলো তারপর সমস্ত দায়িত্ব ওনার । শ্রীমত বলেন, হ্যাঁ, যাও, বাচ্চাদের সামলাও । ওদের কাছে গুন গুন করতে থাকো, তাহলে কিছু না কিছু কল্যাণ তো হবেই । স্বর্গে তো পৌঁছে যাবে । বাবা এসে নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী বানান আগামী ২১ জন্মের জন্য । এটা তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। মানুষেরা তো কিছু জানে না । এরাও আগে কিছু জানতো না । যেমন ৮৪ জন্মগ্রহণের কাহিনী- "ততত্বম্"(তোমাদের ক্ষেত্রেও তাই)। তিনিও রাজযোগ শিখছেন । তোমরা হলে রাজ-ঋষি । ওরা হলেন হঠ যোগ ঋষি । তোমরা তো গৃহস্থ সংসারে থেকে রাজত্ব পেয়ে যাচ্ছে । তোমরা তো সব শরণাগতি পেতে এসেছো। এখন ভাবছো আমরা তো স্বর্গে বসে আছি । দুনিয়ায় তো আছে মায়া রূপী পাশ্প । যতক্ষণ না পর্যন্ত নরকের বিনাশ হবে ততদিন পর্যন্ত স্বর্গ কেমন করে হবে । মায়াবী পুরুষ এখানেই স্বর্গ ভেবে নেয় । নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করতে বাবাকে কত পরিশ্রমই না করেছেন । পুরো নরকবাসী, কেউ স্বর্গবাসী হয়ই না । বাবা কত ভালোবাসার সাথে বুঝিয়ে থাকেন । আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা রাবণের থেকে জিত প্রাপ্ত করলে তোমরা জগতজীত হয়ে যাবে । তার জন্য পুরো পুরি পুরুষার্থ করতে হবে । আচ্ছা - মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এমন কোনো কাজ করো না যাতে অসম্মানিত হতে হয় । শাস্তি পেতে হয় । মায়ার তুফানের পরোয়া না করে যতটা সময় পাওয়া যায় ততক্ষণই বাবাকে স্মরণ করতে হবে । একমাত্র বাবার সাথেই সত্যিকারের ভালোবাসা রাখতে হবে ।

২) নিজের উচ্চ গতি প্রাপ্ত করার জন্য (to reach an elevated state) সত্য (true) বাবার প্রতি সং থাকতে হবে । কোনো কথা লুকোবে না ।

বরদান :- সাক্ষীভাবের সিটে (আসনে) থেকে হয়রান (distress) শব্দকে সমাপ্ত করে মাষ্টার ত্রিকালদর্শী ভবঃ!

এই ড্রামাতে যা কিছু হয় সে সবের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যিনি সমঝদার তার মনে কেন, কি এই সব প্রশ্ন উঠবেই না । লোকসানেও কল্যাণকর কিছু থেকে থাকে । বাবার সাথে আর বাবার হাত থাকলে অকল্যাণকর কিছু হতে পারে না । এইরকম সম্মানীয় সিটে বসে থাকলে কোনো সমস্যা

হতে পারে না । সাক্ষীদ্রষ্টার সিট সমস্যা(হয়রানি) শব্দটাকে সমাপ্ত করে দেয়। সেইজন্য ত্রিকালদর্শী হয়ে প্রতিজ্ঞা করে যে না হয়রান হবো, না কাউকে হয়রান করবো ।

স্লোগান :- নিজের সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়কে নির্দেশ অনুযায়ী চালানোই হলো স্বরাজ্য অধিকারী হওয়া।

" মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান ধন দান করার জন্য বিচার সাগর মন্থন করো , এই জ্ঞান দান করার উত্সাহ থাকলে মন্থন চলতেই থাকবে । "

প্রশ্ন :- এই জ্ঞান মার্গে সর্বদা নিজেকে শক্তিশালী রাখার সাধন কি ?

উত্তর :- এই জ্ঞান মার্গে সর্বদা নিজেকে স্বাস্থ্যবান রাখতে বাবার থেকে তোমরা যে জ্ঞানের ঘাস (মুরলী) পেয়েছো , তা খেয়ে পরিপাক করতে হবে অর্থাৎ জ্ঞান মন্থন করতে হবে । যেসব বাচ্চাদের মন্থন করার অর্থাৎ হজম করার অভ্যাস আছে , তারা কখনও অসুস্থ হয়না । সেই সর্বদা সুস্থ থাকে যার মধ্যে কোনও বিকারের রোগ থাকে না ।

গীত :- তুমি প্রেমের সাগর , আকুল হয়েছি তোমার থেকে একবিন্দু পাব বলে

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গান শুনেছে । দুনিয়ার মানুষ যেসব গান বানায় , যে সকল শাস্ত্র পাঠ করে শোনায় , সেসব কিছুই বুঝতে পারে না । যা কিছুই তারা পড়ে বা জেনে এসেছে তাতে কারও উপকার হয়নি বরং অপকারই হয়ে এসেছে । সবার কল্যাণকারী, একমাত্র ঈশ্বর । তোমরা বুঝতে পারছ আমাদের কল্যাণকারী বাবা এসেছেন । তিনি আমাদের কল্যাণের পথ বলে দিচ্ছেন । বিশেষত তোমাদের , ভারতবাসী বাচ্চাদের আর সাধারণভাবে সারা দুনিয়ার কল্যাণকারী একমাত্র শিববাবা । সত্যযুগে তোমাদের সকলের সবরকম সুখ সুবিধা ছিলো , তোমরা সবাই ছিলে সুখধামে আর বাকিরা সকলে ছিল শান্তিধামে । এই কথা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে কিন্তু তারা এই পয়েন্ট ভুলে যায়, তাই পুরো ধারণা করতে পারে না । যদি একটা পয়েন্টের উপর তোমরা বিচার সাগর মন্থন করো তাহলে এমন হবে না , জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে যে বুদ্ধি থাকে আজকালের মানুষের মধ্যে সেই বুদ্ধি থাকে না । গরু যখন ঘাস খায় , তখন তা সারাদিন জাবরও কাটে । তোমরা এখানে জ্ঞানের ঘাস পাও । যোগ আর জ্ঞান । এর উপর দিনভর বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । যাদের সেবা করার কোনো উত্সাহ থাকে না, তারা বিচার সাগর মন্থন করে কি করবে । যাদের কোনও উত্সাহ থাকেনা তারা কিছু করতেও চায়না । কারও আবার জ্ঞান ধন দান করার খুব উত্সাহ থাকে । মানুষ গোশালায় গিয়ে গরুকে ঘাস ইত্যাদি খেতে দেয় । এই কাজও তারা পুণ্য বলে মনে করে । বাবা তোমাদের এই জ্ঞানের ঘাস খাওয়াচ্ছেন । এই বিষয়ের উপর যদি বিচার সাগর মন্থন করতে থাকো তাহলে খুশীতে থাকতে পারবে আর সেবারও উত্সাহ থাকবে । কেউ লোটা ভরে নেয় অথবা ফোঁটামাত্রও যদি এই জ্ঞান ধন নিতে পারে, তাহলে সেও স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত হতে পারে । স্বর্গের দ্বার খোলার সময় আসন্ন । বাস্তবে এই জ্ঞান সাগর আত্মস্থ করতে হবে । কেউ এই জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে গ্রহন করতে পারে কেউ আবার এক ফোঁটা , তবুও তারা স্বর্গে যেতে পারে । আর যত ধারণ করবে ততই উঁচু পদ পাবে । এক ফোঁটা গ্রহন করলেও তোমরা স্বর্গে যেতে পারো । যখন কেউ মারা যায় তখন তার মুখে এক ফোঁটা গঙ্গাজল দেওয়া হয় । কোনও কোনও বাড়িতে সকলে গঙ্গা জলই পান করে । তারা কত গঙ্গা জল পান করতে পারবে ? গঙ্গা সবসময় বয়ে চলেছে । তাকে কেউ গিলে নিতে পারে না । তোমাদের মহিমাও গাওয়া হয় যে - সম্পূর্ণ সাগরও তোমরা পান করেছিলে । যারা জ্ঞান সাগরের কাছাকাছি আসে এবং সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে তারা রুদ্রমালায় গ্রথিত হয় । এই জ্ঞান যত গলাধঃকরণ করবে এবং অন্যের কল্যাণ করবে ততই উঁচু পদাধিকারি হবে । তোমরা যত ধারণ

করবে তোমরা তত খুশীও থাকবে। ধনবান মানুষ খুব খুশীতে থাকে তাই না। যার কাছে অগাধ ধন সম্পত্তি থাকে এবং তা দান করে অথবা কলেজ প্রতিষ্ঠা করে, তীর্থযাত্রীদের জন্য ধর্মশালা বা মন্দির ইত্যাদি বানায় তারা এর জন্য অতীব খুশী অনুভব করে। এখানে তোমরা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন পাও। তোমরা ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী ধন ভাণ্ডার লাভ করো। যারা খুব ভালোভাবে এই জ্ঞান ধারণ করে তারপর এই জ্ঞানের দান করে, তারা খুব ভালো পদের অধিকারী হয়। কোনো কোনো বাচ্চারা বাবাকে লেখে - বাবা, আমাদের মন চায় চাকরী ছেড়ে এই রুহানী সেবায় লেগে যাই। প্রোজেক্টর এবং প্রদর্শনী নিয়ে ঘুরে ঘুরে সকলের কাছে এই জ্ঞান ধন বিতরণ করি। যদি একজনও কেউ ফোর্টামাত্র এই জ্ঞান আহরণ করতে পারে তাহলে সেও লাভবান হবে। এই সেবায় আমি অনেক উত্সাহ বোধ করি বাবা। প্রত্যেকের অবস্থা বাবা বিলক্ষণ জানেন। এই সেবার সাথে সাথে তোমাদের গুণও ধারণ করতে হবে। তোমাদের ক্রোধ বা ভুল চিন্তা ভাবনা আসা উচিত নয়। বিকারের কোনো রোগই তোমাদের থাকা উচিত নয়। জ্ঞানে তোমাদের শক্তিশালী হওয়া চাই। যার মধ্যে বিকার কম, বাবা তাকে বলেন সুস্বাস্থ্যবান। বাবা তার মহিমাও করেন। ভালো ভালো মহারথীদেরও মহিমা করা হয়। অসুর আর দেবতাদের লড়াইও দেখানো হয়েছে এবং সেখানে দেবতাদের জয় হয়েছে। এখন আমাদের লড়াই কিন্তু 5 বিকাররূপী অসুরের সাথে। অন্য ধরনের মানুষ কিন্তু অসুর নয়, যাদের মধ্যে আসুরিক স্বভাব আছে তাদেরই অসুর বলা হয়। একনম্বর আসুরিক স্বভাব হলো কাম বিকারের, তাই সন্ন্যাসীরাও একে ছেড়ে পালাতে চায়। এই আসুরী অপগুণ ছাড়তে অনেক পরিশ্রম লাগে। তোমাদের গৃহস্থ জীবনে থেকেই এই আসুরী স্বভাব ত্যাগ করতে হবে। পবিত্র হতে পারলে মুক্তি আর জীবনমুক্তি পাওয়া যাবে। এ কত বড় প্রাপ্তি। সন্ন্যাসীরা তো ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যায় অথচ প্রাপ্তি কিছুই হয় না। এই ছবিতে কত ভালো ভালো কথা বোঝানো আছে। দুনিয়ার মানুষ তাদের ছবির প্রদর্শনী করে। শুধুমাত্র এই ছবি দেখার জন্য কত লোক আসে। এতে লাভ কিছুই হয় না। আর এখানকার এই ছবিতে কত জ্ঞানের কথা আছে, এর থেকে তোমাদের অনেক লাভ হয়। এখানে আর্টের কোনো কথা থাকে না। যারা বানায় তাদেরও কোনও কৌশল থাকে না। আর দুনিয়ার লোকের বানানো ছবিতে তাদের নাম লেখা থাকে। যারা আর্টিস্ট তারাও অনেক পুরস্কার পায়। কেউ কেউ এতটুকু তো বোঝে যে বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। এইটুকু বললেই প্রজা হতে পারবে। প্রজা তো অনেক তৈরী হয়। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। এই জ্ঞানমাত্রটুকুও যদি কেউ পায় তাহলে স্বর্গে যাওয়ার অধিকারী হয়। তোমরা বোঝো যে প্রদর্শনী, মেলাতে অনেকের কল্যাণ হয়। ঈশ্বর তো কল্যাণকারী। তোমাদেরও এখন কল্যাণ হচ্ছে। কিন্তু এতেও তোমরা বিচার সাগর মন্বন করতে থাকো। স্মৃতিতে যদি এই কথা আনো তাহলে অনেক লাভ হবে। উল্টো পাল্টা কথা এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দেওয়া উচিত। বাবা বলেন যে আমি তোমাদের খুব ভালো কথা শোনাচ্ছি। এক নম্বর মুখ্য কথাই হলো - যে কোনো মানুষকেই বাবার পরিচয় দাও। সকলকে বলো, এক বাবাকেই স্মরণ করো, তিনিই হলেন সবকিছু। ভক্তি মার্গে এমন অনেক ভক্ত আছে। তাদের বলো, তোমরা তো এই ভক্তি খুব ভালোভাবে করো। তোমরা আঙুল দিয়েও ইশারা করে বলো যে সবকিছুই পরমাত্মা করেন। তিনি সবার কল্যাণকারী এবং তিনি ওপরে থাকেন। তোমরা আত্মারাও তো ওখানেই থাকো। এই সমস্ত জ্ঞানের কথা তোমরা এখন বুঝতে পারছো। বাবা বলেন, বাচ্চারা এখন তোমাদের এই কাপড় (শরীর) নষ্ট হয়ে গেছে। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে তোমাদের এই বস্ত্র বা শরীর কত সুন্দর ছিলো। এখন এই নষ্ট কাপড় কতদিন পড়বে। কিন্তু এই কথা কেউই বুঝতে পারে না। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে - এই জ্ঞানদাতা একমাত্র বাবা। তিনি হলেন সাগর। যে সাগর সম্পূর্ণ

পান করতে পারে - সেই বিজয় মালার দানা হয়ে যায়। সে সবসময় এই সেবাকাজের জন্য তত্পর থাকে। বাবা আসেনই এই রুদ্র মালা বানাতে। তারপর সকলকে ফিরে যেতে হবে। যেখান থেকে তোমরা এসেছো নশ্বর অনুসারে আবার সেখানেই তোমরা ফিরে যাবে। আগে বা পিছে কিন্তু যাওয়া যাবে না। কোনো নাটকে কোনো অভিনেতার অভিনয় তার সময় অনুযায়ী হয়। আর এই বিশ্ব নাটকে যে সব অভিনেতারা আছে তারা তাদের নশ্বর অনুসারে নিজের - নিজের সময় অনুযায়ী আসতে থাকবে। এইভাবেই এই বেহদের নাটক তৈরী হয়েছে। ব্রহ্ম তে আমরা আত্মারা বিন্দু রূপে থাকি। সেখানে আর অন্য কি হবে। কোথায় বিন্দুরূপী আত্মা আর কোথায় এতো বড় শরীর কত তফাত। আত্মা কত অল্প জায়গা নেয়। আর ব্রহ্ম মহতত্ত্ব কত বড়। যেমন মহাকাশের কোনো শেষ নেই, তেমনি ব্রহ্ম মহতত্ত্বেরও কোনো শেষ নেই। মানুষ কত চেষ্টা করে এর শেষ খুঁজে পাবার জন্য, কিন্তু মাথা খুঁড়লেও এর শেষ মানুষ খুঁজে পায় না। এমন কোনো জিনিসই নেই যাকে ধরে এর পার পাওয়া যাবে। সায়েন্সের কত জেদ বার করার কিন্তু কিছুই লাভ নেই। এই কথা মানুষ শুনেছে না - আকাশই আকাশ, পাতালই পাতাল। মানুষ ভাবে যে চাঁদে নতুন দুনিয়া হবে। এও নাটকে তাদের পার্ট আছে। এতেও কিছুই লাভ নেই। বাবা এসেই আমাদের নতুন বিশ্বের মালিক বানান। তাতেই আমাদের কত লাভ। বাকি চাঁদেই যাও আর ছু মন্ত্র দিয়ে ভূতই বের করো এতে কি লাভ। এখন আমরা বেহদের বাবার থেকে বেহদের বর্ষা বা সম্পত্তি নিচ্ছি। কল্প কল্প এই সম্পত্তি আমরা নিয়ে এসেছি। এই পৃথিবীর ইতিহাস আর ভৌগলিক অবস্থান রিপোর্ট হতে থাকে। এই চক্রও বারে বারে ফিরতে থাকে। এই দুনিয়াতে প্রথমে একমাত্র ভারতই ছিলো। ভারতবাসীরাই এই বিশ্বের মালিক ছিলো। সেখানে দেবতাদের অন্য কোনো খণ্ডের কথা মনেই থাকে না। এতো পরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন নতুন ধর্মস্থাপক এসে তাদের নিজেদের ধর্ম স্থাপন করেন। তারা তো কোনো সঙ্গতি করান না কেবলমাত্র ধর্মস্থাপন করেন। তাদের কি আর গায়ন হবে। তাঁরা মুক্তিধাম থেকে আসে তাঁদের অভিনয় করার জন্য। মানুষ বলে যে তাঁরা মোক্ষ পাবার জন্য এসেছে। মানুষ বলে যে, তাঁরা এই অবগমনের চক্রে কেন আসে! কিন্তু এই চক্রে তো আসতেই হবে। পুনর্জন্ম তো নিতেই হবে আবার ফিরেও যেতে হবে। এ হলো পূর্ব নির্ধারিত একটি নাট্যচক্র। লাখো বছরের নাটক তো আর হয় না। এ হলো প্রকৃতির অনাদি নাটক, একে বলা হয় ঈশ্বরের আশ্চর্য অনাদি সৃষ্টি। রচনা আর রচয়িতার এই আশ্চর্য অনাদি সৃষ্টিকে জানতে হবে। এমন কোনো মানুষই নেই যারা এই সৃষ্টিচক্রকে জানবার জন্য বসে বসে পুরুষার্থ করে। এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ফিরছে এই খেয়াল তাদের আসেই না। সবথেকে পুরোনো ছবি হলো শিবলিঙ্গের। ঈশ্বর এসেছেন তাই তাঁর স্মরণে এই লিঙ্গ বানানো হয়। প্রথমে যখন শিবের পূজা শুরু হয়েছিলো তখন হীরের লিঙ্গ বানানো হতো। তারপর যখন ভক্তি রজো এবং তমো হয়ে যায় তখন পাথরের লিঙ্গও বানানো হয়। শিববাবা তো হীরের নয়। শিববাবা হলেন এক বিন্দুরূপ, পূজা করার জন্য মানুষ তাঁকে বড় বানায়। তারা ভাবে যে আমরা হীরের শিবলিঙ্গ বানালাম। সোমনাথের এতো বড় মন্দিরে যদি একটা বিন্দু রাখা হয় তাহলে মানুষ বুঝতেই পারবে না। বাবা বোঝান যে - ভক্তিমার্গে কি কি না হয়। বিজ্ঞানীরা তো আবিষ্কার করতেই থাকে। কত ভালো ভালো জিনিস তারা আবিষ্কার করে। বিনাশ হওয়ার জন্যও তারা আবিষ্কার করতে থাকে। আগে কি বিদ্যুতের আলো ছিলো? তখন মাটির প্রদীপ জ্বালানো হতো। বাবা বোঝান যে মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা অল্পেই খুশী হয়ে যেও না। এই জ্ঞান ভালো করে ধারণ করার জন্য জ্ঞান সাগরকে পান করো। যারা এই সেবাকাজ ভালোভাবে করবে তারা খুব ভালো পদ পাবে। দিনভর যেন তোমাদের খুশির পারা উঁচুতে থাকে। এই দুনিয়া হলো ছি - ছি। এখন এখান থেকে যেতে হবে। পুরোনো দুনিয়া তো শেষ হয়েই যাবে। তার জন্য প্রস্তুতিও চলছে। অল্প দিনই

বাকি আছে , এই সময়ের মধ্যে তোমাদের কত সার্ভিস করতে হবে । কেবলমাত্র ভারতেই নয়, বিলেতের বিভিন্ন জায়গায় তোমাদের ঘুরতে হবে । কাগজের দ্বারা বিলেতের বিভিন্ন কোণে পর্যন্ত খবর পৌঁছে যাওয়া চাই । এই সিঁড়ির ছবি দেখে সবাই চট করে বুঝতে পারবে । বাবা আসেনই বাচ্চাদের আবার নতুন করে স্বর্গবাসী বানানোর জন্য । বরাবর লক্ষ্মী নারায়ণ এই ভারতেই রাজত্ব করে গেছেন । ভারত প্রাচীন দেশ এই মহিমাতো অনেক আছে । অনেকেই এই মহিমা করে যে ভারত এমন ছিলো , ভারতে এমন পবিত্র দেবীরা ছিলেন । তোমরা জানো যে আমরা বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ পাই । বাবা খুবই সাধারণভাবে আমাদের পড়ান । দেখানো হয় যে দ্রৌপদীর পা টিপে দিয়েছিলো কিন্তু এমন কিছুই হয় নি । বাবা বলেন যে বাচ্চারা ভক্তি মার্গে ধাক্কা খেতে খেতে তোমরা পরিশ্রান্ত হয়ে গেছো । এখন আমি তোমাদের সেই ক্লান্তি দূর করছি । তোমরা হোঁচট খেতে খেতে পতিত হয়ে গেছ । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের এই ক্লান্তি দূর করছি । এরপর তোমরা কখনোই আর দুঃখের মুখ দেখবে না । সামান্যতম দুঃখও তোমাদের জীবনে থাকবে না । আর বাদবাকি তোমাদের পুরুষার্থ করে তোমাদের উঁচু পদ পেতে হবে । ভালো পদ পেলে তোমরা তো এই কথাই বলবে যে - পূর্বজন্মে কোনো ভালো কাজ করেছিলাম । এই ধরনের গায়ন তো আছেই । কিন্তু কেউই জানে না যে , এরা কবে পুরুষার্থ করে এই পদ পেয়েছিলো । এখন বাবা তোমাদের এই ধরনের কাজ শেখাচ্ছেন । বাবা তোমাদের বলছেন , ভালো কাজ করে তোমরা উঁচু পদ পাও । এখানে মানুষের কর্ম বিকর্ম হয়ে যায় । সেখানে তো স্বর্গ । তাই সেখানে কর্ম অকর্ম হয়ে যায় । এখানকার এই জ্ঞান ওখানে থাকে না । বাবা বলেন যে - কর্মের গতি আমি জানি । এই সময় তোমরা যে ভালো কাজ করবে তার ফল তোমাদের ভালোই হবে । এ হলো কর্মক্ষেত্র । কেউ কেউ খুব ভালো কাজ করে । আবার কেউ কেউ আছে যাদের সার্ভিসের নেশা লেগে থাকে । বাবাকে তোমরা জিজ্ঞেস করো যে আমাদের মধ্যে কোনো খামতি আছে কি ? না , সার্ভিস যতটা করতে পারবে ততটাই করবে । আসতে আসতে এই সেবা বৃদ্ধি পেতে থাকবে । যারা সেবা করবে তারাও আসতে আসতে এগিয়ে আসবে । মনে তোমাদের এই আশ্বাস আছে যে - আর অল্প কিছুদিন বাকি আছে । এখন এমন পুরুষার্থ করতে হবে যাতে ওখানেও উঁচু পদ পাওয়া যায় । বাবা এই জ্ঞানের ঘাস খাওয়ান, বলা হয় যত এর মন্বন করবে তত ধারণা পাকা হয়ে যাবে । খুশীর পারদও চড়তে থাকবে । অনেক সেবা করতে হবে, অনেককে খবর দিতে হবে । তোমরা পয়গম্বরের বাচ্চা পয়গম্বরের । একদিন বড় কাগজেও তোমাদের ছবি বের হবে । বিদেশেও তো এইসব ছবি যায় । ছবি দেখেই বুঝতে পারবে এই জ্ঞান গড ফাদারই দিয়েছেন । বাদবাকি "মনমনাভব" হবার জন্যই পরিশ্রম করতে হবে । ভারতবাসীরাই এই পরিশ্রম করে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে/হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

- 1) বাবা যে ভালো ভালো কথা তোমাদের শোনান, তার উপর বিচার সাগর মন্বন করে অনেকের কল্যাণকারী হতে হবে । উল্টো - পাল্টা কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দিতে হবে ।

2) কোনো আসুরিক স্বভাব থাকলে তা ত্যাগ করতে হবে । বাবা যে জ্ঞানের ঘাস খাওয়ান তা সবসময় মন্থন করতে হবে ।

বরদান :- লাইট হাউসের স্থিতির দ্বারা পাপ কর্মকে সমাপ্ত করে পুণ্য আত্মা হও । যেখানে লাইট থাকে সেখানে কোনো পাপ কর্ম হয় না । তাই সর্বদা লাইট হাউসের স্থিতিতে থাকলে মায়া কোনো পাপ কর্ম করাতে পারবে না, সর্বদার জন্য পুণ্য আত্মা হতে পারবে । পুণ্য আত্মা সংকল্পেও কোনো পাপ কর্ম করতে পারে না । যেখানে পাপ হয় সেখানে বাবার স্মরণ থাকে না । তাই দৃঢ় সঙ্কল্প করো যে আমি পুণ্য আত্মা, পাপ আমার সামনে আসতেই পারবে না । স্বপ্ন বা সংকল্পেও কখনও পাপকে আসতে দিও না ।

স্লোগান :- যে জীবনের প্রতিটি দৃশ্যকে সাক্ষী হয়ে দেখতে পারে, সেই সর্বদা হাসিমুখে থাকতে পারে।

"মীঠে বাচ্চে - সকাল সকাল উঠে বাবাকে স্মরণ করো তো সতোপ্রধান হয়ে যাবে , অমৃতবেলার সময় হল খুব ভালো সময় "

প্রশ্ন : আঞ্জাকারী বাচ্চাদের প্রমাণ চিহ্ন কি ?

উত্তর : আঞ্জাকারী বাচ্চারা - উঁচু থেকে উঁচু বাবার মহাবাক্য গুলি শিরোধার্য করে রাখবে অর্থাৎ নিজের জীবনে ধারণ করবে । তাদের চলন হবে খুবই রয়্যাল । তারা হবে খুবই ধৈর্যশীল । বিশ্বের মালিক হওয়ার গুপ্ত নেশা থাকবে। আঞ্জাকারী বাচ্চারা এমন কোনো কাজ করবে না, যার দ্বারা বাপদাদার ইনসাল্ট হয় । ইনসাল্ট বা অবজ্ঞা করে যে বাচ্চারা তারা অনেক ডিসসার্তিস করে। আঞ্জাকারী বাচ্চারা সর্বদা ফলো ফাদার করে , কখনও উল্টো কাজ করে না।

গান : ছোড় ভি দে আকাশ সিংহাসন, ইস ধরতি পর অব আ যা রে.....
(ছেড়ে দাও এবার আকাশের সিংহাসন....)

ওমশান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা গানের দুটো লাইন শুনল। এখন বাচ্চারা এর অর্থ তো বুঝেই গেছে যে বাবা এখানে আছেন। বাবা বসে রাইট কথা বোঝাচ্ছেন কেননা প্রতিটি কথা মানুষ যা বলে জ্ঞানের বিষয়ে বা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের বিষয়ে সেসব কথা হল ভুল। এবারে গানের কথাগুলো শুনলে - ছেড়ে দাও আকাশ সিংহাসন ... কিন্তু আকাশ সিংহাসন হল কি , সেটা কেউ জানেনা । পতিত-পাবনকে তো আসতেই হয় । কেউ বলে ভগবান নেই। কেউ বলে সবই হল ভগবান । আসবে কেন ? এই কথাতো তোমরা জেনেছো যে ভগবান এসেছেন তাই ভক্তিমার্গের গান ইত্যাদি আর শুনতে ভাল লাগেনা। পতিত-পাবন এসে নিজের পরিচয় দিয়ে রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন । বাকি দুনিয়ায় এই কথা কেউ বুঝতে পারেনা। এখানেও বিভিন্ন মতের মানুষ আছে। তারা বলে মানুষ পবিত্র হবে এইরকম হতে পারেনা। তাও যতক্ষণ না ভগবান আসছেন ততক্ষণ কেউ পবিত্র হবে কিভাবে । পরমাত্মাই এসে শিক্ষা দেন আর প্রলোভন দেন যে এই পড়াশোনায় প্রাপ্তি হল বিশাল । তোমরা জানো যে বাবা বলেন - আমার হয়ে শ্রীমতে না চললে সাজা খেতে হবে। যেমন পিতা আপন সন্তানের চলন ঠিক না থাকলে চড় লাগায় , এই বাবা মারেননা । শুধু বুঝিয়ে দেন রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা লিখেও হেরেছ । মানুষের এইকথা জানা নেই যে পবিত্র হওয়ার প্রাপ্তি কি ? পতিত কাদের বলে ? বাবা বলেন যে বিকারে ইনভল্ট (নিপ্ত হয়ে পড়ে) হয় তাকেই পতিত বলে। *মানুষ ভাবে বিকারের ত্যাগ হল ইম্পসিবল । বলো , দেবী-দেবতারা ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী । চিত্র দেখান উচিত। এইরকম নির্বিকারী দুনিয়া ছিল তাইনা । পবিত্রতা ছিল তাই ভারত সাহকার বা ধন-সম্পন্ন ছিল , শিবালয় ছিল। মানুষের এই চিন্তা হয় যে বিকার বিনে দুনিয়ার বৃদ্ধি হবে কি করে ? আরে সরকার হয়রান হয়ে যাচ্ছে যাতে জনসংখ্যা কমে তবুও প্রতি বছর মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কম হওয়া তো খুব মুশকিল । এখানে বেহদের বাবা বলছেন যদি তোমরা পবিত্র হবে তবে আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক করব আমি। আমদানি খুবই বিশাল । বাচ্চারা জানে বরাবর মায়াজিত হলেই আমরা জগৎজিত হব। রাবণকে হারিয়ে রামরাজ্য প্রাপ্ত

করব। সেখানে এই বিকার হয়না। তাদের তোমরা হারিয়েছ যে। এই কথা কেউ বুঝতে পারেনা , বলে বিকার ছাড়া দুনিয়া চলবে কিভাবে ! এমন এমন যে কথা বলে তখন বোঝা উচিত যে এরা আমাদের সনাতন ধর্মের নয়। যেখানেও তোমরা ভাষণ দাও তো বলা ভগবানুওয়াচ , ভগবান বলেন কাম হল মহাশত্রু , সেই শত্রুকে হারিয়ে তোমরা জগৎজিত হবে। বোঝান হল খুবই সহজ। কিন্তু তবুও তারা বুঝতে পারেনা অথবা যারা বোঝাচ্ছে তাদের বুদ্ধি নেই। বাবা তো বোঝেন যে বাচ্চারা টাকায় পাঁচ আনাও মুশকিলে শিখেছে অথবা নিজেরা পূর্ণ যোগী রূপে পরিণত হয়নি তাই শক্তি কম রয়েছে । স্মরণ দ্বারা-ই শক্তির প্রাপ্তি হয় , বাবা হলেন সর্বশক্তিমান অথোরিটি কিনা। যোগে থাকলে শক্তিও প্রাপ্ত করবে। অনেক বাচ্চাদের যোগ হল খুব কম। সত্যিটা কেউ লেখেনা । স্মরণের চার্ট নোট করবে সেটাতেও মুশকিল । টিচাররাই চার্ট রাখেনা তো স্টুডেন্টরা রাখবে কিভাবে । অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে যারা যোগে খুবই তীক্ষ্ণ । মুখ্য কথা হল বাবাকে স্মরণ করা। যোগ শব্দটি হল শাস্ত্রের । মানুষ শুনেই কনফিউজ হয়ে যায়। বলে যোগ শেখাও। আরে যোগ কি শিখতে হয় নাকি । সকালে উঠে নিজে নিজেই স্মরণ করতে হয় , এরজন্য টিচারের কি দরকার আছে যে বসে শেখাবে সেইজন্য স্মরণ করো বলাটাই হল ঠিক। যোগ শেখার কথা নয়। এই অভ্যাস করা উচিত । বাবা বলেন - নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো তো সতোপ্রধান হয়ে যাবে। অমৃতবেলায় স্মরণ করা হল শ্রেষ্ঠ । ভক্তিও সকালে উঠেই করে । ইনিও তো বাবাকে স্মরণ করেন। স্মরণ কেন করে ? কেননা বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত হয়। ভালাই ভক্তি মার্গে শিবকে স্মরণ করা হয় কিন্তু তারা এইকথা জানেনা যে ওঁনার কাছে প্রাপ্তি কি হয়। এইকথা শুধু তোমরা বাচ্চারা জানো। এখন বাবা শ্রীমত দিচ্ছেন যে নিজের কল্যাণ করতে আমারা স্মরণ করো। স্মরণ করলেই শক্তি অনুভব করবে। শক্তি দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। জ্ঞানের দ্বারা বিকর্মের বিনাশ হয়না। জ্ঞানের দ্বারা পদ প্রাপ্ত হয়। পতিত থেকে পবিত্র হওয়া যায় স্মরণের সাহায্যে । অনেক বাচ্চারা এই বিষয়েই ফেল করে। অনেক মহারথী বাচ্চারা মুশকিলে ৫ আনা স্মরণ করে। কেউ তো এক পয়সাও স্মরণ করেনা , এতেই পরিশ্রম বেশী লাগে। বোঝাতে শিখে যায় ঝট করে কিন্তু নৌকো তীরে আসবে যখন স্মরণে থাকবে। তখনই জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্ম বিনাশ হবে , তারপরেই পুণ্যাত্মা রূপে পরিণত হবে। বাবাকে ডাকা হয় - আপনি এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করুন। পবিত্র তো অনেকেই হয় কিন্তু উচ্চ পদের অধিকার বর্সারূপে সে-ই পাবে যে ভালরীতি স্মরণে থাকবে। তোমাদের থেকেও বাঁধেলিদের (বন্ধনযুক্ত আত্মা) স্মরণ হল প্রথর । স্মরণের দ্বারা-ই বিকর্মের বিনাশ হতে পারে। তো যখন কেউ বলবে যে পবিত্র থাকা অসম্ভব কথা , তখন তার সঙ্গে আর কথা বলাই উচিত নয়। নির্বিকারী ভারত ছিল তখন সতোপ্রধান ছিল , কিন্তু ধনী সাহকারদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান টিকবেনা কেননা পরিশ্রম তো হল স্মরণে ।

বাবা বলেন - গৃহস্থ থেকে সম্বন্ধ গুলির হিসেব শেষ করো বা তোড় নেভাও স্মরণের দ্বারা । বাস্তবে নিয়ম কায়দা হল খুবই কঠিন । তোমরা জন্ম-জন্মান্তরের পাপাত্মাদের দান করে পাপাত্মা রূপে পরিণত হয়েছে। এখন তোমরা পাপাত্মাদের ধন দান করতে পারবেনা , কিন্তু দাদার বর্সা আছে তো দিতে হয় তাই বাবা বলেন প্রথমে সব লৌকিক দায় মিটিয়ে সমর্পিত হও। এমনও কোটিতে কেউ হতে পারে। খুব কঠিন লক্ষ্য । ফলো ফাদার করতে হবে। নষ্টোমোহা হওয়া কোনো মাসীর বাড়ি যাওয়া নয় অনেক পরিশ্রম লাগে। বিশ্বের মালিক হওয়া ; খুবই বিশাল প্রাপ্তি । কল্প কল্প যারা বিশ্বের মালিক হয়েছে তারা-ই আবার হবে। ডামার রহস্য অল্পজনের বুদ্ধিতেই বসে। সাহকার বা ধনীদের উঠতে খুব মুশকিল হয়। গরীবরা চট করে বলে - বাবা এই সবকিছু হল আপনার

তারপর তাদের সার্ভিসও করতে হয়। পবিত্র হতে স্মরণও প্রয়োজন হয়। নাহলে সাজা খেতে হয়। সাজা খেলে পদ কম হয়ে যাবে। সাজা খায় তারা যারা স্মরণ করেনা। জ্ঞান যতই থাকুক তাতে বিকর্মের বিনাশ হয়না। কর্মভোগের সাজা খেয়ে পদ প্রাপ্ত করা - সে কোনো বর্সা প্রাপ্তি নয়। বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করতে বাবার আঞ্জাকারী হতে হবে। উঁচু থেকে উঁচু বাবার মহাবাক্য মাথায় তুলে রাখতে হবে। কৃষ্ণের আত্মাও এইসময় বর্সা প্রাপ্ত করছে। এই লক্ষ্মীনারায়ণের অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আমি পুনরায় তাঁদের পড়াশোনা করিয়ে বর্সা প্রদান করি। তোমাদের মধ্যেও অনেকে প্রিন্স-প্রিন্সেস হবে কিনা। রয়্যাল পরিবারের চালচলন খুবই ধৈর্য সম্পন্ন হয়। গুপ্ত রূপে নেশা থাকে। বাবা কত সাধারণ থাকেন। জানেন যে আর অল্প সময় আছে। আমায় তো বিশ্ব মহারাজার পদ প্রাপ্ত হবে। ইনিও পতিত ছিলেন। ইনি তো হলেন বাবার রথ তাইতো এই সন্দলী অর্থাৎ কাঠের তথতে বসতে হয়। নাহলে বাবা (শিববাবা) কোথায় বসবেন। ইনিও (ব্রহ্মাবাবা) তোমাদের মতন স্টুডেন্ট হলেন কিনা। পড়াশোনা করছেন। অনেক বাচ্চারা আছে যারা বাবাকে চেনে না। বাবার সাথে ধর্মরাজও আছে। বাবা বলেন আমার আঞ্জা না শুনলে, ইন্সাল্ট করলে ধর্মরাজ সাজা দেবে। ডাইরেক্ট আমার এবং আমার বাচ্চাদের তুমি অবজ্ঞা করো। বাবার একজনই সিকীলাধা বাচ্চা রয়েছে। স্নেহ তো আছেই। ঐনার অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবার ইন্সাল্ট করলে অনেক সাজা খেতে হবে। একটু বিপদ আসুক তারপরে দেখো কতজন পালায়। তোমরা সবাই পালিয়ে এসেছ, ইনি কোনোরকম জাদু করেননি। জাদুকর হলেন শিববাবা। অনেক আছে - যাদের এইটুকু ভাবনা নেই যে ঐনার মধ্যে শিববাবা আসেন। শিববাবার সামনে আমরা কিছু উল্টো কর্ম করলে বাবা বলবেন একেবারে অযোগ্য বাচ্চা। ঐনার মধ্যে ডবল আছে কিনা তাইতো টেলিগ্রামে লেখা থাকে - বাপদাদা। কিন্তু তবুও বাচ্চারা বোঝেনা বাপদাদা একত্রে থাকেন কিভাবে। বাবা, দাদার মারফত বর্সা প্রদান করেন। নিজে থেকেই কথা তোলা চাই। তোমরা জানো যে বাপদাদা হলেন কে? ভালাই কেউ জিজ্ঞাসা করুক তোমরা বাপদাদা কাকে বলো? বাপ-দাদা একজনের নাম হতে পারেনা। তো বাচ্চাদের যুক্তি সহকারে বোঝান উচিত। যখন তোমরা কাউকে বোঝাবে তখন তাদের বুদ্ধিতে বসবে যে শিববাবা দাদার দ্বারা বর্সা দিচ্ছেন। এখন বিনাশ তো হবেই। তার আগে রাজযোগ শেখাচ্ছেন, তোমরাও শেখো। অর্ধকল্প যে বাবাকে আহ্বান করেছ সেই বাবা এসেছেন নলেজ দিতে। তারা তবুও বলে যে বুঝবার সময় নেই। তাহলে বলা হবে তোমরা দেবীদেবতা ধর্মের নও। তোমাদের ভাগ্যে স্বর্গের সুখ নেই। বাকি এখানে কেউ মাথা ইত্যাদি নোয়ানোর প্রয়োজন নেই। সন্ন্যাসীদের চরণে মাথা নিশ্চয়ই নোয়াবে। এখানে সবকিছুই গুপ্ত রয়েছে কিনা। আগে ভবিষ্যতে অনেক প্রভাব দেখবে। সেইসময় অনেক ভিড় হবে। ভিড়ভাড়ে কত মানুষ মারা যায়। প্রধানমন্ত্রীর দর্শনে কত ভিড় অপেক্ষায় থাকে। এখানে কিভাবে গুপ্ত রূপে বসে রয়েছেন, বাচ্চাদের সঙ্গে। এখানে কাকে দেখবে? ঐনার বিষয়ে তো বলা হয়েছে জহুরী ছিলেন। শাস্ত্রেও রয়েছে - ব্রহ্মা দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা হয়েছে কিভাবে? বাবা বলেন - আমি ঐনার মধ্যে (ব্রহ্মা বাবার দেহে) প্রবেশ করে রচনা করি। এইকথাও লেখা রয়েছে কিন্তু পাথরবুদ্ধি হয়েছে তাই বুঝতে পারেনা। বাবা এসে বাচ্চাদের পতিত থেকে পবিত্রে পরিণত করে ট্রান্সফার করেন। বাকি কোনো নতুন রচনা থোরাই করেন। এই হল পতিতদের পবিত্র করার যুক্তি। বিরাট রূপের চিত্র হওয়া উচিত। চিত্র বড় সাইজের হলে বোঝাতে সহজ হবে। পাথরবুদ্ধি থেকে পারসবুদ্ধি করা, কোনো সহজ কথা নয়। কেউ তো একেবারেই অবাক চোখে দেখে চলে যায়। প্রজা হলে কিছুতো বুঝবে। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণ হয় দেবতা, হাম সো অর্থাৎ আমরাই সেই- এর অর্থ বাবা কত সহজ করে বুঝিয়েছেন। তারা বলে আত্মা হল পরমাত্মা। ব্যস্। এখানে তুমি জানো যে আমরা হলাম আত্মা। আমরা আত্মা প্রথমে ব্রাহ্মণ তারপর আমরাই দেবতা, ক্ষত্রিয়

..... রূপে পরিণত হই। আমরা কত বর্ণে পরিবর্তিত হই । ৮৪-র চক্রে পরিক্রমা করি। বাকি যারা পরে আসে তাদের আন্দাজ কত জন্ম হবে ! হিসাব করতে পারো। চিত্র বাবার পছন্দের মতন তৈরী করা উচিত। দু - চারটে ভাল বাচ্চা থাকা দরকার যারা চিত্র তৈরী করতে সাহায্য করবে। বাবা খরচ করতে রাজি , ধনের হাঁড়ি বাবা নিজেই ভরিয়ে দেবেন । বাবা বলেন মুখ্য চিত্র ট্রান্সলাইটের হওয়া উচিত । মানুষ দেখে খুশী হবে। সমস্ত প্রদর্শনীতে এমনই চিত্র থাকা উচিত। কিন্তু বাচ্চাদের দাঁড় করাতে বাবাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়।

বাবার স্মরণ হল মুখ্য । স্মরণের সাহায্যেই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র সৃষ্টির মালিক হয়ে যাবে। আর কোনো উপায় নেই। চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো। চক্রে স্মরণ করো । তোমার স্বভাব খুবই রয়্যাল হওয়া উচিত। চলতে চলতে কেউ লোভ , কেউ মোহের বশে বশীভূত হয়। কোনো বস্তুর প্রতি টান থাকলে , প্রাপ্তি না হলে রোগ ধরে যাবে। তাই সেইরকম কোনো অভ্যেস নিজের মধ্যে রাখবেনা । আচ্ছা ।

মীঠে মীঠে সিকীলাধে বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্ते ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :

১) নিজের কল্যাণ করতে হলে বাবার আঙা মানতে হবে। বাপদাদার অবজ্ঞা কখনও করা চলবেনা। কোনোরকম লোভ , মোহের অভ্যেস রাখবেনা ।

২) নিজের স্বভাব খুব রয়্যাল রাখবে। সকাল সকাল অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করার অভ্যেস করতে হবে।

বরদান : এক বাবার ভালবাসায় মগ্ন বা লীন থেকে সর্বদা চড়তি কলা বা আরোহী কলার অনুভবকারী সফলতার প্রতিমূর্তি হও (ভব)।

স্লোগান : যোগী তুমি আল্লা(যোগী আল্লা) হল সে - যে অন্তর্মুখী হয়ে লাইট মাইট (প্রকাশ ও শক্তি) রূপে স্থিত থাকে।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - অন্তরে ও বাইরে সৎ আর পবিত্র হও। এখন আর কোনও প্রকারের অশ্লীল-
নোংরা স্বভাব তোমাদের মধ্যে থাকা উচিত নয়।"

প্রশ্ন :- বাবার থেকে পুরোপুরি বর্সা পাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে কোন্ কোন্ ধারণার প্রতি
বিশেষ মনোযোগ রাখতে হবে ?

উত্তর :- (১) এই বিশেষ জন্মে বাবার সন্তান হয়ে এমন কোনও পাপ কর্ম করো না যেন - যার
কারণে তোমাকে শত-গুণ বেশী সাজা ভুগতে হয়। (২) বাবা যেমন অতি মিষ্ট স্বভাবের, তোমাদেরও
তেমনি বাবার মতনই মিষ্ট স্বভাবের হতে হবে, তাই মুখ থেকে যেন এমন কোনও কটু বচন না
বেরোয়, যা অন্যের দুঃখের কারণ হতে পারে। (৩) দুঃখ হর্তা - সুখ কর্তার সন্তান হয়ে সবার দুঃখ
দূর করতে হবে। মনসা-বচন-কর্মনার দ্বারা সবাইকে সুখ দিতে হবে। (৪) স্তুতি বা নিন্দা - উভয়
পরিস্থিতিতেই নিজেকে সমান রাখতে হবে।

ওঁম্ শান্তি ! সঙ্করবারকে বৃক্ষপতি বারও বলা হয়। বৃক্ষপতি বার অর্থাৎ বাবার দিন। অমাবস্যার
দিন তমসাস্থল্ল রাত পুরো হয়ে তারপর শুরু হয় দিনের। তখন থেকে চন্দ্রমাও উদয় হতে শুরু
করে। এই সময়ে লোকেরা মৃত ব্যক্তির (পিতৃপুরুষদের) আত্মাদের খাইয়ে-দাইয়ে তুষ্ট করে, যাতে
তাদের আর কোনও চাহিদা না থাকে। তাদের সবাইকেই তুষ্ট করা হয়। একবার সেই সময় তারা
যখন চলেই গেছে, তাদের আবার সেখান থেকে ডেকে আনার কি প্রয়োজন এই ঘোর রাত্রির অন্ধকার
জগতে। পদ্ধতিটা এমনই, যে একবার চলে গেছে, তার আত্মীয়-স্বজন ১২ মাস পরে তাকে আবার
(ডেকে এনে) খাইয়ে-দাইয়ে- সেই আত্মার সাথে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে হয়। কিন্তু তাকে
রাত্রির অন্ধকারে কেন ডেকে আনা হয়। যেহেতু, জাগতিক ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা এই আচার নিয়মের
প্রচলন করেছে, সেটাই পরম্পরায় চলে আসছে। তারাও দক্ষিণা ইত্যাদি পেয়ে আসছে। এটাই হলো
জাগতিক অমাবশ্যা। যেখানে বাবা আসেন বেহদের ঘোর অন্ধকারের অমাবশ্যাতে। বাবা এই সময়েই
আসেন, যখন অন্ধকারের অর্ধকল্প শেষ হয়, তখন। এরপর সত্যযুগে তো কেবল আলো আর আলোর
রোশনাই। সেখানে মৃত পিতৃপুরুষের আত্মাদের খাওয়ানো-দাওয়ানোর ব্যাপারই নেই। এই ব্যাপারটাই
বেহদের ঘোর তমসাস্থল্ল অন্ধকারের অমাবশ্যা। ব্রহ্মার রাত্রি অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরও রাত। তার
অবসান হলেই তো দিনের প্রকাশ। তাই সেই সময়ে সেখানে কেউ মৃত পিতৃপুরুষদের আত্মাদের
কোনও কিছু খাওয়ানো না। বাস্তবে সেখানে তো ব্রাহ্মণ-পুরোহিত বলে কিছু থাকেই না। তাই বলে
এমনও নয় যে সেখানে কারও মৃত্যুই ঘটে না। কিন্তু এই ধরনের আচার-নিয়মই থাকে না সেখানে।
জাগতিক এই দুনিয়ায় তো কত ধরনেরই ব্রাহ্মণ-পুরোহিত রয়েছে। তারাও সবাই চায়, একটাই বিশ্ব
-একটাই জাতি হোক। কিন্তু এখন যেখানে এত বিপুল লোকসংখ্যা, সেখানে একটাই জাতি হওয়া
সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, যখন সত্যযুগ ছিল, তখন কেবলমাত্র একটাই রাজ্য, একটাই রীতি-নীতি ছিল।
যা বাবা এসে স্থাপনা করে দিয়ে যান। সেখানে সবাই খুবই মিষ্ট স্বভাবের হয়ে থাকে। দুঃখের নাম-
গন্ধও থাকে না। কেউ কখনও কটু বচন বলে না, কোনও পাপকার্যও করে না। বর্তমানে যে
যেরকম পুরুষার্থ করবে, আগামীতে সেই অনুসারে তার পদের প্রাপ্তি ঘটবে, তবে তা হবে ক্রমিক
নশ্বর অনুসারেই। সেখানে কি কেউ চুরি-চামারি ইত্যাদি কুকর্ম করবে, --অবশ্যই না। যেহেতু তাদের
অন্তর ও বাহির সমান পরিস্কার থাকে। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ার লোকদের অন্তরে এক ভাব আর

বাইরে আরেক (অন্য) ভাব। একজন অপরজনের কতই না লোকসান করে থাকে। এই নোংরা স্বভাবগুলিই রাবণ রাজত্বের অমঙ্গলের কারণ। বাবা সেগুলিকে একেবারেই নিঃশেষ করে দেন। কিন্তু সব মানুষই তো মূর্ত্ত মধ্যেই সেই নোংরা স্বভাবকে পরিবর্তন করতে পারে না, তাতে সময় তো লাগবেই। যে যেরকম যোগের মধ্যে থাকতে পারবে, সে নিজেই নিজের প্রতিটি পদক্ষেপকে লক্ষ্য রেখে দেখতে পারবে যে আমি সেভাবে যোগের মধ্যে থাকছি কিনা এবং আমার দ্বারা কোনও পাপ কার্য তো হচ্ছে না। নিজে মিষ্ট স্বভাবের হয়ে, অন্যদেরকেও মিষ্ট স্বভাবের বানাতে হবে। কিন্তু আমি নিজেই যদি কটু স্বভাবের হই, তবে অন্যদের আর মিষ্ট স্বভাবের বানাবো কি করে ? এখানে তাদের মূর্ত্তেই তা প্রত্যক্ষ করা যায়, যাকে লুকানো সহজ নয়। বাবা বলেন, আমার বাচ্চা হবার পর, তারপর কোনও উল্টো-পাল্টা কাজ করলে, তখন তো খুব কঠিন সাজাই পেতে হবে। নিজেদের পদ-মার্যদাও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ভগবান স্বয়ং এখানে বসে তোমাদেরকে ঈশ্বরীয় পাঠ পড়াচ্ছেন- দেবতা বানাবার লক্ষ্যে। যেই দেবতাদের এত মহিমা কীর্তন করা হয়ে থাকে - সর্বগুণ সম্পন্ন অহিংসা পরম ধর্ম। হিংসা দু-প্রকারের। প্রথমতঃ কাম-বিকারের হিংসার জন্য মানুষেরা আদি-মধ্য-অন্ত পর্যন্ত দুঃখ পেয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ ক্রোধের বশে এসে একে অপরকে মারে, দুঃখ দেয় ও নিজেও দুঃখী হয়। তাই তো এখানে বাচ্চাদের শেখানো হয়, মনসা-বচন-কর্মনাতে এ ধরনের কোনও কার্য করো না। তোমাদের কারণে কেউ যেন কোনও প্রকারের দুঃখ না পায়। যেহেতু তোমরা দুঃখ হর্তা - সুখ কর্তার সন্তান। তাই সবাইকে সেই সুখের যুক্তির দিশা দেখাতে হবে, চেষ্টা করতে হবে, কিভাবে তোমরা তাদের দুঃখকে হরণ করে সুখ দেওয়াতে পারো। কৃত কর্মের হিসেব-নিকেশ তো মিটাতেই হবে সবাইকে। তাই বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, এই জন্মে তোমরা যা কিছু পাপ-কর্ম করেছো, তা বাবাকে বললে সেই পাপের বোঝা অর্ধেক কমে যাবে। কিন্তু এত জন্ম ধরে যে পাপ-কর্ম করে এসেছো, সেই বিশাল পাপের বোঝা তো রয়েছে মাথার উপর। তাই বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, এই জন্মে এমন কিছু করা উচিত নয়, যা পাপের কারণ হয়, যেহেতু এমনিতেই অনেক জন্মের জমা পাপকে ভুল করতে হবে যোগবলের দ্বারা। এই জন্মে বাবার বাচ্চা হয়ে, কোনও পাপ-কর্ম করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ হতে না পারলে বাবার বর্সা পাওয়া যায় না। আর ইনি হলেন বাপ এবং দাদা। ওনার থেকেই তোমারা বর্সা পেয়ে থাকো। এনার থেকে নয়। ইনি নিজে কিছুই বলেন না। ইনি তো কেবল রথ মাত্র। এনার থেকে তোমরা কিছুই পাও না। যদিও এই রথেরও মাহাত্ম্য আছে। যেমন হসেনেরও রথ বের হতো। তার ঘোড়াগুলিকেও কত সুন্দর ভাবে সাজানো হতো। এই রথ তো পতিত শরীরের। ইনিও কিন্তু সাজেন। উনি ওনার পুরুষার্থের গুণেই সেজে ওঠেন। এই নিমিত্তে বাবা এনাকে কোনও অনুগ্রহ করেন না। কখনও কখনও বাবা মজার ছলে বলে থাকেন - ওনার রথের ভাড়া তো উনিই পাবেন। কিন্তু, তোমাদের যেমন পুরুষার্থ করতে হয়, ওনাকেও তেমনি পুরুষার্থ করতে হয়। যদিও ভাড়া পাবার লালসা এনার নেই। এ নিয়ে তো বাবা কেবল মজাই করেন। আত্মাদের তো যোগবলের দ্বারাই সতোপ্রধান হতে হয়। যে যত বেশী পরিমাণে যোগ করবে, সে তত বেশী পবিত্র হতে পারবে আর অন্যদের সমানও হতে পারবে। তোমরা বাচ্চারা তো জানই, যে বাচ্চারা যত ভাল সেবা করতে পারে, তারা তত বেশী স্বনাম ধন্য হয়। বাবাও সেই সব বাচ্চাদের সেবা-কার্যে পাঠান। অতএব তোমাদের খুবই মিষ্ট স্বভাবের হতে হবে। কারও সাথেই লড়াই-ঝগড়া করা চলবে না। ব্রাহ্মণ হয়ে কটু বচন বললে, লোকে বলবে - এর তো এখনও ক্রোধের ভূত রয়েছে। তাই স্তুতি ও নিন্দায় সমান স্থিতিতেই থাকতে হবে তোমাদের। অনেকের মধ্যেই এই ক্রোধের ভূত থেকে যায়। তাই সে অতি সহজেই রেগে যায়। কারণ এমনটা এখনও হয়নি যে সবার ক্রোধ দূর হয়ে গেছে। যতক্ষণ না সম্পূর্ণতা আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ময়লা ধীরে

ধীরে কম হতে থাকবে। এমন একজনও নেই যে জোরের সাথে বলতে পারবে সে সব রকমের ক্রোধের থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। কারও মধ্যে কম আবার কারও মধ্যে বেশী আছে। কারও কারও আওয়াজ ও ধরণ আবার এরকম যে, কথা বললে মনে হবে, সে যেন ঝগড়া করছে। বাচ্চাদের তো অতি মিষ্ট স্বভাবের হওয়া দরকার। এখানেই তো তোমাদের সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। বিকার তো অনেক প্রকারের হয়। ক্রোধ করা, মিথ্যে বলা এগুলি সবই বিকার। তাই তো বাবা জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, এখন যদি তোমরা কোনও বিকর্ম করো, তবে অনেক বেশী সাজা ভুগতে হবে তোমাদের। যেহেতু ওখানে দন্ড দেন ওনার সহযোগী -ধর্মরাজ। এখানে তো তোমরা প্রত্যক্ষ্য ভাবে শাস্তি পেয়ে থাকো। কিন্তু ধর্মরাজের সাজা হয় গুপ্ত ভাবে। যেমন, আত্মারা গর্ভ-জেলের সাজা ভুগে থাকে। কারও আবার অসুখ-বিসুখের সাজা ভুগতে হয়, যাকে কর্মভোগ বলা হয়। আত্মারা সাজা পেয়ে থাকে ধর্মরাজের দ্বারাই। পূর্ব কর্মের সাজাও ভুগতে হয়। তার সাথে বর্তমানেরটাও ভুগতে হতে পারে। এছাড়া গর্ভ-জেলের সাজা তো পেতেই হয়। যদিও তা গুপ্ত সাজা। ধর্মরাজ তো তার ধর্মপূরীতে কোনও সাজা দেন না। এই দুনিয়ায় তো শরীরের দ্বারা সাজা ভুগতে হয়। বাবা এসে আমাদেরকে সেই সাজা থেকে মুক্ত করান। পরমপিতা পরমাত্মা আর ধর্মরাজ বাবা দুজনেই হাজির এখন। যেহেতু বর্তমানের এই বিনাশের সময়কালে সবারই হিসেব-নিকেশ পুরো করতে হয়। তাই প্রত্যেকেরই বিচার হয়ে থাকে। এটাও অবিনাশী নাটকে পূর্ব নির্ধারিত। যা একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো। অতএব তোমাদের সম্পূর্ণ তো হতেই হবে। তাই এখন থেকে আর কোনও পাপ-কর্ম কোরো না। যতটা পারবে বেশী করে নিজের কল্যাণের লক্ষ্যে পুরুষার্থ করতে থাকো। এ ভাবেই কল্প-কল্পান্তর ধরে চলে আসছে। লোকেরা জাগতিক যে পাঠ পড়ে, তা কেবল মাত্র এক জন্মের জন্য। আবার নতুন জন্মে নতুন করে অন্য যা কিছু পড়তে হয় তাদের। কিন্তু এই ঈশ্বরীয় পাঠ, যা মাত্র এই জন্মেই পড়ার সৌভাগ্য হয়, আর তা ২১ জন্মের জন্য। কারণ, অবিনাশী বাবা যে এই অবিনাশী পাঠ পড়িয়ে থাকেন, যার ফলে ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী পদেরও প্রাপ্তি ঘটে। যেহেতু বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্য সেই বর্সার প্রাপ্তি ঘটে। বাচ্চারা তোমরা তো জানো, বর্তমানের জগৎটা তো পুরানো দুনিয়া। কিন্তু নতুন দুনিয়ায় একমাত্র ভারত-খন্ডেরই অস্তিত্ব থাকে। চক্রের নিয়মে তা আবার ঘুরে আসবে। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হলেই পুরোনো দুনিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হবে। এ তো কথিতই আছে, পরমপিতা পরমাত্মা এসে ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়া স্থাপন করান। যে কার্যে প্রয়োজন ব্রাহ্মণদের। আর তাদের তো অবশ্যই যেমন পবিত্র হতে হবে তেমনি রাজযোগও শিখতে হবে। তাই আমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারিরা পবিত্র থেকে পবিত্রতর হচ্ছি। বাবা কিন্তু ঘর-বাড়ী ত্যাগ করতে বলেন না। উনি বলেন সংসার-গৃহস্থালী ব্যবহারে থেকেই কমল (পদ্ম) ফুলের মতন থাকতে হবে। এই "বাপদাদা" নামটাও খুব সুন্দর। দাদার (ব্রহ্মার) থেকেই বর্সার প্রাপ্তি ঘটে। যিনি পদ মার্যদায় উঁচু থেকেও অনেক উচ্চ স্তরের। এই ব্রহ্মাও একদা কখনও পতিত-অপবিত্র ছিলেন। আবার তিনিই কিন্তু ছিলেন সর্ব প্রথম শ্রেষ্ঠাচারী পূজ্য মহারাজা। অবশেষে উনিও পতিত-অপবিত্রে পরিণত হন। এটাই ওনার অন্তিম জন্ম। বর্তমানের এই দুনিয়াতে এমন একজনও নেই যাকে পবিত্র পাবন বলা যেতে পারে। নতুন দুনিয়াতে কেউ বাবাকে ডাকেন না। তা তো প্রবাদেও আছে যে, আত্মা আর পরমাত্মা পৃথক ছিল বহুকাল এবার তো তোমরা এই কথার অর্থ মেলাতে পারছো। যারা সূর্যবংশী ঘরানাতে যাবে, তারা সর্বপ্রথম নিজেদের জন্য বর্সা নিতে এখানে আসবে। যখন কোনও আত্মা তার দেহ ত্যাগ করে, লোকেরা বলে তার স্বর্গ প্রাপ্তি হয়েছে। তবে তাকে আবার এই নরকের দুনিয়াতে ডাকার কি দরকার ? তাদের এসব কিছুই বোধগম্য হয় না। এমন কি সাধু-সন্ন্যাসীরা মারা গেলে তাদেরও মৃত্যু বার্ষিকী পালন করে, আবার ভোগও নিবেদন করা হয়। যেখানে

তারাই বলে থাকে যে, জ্যোতি পরম-জ্যোতিতে মিলিয়ে যায় - তবে কেন আবার ভোগ নিবেদন করা হয়, মৃত্যু বার্ষিকী বা পালন করা হয় কেন ? শরীরের বিনাশ তো হয়েই গেছে, আত্মাও তো চিরতরে চলে গেছে, তবে আবার সেই আত্মাকে ডাকার কি দরকার! এছাড়া তা তো জ্যোতিতেই বিলীন হয়ে গেছে, তবে সে আবার আসবেই বা কি ভাবে ? এরকম কত বিভিন্ন মতই না আছে। আবার একথাও বলা হয় যে, যে মানুষেরা মোক্ষ পায়- তারা আর ফিরে আসে না। কেউ যদি মোক্ষ পায়, তবে তো তাতে আরও খুশী হওয়া দরকার, যেহেতু সে তার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট থেকে মুক্ত হতে পারে। সেই পর্যায়ে তাকে তো আর স্মরণ করাই উচিত নয়। কেবল মাত্র তোমরাই এসব জানো। মানুষ মাত্রই সবারই উচিত, সেই এক ও একমাত্র বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে থাকা। মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাসটাও আছে, প্রত্যেকেই একে অপরের ভাই। সুতরাং ভাইদেরও অবশ্যই বাবার বর্সা পাওয়া উচিত। যেখানে সব আত্মাদেরই সঙ্গতিদাতা সেই একজনই। সব আত্মাদেরই এখন তাদের আপন ঘরে ফেরার পালা। কিন্তু, কোনও মানুষ কিভাবে অন্য মানুষের সঙ্গতি করাতে পারে ? সবারই তো সঙ্গতিদাতা কেবল একজনই। আর সেই কারনেই ওনার এত খ্যাতি। তিনিই সেই জ্ঞানের সাগর, আবার পতিত পাবনও তিনি। সেই বাবা স্বয়ং এসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। উনি সবাইকে রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত করেন - যাকে বেহদের অমাবশ্যা বলা হয়। অর্ধেক কল্প চলে বেহদের রাত, বাকী অর্ধেক কল্প বেহদের দিন। এটাই এই অবিনাশী নাটকের খেলার নিয়ম। ধর্মীয় সভা-সমাবেশগুলিতে যখন তোমাদের ডাকা হয় সেখানে বলার জন্য, কিভাবে শান্তি স্থাপিত হতে পারে, সেখানে তোমাদের বলা উচিত- এক ধর্ম, এক মত, তা তো কেবল সত্যযুগেই হয়ে থাকে। যা একদা এই দুনিয়াতেই ছিল, ৫ হাজার বর্ষ পূর্বে। তখন সেখানে সুখ-শান্তি সবকিছুই ছিল। তখন বাকী সব আত্মারা শান্তিধামে থাকে। সেই নতুন দুনিয়াতে তখন কেবল একটাই ধর্ম থাকে। দুনিয়া পুরোনো হতে হতে কল্প-বৃক্ষের ডাল-পালাও অনেক বাড়তে থাকে। অর্থাৎ তখন অসংখ্য ধর্মেরও স্থাপনা হয়। বাবা ওঁনার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট অনুসারে এরপর আবার অনেক ধর্মের বিনাশ করে একটি মাত্র ধর্মের স্থাপন করান। শিববাবা স্বয়ং বলেন-"এটাই তো আমার কাজ। প্রতি কল্পে কল্পে এসে আমাকেই এই কাজ করতে হয়। আর এটাও সত্য যে, সত্যযুগের রাজধানী স্থাপনার জন্য, আমি এই সঙ্গমেই রাজযোগ শেখাই আর সব পতিতদেরই পবিত্র-পাবন বানাই।" তিনি আরও জানান, উনি আসেন যার অনেক জন্মের পর শেষ জন্মের অন্তিম সময়ে। যিনি পুরো ৮৪ বার জন্ম নিয়ে থাকেন। বলেন, "আমি এসে ওনার (ব্রহ্মার) শরীরের রথে অবস্থান করে, তোমাদেরকে এইসব বুঝিয়ে থাকি। যেহেতু বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো নতুন দুনিয়া নয়। তাই পুরোনো দুনিয়াতে এসেই আমি নতুন দুনিয়া পুনঃস্থাপন করি। পতিত দুনিয়াকেই পবিত্র দুনিয়া বানাই। আমার নাম-ই তো দুঃখ-হতা, সুখ-কর্তা। সুখের দিনে আমাকে কেউ ডাকে না। দুঃখেই কেবল আমাকে স্মরণ করে।" মানুষ অবশ্যই কখনও সুখ পেয়েছিল। বাবা জানাচ্ছেন, উনি তো পার্থ পড়াবার জন্যই আসেন এখানে। তাই এখন পঠন-পাঠনটা তোমাদের কর্তব্য। বর্তমান সময়ের মানুষেরা তো ঘোর তমসচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে আছে। এর পূর্বে তোমরাও কিন্তু কিছুই জানতে না। বর্তমান সময়ে তো সমস্ত দুনিয়ার জীবন-তরী-ই দুঃখে নিমজ্জিত, তাই সবাই কত দুঃখী। তোমরাই সবাইকে ভব-সাগর পার করাবে। তবেই সবাই শান্তিধামে পৌঁছেতে পারবে। এইসব কথা বাচ্চারা কেবল তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে। আর তা থাকে নশ্বরের ক্রমানুসারে। যে লাইট হাউস হতে পেরেছো, সে অন্যদেরকে দিশা দেখাতে থাকবে। যেহেতু, তাদের কর্ম-কর্তব্যই হলো অপরকে পথ দেখানো। বাবা যেভাবে বাচ্চাদেরকে পড়িয়ে থাকেন, তাতে তো তাদের স্থায়ী খুশীতে থাকা উচিত। যেমন, এখানে এসে তারা কত তরতাজা হয়ে ওঠে। বাইরে বেরোলেই তাদের সেই আনন্দের ঘোর হারিয়ে যায়। বাবার থেকে সম্পূর্ণ রূপে বর্সা নেবার গভীর

আগ্রহ থাকতে হবে। সর্ব কমেই প্রতি পদক্ষেপেই বাবার থেকে উপদেশ নিয়ে চলতে হবে। পূর্বে তীর্থ-যাত্রীরা যখন পায়ে হেঁটেই তীর্থ যেতো, খুব সতর্ক ভাবেই তারা যেতো। এখন তো সেখানে কত প্রকার বাস-ট্রেনেই যাওয়া যায়। এখন তো মায়ার হাজারো জাঁক-জমকে ঘিরে আছে। সত্যযুগেও খুব উন্নত ধরনের জাঁক-জমক থাকে, যা দ্বাপর থেকে তার মর্যাদা ও গৌরব হারাতে থাকে। আবার শেষের দিকে তার উত্থান হতে শুরু করে। একেই বলা হয় মায়ার পাম্প। যদি কাউকে বলা, চলো স্বর্গে যাবে - তখন তারা বলবে, আমরা তো এখানে সর্ব-প্রকার সুখেই আছি। মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন ইত্যাদি সব কিছুই তো আছে এখানে। এটাই আমাদের স্বর্গ। ধন-দৌলত, গয়না-গাঁটি ইত্যাদি সবই তো আছে এখানে। এমন কি লক্ষ্মী-নারায়ণের যেমন গয়না-গাঁটি থাকে, তেমনও আছে। আমরা তো তেমন-ই পরতে পারি। যতই তাদের বোঝাও না কেন, তবুও তাদের সেই বিষের উপরেই নজর। বিষ (বিকার) ছাড়া তারা থাকতেই পারে না। বাবা তখন বলেন, তোমরা তো আমার কথা শুনছো-ই না, আমি কি বলতে চাইছি। তোমরা যদি পবিত্রই না হতে চাও, তবে এইভাবে আমাকে ডাকোই বা কেন, হে পতিত-পাবন আসো। তবে এটা অবশ্যই মনে রাখবে, এখন তা না মানলে, ধর্মরাজের দ্বারা কড়া সাজা তো পেতেই হবে। এই ভাবেও কত ভয় দেখানো হয়। তবুও অনেক বাচ্চাই বিকারের মধ্যেই থেকে যায়। তাদের কোনও ভয়-ডর-ই নেই, যদিও তাদেরকে হাজার চাবুক মারো না কেন, তবুও। সে সব কথা আর বলার নয়। এতে তাদের পদও ভ্রষ্ট হয়ে নিম্নে চলে যায়। যেখানে এখন তোমাদের উচিত পুরুষার্থ করে উঁচু পদ পাওয়া। কিন্তু সঙ্গদোষের কারণে এমনই পতন হয় যে, তাদের নিজের পদেরই অবনতি ঘটে। তোমরা তো জেনেছো, এখন হীরে-জহরতের খনি গুলিও খালি হয়ে এসেছে। অবশ্য পরে তা আবার পরিপূর্ণ হবে। (স্বর্গে) সেখানে তো সোনা-হীরের পাহাড়ও থাকে। খোঁদাই করে যখন হীরে বের করা হয়, শুরুতে তো কেবল পাথর-ই দেখা যায়, কিন্তু তার থেকেই হীরেকে বের করে তাকে পরিস্কার ও পালিশ করে হীরে করা হয়। তোমাদেরও তেমনি জ্ঞানের শান-পাথরে ঘষে ঘষে কত উন্নত স্তরে ওঠানো হয়, তখন কতই না সুন্দর লাগো তোমরা! আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ সূমনের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তাঁর ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পুরাতনের বিনাশ ও নতুনের স্থাপনার সময় এটা। অতএব মোটেই কোনও পাপ-কর্ম করা উচিত নয়। স্ব-কল্যাণের লক্ষ্যে পুরুষার্থ করে যেতে হবে। খুবই মিষ্ট স্বভাবের হতে হবে। ক্রোধকে ত্যাগ করতে হবে।

২) বাবার কাছ থেকে পুরোপুরি সম্পূর্ণ বর্ষা নেবার আকাঙ্ক্ষা রাখতে হবে। প্রতিটা পদক্ষেপেই বাবার উপদেশ অনুসারে চলতে হবে। বাবার মতনই দুঃখ হর্তা - সুখ কর্তা হতে হবে।

বরদান :- সর্বদাই নিজের পুণ্যের খাতা জমা করা আর অপরকেও তা করানোর উপযুক্ত বালক (মাস্টার) শিক্ষক হও (ভব)!

আমরা মাস্টার শিক্ষক। মাস্টার বললে, স্বাভাবিক ভাবেই বাবার কথাই মনে হবে। যিনি সৃষ্টি -কর্তা তার কথা স্মরণে এলেই, আমি হলাম নিমিত্ত -- স্বাভাবিক ভাবেই এই স্মৃতি এসে যায়। বিশেষত এই স্মৃতি আসে যে, আমি পুণ্যাত্মা, পুণ্যের খাতা জমা করা আর তা করানো -- এটাই হল আমার বিশেষ সেবা। পুণ্য আত্মা তার সংকল্পে কখনও ১% (ভাগ) পাপও করে না। মাস্টার শিক্ষক অর্থাৎ বাবার মতনই সর্বদা পুণ্যের খাতা জমা করবে আর জমা করাবে।

স্লোগান :- যে সংগঠনের মাহাত্ম্যকে বোঝে সে সংগঠনের মধ্যে থেকেই নিজেকে নির্বিঘ্ন অনুভব করে।

" মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মন - বচন এবং কর্ম একেবারে সঠিক হতে হবে , তোমরা হলে দেবতাদের থেকেও উঁচু ব্রাহ্মণের শিখা । "

প্রশ্ন :- সবচেয়ে গুট এবং সূক্ষ্ম কথা কি যা বাচ্চাদের বুঝতে খুব মুশকিল হয় ?

উত্তর :- শিববাবা আর ব্রহ্মাবাবার রহস্য বোঝাই হলো সবচেয়ে গুট আর সূক্ষ্ম ব্যাপার । এই কথা বুঝতে কোনো কোনো বাচ্চা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে । এই রহস্য স্বয়ং বাবাই বলেন যে আমিই সকাল সকাল এই ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা তোমাদের পড়াই, এমন নয় যে আমি সারাদিন এই রথে চড়ে থাকি।

ওম্ শান্তি । রুহানী বাবা তোমাদের রুহানী বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলছেন , বাচ্চারা কে ? তারা ব্রাহ্মণ । এ কথা কখনোই ভুলো না যে তোমরা ব্রাহ্মণ , যারা দেবতা হতে চলেছ । বর্ণকেও তো স্মরণ করতে হবে । এখানে তোমরা সকলেই ব্রাহ্মণ । এই ব্রাহ্মণদেরই বেহদের বাবা এসে পড়ান । এই ব্রহ্মা তোমাদের পড়ান না ; ইনি শিববাবা যিনি তোমাদের পড়ান । ব্রহ্মার দ্বারা তিনি ব্রাহ্মণদের পড়ান । শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ না হলে দেবতায় পরিগণিত হতে পারবে না । তোমরা শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার পাচ্ছ । শিববাবা হলেন সবার বাবা । এই ব্রহ্মাকে গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয় । প্রত্যেকের লৌকিক বাবা থাকে । ভক্তিমার্গে মানুষ পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে - ইনি হলেন অলৌকিক বাবা, যাঁকে কেউই জানে না, যদিও ব্রহ্মার মন্দির আছে । এখানেও প্রজাপিতা আদিদেবের মন্দির আছে । তাঁকে মহাবীরও বলা হয়, কেউ কেউ আবার তাঁকে দিলওয়ালাও বলেন । কিন্তু বাস্তবে আমাদের হৃদয় জয় করেন একমাত্র শিববাবা , ব্রহ্মাবাবা নন । সমস্ত আত্মাদের সর্বদা সুখী করেন বা খুশী দেন একমাত্র শিববাবাই । এই কথাও একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই জানো । এই দুনিয়াতে তো সাধারণ মানুষরা কিছুই জানে না । আমরা ব্রাহ্মণরাই শিববাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি গ্রহণ করছি । কিন্তু তোমরা প্রতি মুহূর্তে তা আবার ভুলে যাও । স্মরণ কথাটা খুবই সোজা । সল্ল্যাসীরা "যোগ" শব্দ ব্যবহার করেন । তোমরা তো বাবাকে স্মরণ করো । যোগ হলো খুব সাধারণ শব্দ ; একে যোগ আশ্রম বলা হয় না । বাবা এবং বাচ্চারা এখানে একসাথে বসে আছে বাচ্চাদের কর্তব্য হলো বেহদের বাবাকে স্মরণ করা । আমরা সবাই ব্রাহ্মণ, দাদার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি নিষিদ্ধ এই ব্রহ্মাবাবার দ্বারা, তাই শিববাবা বলেন - যতটা সম্ভব আমাকে স্মরণ করতে থাকো । চিত্রকেও স্মরণে রাখতে পারো । এইকথা তো তোমাদের স্মরণে থাকবে যে, আমরা ব্রাহ্মণ , বাবার থেকে বিশ্ব রাজ্যের স্বত্বাধিকার নিষিদ্ধ । ব্রাহ্মণ কি কখনও নিজের জাতিকে ভুলতে পারে ? তোমরা শূদ্রদের সঙ্গে মিশে এই ব্রাহ্মণত্বকে ভুলে যাও । ব্রাহ্মণতো দেবতাদের থেকে উঁচু, কারণ তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে জ্ঞানসম্পন্ন । ভগবানকে সর্বজ্ঞ বলা হয় তাই না ? এর অর্থ এই নয় যে, ভগবান সবার মনে কি আছে সেই কথা জানতে পারেন । তা কিন্তু নয় । তাঁর কাছে এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে । ভগবান হলেন বীজরূপ । বীজ সমস্ত ঝাড়ের আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানে । তাই এই বাবাকে খুব বেশী করে স্মরণ করতে হবে । এই আত্মাও (ব্রহ্মাবাবা) সেই বাবাকেই স্মরণ করেন । সেই বাবা বলেন - এই ব্রহ্মাও আমাকে স্মরণ করলে এই পদ পেতে পারবে । তেমনই তোমরাও আমাকে স্মরণ করলে উঁচু পদ পেতে পারবে । প্রথম - প্রথম তোমরা শরীর ছাড়াই (অশরীরী) এসেছিলে । এখন আবার অশরীরী হয়েই তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে

হবে । আর সব দেহ সম্বন্ধীয় সকল কিছুই তোমাদের জন্য দুঃখ বয়ে আনবে, আমাকে যখন খুঁজে পেয়েছ তবে কেন আর তাদের স্মরণ করছ । আমি তোমাদের নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি । সেখানে কোনো দুঃখই থাকবে না । সেখানে সমস্তই দৈবী সম্বন্ধ । এখানে প্রথমে দুঃখ হয় স্ত্রী আর পুরুষের সম্বন্ধে, কারণ এই সম্বন্ধ বিকারী হয়ে যায় । তোমাদের এখন আমি ওই দুনিয়ার উপযুক্ত বানাচ্ছি যেখানে বিকারের নামগন্ধ নেই । এটা স্মরণে রাখা দরকার যে কাম মহাশত্রু যা তোমাদের আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখ দেয় । ক্রোধের ক্ষেত্রে এইকথা বলা হয় না যে ক্রোধ আদি থেকে শুরু করে মধ্য এবং অন্ত পর্যন্ত দুঃখ দেয় ; না ! তোমাদের কাম জয় করতে হবে কেননা এটা হলো সেই , যা আদি - মধ্য এবং অন্ত তোমাদের দুঃখ দেয় ; এটা তোমাদের অপবিত্র করে তোলে । পতিত শব্দ ব্যবহার হয় যখন তোমরা অপবিত্রতার দিকে চলে যাও । এই শত্রুর উপর তোমাদের জয় পেতে হবে । তোমরা জানো যে তোমরা সত্যযুগের দেবী - দেবতা হতে যাচ্ছে । যতক্ষণ না পর্যন্ত এই বিষয়ে তোমরা নিশ্চিত হতে পারছ ততক্ষণ কিছুই পেতে পারবে না । বাবা বোঝান যে - বাচ্চাদের মন - বচন এবং কর্মে তোমাদের সঠিক হতে হবে । এতে পরিশ্রম আছে । দুনিয়াতে কেউই জানে না যে তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছে । যখন তোমাদের অগ্রগতি আরও বাড়বে , তারা বুঝতে পারবে । তারা চায়ও , একটা দুনিয়া , এক রাজ্য, এক ধর্ম এবং এক ভাষা । তোমরা বোঝাতে পারো - আজ থেকে 5000 বছর আগে ভারতে এক রাজ্য , এক ধর্ম ছিলো , যাকে স্বর্গ বলা হতো । রামরাজ্য এবং রাবণরাজ্য সম্পর্কে কেউ জানে না । তোমরাও জানতে না । তোমাদের বুদ্ধি এখন স্বচ্ছ হয়েছে ; পুরুষার্থের নম্বরভিত্তিক ক্রমানুসারে । বাবা যখন তোমাদের এইকথা বোঝাচ্ছেন তখন তোমরা অবশ্যই বাবার নির্দেশমতোই চলো । বাবা বলেন যে - এই পুরোনো দুনিয়াতে থেকেই কমল ফুলের মত পবিত্র থাকো । আর আমাকে স্মরণ করতে থাকো । বাবা আত্মাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন । আমি আত্মাদেরই পড়াতে এসেছি এই শরীরের কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা । এই দুনিয়া হলো পুরোনো ছি ছি দুনিয়া , এই শরীরও ছি ছি । তোমরা ব্রাহ্মণরা কিন্তু পূজার যোগ্য নয়, তোমরা মহিমার যোগ্য । দেবতারা হলো পূজার যোগ্য । তোমরা বাবার শ্রীমতে চলে এই বিশ্বকে স্বর্গ বানাও সেই কারণে তোমাদের মহিমা করা হয়, কিন্তু পূজা হতে পারে না । নিশ্চিতভাবে তোমাদের ব্রাহ্মণদেরই মহিমা হয় , দেবতাদের নয় । বাবা তোমাদের শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিবর্তিত করেনা দেবতাদের আত্মা আর শরীর দুইই পবিত্র । এখন তোমরা আত্মারা ধীরে ধীরে পবিত্র হচ্ছে; তোমাদের শরীর পবিত্র নয় । এখন তোমরা ঈশ্বরের মতে এই ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছে । তোমরাও স্বর্গের উপযুক্ত তৈরী হচ্ছে । তোমাদের অবশ্যই সতাপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । এটা একমাত্র তোমাদের ব্রাহ্মণদের বাবা সামনে বসে পড়ান । ব্রাহ্মণদের ঝাড়ই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে । যাঁরা সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হতে পারবে তারাই দেবতা হতে পারবে । এ হলো নতুন ঝাড়, তাই মায়ার তুফানও খুব জোরে লাগে । সত্যযুগে এই ধরনের কোনো তুফান লাগবে না । এখানে মায়া কিন্তু তোমাদের বাবার স্মরণে থাকতে দেয় না । তোমরা জানো যে বাবার স্মরণে থেকেই তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতাপ্রধান হয়েছে । সমস্ত কিছুই এই স্মরণের যাত্রার উপর নির্ভর করে । ভারতের প্রাচীন যোগও খুব বিখ্যাত । বিদেশের লোকেরা চায় কেউ এসে তাদেরকে এই প্রাচীন যোগ শেখাক । যোগ হলো দুই প্রকারের - এক হলো হঠযোগী , আর দ্বিতীয় হলো রাজযোগী । তোমরা হলে রাজযোগী । এ তো অনেকদিন ধরে চলে আসছে । রাজযোগ সম্বন্ধে তোমরা এখন জানতে পেরেছো । সন্ন্যাসীরা রাজযোগ সম্বন্ধে কি জানবে । বাবা এসে বলেছেন - আমি এসে রাজযোগ শেখাই, কৃষ্ণ তা' শেখাতে পারেননা । এ হলো ভারতেরই প্রাচীন যোগ, শুধু গীতাতে আমার পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম দিয়েছে । এইজন্য কত তফাত হয়ে যায় । শিব জয়ন্তী যখন হয় তখন

বৈকুণ্ঠেরও জয়ন্তী হয় , যেখানে কৃষ্ণের রাজত্ব । তোমরা জানো যে শিব বাবার যখন জয়ন্তী হয় তখন গীতারও জয়ন্তী হয় , বৈকুণ্ঠেরও জয়ন্তী হচ্ছে । তোমরা সকলেই পবিত্র হয়ে যাবে , আগের কল্পের মতোই এখন স্থাপনা হচ্ছে , তাই শিব বাবার যখন জয়ন্তী তখন স্বর্গের জয়ন্তী, কারণ বাবা এসেই স্বর্গ স্থাপন করেন । এখন বাবা তোমাদের বলছেন আমাকে স্মরণ করো । স্মরণ না করলে মায়া কিছু না কিছু বিকর্ম করিয়ে দেয় । বাবাকে স্মরণ না করলে মায়ার থাপ্পড় খেতে হবে । আর বাবাকে স্মরণ করলে এই থাপ্পড় আর খেতে হবে না । এ হলো একধরনের মুষ্টিযুদ্ধ । তোমরা জানো যে তোমাদের শত্রু কোনো মানুষ নয়, তোমাদের শত্রু হলো রাবণ । বিয়ে করার পর কুমার - কুমারী যখন পতিত হয়ে যায় , তখন এই পতিত হওয়ার কারণে একজন আর একজনের শত্রু হয়ে যায় । বিয়েতে মানুষ লাখ লাখ টাকা খরচ করে । বাবা বলেন যে বিয়ে হলো একধরনের ক্ষতি । পারলৌকিক বাবা আদেশনামা জারি করেন , বাচ্চারা এই কাম হলো মহাশত্রু, এই ওপর জয় পাও আর পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো । কারও পতিত হওয়া উচিত নয় । এই বিকারের জন্য তোমরা জন্ম জন্মান্তর পতিত হয়েছে , তাই কামকে মহাশত্রু বলা হয় । বাবা তো খুব ভালো করে তোমাদের বুঝিয়ে বলেন । তোমরা ৪৪ জন্ম কেমন করে নিয়েছো । এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । তোমাদের তো এখন শুদ্ধ অহংকার হওয়া চাই যে আমরা আত্মারা বাবার মতে চলে এই ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি । আমরাই আবার স্বর্গে রাজত্ব করবো । যতো পরিশ্রম করবো , ততো উঁচু পদ পাবো । চাও যদি রাজা রাণীও হতে পারো আর চাইলে প্রজাও হতে পারো । কেমন করে রাজা রাণী হওয়া যায় সেও তোমরা দেখতে পাচ্ছে । বাবাকে অনুসরণ করো, এই গায়নও আছে । এ এখনকারই কথা । এই কথা লৌকিক সম্বন্ধের জন্য বলা হয় না । বাবা এই মত দেন যে , আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । তোমরা ভাবো যে আমরা খুব ভালো মতে চলি এবং অনেকের সেবা করি । বাচ্চারা বাবার কাছে আসেন তখন বাবা তাদের তরতাজা করেন এবং ইনিও তোমাদের তরতাজা করেন । এই ব্রহ্মা বাবাও শিখছেন । শিব বাবা বলেন আমি আসিই ভোরবেলা । আচ্ছা , তারপর যদি কেউ দেখা করতে আসে তখন এই ব্রহ্মা কি তাকে বোঝাবে না ? এমন কি বলবে যে বাবা আপনি এসে বোঝান , আমি বোঝাবো না । এ হলো খুবই গোপন কথা । আমি তো সবথেকে ভালো বোঝাতে পারি । তোমরা এমন কেন ভাবো যে শিব বাবাই তোমাদের বোঝাচ্ছেন । উঁনি কি বোঝান না ? এও তোমরা জানো যে আগের কল্পে ইনি বুঝিয়েছিলেন তাই তো এই পদ পেয়েছিলেন । মাঝাও তো বোঝাতেন তাই না ? তিনিও উঁচু পদ পাবেন । বাবাকে যখন সুক্ষ্ম বতনে দেখো তখন বাচ্চাদের তাঁকে অনুসরণ করতে হবে । গরীবরাই কিন্তু সমর্পণ করে । সাহকাররা কিন্তু সমর্পণ হয় না । গরীবরাই বলতে পারে - বাবা , এই সব কিছু আপনার । শিববাবা হলেন দাতা , তিনি কখনওই নেন না । বাচ্চাদের তিনি বলেন , এই সব কিছুই তোমাদের । তিনি কিন্তু নিজের জন্য এখানে বা ওখানে মহল বানান না । তোমাদেরই তিনি স্বর্গের মালিক বানান । এখন এই জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা তোমাদের ঝুলি ভর্তি করতে হবে । মন্দিরে গিয়ে তোমরা যেমন বলো , আমাদের ঝুলি ভরে দাও । কিন্তু কোন্ প্রকারের বা কোন্ জিনিস দিয়ে ঝুলি ভর্তি করবে ? এখন ঝুলি ভরেন তো মা লক্ষ্মী, যিনি তোমাদের অর্থ দেন । শিবের কাছে তো কেউ যায় না । কৃষ্ণের জন্য বলা হয় যে তিনি গীতা শুনিয়েছিলেন । কিন্তু কৃষ্ণের জন্য এমন বলা হয় না যে তিনি ঝুলি ভর্তি করে দিয়েছিলেন । এই কথা শংকরের কাছে গিয়ে মানুষ বলে । মানুষ ভাবে যে শিব আর শংকর এক । শংকর তো ঝুলি খালি করেন । আমাদের ঝুলি তো কেউ খালি করতে পারে না । বিনাশ তো হবেই এই গায়ন আছে যে রুদ্র জ্ঞান যন্তু দিয়ে বিনাশের আগুন বেরিয়েছিলো । কিন্তু এই কথা কেউ সহজে বুঝতে পারে না । তোমাদের বাচ্চাদের গৃহস্থ জীবনেই থাকতে হবে । কাজ কারবারও করতে

হবে । বাবা প্রত্যেকের নাড়ি দেখে রায় দেন কেননা বাবা বোঝেন যে, আমি যদি বলি আর বাচ্চারা তা না করতে পারে এমন রায় আমি কেন দেবো ? তাই তিনি নাড়ি দেখেই রায় দেন । এনার কাছে তো আসতেই হবে । ইনি সম্পূর্ণ রায় দেবেন । সবাইয়ের জিজ্ঞেস করা উচিত - বাবা এই অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত ? এখন কি করবো ? বাবা তো স্বর্গে নিয়ে যান । তোমরা জানো যে আমরা তো স্বর্গবাসী হতে চলেছি , এখন আমরা নরকবাসী । এখন তোমরা না নরকে আছো আর না স্বর্গে আছো । যারা যারা ব্রাহ্মণ হবে তাঁদের নোঙর এই ছি ছি দুনিয়া থেকে উঠে গেছে । তোমরা এখন এই কলিযুগী দুনিয়া থেকে কিনারা করে নিয়েছো । কোনো কোনো ব্রাহ্মণ খুব তীক্ষ্ণ হয় আবার কেউ বা স্মরণের যাত্রায় কম থাকে । কেউ যদি বাবার হাত ছেড়ে দেয় তাহলে হোঁচট খেয়ে ডুবে মরে অর্থাৎ আবার কলিযুগে চলে যায় । তোমরা জানো যে কান্ডারী এখন আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন । বাইরের দুনিয়ার যাত্রা তো অনেক প্রকারের । তোমাদের যাত্রা হলো এক , এ হলো সম্পূর্ণ পৃথক যাত্রা । ঝড় যখন আসে তখন এই স্মরণে বিভ্রাট আসে । এই স্মরণের যাত্রাকে খুব ভালোভাবে পাকা করো । এর জন্য পরিশ্রম করো । তোমরা হলে কর্মযোগী । যতটা সম্ভব হাতে কাজ আর হৃদয়ে বাবার স্মরণ । অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা আশিক হয়ে তোমাদের প্রিয়তমকে স্মরণ করে আসছো । তোমরা বলো যে বাবা এখানে আমাদের অনেক দুঃখ , এখন আমাদের সুখধামের মালিক বানাও । স্মরণের যাত্রায় যদি থাকো তাহলে তোমাদের পাপ শেষ হয়ে যাবে । তোমরাই স্বর্গের বর্সা বা সম্পত্তি নিয়েছিলে এখন আবার হারিয়ে ফেলেছো । ভারত একদিন স্বর্গ ছিলো , তাই তো বলে প্রাচীন ভারত । ভারতের অনেক মান ছিলো , ভারত হলো সবথেকে বড় এবং পুরোনো । এ তো তোমরা জানোই যে বিনাশ সামনে । যারা খুব ভালোভাবে এই কথা বুঝতে পারে তাদের ভিতরে অনেক খুশী থাকে । প্রদর্শনীতে তো কত লোক আসে । আহমদাবাদে দেখো অনেক প্রকারের সাধু সন্ত ইত্যাদি আসে । তারা বলে তোমরা তো সত্য কথাই বলছো । কিন্তু আমাদের বাবার থেকে বর্সা নিতে হবে এই কথা ঠিকমত বুদ্ধিতে বসে না । এখান থেকে বাইরে বেরোলেই সব ভুলে যাই । এখন তোমরা জানো যে বাবা তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছেন । ওখানে না থাকে গর্ত জেল না এই জেল । তাই কখনও জেলের মুখ দেখতে হবে না । দু ধরনের জেলই থাকবে না । এখানে এইসব হলো মায়ার পাম্প । আজকাল প্রতিটি বিষয়ই খুব তাড়াতাড়ি হয় । মৃত্যুও খুব তাড়াতাড়ি হয় । সত্যযুগে এই ধরনের উপদ্রব হয় না । এখানে মৃত্যুও খুব তাড়াতাড়ি , তাই দুঃখও অনেক হবে । আগে গিয়ে তোমরা দেখবে কি হবে । খুব ভয়ংকর দৃশ্য অপেক্ষা করছে । তোমরা বাচ্চারা তো সাক্ষাত্কার করেছে । বাচ্চাদের জন্য মুখ্য হলো এই স্মরণের যাত্রা । এ হলো চড়তি কলার যাত্রা । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে / হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

- 1) সদা এই স্মৃতিতে থাকতে হবে যে আমরাই হলাম ব্রাহ্মণ । আমাদের এই ব্রাহ্মণদেরই ভগবান পড়ান । আমরাই এখন ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হচ্ছি ।
- 2) জ্ঞান রত্ন দিয়ে নিজের ঝুলি ভর্তি করে তার দান করতে হবে । এই কলিযুগী পতিত দুনিয়াকে ছেড়ে দিতে হবে । মায়ার ঝড়কে ভয় পেলে চলবে না ।

বরদান :- শক্তিশালী দর্পণের দ্বারা সকলকে নিজের সাফাত্কার করানোর জন্য সাফাত্কার মূর্ত হও।

যেমন দর্পণের সামনে কেউ দাঁড়ালে তার নিজের সাফাত্কার হয় । কিন্তু দর্পণ যদি শক্তিশালী না হয় তাহলে নিজের রূপের বদলে অন্য কিছু দেখা যায় । রোগা হলে মোটা দেখা যায় , তাই তোমরা এমন শক্তিশালী দর্পণ হও , যাতে সকলকে নিজের সাফাত্কার করাতে পারো অর্থাৎ তোমার সামনে এলেই তারা নিজের দেহকে ভুলে দেহী রূপে স্থিত হতে পারে - বাস্তবিক সেবা হলো এটাই , এর দ্বারাই জয়জয়াকার হবে ।

স্লোগান :- শিক্ষাকে স্বরূপে যে আনতে পারে সেই হলো জ্ঞান স্বরূপ , প্রেম স্বরূপ আত্মা ।

"মীঠে বাস্চে - তোমার চলন খুব খুব মধুর এবং রয়্যাল হওয়া উচিত , ক্রোধের ভূত যেন একেবারেই না থাকে "

প্রশ্ন : ২১ জন্মের প্রালব্ধ প্রাপ্ত করতে বাচ্চাদের কোন বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত ?

উত্তর : এই দুনিয়ায় থেকে , সবকিছু কর্ম করে , বুদ্ধির যোগ লাগিয়ে রাখবে একমাত্র সত্য প্রিয়তমের সঙ্গে । এমন কোনো খারাপ অভ্যেস যেন না থাকে যাতে বাবার সম্মানে আঘাত লাগে। ঘরে থেকেও এমন ভালবাসা সহ থাকো যে অন্যরা যেন ভাবে এদের মধ্যে কোনো দৈবী গুণ রয়েছে।

গান : জাগো সজনী জাগো ...

ওমশান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা গান শুনল। এই গানের অর্থ বাচ্চারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। বাবা এসে নতুন নতুন কথা শোনাচ্ছেন । নতুন দুনিয়ার নতুন যুগের জন্যে এই কথা বাচ্চারা ৫ হাজার বছর পূর্বেও শুনেছিল। এখন আবার শুনছে। বাকি মধ্যবর্তী সময়ে শুধু ভক্তিমাগের কথাই শুনেছে। সত্যযুগে এইসব কথা হয়না। সেখানে হলই জ্ঞান মাগের প্রালব্ধ । এখন তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্যে সত্যিকারের উপার্জন করছ। নলেজকে সোর্স অফ ইনকাম বলা হয়। পড়াশোনা দ্বারা কেউ ব্যারিস্টার , কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়। ধন উপার্জনও হয়। তোমরা এই পড়াশোনা দ্বারা রাজার রাজা হও। এই হল কত ভারী উপার্জন । এখন তোমাদের নিশ্চয় রয়েছে , যদি একটুও সংশয় থাকে তবে ভবিষ্যতে আরও নিশ্চয় বাড়তে থাকবে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তির গায়ন রয়েছে । বাবার কাছে আপন হওয়া মানেই বর্সার মালিক হওয়া অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করা। বাবা মিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা তিনি এসেছেন আমাদের মালিক করতে। এই কথা তো নিশ্চয় হওয়া উচিত। এই কথাও জানো যে আমাদের দুটি পিতা আছেন। এক হল লৌকিক পিতা , দ্বিতীয় হলেন পারলৌকিক , যাঁকে বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা, ও গড ফাদার । লৌকিক পিতাকে কখনও পরমপিতা বলা হয়না। সবার সুখদাতা , শান্তিদাতা হলেন ঐ একমাত্র পারলৌকিক পিতা। সত্যযুগে সবাই সুখী থাকে। বাকি আত্মারা শান্তিধামে থাকে। সত্যযুগে তোমার কাছে সুখ-শান্তি , ঐশ্বর্য , সুস্থ সবল শরীর সবকিছুই ছিল। তো এমন মোস্ট বিলাভেড বাবাকে সকলেই স্মরণ করে। সাধু-সন্ন্যাসীরা সাধনা করে, কিন্তু কার সাধনা করে , তা জানেনা । তারা করে ব্রহ্মের সাধনা । যাতে আমরা ব্রহ্মে লীন হতে পারি , কিন্তু লীন হতে পারেনা। ব্রহ্মকে স্মরণ করলে পাপ মিটেবে কি ? বাবা বলেন মামেকম স্মরণ করো। আমি সর্বশক্তিমান নাকি ব্রহ্ম , যে নিবাস স্থান ? ব্রহ্ম মহাত্মে সব আত্মারাই বাস করে। তো ব্রহ্মকে তারা ভগবান ভেবে নিয়েছে। যেমন ভারতবাসীরা হিন্দুস্থানে বাস করে তাই নিজের ধর্ম হিন্দু ভেবে নিয়েছে। তেমনই ব্রহ্ম তত্ত্ব থাকার স্থানকে পরমাত্মা ভেবে নিয়েছে , ঐ হল ব্রহ্মাণ্ড । সেখানে আত্মারা জ্যোতিবিন্দু ডিম্বাকৃত রূপে বাস করে , সেইজন্য তারা ব্রহ্মান্দ বলে। এই হল মনুষ্য সৃষ্টি । ব্রহ্মান্দ আলাদা , মনুষ্য সৃষ্টি হল আলাদা। আত্মা কি - এই কথা কারুর জানা নেই। বলাও হয় - ব্রহ্মটির মধ্যখানে আছে উজ্জ্বল এক আশ্চর্য তারা। আবার বলে আত্মা হল অঙ্গুষ্ঠ সম। কিন্তু বাবা বলেন আত্মা হল একেবারেই সুক্ষ্ম বিন্দু , যাকে এই দৃষ্টিতে দেখা অসম্ভব , যাকে দেখার , হাতে ধরবার অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু কেউ জানতে পারেনা।

তোমরা জানো তবেতো তোমাদের ভারতকে স্বর্গে পরিণত করতে বাবার সহযোগী হতে হবে। বাবা আসেনই ভারতে। শিব জয়ন্তী পালনও ভারতেই হয়। যেমন ক্রাইস্ট যাওয়ার পর খ্রিস্চিয়ানরা ক্রিসমাস উৎসব পালন করে। ক্রাইস্ট কবে এসেছেন সেকথা তাদের জানা আছে। কিন্তু ভারতবাসীরা জানেনা বাবা কবে এসেছিলেন , কৃষ্ণ কবে এসেছেন ? কারুর বিষয়ে তারা জানা নেই। সম্পূর্ণ মহিমা কৃষ্ণের গায়ন রয়েছে । তাঁকে দোলনায় ঝোলানো হয় , ভালবাসে কিন্তু এই কথা জানেনা যে তাঁর জন্ম কবে হয়েছে। বলে দেয় দ্বাপরে গীতা শুনিয়েছেন । কিন্তু কৃষ্ণ দ্বাপরে তো আসেননা। লীলা হল একমাত্র বাবার। তখন ওনার জন্যে বলে তোমার গতি মতি কৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রিন্স । প্রথমে মা জানতে পারেন যে যোগবলে সন্তান জন্ম নেবে। ঐখানে শরীরও এভাবেই ত্যাগ করা হয়। এক শরীর ছেড়ে অন্যটি ধারণ করে। সর্পের খোলস ত্যাগের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে সন্ন্যাসীরা এই উদাহরণ দিতে পারেনা। তোমরা বিকারী মানুষদের বসে জ্ঞানের কথা বলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান করো। এই হল তোমার ধাক্কা - জ্ঞানের কথা বলে মানুষকে দেবতায় পরিণত করা। কচ্ছপ ইত্যাদির উদাহরণও এই সময়েরই । কর্ম করে যেটুকু সময় পাবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা জানো এই হল আমাদের অন্তিম জন্ম। এবারে নাটক শেষ হবে , এই হল পুরনো শরীর । এই শরীরের কর্মভোগ চুক্তি করতে হবে। যখন সতোপ্রধান হবে তখন কর্মভোগ অবস্থা প্রাপ্ত করবে , আর তখন এই শরীরে থাকা হবেনা । কর্মভোগ অবস্থা হলেই শরীর ত্যাগ করবে , তারপর লড়াই লাগবে । মশার ন্যায় সব শরীর শেষ হবে আর আত্মারা ফিরে যাবে। পবিত্র না হয়ে কেউ ফিরতে পারবেনা । এই হল দুঃখধাম রাবণ দ্বারা রচিত, আর রাম দ্বারা রচিত হল শিবালয় । বাস্তবে পরমাত্মার নাম হল শিব , রাম নয়। সত্যযুগে শিবালয়ে সব দেবতারা বাস করে। পরে ভক্তিমার্গে শিবের প্রতিমার জন্যে মন্দির , শিবালয় ইত্যাদি নির্মাণ হয়। এখন শিববাবার এই (ব্রহ্মা বাবার দেহ) হল তখত অর্থাৎ বসার স্থান। আত্মা এই (দেহ রূপী) তখতে বিরাজিত আছে । পিতা পরমাত্মা বাবাও এই তখতে পাশেই বিরাজিত হয়ে পড়াচ্ছেন। সর্বদা তো থাকেন না। স্মরণ করলেই তিনি আসেন। বাবা বলেন আমি হলাম তোমাদের বেহদের (আত্মিক) পিতা। বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার তোমরা আমার কাছেই প্রাপ্ত করো। ব্রহ্মা বেহদের পিতা নন তাই তোমরা আমায় স্মরণ করো। মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর , প্রেমের সাগর । তো তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরও প্রেমের সাগর হতে হবে। স্ত্রী পুরুষের একে অপরের প্রতি সত্য ভালবাসা নেই , তারা কাম বিকারকেই ভালবাসা ভাবে কিন্তু বাবা বলেন কাম হল মহাশত্রু । এই বিকারই আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়। দেবতারা ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী তাইতো বলা হয় যেন কৃষ্ণ সম সন্তান প্রাপ্ত হয় , কৃষ্ণ সম স্বামী। কৃষ্ণপুত্রকেই স্মরণ করে। এখন বাবা কৃষ্ণপুত্রের স্থাপনা করছেন। তোমরা নিজেরাই শ্রীকৃষ্ণ বা মোহন সম স্বরূপ প্রাপ্ত করতে পারো। প্রিন্স-প্রিন্সেস তো অনেক হবে। সেইসব এখানেই তৈরী হচ্ছে । তাদেরও লিস্ট আছে। মালার ৮ টি মুক্তো দানা আছে , ১০৮ টিও আছে। লোকেরা ৯ রত্নের আংটি পরে। এখন এই ৮ জন কারা ? মধ্যখানে কে ? এইসবও তোমরা জানো যে মিষ্টি থেকে মিষ্টি বাবার দ্বারা আমরা রত্নে পরিণত হচ্ছি । বাবা বলেন - বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে স্নেহ পূর্ণ হয়ে থাকো। নাহলে বাবার নাম বদনাম করবে। তারপর সন্তুষ্টির নিন্দা যে করবে তার ঠিকানা থাকবেনা । সবাইকে মন্ত্ৰ বলে দেওয়া উচিত যে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো তাহলেই ভেতরের অপশিষ্ট বেরিয়ে যাবে। বাড়িতেও এত ভালবেসে থাকতে হবে যে অন্যরা যেন বুঝতে পারে যে এদের ক্রোধ বলে কিছু নেই। স্নেহে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। মদ্যপান , সিগারেট ইত্যাদি সেবন বদ অভ্যাস , এমন অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত। দেবীগুণ এখানেই ধারণ করতে হবে। রাজধানী স্থাপন করতে পরিশ্রম লাগে। অন্য ধর্মীয়

জনেরা রাজধানী স্থাপন করেন। তারা উপর থেকে অর্থাৎ পরমধাম থেকে পরে আসে। তোমরা ২১ জন্মের প্রালঙ্ক তৈরী করছ , এতে মায়ার তুফান আসবে অনেক। তবুও পুরুষার্থ করে দেবীগুণ ধারণ করতে হবে। যদি ক্রোধ সহ কথা বলা তো লোকেরা বলবে এদের ভেতরে ভূত আছে। মানে বেহদের বাবার সম্মান নষ্ট হল। তাহলে এমন উচ্চ পদ কিভাবে প্রাপ্ত করবে ? অনেক মধুর অনাসক্ত হতে হবে। এখানে থেকে সবকিছু করে যোগ প্রিয়তমের সঙ্গে থাকা চাই। বাবা বলেছেন যে আমারা স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হবে , এই ক্রিয়াকেই যোগ-অগ্নি বলা হয়। এখানে হঠযোগ বা শারীরিক যোগের প্রয়োজন নেই। নিজের শরীর সুস্থ রাখতে হবে , এই শরীর হল মোস্ট ভ্যালুয়েবল (খুব দামী) । শুদ্ধ ভোজন গ্রহণ করতে হবে। দেবতাদের কেমন ভোগ অর্পণ করা হয় । শ্রীনাথের দ্বারে গিয়ে দেখ , বঙ্গদেশে মা-কালীকে পাঠা বলি রূপে ভোগ অর্পিত হয়। তারা নিজেদের পিতৃপুরুষকে মৎস্য ভোজন করায়। ভাবে যে এইরূপ না হলে পিতৃজন রাগ করবে। কেন নিয়ম বানিয়েছে আর সেই নিয়মই চলছে। দেবী-দেবতাদের রাজ্যে কোনো পাপ হয়না। সে হল রামরাজ্য। এখানে কর্ম-বিকর্ম হয়। ওখানে কর্ম অকর্ম হয়। এবারে হরিদ্বারে গিয়ে বসে । হরি বলা হয় কৃষ্ণকে । কৃষ্ণ তো আছেন সত্যযুগে । বাস্তবে হরি নাম হল শিবের । দুঃখ হরণ করেন যিনি । কিন্তু গীতায় কৃষ্ণের নাম দেওয়া হয়েছে , তাই কৃষ্ণকেই হরি ভেবে নিয়েছে। বাস্তবে দুঃখ হর্তা হলেন শিব। হরির দ্বার সত্যযুগকে বলা হয়। ভক্তিমার্গে যা মনে এসেছে বলেছে।

বাবা বলেন - আমি সঙ্গমযুগে আসি , পুরনো দুনিয়াকে নতুন করতে । রাবণ হল পুরনো শত্রু । প্রতি বছর রাবণ দহন হয়। কত খরচা করা হয়। সবকিছু ওয়েস্ট অফ টাইম , ওয়েস্ট অফ মানি। বঙ্গদেশে কত দেবী তৈরী হয় , তাদের পূজা অর্চনা করে ভোগ নিবেদন করে জলে ভাসান দেওয়া হয়। এই বিষয়ে একটি গানও আছে। বাস্তাদের খুবই মধুর হতে হবে। কখনও রেগে কথা বলবেনা। বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য করবেনা । রাগে অভিমানে পড়াশোনা ত্যাগ করা মানে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা। এখানে তোমরা এসেছ বিশ্বের মালিক হতে। মহারাজা শ্রী নারায়ণ , মহারানী শ্রী লক্ষ্মীকে বলা হয়। বাকি শ্রী শ্রী হল শিববাবার টাইটেল । শ্রী বলা হয় দেবতাদের । শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ।

এখন তোমরা এই কথা খেয়াল রাখো যে আমরা কি ছিলাম ? মায়া আমাদের মাথা ঘুরিয়ে কি রূপে পরিণত করেছে। ভারত কত ধনী ছিল। তাহলে গরীব হল কিভাবে ? কি হয়েছিল ? কিছুই জানেনা। এখন তোমরা জানো আমরা সেই দেবতা ছিলাম , পরে ক্ষত্রিয় হই। তারা বলে দেয় আত্মা হল পরমাত্মা। না হলে 'আমরাই সেই ' এর অর্থ যে কত সহজ। তারা বলে মানুষের কেবল একটি জন্ম হয়। কিন্তু বাবা বলেন মানুষের ৮৪ বার জন্ম হয় । সেই ৮৪ টি জন্মে এই সঙ্গমের একটি জন্ম হল

দুর্লভ

যখন তোমরা বেহদের বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার বর্সা রূপে প্রাপ্ত করো। তোমরা হলে খুবই রয়্যাল পিতার সন্তান , তাই তোমাদের মধ্যে কত রয়্যালিটি হওয়া উচিত। রয়্যাল মানুষ কখনও জোরে কথা বলেনা। দুনিয়ায় ঘরে ঘরে কত হাঙ্গামা হয় । স্বর্গে এমন কোনো কথা নেই। এই বাবাও (ব্রহ্মাবাবা) বল্লভাচারী কুলের ছিলেন। তবুও কোথায় তাঁরা সত্যযুগের দেবতাগণ আর কোথায় আজকালকার বৈষ্ণব জন। এমন তো নয় যে বৈষ্ণব বলে তারা বিকার ত্যাগ করেছে। রাবণরাজ্যে সবাই বিকার থেকেই জন্ম গ্রহণ করে। সত্যযুগে হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী । এখন তোমরা সম্পূর্ণ নির্বিকারী স্বরূপে পরিণত হচ্ছে আর যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হচ্ছে। তোমার চলন খুবই মধুর রয়্যাল হওয়া উচিত। কোনোরকম শাস্ত্রবাদ বা ডিবেট করবেনা। তারা যখন শাস্ত্রবাদ

করে তখন একে অপরকে লাঠি পেটায়। তাদের কোনো দোষ নেই। এই নলেজকে জানেই না। এই হল রুহানী নলেজ , যা রুহানী বাবার কাছে প্রাপ্ত হয়। উনি হলেন জ্ঞানের সাগর । ওঁনার শরীরের নাম নেই , উনি হলেন অব্যক্ত মূর্ত । বলেন আমার নাম হল শিব। আমি স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিনা । জ্ঞানের সাগর , আনন্দের সাগর আমাকেই বলা হয়। শান্ত্রে কি কি লেখা আছে । হনুমান ছিল পবনপুত্র , এবার পবনের সন্তান হবে কিভাবে ! পরমাত্মার নামে বলে কচ্ছপ , মৎস্য অবতার , কত গালাগালি করেছে। বাবা এসে বলছেন যে তোমরা অসুরী মতানুযায়ী আমারে কত গালাগালি করেছে। ২৪ অবতার দিয়ে যখন মন ভরেনি তখন কণায় কণায় , পাথরে কাঁকরে সবতেই বিদ্যমান করেছে। এইসব শাস্ত্র দ্বাপর থেকে তৈরী হয়। প্রথম প্রথম শুধুমাত্র শিবের পূজা হয়েছে। গীতাও পরে তৈরী হয়েছে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন এই সবই হল অনাদি খেলা। এখন আমি এসেছি তোমাদের বিশ্বের মালিক করতে , তো বাবাকে পুরোপুরি ফলো করা উচিত । লক্ষণও খুব ভাল হওয়া উচিত। এই সবই হল আশ্চর্য তাইনা। কলিযুগের অন্তে কি চলছে তারপর সত্যযুগে আবার কি দেখব। কলিযুগে ভারত হল ইন্সলভেন্ট , সত্যযুগে ভারত ছিল সলভেন্ট । ঐ সময় আর অন্য কোনো খন্ড ছিলনা। এই গীতার এপিসোড রিপোর্ট হচ্ছে । আচ্ছা ।

মীঠে মীঠে সিকীলাধে বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারাংশ :

১. আমরা হলাম রয়্যাল পিতার সন্তান সেইজন্য নিজেদের চলন খুব রয়্যাল রাখতে হবে। আওয়াজ দিয়ে কথা বলবেনা ।

২. কখনও নিজেদের মধ্যে বা বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য হতে দেবেনা । রাগ অভিমান করে পড়াশোনা ছাড়বেনা । নিজের খারাপ স্বভাব গুলি ত্যাগ করবে।

বরদান : এক পিতার স্মরণে সর্বদা মগ্ন বা লীন থেকে একরস অবস্থার অনুভবী সাক্ষী দ্রষ্টা ভব।

এখন এমন পেপার আসবে যা সঙ্কল্পে , স্বপ্নেও কখনো আসেনি। কিন্তু তোমাদের প্র্যাক্টিস এমন হওয়া উচিত যেমন হদের ড্রামা সাক্ষী হয়ে দেখতে হয়, সীন যাই হোক না কেন দুঃখের বা হাসির , কোনো অন্তর থাকেনা। তেমনই কোনো আত্মার রমণীয় পার্ট হোক , কোনো স্নেহী আত্মার গম্ভীর পার্ট হোক প্রত্যেকটি পার্ট সাক্ষী দ্রষ্টা রূপে দেখো , একরস অবস্থা ধারণ করো। কিন্তু এমন অবস্থা তখনই হবে যখন বাবার স্মরণে নিরন্তর থাকবে।

স্লোগান : দৃঢ় নিশ্চয় দ্বারা নিজের ভাগ্যকে নিশ্চিত করে দাও তাহলেই নিশ্চিত থাকবে।

' দূরদেশের বাচ্চাদের সঙ্গে দূরদেশী বাপদাদার মিলন '

আজ বাপদাদা নিজের লাভলী অর্থাৎ লাভলীন (প্রেমে মগ্ন) বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছেন। দূর দেশ থেকে (পরমধাম) এসেছেন । দূরদেশের বাচ্চাদের সঙ্গে দূরদেশ বাসী বাপদাদা মিলিত হতে এসেছেন। বাচ্চারা যতখানি স্নেহ পূর্ণ স্মরণ করেছে বাপদাদাকে , দিলারাম বাবা ঠিক ততখানি স্নেহের রেসপন্ড দিতে এসেছেন । তোমরা এক একটি লাভলীন আত্মারা দৃশ্যমান রয়েছ। যে আত্মারা দূরে থেকেও নিজের স্নেহপূর্ণ স্মরণ পাঠিয়েছেন , তারা সব লাভলী আত্মারা আকারী রূপে এই সংগঠনের মধ্যে বাপদাদার সামনে ইমার্জ আছে। বাপদাদার সামনে অনেক বড় সভা আয়োজিত রয়েছে । তোমাদের সবার ভেতরে যে সবার স্নেহপূর্ণ স্মরণ সমায়িত আছে সেই স্মরণের রূপ আকার রূপে সবার সাথে আছে। বাপদাদা সব বাচ্চাদের উমঙ্গ উৎসাহ আর খুশীর গান শুনছেন। এত স্নেহ আনন্দ খুশীর গান বাপদাদা শুধু দেখছেনই না বরং দেখার সাথে সাথে গীত মালাও শুনছেন। সব বাচ্চাদের ভেতরে , হৃদয়ে বা নয়নে একমাত্র বাবার স্মরণের একরস স্থিতির চমক দেখা যাচ্ছে ।

" এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় " এই স্থিতিতে স্থির বাচ্চাদের দেখছেন । আজ মেলায় এসেছেন। কথা শোনাতে আসেননি। শুধু ভাগ্যবান বাচ্চাদের চিত্র দেখতে এসেছেন। প্রস্ফুটিত রূহে গোলাপ বাচ্চাদের সুগন্ধ নিতে এসেছেন। সব বাচ্চারা সাহসের আধারে , স্নেহের প্রত্যক্ষ ফল সামনা-সামনি ভালই দেখিয়েছে । বিভিন্ন প্রকারের বন্ধনকে পার করে নিজের সুইট হোমে পৌঁছেছে । এমন বন্ধনমুক্ত বাচ্চাদেরকে বাপদাদা পদ্মগুণ অভিনন্দন দিচ্ছেন ।

ছোট ছোট বাচ্চাদেরও অবাক করা কার্য দেখা যাচ্ছে । এই ছোট বাচ্চারা হল সঙ্গমযুগের শৃঙ্গার আর ভবিষ্যতে কি করবে ? এখনের শৃঙ্গার হল ভবিষ্যতের অধিকারী । সবার হাতের মুঠোয় স্বর্গের স্বরাজ্যের গোলা দেখা যাচ্ছে তাইনা । যা চিত্র তৈরী হয়েছে সেসব একজনের নয় , তোমাদের সবার। নিজের চিত্র দেখেছ কি ? বুঝতে পারো কি এই আমাদের সবার চিত্র নাকি শুধু এক শ্রীকৃষ্ণের চিত্র ? কার চিত্র ? তোমাদের সবার চিত্র আছে কি নেই ? তো সর্বদা স্মরণে থাকে কি যে আজ ব্রাহ্মণ আর ফরিস্তা স্বরূপ হয়ে দেব-পদধারী স্বরূপে পরিণত হবই। নলেজের দর্পণ দ্বারা নিজের চিত্র ' ফরিস্তা সে দেবতা ' সর্বদা দেখতে পাও ? যেমন এখন সবার মনের আওয়াজ হল কোনটি ? "আমার বাবা" । ঠিক তেমনই নলেজের দর্পণে নিজের চিত্র দেখে এই আওয়াজ শুনতে পাও কি যে এই হল আমাদের চিত্র ? "আমার বাবা , আমার চিত্র " ! কেননা এখন নিজের রাজ্য এবং রাজ্য করার রাজ্য অধিকারী স্বরূপের অনেক কাছে এসে পড়েছ। কাছের বস্তু স্পষ্ট রূপে অনুভব হয়। তো নিজের ফরিস্তা স্বরূপ , দেবতা স্বরূপ স্পষ্ট অনুভব হয় কি ? আচ্ছা ।

আজ বিশেষ ভাবে বাচ্চাদের আহ্বানে বাপদাদা আগ্রহকারী বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছেন। বিশেষ এক দুইজন আত্মাদের জন্যে সবার সঙ্গে মিলিত হলেন। এই হল স্নেহপূর্ণ স্মরণের রেসপন্ড । আচ্ছা - ডবল ফরেনার্সরা হল আলাদা আলাদা মিলনে আগ্রহী । যেমন পিতা বাচ্চাদের হৃদয় দেখে

থাকে তেমনই বাবাও বাচ্চাদের হৃদয়ের ভালোবাসার রেসপন্ড করেন। তো এইভাবে মিলিত হতেই থাকবেন। এখন আল্লার বাগানে পৌঁছে গেছ। মিলন হবেই। আচ্ছা।

এমন স্নেহের বন্ধনে যুক্ত হয়ে থাকতে পারে এবং বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারে সর্বদা লাভলীন বাচ্চাদেরকে, সর্বদা বাবার গুণগান করে খুশ মেজাজী বাচ্চাদেরকে, সর্বদা খুশীর দোলনায় দুলতে থাকা ভাগ্যবান বাচ্চাদেরকে, সর্বদা খুশী থাকার অভিনন্দন সহ বাপদাদার স্মরণ স্নেহ এবং নমস্কার।

ছোট *বাচ্চাদের* *সঙ্গে* :-

বাপদাদা ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে দেখে খুব খুশীর অনুভব করেন। প্রত্যেকটি বাচ্চার মস্তকে কি দেখা যাচ্ছে? তোমাদের মস্তকে কি আছে? আত্মা মণি স্বরূপে স্থলস্থল করছে। বাপদাদা সব বাচ্চাদের মস্তকে উজ্জ্বল মণি দেখছেন। তোমাদের সবার মনে কি সঙ্কল্প আছে? ছোট ছোট বাচ্চা অর্থাৎ বাপদাদার গলার মালার মুক্তো। তোমরা নিজেরা কত নম্বরে আছো, তা কি জানো? (ফার্স্ট নম্বরে) লক্ষ্য কত উঁচু রেখেছ। বাপদাদা তো ছোট বাচ্চাদের আগে রাখেন। পিছনে নয় কেননা তোমরা সবাই ছোট বাচ্চার হলে জন্ম থেকেই পবিত্র এবং পবিত্র আত্মাদের সঙ্গে আছো তাইজন্য পবিত্র আত্মাদের সর্বদা নয়নে স্থান দেওয়া হয়। তো সবাই তোমরা কি হয়ে গেলে? চোখের মণি, নয়নের আলো হলে কিনা! এমন ভাবো কি? বাচ্চাদের স্মরণ স্নেহ আসার আগেই পৌঁছে গেছে। সবাই ভাল ভাল সুন্দর সুন্দর চিত্রও পাঠিয়েছে। ভাল ভাল লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে সঙ্কল্পও করেছে। তোমরা যে জন যা লক্ষ্য রেখেছ, কেউ টিচার হয়ে যাবে, কেউ নম্বরওয়ান ব্রহ্মাকুমার বা ব্রহ্মাকুমারী হয়ে যাবে। তো নম্বরওয়ান টিচার বা ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের কি কি বিশেষত্ব নিয়ে যাবে? এই হল খুব সহজ। শুধু একটি ছোট কথা মনে রাখতে হবে। একমাত্র বাবার স্মরণে থাকতে হবে। একমাত্র বাবার সংবাদ সকলকে দিতে হবে। কোনোরকম পরিস্থিতি আসুক, কথাবার্তা হোক, একরস অবস্থায় থাকতে হবে। এইটুকুই হল নম্বরওয়ান ব্রহ্মাকুমার কুমারীর পরিচয়। তো সহজ হল নাকি মুশকিল?

সবাই সকালে উঠেই গুডমর্নিংগ করো কিনা? স্মরণেও বসো? এখন থেকে রোজ অমৃতবেলা উঠেই প্রথমে স্মরণে বসবে। আচ্ছা - তোমরা সবাই ছোট বাচ্চাদের কোন জিনিসটি সবচেয়ে বেশী ভাল লাগে? (টোলী) (তারপরেই বাপদাদা সবাইকে টোলী খাওয়ালেন)

ডাক্তারদের *সঙ্গে* *অব্যক্ত* *বাপদাদার* *সাক্ষাতকার*

সবাই মিলে সেকেন্ডে সুস্থ করার কোনো ওষুধের আবিষ্কার করেছে কি? আজকালকার সময় এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী এখন সেকেন্ডে সুস্থ হওয়ার ইচ্ছুক অনেক আত্মারাই রয়েছে। প্রদর্শনী বোঝাও বা ভাষণ করো কিন্তু সবাই প্রদর্শনী দেখে, ভাষণ শুনে ইচ্ছা রাখে যে সেকেন্ডে সুস্থ হই। দুটি ইচ্ছা তো সর্ব আত্মাদের আছে - এক তো সদাকালের জন্যে সুস্থ হই আর দ্বিতীয় শীঘ্রাতিশীঘ্র সুস্থ হই কারণ অনেক প্রকারের দুঃখ বেদনা সহ্য করে সব আত্মারাই ক্লান্ত হয়েছে। তো তোমরা ডবল ডাক্তারদের কাছে কি ইচ্ছা নিয়ে আসবে? এই দুটি ইচ্ছা নিয়েই তো আসবে। নিজেদের মধ্যে যে মিটিং করলে তাতে এমন কোনো কিছু আবিষ্কার করেছে কি? মেডিটেশনের চেয়েও সহজ কোনো

পদ্ধতি বের করেছ কি ? প্রদর্শনী তো করবেই আর করাও হয়েছে কিন্তু প্রতিটি চিত্রে এমন সারতন্ত্র ভরে দাও যাতে ঐ সারতন্ত্রের দিকে অ্যাটেনশন যেতেই শান্তি এবং সুখের অনুভূতি হবে কেননা বিস্তার তো সবাই জানে কিন্তু প্রতিটি চিত্রে যেন রূহানীয়াত প্রত্যক্ষ অনুভব হয়। যেমন কোনো বস্তুতে সেন্ট লাগালে সেই সুগন্ধি আকর্ষিত করবে। সুগন্ধ আসছে কোথা থেকে সেই অনুভবও করবে। চিত্র তৈরী করো কিন্তু চিত্রের যা প্রভাব পড়বে সেই চিত্র যেন চৈতন্যতা - পূর্ণ হয়। যেমন দেখ এখানে মধুবনে জড়-চিত্রেও চৈতন্যতা অনুভব করো তাইনা । প্রতিটি স্থানে যাও , বাবার কুটিরে যাও , কি অনুভব হয় ? চৈতন্যতার অনুভূতি হয় কিনা ? এই রকমই এমন বায়ুমন্ডল তৈরী করো , এমন ভাইব্রেশন ছড়াও যাতে চিত্রে চৈতন্যতার অনুভূতি হয়। যে স্টল বানাবে , তাতে যেমন সাইন্স জন কোথায় সবুজের ফিলিং , কোথায় সাগরের , কোথায় জলের ফিলিং দেখায় । এমন ফীল হয় যেন সাগরের কাছে বা পাহাড়ের কাছে পৌঁছে গেছি। সেইরকমই বায়ুমন্ডল এমন হোক যেন অনুভব হবে যে সুখের স্থানে এসে পৌঁছেছি । পরিশ্রম যা করেছ ভালই। মিলনও হয়েছে , প্ল্যানও করা হয়েছে । এখন জরুরী হল বিন্দু রূপ ধারণ করে বিন্দু স্বরূপে পরিণত করা। পয়েন্ট দিয়ে পয়েন্ট বলার , এই সময় নয়। কিন্তু পয়েন্ট স্বরূপে পয়েন্ট শর্টে দিতে হবে। তাই নিজেকে এইরূপ শক্তিশালী স্টেজে সর্বদা রাখো আর অন্যদেরও এমন স্টেজে আনো যাতে তোমাদের সামনে আসতেই যেন এমন অনুভব করে যে কোনো বিশেষ স্থানে পৌঁছে গেছি যেখানে যা চাইবে তাই প্রাপ্ত হবে। যেমন স্কুল ডাক্তারী দ্বারা রুগীর বিশ্বাস বাড়ে যে এই ডাক্তারটি হল ভাল এখানে রোগমুক্ত হওয়া সম্ভব । তেমনই রুহানী ডাক্তারদের মধ্যে যেন এমনই শক্তিশালী স্থিতি হোক যাতে সবার বিশ্বাস হবে যে এখানে পৌঁছালে প্রাপ্তি অনিবার্য । দুটো কথাই বের করেছ কি ? দুটোতেই ব্যালেন্স চাই। সেইটিও হল জরুরী কারণ আজকের সময় অনুযায়ী বহু জন্মের কর্মের হিসাব অর্থাৎ কর্মভোগ রয়েছে যা শেষ করতে হবে। কর্মভোগের হিসাব শেষ করতে স্কুল রূপে ওষুধের সেবন আর কর্মযোগী করতে রুহানী ওষুধের প্রয়োজন আছে। এখন সবাই ভোগ করে শেষ করবে। সে মন্সা অর্থাৎ মনের দুঃখই হোক বা শারীরিক রোগের কষ্টই হোক। সব আত্মারাই মুক্তিধাম যাবে কিনা। এখন না রুগী থাকবে আর না ডাক্তার । এই প্র্যাক্টিস শেষের দিকেও হবে। ডাক্তার থাকবে কিন্তু কিছু করতে পারবেনা , এত রুগী থাকবে। সেইসময় শুধু নিজের দৃষ্টি দ্বারা ভাইব্রেশন দ্বারা তাদের টেম্পোরারি শান্তি দান করবে। মৃত্যুর সংখ্যা বাড়বে । মৃতজনের দাহ সংস্কারের সময় থাকবেনা কেননা সবকিছুর অতি- তে যাবে এখন । অতি হলেই অন্ত হবে। এখনকার খবরের কাগজে দেখ কোনো নতুন রোগ ছড়ালে কত ফাস্ট ছড়ায়। যতক্ষণ ডাক্তার ঐ নতুন রোগের ওষুধ আবিষ্কার করে ততক্ষণে অনেকের মৃত্যু হয় কারণ সবকিছুই এখন অতি-তে পৌঁছেছে । আর এমন পরিস্থিতিতে ডাক্তারও বুঝতে পারে আমাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে। এখনতো অভিমানে বলে দেয় , আত্মা ইত্যাদি কিছুই হয়না। ডাক্তারী সবকিছু । তারপর তারাও অনুভব করবে। যখন আর কন্ট্রোলে থাকবেনা তখন দৃষ্টি কোথায় যাবে ? এখন নতুন নতুন রোগ আসবে । কিন্তু এই নতুন রোগ গুলি নতুন পরিবর্তন আনবে।

তোমরা হলে অনেক অনেক ভাগ্যবান আত্মা যারা বিনাশের পূর্বে নিজের অধিকার প্রাপ্ত করেছ। আর সকলে হাহাকার করবে , হয় আমরা কিছু প্রাপ্ত করলাম না আর তখন তোমরা বাপদাদার হৃদয়াসনে বিরাজিত হয়ে তাদের বরদান দেবে। তো তোমরা হলে কত ভাগ্যবান । সর্বদাই খুশীর অনুভব করো কি ? সর্বদা এই আনন্দে মত্ত হয়ে সব পেশেন্টদের সর্বদা খুশীর দোলায় দোল দাও। তখন তোমাদেরকেই ভগবানের অবতার ভেবে নেবে কিন্তু তোমরা সতর্ক করবে যথার্থের দিকে।

যখন এমন ভাবনা পূর্ণ সংকল্প হবে তখন সতর্ক করতে পারবে। তো সবাই কি এইরূপ তৈরি হয়েছে? ডাক্তারদের এই গ্রুপ খুবই ভাল। এবারে এইরকম ভি.আই.পিদের গ্রুপ আনো। যে যেরকম হয় সে সেরকমই আনবে কিনা। তো যত ডক্টরস এসেছে তত ভি.আই.পি আসবে তাইনা।

বিদেশেও অনুভবের সামনে সবাই মাথা নোয়ায়। সাইন্সের শক্তি সাইলেন্সের শক্তির কাছে মাথা নোয়াবে নিশ্চয়ই। এখন বড় বড় সাইন্স জন আশাহীন হয়ে পড়ছে। কোথায় যাবে? যেখানে তোমাদের অর্থাৎ সাইলেন্সজনের আশার কিরণ দেখবে। তোমাদের অ্যাটম দিয়েই তারাও অ্যাটম তৈরী করে। তোমাদেরই নকল করে। যদি আত্মিক শক্তি না থাকে তবে এই অ্যাটমিক বোমা কে বানাবে?

যখন চারিদিকে অন্ধকার ছেয়ে যাবে তখন সেই অন্ধকারে আলোর কিরণ স্পষ্ট দেখা যাবে। নলেজের আলো, গুণের আলো, শক্তির আলো, সব আলো বা লাইট, একত্রে লাইট হাউসের কাজ করবে। মধুবনে এসে রিক্রিস হয়েছে সেবাও করেছে আর প্রত্যক্ষ ফলও প্রাপ্ত হয়েছে। প্ল্যান যা করেছে সেসব এগিয়ে নিয়ে যেও। বাপদাদার কাছে তোমাদের সংকল্প তো পৌঁছে যায়। কাগজে তো তোমরা পরে লেখ। আচ্ছা।

পার্টিদের *সংগে* :-

সঙ্গমযুগী *ব্রাহ্মণদের* *শৃঙ্গার* *হল* - *সর্বশক্তি* *এবং* *সর্বগুণ*

সর্বদা বাবার স্মরণের ছত্রছায়ায় ভেতরে থাকো তো? এমন অনুভব হয় কি যে বাপদাদার ছত্রছায়া সর্বদা আমাদের উপরে আছে? যেমন কল্প পূর্বের স্মারকচিহ্নে দেখা যায় যে পর্বতকে ছত্রছায়া করা হয়েছে। তো সমগ্র কলিযুগী সমস্যা গুলির পর্বতটিকে বাবার স্মরণ দ্বারা সমস্যা স্বরূপ নয় বরং ছত্রছায়া স্বরূপে পরিণত করেছে? এমন সমস্যার সমাধান স্বরূপ মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়েছে? কোনোরকম সমস্যা স্বয়ংকে দুর্বল করে দেয়না তো? বিঘ্ন-বিনাশক হয়েছে? লগন- নিষ্ঠ হয়ে বিঘ্ন কিরূপ অনুভব হয়? একটা খেলনার মতন লাগে তো? একেই বলা হয় মাস্টার সর্বশক্তিমান তো সর্বশক্তি তোমাদের জীবনে শৃঙ্গার স্বরূপ হয়েছে কি? সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণের শৃঙ্গার হল সর্বশক্তি। তো সর্বশক্তি দ্বারা শৃঙ্গারিত সুসজ্জিত মূর্তি হলে কিনা। এখন গুণ এবং শক্তি দ্বারা সজ্জিত আর ভবিষ্যতে হবে স্থূল অলংকার দ্বারা সজ্জিত। কিন্তু বর্তমানের শৃঙ্গার হল সম্পূর্ণ কল্পে শ্রেষ্ঠ। ১৬ শৃঙ্গার, ১৬ কলা সম্পন্ন। তো এখন থেকেই সংস্কার সম্পন্ন হতে হবে কিনা। তাহলে এমনই সুসজ্জিত মূর্তি হয়েছে কি? আচ্ছা।

বরদান : বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি দ্বারা নষ্টোমোহা স্মৃতি স্বরূপধারী অচল-অটল ভব।

যে সদা বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তিতে থাকে সে কখনও কোনোরকম দৃশ্য দেখে ঘাবড়ায়না বা অস্থির হয়না, সর্বদা অচল অটল থাকে কারণ বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি দ্বারা নষ্টোমোহা স্মৃতি স্বরূপধারী হয়ে যায়। যদি একটু কিছু দেখে অংশমাত্র হলচল বা অস্থিরতা অনুভব হয় বা মোহ উৎপন্ন হয় তো

অঙ্গদের সমান অচল অটল বলা যাবেনা। বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তিতে গাঙ্ঘীৰ্য স্বৰূপের সাথে রমনীয় স্বৰূপ সমায়িত থাকে।

শ্লোগান:রাজ্য অধিকারীর সাথে সাথে বেহদের বৈরাগী হয়ে থাকা এই হল রাজঝষি হওয়ার প্রমাণ ।

"মিষ্টি বাচ্চারা , খারাপ সঙ্গের প্রভাব অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় , সেইজন্য সর্বদা তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে কোন ধরনের সঙ্গ তোমরা রাখবে ! ভুল সঙ্গের প্রভাব খুব খারাপ "

প্রশ্নঃ তিন প্রকারের শৈশব কি ? কোন শৈশব কখনও ভোলা উচিত নয় ?

উত্তরঃ শৈশবের একটা হলো যখন তোমরা লৌকিক মা -বাবার কাছে জন্ম নাও , দ্বিতীয় শৈশব - যখন তোমরা গুরু শিষ্য গ্রহণ করো আর তৃতীয় শৈশব - লৌকিক মা-বাবাকে ছেড়ে অলৌকিক মা-বাবার হও । অলৌকিক শৈশব অর্থাৎ ঈশ্বরের অ্যাডপ্টেড চাইল্ড । ঈশ্বরের সন্তান হওয়া অর্থাৎ মরে গিয়ে বেঁচে থাকা । এই অলৌকিক শৈশব কখনও ভুলোনা । যদি ভুলে যাও তবে অনেক কাঁদতে হবে । কাল্লা অর্থাৎ মায়ার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হতে হবে ।

গীতঃ শৈশবের দিন বিস্মৃত হয়োনা . . .

ওম্ শান্তি । তোমরা মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা এই গানের অর্থ বুঝতে পেরেছ । শৈশব তিন প্রকার। এক লৌকিক শৈশব , দ্বিতীয় শৈশব নিবৃত্তি মার্গ ; যখন তারা তাদের ঘর পরিবার ছেড়ে মরে গিয়েও বেঁচে থেকে গুরু বা সন্ত্যাসীর হয়ে যায় , জঙ্গলে চলে যায় । তৃতীয় হলো তোমাদের বিস্ময়কর জন্ম , মরজীবা জন্ম । এক মা-বাবাকে ছেড়ে আরেক মা-বাবার হও । সেই এক হলেন তোমাদের রুহানী মা-বাবা । তোমাদের এটা মরজীবা জন্ম । ঈশ্বরীয় কোলে রুহানী জন্ম । তোমাদের সাথে এখন রুহানী বাবা কথা বলছেন । যেখানে অন্য সকলে লৌকিক বাবা , সেখানে রুহানী বাবা কেবলমাত্র এক । সেই কারণে গাওয়া হয়ে থাকে মরজীবা হয়ে বাবার হওয়ার পর এই শৈশবের কথা ভুলে যেওনা । শিববাবা হলেন ভগবান , উচ্চ থেকেও উচ্চতম । মানুষ যখন গীতা নিয়ে বিতর্ক করে , সর্বাগ্রে তাদের জিজ্ঞেস করতে হয় উচ্চ থেকেও উচ্চতম ভগবান কে ? তারা বলে , "ব্রহ্মা দেবতা নমঃ , বিষ্ণু দেবতা নমঃ" এবং তারপরে বলে "শিব পরমাত্মায় নমঃ ।" তিনি সর্বধর্মের পিতা । সর্বপ্রথমে এই কথা বোঝাতে হবে - সেই উচ্চ থেকেও উচ্চতম বাবা এক । ব্রহ্মা , বিষ্ণুকে কেউ গড ফাদার বলবেনা । সবার আগে এই বিশ্বাস উত্পাদন করাও যে , গড ফাদার এক , তিনি নিরাকার , যাঁকে রচয়িতাও বলা হয়ে থাকে । পতিত -পাবনও বলা হয় । তোমরা নিশ্চতভাবে বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করবে । তোমরা খেয়াল করো আর কে বেহদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার লাভ করে ! বাবা নতুন দুনিয়ার রচয়িতা ; তাঁর নাম শিব । তারা বলে "শিব পরমাত্মায় নমঃ" এবং তারা তাঁর জন্মদিনও পালন করে । একমাত্র তিনিই পতিত-পাবন , রচয়িতা , জ্ঞানসম্পন্ন , সেইজন্য সর্বব্যাপী হওয়ার কোনও কিছু আর থাকেনা । তাঁর ভূমিকা পালনের মহিমা হয় । তিনি অতীতে যা কিছু করেছেন তারই মহিমা গাওয়া হয়ে থাকে । বাবা উচ্চ থেকেও উচ্চতম । তাঁকে রচয়িতাও বলা হয় , দয়াময় , দুঃখহর্তা -সুখকর্তা এবং পথ প্রদর্শকও বলা হয় । তোমরা নতুন কোনও জায়গায় গেলে তোমরা সাথে একজন গাইড নাও । বিদেশী পর্যটকেরা এখানে এলে তাদের সবকিছু দেখিয়ে দেওয়ার জন্য এখানকার গাইড দেওয়া হয় । তীর্থযাত্রীদের তীর্থযাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য পান্ডা থাকে । বাবাকে পথ প্রদর্শক বলা হয় , তবে তো নিশ্চয়ই তিনি সকলকে পথ নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু সর্বব্যাপী উল্লেখ করায় তা অর্থহীন হয়ে যায় । সর্বাগ্রে বোঝাতে হবে সকলের বাবা এক । সর্বশান্ত্রমণি হলো গীতা ; সাক্ষাত্ ভগবান রচিত , একথা যদি প্রমাণ করে দাও তবে গীতার

সন্তান সম অন্য শাস্ত্রগুলো মিথ্যে হয়ে যাবে । শিব ভগবানুবাচ । শিব বাবার ঐশ্বরিক কর্ম -কর্তব্য কি ? তিনি সহজভাবে বলেন , আমি এই শরীরের (ব্রহ্মাবাবার) আধার নিয়েই তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার উপায় বলে দিই । আমি আসি তোমাদের রাজযোগ শেখাতে , তাই এক্ষেত্রে ঐশ্বরীয় কার্য কলাপের কি প্রয়োজন ? ইনি বৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ । আমি এসে শুধু তোমাদের বাচ্চাদের পড়াই । পতিতকে পবিত্র করে গড়ে তুলতে রাজযোগ শেখাই । তোমরা সত্যযুগে গিয়ে রাজস্ব করবে । তোমাদের স্বত্বাধিকার লাভ করবে আর বাকি আত্মারা মুক্তিধাম , নিরাকার দুনিয়ায় থাকবে । এই সবকিছু সহজেই বোধগম্য । ভারতে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল । একটাই ধর্ম ছিল । এখন কলিযুগে কত কত মানুষ ! ওখান অনেক কম থাকে । পরমপিতা পরমাত্মা এক ধর্মের স্থাপনা করেন এবং অসংখ্য ধর্মের বিনাশ করাতে আসেন । বাকি সকলে শান্তিধামে চলে যাবে । ওখানে অপবিত্র আত্মা থাকতে পারেনা । ওঁনার নামই পতিত-পাবন , সবার সদগতিদাতা । এটা হলো পুরনো দুনিয়া , লৌহ যুগ । সত্যযুগকে বলা হয়ে থাকে স্বর্ণযুগ । যারা দেবতাদের পূজারী তারা খুব সহজেই সবকিছু বুঝতে পারবে । যাঁরা পূজ্য তাঁরাই পূজারী হয় । সেইজন্য সবার আগে বাবার পরিচয় দিতে হবে । তাদেরকে বলো - তোমরা তাঁর সন্তান একথা ভুলোনা । যদি তা ভুলে যাও তাহলে তোমাদের কাঁদতে হবে এবং কোনও না কোনওভাবে মায়ার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হতে হবে । দেহী-অভিমানী হতে হবে ! আমাদের আত্মাদের বাবার কাছে ঘরে ফিরে যেতে হবে । এত অগণিত মানুষের মৃত্যু হবে , কে কার জন্য কাঁদবে ? ভারতের মানুষ সবচেয়ে বেশী কাঁদে । যখন কারও মৃত্যু হয় প্রথম বারো মাস হা হসেন , হা হসেন করে ; এমনকি বুক চাপডাতে থাকে । এই হলো মৃত্যুলোকের রীতিনীতি । তোমাদের এখন অমরলোকের নিয়ম নীতি , রেওয়াজ শেখানো হচ্ছে । তোমাদের এখন পুরনো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য । বাবা বলেন , অনবরত আমাকে স্মরণ করো ! এই সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে । বিশ্ব নাটকের এই রঙ্গমঞ্চে সকলে অভিনেতা তবে কার জন্য এই মোহ ? তোমরা বুঝতে পারো , প্রত্যেককে যেতে হবে এবং অন্য আরেক ভূমিকা পালন করতে হবে । কান্নার কি প্রয়োজন ? প্রত্যেকের পাট স্থিরীকৃত । বাবা যেমন জ্ঞানের সাগর , আনন্দের সাগর এবং ভালবাসার সাগর , তাঁকে অনুসরণ করে তেমনই তৈরী হতে হবে । সাগর থেকে নদীর উত্থান । সব নম্বরভিত্তিক । কেউ কেউ খুব ভালো করে জ্ঞান বর্ষণ করতে পারে এবং অন্য অনেককে নিজেদের সমান তৈরী করে । তারা অন্ধের যর্ষি হয়ে দাঁড়ায় । বাবার অনেক সাহায্যকারী প্রয়োজন । বাবা বলেন , তোমরা অন্ধের যর্ষি হও এবং অন্যকে রাস্তা দেখাও । এটা শুধুমাত্র যে টিচারই অন্ধের লাঠি হবে তা নয় ; তোমাদেরও সেইরকম হতে হবে । তোমরা প্রত্যেকে জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছ , একেই বলা হয়ে থাকে জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন প্রাপ্তির কথা । তৃতীয় নয়ন আত্মার জন্য । মানুষ তো কিছুই বুঝতে পারেনা ; সম্পূর্ণ রূপে তাদের বুদ্ধি তুচ্ছ । ভারতবাসী জানেনা তাদের ধর্ম কে স্থাপনা করেছেন ! বাবার জন্ম এই ভূমিতে । মানুষ শিব জয়ন্তী উত্সব পালন করে । তাহলে , তিনি কিভাবে সর্বব্যাপী হবেন ? দুনিয়ার কেউ বাবাকে আর রচনাকে জানেনা । ঋষি -মুনিরা নেতি নেতি বলতে থাকে । ভগবান সর্বব্যাপী এই কথা বলে তারা একটা বড় ভুল করে । তোমরা প্রমাণ করে দেখাও তিনি সকলের বাবা , পতিত-পাবন , মুক্তিদাতা । তিনি তোমাদের পুরনো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যান । সেখানে দুঃখের কোনও প্রশ্নই নেই । একটু খেয়াল করো শাস্ত্রে তারা কি লিখেছে ! এমনকি তারা লক্ষ্মী-নারায়ণের সম্বন্ধেও বলে - বিকার বিনা কিভাবে তাঁদের সন্তান আসতে পারে ? ওহ ! বলাই তো হয়ে থাকে সর্ব গুণসম্পন্ন , ১৬ কলা সম্পূর্ণ , সম্পূর্ণ নির্বিকারী , সম্পূর্ণ পবিত্র দুনিয়া । সেখানে পাপহীন দুনিয়া আর এখানে কলুষিত দুনিয়া , তবে কিভাবে বলা যেতে পারে সেই দুনিয়ায় বিকার থাকবে ! প্রথমাবস্থায় , তোমরা যতক্ষণ না বাবাকে জেনেছ , কোনও কিছুই বুঝতে পারনি । সর্বব্যাপী

বলা তাদের মস্ত বড় ভুল। সেই ভুল থেকে তখনই বেরিয়ে আসতে পেরেছে যখন বাবাকে জেনেছে। তাদের এই বিশ্বাস রাখা উচিত - বাবা আমরা আবার তোমার হয়েছি, তোমার থেকে রাজ্যভাগ্য নিতে। দেখো শাস্ত্রে তারা কি লিখেছে! তারা লক্ষ্মী-নারায়ণকে সত্যযুগে আর রাধা-কৃষ্ণরূপে তাঁদের শৈশব দেখিয়েছে তাম্রযুগে। যেমনই হোক, কৃষ্ণ ছিল স্বর্গের রাজকুমার। জন্মে জন্মে কৃষ্ণের অবয়ব পরিবর্তিত হতে থাকে। কখনও কেউ একরকম চেহারা নিয়ে জন্মাতে পারেনা। এটা কখনও হয়না যে, কৃষ্ণ একই চেহারা নিয়ে দ্বাপরে আসতে পারে, সেটা অসম্ভব। তোমরা জানো যে আসলে তোমরা সেখানের (মূলবতনের) অধিবাসী ছিলে। তা' তোমাদের সুইট সাইলেন্স হোম যার জন্য মানুষ ভক্তি করে। তারা বলে, আমরা শান্তি চাই। আত্মারা কর্মেন্দ্রিয় লাভ করেছে তাদের নিজ নিজ পার্ট প্লে করার জন্য। সুতরাং, কিভাবে তাদের শান্তি বিদ্যমান থাকতে পারে? তারা শান্তির জন্য হঠযোগ শেখে এবং শান্তির জন্য গুহায় গিয়ে থাকে। একমাস ধরে যদি কেউ গুহায় বসে থাকে, তার মানে কি এই হয় যে সেটা শান্তিধাম! তোমরা জানো যে, আমরা এখন শান্তিধামে যাব এবং তারপরে সুখধামে গিয়ে আমাদের ভূমিকা পালন করব। মানুষ বলে, যারা সুখী তাদের জন্য স্বর্গ আর যারা দুঃখী তাদের জন্য নরক। তোমরা জেনেছ স্বর্গ নতুন দুনিয়া আর নরক পুরনো দুনিয়া। ভগবানুবাচঃ এই ভক্তি, যজ্ঞ-তপ, দান-পুণ্য ইত্যাদি করা সব ভক্তিমার্গের, এর কোনও অর্থ হয়না। সত্যযুগ এবং ত্রেতাকে বলা হয়ে থাকে ব্রহ্মার দিন। ব্রহ্মার দিন, তোমাদের ব্রাহ্মণদের দিন, তারপরে শুরু হয় তোমাদের রাত। তোমরা সর্বপ্রথমে স্বর্ণযুগে যাও তারপর তোমরা সৃষ্টিচক্রে আসা ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র তোমরাই হও। তোমরা বলো শিব ভগবানুবাচ, তারা বলে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। বিশাল ফারাক হয়ে যায়। ইনি সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেন। তাঁর সাথে সমগ্র সূর্যবংশী সম্প্রদায় পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন আবার অন্তিমে এসে রাজ্যভাগ্য নিচ্ছে। তোমরা বাচ্চারা যারা বুঝতে পারছ তাদেরই আনন্দ হয়। নতুনদের এই আনন্দ আসেনা। তোমরা কারও নিন্দা করোনা, বাবা তোমাদের কত সহজে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এখানে তোমরা বাবার সঙ্গে বসে আছ এবং সেইজন্য তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছ। বাইরের সঙ্গতে গেলে তোমাদের কি দশা হবে কেউ বলতে পারেনা। সঙ্গদোষ খুব খারাপ। স্বর্গে এরকম কোনও কথাই হয়না। তার নামই হলো স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, সুখধাম। তারা শাস্ত্রে লিখেছে সেখানে অসুরেরাও বিদ্যমান ছিল। তোমরা এখন জেনেছ, তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে এবং সেখানে আকাশে জমিতে কোনও ভাগাভাগি ছিলনা। এখন অনেক ভাগ; তারা লাগাতার নিজের নিজের সীমারেখা টানতে থাকে। দুনিয়ায় লড়াই ঝগড়া লেগেই থাকে। সেইজন্য যখন কেউ আসে সর্বাগ্রে তাকে বোঝাও বাবা কে, ভগবান কাকে বলা হয়ে থাকে! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর হলেন দেবতা। ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, দশ নয়। কৃষ্ণ ভগবান হতে পারেননা। ভগবান কিভাবে হিংসা শেখাতে পারেন! ভগবানুবাচঃ কাম হলো মহাশত্রু। তাই কাম জয় করার প্রতিজ্ঞা করো। এই কারণে রাখী বাঁধো। এইসব এখনকার কথা। অতীতে ভক্তিমার্গে যা কিছু হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। মানুষ দীপাবলীতে মহালক্ষ্মীর পূজা করে; একজনও জানেনা লক্ষ্মী-নারায়ণ একত্রিত। কোথা থেকে লক্ষ্মী ধন লাভ করেন? উপার্জন যারা করে তারা পুরুষ তথাপি লক্ষ্মীর নামে স্মরণ করা হয়। প্রথমে লক্ষ্মীকে স্মরণ করা হয় পরে নারায়ণকে। তারা আবার মহালক্ষ্মীকে আলাদা কোনও একজন মনে করে এবং তাঁকে চতুর্ভুজা দেখানো হয়, দুই হাত পুরুষের আর দুই হাত স্ত্রীলোকের। যেমনই হোক তারা এই বিষয়ে কিছু জানেনা। এখন তোমরা সবিস্তারে জেনেছ। তোমরা গান শুনেছঃ শৈশবের দিন ভুলে যেওনা। আত্মা বলে, বাবা আমার স্মৃতি এখন ফিরে এসেছে। ভোরবেলায় উঠে বাবার সাথে কথা বলো। অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করা ভালো। সন্ধ্যাকালে একান্তে বসো। যদি যুগলে একসাথে থাকো তবুও এই অভ্যাস অনুসরণ

করো । ব্রহ্মাতনের মাধ্যমে বাবা কি বলেন ? আমরা যখন পূজ্য হই তখন কখনও বাবাকে স্মরণ করিনা । যখন পূজারী হই তখন বাবাকে স্মরণ করি । এইভাবে তোমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে যাতে অন্য কেউ শুনলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। অর্ধকল্প যাবত আমরা কামচিটার ওপর বসে জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়েছি , কবরস্থ হয়েছি । এখন জ্ঞান চিটার ওপর আমাদের বসতে হবে এবং স্বর্গে যেতে হবে । এটা হলো পুরনো দুনিয়া । ভারতবাসী ভাবে যে এইই স্বর্গ ! ওহ্ ! কিন্তু স্বর্গ তো সত্যযুগে । স্বর্গে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব । এখানে মায়ার মিথ্যা আড়ম্বর । বাবা এখন বলছেনঃ সঙ্গদোষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মৃত্যুকে বরণ কোরোনা । তা' নাহলে অনেক অনুশোচনা করতে হবে । পরীক্ষার ফল বেরোলে তখন সবাই বুঝতে পারবে । আগে বাচ্চারা ধ্যানে সবকিছু শুনাতো কে রাণী হবে কে দাসী হবে । বাবা পরে বন্ধ করিয়ে দিয়েছেন । সবশেষে জানা যাবে আমরা বাবার কত সেবা করেছি ! কতজনকে নিজের সমান তৈরী করেছি । তোমাদের সবকিছু স্মরণে আসবে এবং সাক্ষাত্কার হবে । সাক্ষাত্কার বিনা, ধর্মরাজ তোমাদের শাস্তি দিতে পারবেননা । তোমাদের বাচ্চাদের বারবার বোঝানো হচ্ছে - অনবরত আমাকে স্মরণ করো । বাবা আসেন আর মিষ্টি-মিষ্টি ঝাড়ের চারা বপন করেন । গভার্মেন্ট গাছের চারা লাগায় এবং তার উত্সব পালন হয়। এখানে নতুন দুনিয়ার চারা লাগানো হচ্ছে । সেইজন্য এমন বাবাকে ভুলোনা । নিজেকে বাবার সেবায় নিয়োজিত করো নতুবা অন্তিম সময়ে আফসোস করতে হবে । যদি এখন উত্তরাধিকার না নিতে পারো , তবে কল্প-কল্পান্তরে হিসেব হবে , এইজন্য পুরোপুরি পুরুষার্থ করতে হবে । আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি /সিকিলধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ দাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বাবা যেমন জ্ঞানের , আনন্দের , ভালবাসার সাগর তেমনই বাবাসমান হতে হবে এবং নিজসমান বানানোর সেবা করতে হবে । সকলকে জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন দিতে হবে ।

২) এমন কোনও সঙ্গ রেখোনা যাতে পরে অনুশোচনা করতে হয় । সঙ্গদোষ খুব খারাপ এইজন্য নিজেকে সামলে নিয়ে চলতে হবে । বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার পুরো পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদানঃ- কর্ম করতে করতে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত থাকা সহজযোগী স্বতঃ যোগী ভব

যারা মহাবীর বাচ্চা তাদের সাকারি দুনিয়ার কোনও কিছু নিজের দিকে আকর্ষিত করতে পারেনা । তারা এক সেকেন্ডে পার্থিব সবকিছু থেকে নিজেদের পৃথক করে নিতে পারে এবং বাবার প্রিয় হয়ে উঠতে পারে । যারা অশরীরী , আত্ম-অভিমानी , বন্ধনমুক্ত , যোগযুক্ত স্থিতির অনুভব করতে পারে তারা সহজেই নির্দেশ গ্রহণ করতে সমর্থ হয় এবং স্বতঃ যোগী , কর্মযোগী , শ্রেষ্ঠ যোগী হয় । তারা যখন চায় , যত সময় চায় নিজের সংকল্প , শ্বাস এক প্রাণেশ্বর বাবার স্মরণে স্থিত করতে পারে ।

স্লোগানঃ- একরস স্থিতির শ্রেষ্ঠ আসনে বিরাজমান থাকা , তপস্বী আত্মার নিশান ।

"মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বিচার সাগর মন্ডন করো, সেবা করার বিভিন্ন উপায় বের করো, যাতে সবাই বাবার পরিচয় পেতে পারো"

প্রশ্ন :- বাবা প্রত্যেক বাচ্চাকে উচ্চ ভাগ্য বানাবার জন্য কি কি যুক্তি বলেন ?

উত্তর :- যদি নিজের ভাগ্য উচ্চ বানাতে হয় , তাহলে ভিতরের সমস্ত ছি - ছি খারাপ স্বভাবকে দূর করো । যেমন মিথ্যা কথা বলা, ক্রোধ করা, এসব খুবই খারাপ অভ্যাস । সেবা কাজের শখ রাখো, যেমন বাবা স্বয়ং নিরহংকারী হয়ে সেবা করতেন । এমন ভাব ধারায় যতটা সময় থাকতে পারা যায়, অন্যের কল্যাণের নিমিত্তে সেই রুহানি সেবায় নিজেকে ব্যস্ত রাখো ।

গীত :- তোমার স্মরণে থেকেই বাঁচা, আবার তোমার স্মরণেই যেন মরা...

ওঁ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি রুহানি বাচ্চাদের সর্বপ্রথমে এই কথাই বুঝতে হবে এবং অন্যকেও তা বোঝাতে হবে যে, বাবা আসলে কে ! বাচ্চারা তখনই অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে পারবে, যখন তারা নিশ্চিত হয় যে, আমরা হলাম সেই বেহদের বাবার সন্তান । এই একটি কথাতেই খুশীর পারদ চড়তে থাকে । এটা হলো স্থায়ী খুশীর একটি পয়েন্ট । তোমরা জানো যে তোমরা নিজেদেরকে যে ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী বলে পরিচয় দাও, তা হলো এক নতুন ধারার রচনা । তাই সবার প্রথমে সকলকে এটা নিশ্চিত করাতে হবে যে ইনি হলেন আমাদের বাবা । (যা ত্রিমূর্তির চিত্রে আছে) চিত্রে বাবার নীচে আছেন বিষ্ণু, তিনি যেখানে বাবার থেকেই বিষ্ণুপুরীর বর্ষা পান, তাই তো তাঁর কত খুশী হওয়া উচিত । এই কথা নিশ্চিত করেই তারপর তা লেখানো চাই । বিষ্ণুর অর্থ- যখন মানুষ নিজেকে বৈষ্ণব মনে করে । ভারতবাসী তা খুব ভালোই জানে যে এই দেবী-দেবতারা কিন্তু নির্বিকারী ছিলেন । স্বর্গে এনারাই পবিত্র প্রবৃত্তি-মার্গে ছিলো । তাই তাদের এই গুন-গানও মানুষ গায় যে- আপনারা হলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী, আর আমরা হলাম বিকারী । সত্যযুগ হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া । আর কলিযুগের মানুষ সম্পূর্ণ বিকারী । বিকারীদের পতিত, দুর্নীতিগ্রস্ত বলা হয় । সন্ন্যাসীদের মধ্যেও ক্রোধ থাকে । তাই অন্যদেরকে প্রথমেই দিকেই বাবার পরিচয়ই দিতে হবে । উঁচুর থেকে অতি উঁচু বাবা যখন ভারতে আসেন, তখনই এই মহাভারতের লড়াই অবশ্য করেই শুরু হয় । কারণ পরমাত্মা এসেই আমাদের পতিত থেকে পবিত্র দুনিয়ার দিশায় নিয়ে যান । এই পার্থিব শরীরের তো বিনাশ হয়েই যায় । এই কথা তোমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে তোমাদের বাবা স্বয়ং পড়ান, তাই তোমাদের এই পড়া প্রতিদিনই অভ্যাস করতে হবে । এখানে কোনো হোস্টেল নেই, কারণ হোস্টেল বানাতে গেলে অনেক বড় বড় বাড়ী চাই । ৭ দিন বা ৪ দিনের জন্য এলেও তো অনেক ঘর-বাড়ী লাগবে । তাই বাবা বলেন যে, তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই কিন্তু বাবাকে স্মরণ করবে । একমাত্র এই বাবাই হলেন পতিত-পাবন । বাবা বলেন যে কেবলমাত্র আমাকেই স্মরণ করো - আমি তোমাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি যে তোমাদের সব পাপ তাতেই ভস্ম হয়ে যাবে । পারলে প্রথমে কিন্তু এই কথা লিখিয়ে নিতে হবে যে, বরাবর আমরাই হলাম শিববাবার সন্তান, তাই আমরাই এই বিশ্বের মালিকানার অধিকারী হবো । যদিও রাজা-রানী, প্রজা সকলেই সেই বিশ্বের মালিক । প্রদর্শনীতে যারা বোঝান, বাবা তাদের নির্দেশ দেন - উঁচুর থেকেও অতি উঁচু ভগবান হলেন একজনই , এই মূল বিষয়কেই তোমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে । তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর এবং পতিত - পাবন ।

জ্ঞানের সাগর যিনি একমাত্র তিনিই তো সেই নির্দেশ দেবেন । কৃষ্ণ কিন্তু এই নির্দেশ দেবেন না । যেহেতু শিববাবা ছাড়া আর কেউই কিন্তু ভগবান নন । ব্রহ্মা , বিষ্ণু , শংকরও হলেন দেবতা । আর স্বর্গে থাকে দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষ এবং এই কলিযুগে থাকে আসুরী গুণ সম্পন্ন মানুষ । এটাও শেষের দিকে বোঝাতে হবে । প্রথমে দিকে তো বাবার পরিচয় দিয়ে সবাইকে সই করাতে হবে । বিচার সাগর মন্থন করার জন্য বিভিন্ন যুক্তি বের করতে হবে তারপর বাবাকে বলতে হবে , বাবা লোকে এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আর আমরা এইভাবে তার বর্ণনা করি । তখন বাবাও এমন সব পয়েন্ট শোনাবেন যা শুনলে তাদের উপর তার প্রভাব পড়বে। বাবাকে সর্বব্যাপী বলা অথবা কচ্ছপ , মাছ ইত্যাদি অবতার বলাও এক ধরনের বাবার গ্লানি করা, তাই সকলকে বাবার প্রকৃত পরিচয় দিতে হবে । বাবাই তো তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান । এই লক্ষ্মী - নারায়ণও এই বিশ্বের মালিকও ছিলো এবং সতোপ্রধানও ছিলো । তারপর এরা পুনর্জন্ম নিতে নিতে তমোপ্রধান হয়ে গেছে । এখন বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো তাহলে আবার সতোপ্রধান হতে পারবে । যে কোনো ধর্মের লোকই হোক না কেন , বাবার এই খবর সবার জন্য । তাঁকেই বলা হয় গড ফাদার , উদ্ধারকর্তা । মানুষকে উদ্ধার করতে অবশ্যই তাঁকে এই পতিত দুনিয়াতেই আসবে । এই কলিযুগের শেষে সমস্ত দুনিয়াই যে তমোপ্রধান , যখন এই দুনিয়া সতোপ্রধান হবে তখন সেই নতুন দুনিয়ায় তোমরাই যেতে পারবে । বাকি যারা সেখানে যেতে পারবে না তারা তখন শান্তিধামে থাকবে । এই কথা অবশ্যই বুদ্ধিতে রাখতে হবে, যারা বুঝবে তারা জানবে যে আমাদের এই বাবাকে স্মরণ করতে হবে । কোনো দেহধারীকে স্মরণ করা যাবে না । বাবা হলেন বিদেহী এবং বিচিত্র , আর অন্য সকলের চিত্র ভিন্ন - ভিন্ন । তোমাদের সকলের অন্যদের বোঝানোর জন্য আগ্রহ থাকা চাই । প্রদর্শনীতে অনেক লোক আসে সেন্টারে কিন্তু এতো লোক আসে না । সেবাকাজের মধ্যে থাকলে বাচ্চারা খুবই আনন্দে থাকে । অন্যত্র থাকলে বাবাকে প্রতি মূহুর্তেই ভুলে যায় । কিন্তু সেবায় থাকলে তোমরা এই স্মরণের যাত্রাকে ভুলবে না । তখন তোমরা নিজেরাও স্মরণ করতে পারবে এবং অন্যকেও স্মরণ করাতে পারবে । তোমরা বাচ্চারা এখন সেই ঈশ্বরীয় পড়াই পড়ছো । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে তোমরা এই রাজত্ব অবশ্য করেই নেবে । এই কথা স্মরণে থাকলেও তোমরা খুশীতে থাকতে পারবে । আর এই কথা যখন ভুলে যাও তখন তোমরা ঘাবড়ে যাও । তাই বাবাকে লেখা উচিত যে বাবা আমরা অতীন্দ্রিয় সুখে আছি বাকি আর অল্প সময়ই অবশিষ্ট আছে , তারপর তো আমরা সুখধামেই যাবো । এই ৬৩-জন্ম ধরে আমরা অসুস্থই ছিলাম । জ্ঞানের ওষুধ না পাওয়ার কারণে অসুস্থই থেকে গেছি । আমাদের সামলানোর জন্যও কেউ ছিল না। তাই এই রোগ আমাদের ভিতরে ঢুকে গেছে । আর এই রোগ এমনই যে একমাত্র সেই অবিনাশী সার্জন ছাড়া কেউই আমাদের মুক্ত করতে পারবে না । এখন সবারই রোগ মুক্ত হবার সময় । পবিত্র হয়েই সবাই মুক্তিধামে চলে যাবে । কেউ কেউ বলে মুক্তিতে থাকা খুব ভালো । তখন আত্মার কোনো পার্টই থাকবে না । যেমন কোনো নাটকে কেউ অল্প পার্ট করলে তাকে হিরো, হিরোইন বা উঁচু পার্টধারী বলা যায় না । বাবা বোঝান যে যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা এই বিষয়ে পাকাপোক্ত ধারণার হয়ে যাবে । বাবাকে স্মরণ করা থেকে কিন্তু বিরত থাকা যাবে না । যেহেতু মুখ্য হলেন একমাত্র বাবা । বাকি যে ছোটো ছোটো ছবিগুলি আছে বোঝানোর জন্য , তা দিয়ে প্রমাণ-সিদ্ধ করতে হবে যে শিব ও শংকর এক নয় । এছাড়া সুক্ষ্ম বতনে তো কোনো কথা হয় না । এখন তোমরা বোঝো যে এইসব ছিলো ভক্তি মার্গ , কিন্তু জ্ঞান দাতা হলেন কেবলমাত্র একজন- তিনি শিববাবা । এই জ্ঞান তিনি দেন কেবল মাত্র সঙ্গম যুগেই , এই কথা তোমরা নিশ্চিত করো । ভারতবাসীরা তো কল্পে কল্পেই স্বর্গের বর্সা বা সম্পত্তি প্রাপ্ত করে আসছে। আর এই কল্প হলো ৫০০০ বছরের কথা । অথচ দুনিয়াদারীর মানুষেরা একে লাখ লাখ বছর

এমনটাই বলে দেয় । ওরা বলে শুধু মাত্র কলিযুগই হলো লাখ বছরের আর আমরা বলি সম্পূর্ণ চক্রটাই হলো ৫০০০ বছরের । এ কতো বড় মিথ্যা কথা । মানুষ ডাকতে থাকে "হে পতিত - পাবনা" কৃষ্ণকে তো আর পতিত - পাবন বলা হবে না । কোনো ধর্মের লোকই কৃষ্ণকে উদ্ধারকর্তা বলবে না । যখন মানুষ হে পতিত - পাবন বলে ডাকে তখন বুদ্ধি ওপরের দিকেই যায়, তবুও মানুষ তা বুঝতে পারে না । মায়া কতখানি অন্ধকার সৃষ্টি করে রেখেছে। তাইতো এই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে যায় । অজ্ঞানী মানুষেরা বলে যে শাস্ত্র হলো অনাদি । কিন্তু সত্যযুগ আর ত্রেতা যুগে এই মায়ার প্রভাব থাকে না । এই ঈশ্বরীয় পড়া হলো এমনই যা অসুস্থ অবস্থাতেও ক্লাসে বসে পড়া যায় । এখানে কোনো বাহানা করা চলে না । গরু তো খুবই ভালো, আবার কোনো কোনো গরু অনেক লাখিও মারে । এখানেও যার ক্রোধ বেশী থাকে সে অহংকারের বশে অন্যকে লাখিও মেরে দেয় । সে সেবা বিরোধী কাজ করে ফেলে । তাই কোনো ধরনের অপগুণ রাখা চলবে না । কিন্তু কর্মবন্ধন এমনই থাকে যে উঁচু পদ পেতে দেয় না । বাবা উচ্চ ভাগ্য বানানোর রাস্তা বলে দেন । কিন্তু কেউ যদি না তা বানাতে চায় তাহলে বাবা আর কি বা করবেন , এ যে হলো খুব বড় কামাই । এই কামাই করার ইচ্ছা থাকা চাই । কামাই না করলে তার পরিণাম কি হবে । কল্প কল্প তবে এমনই হাল হবে । বাবা তো সকলকেই সাবধান করেন, কিন্তু অপমান করেন না । এমন কিছু কিছু অভ্যাস বাচ্চাদের মধ্যে থাকা উচিত নয় । যেমন মিথ্যা কথা বলা খুবই খারাপ । এই যজ্ঞের সেবা খুশী সহকারে করা উচিত । বাবার কাছে এলে বাবা ইঙ্গিত দেন যে তোমরা সেবা করো । যিনি তোমাদের সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁর সেবা তো অবশ্যই করতে হবে । আর এই সেবা করা বাবাই শেখান । তোমরা দেখো , উঁচুর থেকে উঁচু বাবাও তোমাদের উনি কত সেবা করেন । যেই কাজ অজ্ঞান অবস্থায় কখনও করোনি, প্রয়োজনে তাও করতে হবে । এতটাই নিরহংকারী হতে হবে তোমাদের। নিয়ম বিরুদ্ধ কোনো কাজই করা যাবে না । যতটা পারা যায় অন্যের কল্যাণ নিমিত্তেই সবকিছু নিজের হাতে করতে হবে । হতাশা বা বেপরোয়া অবস্থায় কিছু করানো হলে সে হোলো অন্য কথা । নিজেকে নিরহংকারী আর নির্মোহী বানাতে হবে । বাবার স্মরণ ছাড়া কারোরই কল্যাণ করা যায় না । যতই বাবাকে স্মরণ করবে ততই পবিত্র হতে পারবে । কিন্তু এই স্মরণেই যত বিঘ্ন আসতে থাকে । জ্ঞানে এতো বিঘ্ন হয় না , জ্ঞানে তো কত অনেক পয়েন্ট থাকে । নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকলেই তোমরা সুগন্ধযুক্ত ফুল তৈরী হবে । আর যদি কম করে স্মরণ করো তাহলে রতন - জ্যোতি (জুঁই ফুল) হবে । কেউ কেউ আকন্দ ফুলও তো হয় । তাই নিজেকে সুগন্ধযুক্ত ফুলই বানানো চাই । তাই কোনো দুর্গন্ধ যেন তোমাদের মধ্যে না থাকে । আত্মাকে সুগন্ধযুক্ত হতেই হবে । এতো ছোটো বিন্দুর মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞানটাই ভরা আছে -এ তো খুবই আশ্চর্যের । এই সৃষ্টি কিন্তু অবস্থান করে একই জায়গায় । ওপরে বা নীচে আর কোথাও তা নেই । ত্রিমূর্তির অর্থও তোমরা জানো । অন্যেরা কেবল তার নাম রেখেছে - ত্রিমূর্তি মার্গ । কেউ কেউ আবার ব্রহ্মাকেই ত্রিমূর্তি বলে দেয় । যদিও তাঁর জীবনী সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না । শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে শ্রেষ্ঠাচারী মানুষের জীবন কাহিনী । লক্ষ্মী - নারায়ণ, রাধা - কৃষ্ণ ইত্যাদি তারা সকলেই হলেন মানুষ । কিন্তু অন্য সকলেরই জীবন কাহিনীকে শাস্ত্র বলা যাবে না । কেবল দেবতাদের জীবন কাহিনীকেই শাস্ত্র বলা হয়। কিন্তু শিববাবার জীবন কাহিনী- তা আছে কোথায় ? যেহেতু শিববাবা হলেন নিরাকার । তাই তিনি নিজেই বলেন, আমি হলাম পতিত - পাবন , আমাকেই সবাই বাবা বলে ডাকে । আমিই এসে স্বর্গের স্থাপন করাই ভারত ৫০০০ বছর আগে স্বর্গই ছিলো । এখন আবার সেই স্বর্গেরই স্থাপন হবে । এ কতো সহজ সরল কথা । কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এতই পাথরতুল্য নির্বুদ্ধির হয়েছে যে তাদের মগজের সেই তালা-ই খোলে না । জ্ঞান আর যোগের এই তালা বন্ধই হয়ে আছে । বাবা বলেন যে প্রতি ঘরে

ঘরেই খবর দাও যে উঁচুর থেকে উঁচু হলেন শিব বাবা । ফার্স্ট ফ্লোর হলো মূলবতন আর সেকেন্ড ফ্লোর হলো সূক্ষ্ম বতন । আর থার্ড ফ্লোর হলো এই সাকারী দুনিয়া । যদি বাচ্চাদের এই ফ্লোর-ও স্মরণে আসে তাহলেও বাবাকে অবশ্যই স্মরণে আসবে । সার্ভিস করার জন্য তোমাদের কিন্তু চারদিকেই ছুটে হবে । বাবা কোথাও যাবার জন্য তোমাদেরকে কিন্তু বারণ করেন না । বিয়ে বাড়ী বা তীর্থস্থান যেখানেই যাও, সেখানেই সেবা করো । ভাষণ দাও - বলো এক হলো রুহানী যাত্রা আর দ্বিতীয়টি হলো শরীরের সাহায্যে তীর্থ-যাত্রা । পয়েন্ট তো তোমরা অনেকই পাও । বানপ্রস্থী লোকেদের দলে গিয়ে সেবা করো । তাদের কথাও শোনো, ওনারা কি কি বলেন । হাতে তোমাদের পর্চা বা বিজ্ঞাপনপত্র থাকা দরকার । সেখানে মুখ্য ৪/৫-টি কথা যেন অবশ্যই লেখা থাকে - ঈশ্বর সর্বব্যাপী নয়, গীতার ভগবান কৃষ্ণ নন, এই কথাগুলি পরিষ্কার ভাবে লিখে দাও । যে কেউ এই কথা পড়লে তা বুঝতে পারবে- তাই তো এটা তো সত্যি! যদিও এর জন্য অনেক বুদ্ধি থাকা দরকার । বাবা ত্রিমূর্তির জন্যও বুঝিয়ে বলেন । প্রতি মুহূর্তে সেটা প্যাকেট থেকে বের করে দেখতে থাকো । যে কোনো কাউকেই বুঝিয়ে বলো - ইনি হলেন বাবা , আর এই তাঁর বর্সা বা সম্পত্তি । বিষ্ণুর চিত্রও খুব সুন্দর । ট্রেনে গিয়েও তোমরা সার্ভিস করতে পারো - সবাইকে বলো যে বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই বিশ্বের মালিক হতে পারবে । এই সেবা কিন্তু অনেক ধরনের হয় । কিন্তু কারোরই বুদ্ধিতে তা আসে না । তোমাদের কিন্তু অনেক পুরুষার্থ করতে হবে । লড়াইয়ের ময়দানে আলস্য করা চলবে না । তোমাদের খুব সতর্কও থাকতে হবে । মন্দিরেও কিন্তু অনেক সেবাকাজ হতে পারে । বাবা কেবলমাত্র বলেন , "মনমনাভব ।" আর তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হও । এই মুখ্য বিষয়টাকেই পাকা করতে হবে । বাচ্চাদের এই সেবার ইচ্ছা ও আগ্রহ খুবই রাখতে হবে । এই ত্রিমূর্তির ছবিতেই সম্পূর্ণ জ্ঞান ভরা আছে । সিঁড়ির ছবিও খুবই সুন্দর । ধন বা সৌভাগ্য কামানোর জন্য প্রত্যেকটি মানুষই নিজের উন্নতি চায় । ছোটো বাচ্চাদেরও এই সেবার বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বলো, দেখো তারাও তখন সেবায় যোগ দেবে । এটাই ব্রহ্মাকুমার - কুমারীর অতি আশ্চর্যের বিষয় যে ছোটো ছোটো বাচ্চারাও এতো জ্ঞানের কথা জানে যা সন্ন্যাসীরাও দিতে পারে না । নিঃখরচায় কোনো জিনিস পাওয়া গেলে ভাববে এ আমাদের কল্যাণের জন্যই দিচ্ছে । বলো, এ হবো ফ্রি । তোমরা পড় আর নিজেদের কল্যাণ করো । শিববাবা হলেন ভোলা ভাণ্ডারী । তাঁর অনেক বাচ্চা । বাবার পয়সার কি প্রয়োজন । ট্রেনেও কিন্তু তোমরা অনেক সেবা করতে পারো । কোনো ভালো মানুষকে যদি দেখো, তাহলে চট করে তাকে বুঝিয়ে ছবি দিয়ে দেওয়া দরকার । তাদের বলো যে তোমরা নিজেদেরও কল্যাণ করো আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরও কল্যাণ করো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা ও বাপদাদার স্নেহ সুমনের স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

- ১) নিয়ম বিরুদ্ধ কোনও কার্যই করবে না । খুবই নিরহংকারী আর নির্মোহী থাকতে হবে । যতটা সম্ভব নিজের কাজ নিজের হাতেই করতে হবে । এই যজ্ঞের সেবা খুব খুশীর সঙ্গে করতে হবে ।
- ২) এই ঈশ্বরীয় পাঠেতে কোনো বাহানা করা চলবে না । অসুস্থ অবস্থাতেও এই পড়া অবশ্যই পড়তে হবে । সবসময় আনন্দে থাকার জন্য মনেতে সেবার শখ রাখতে হবে ।

বরদান :- মনমত, পরমতকে দূর করে বাবার শ্রীমতে চলে প্রতি পদে কামাই জমা করে পদ্মাপদম ভাগ্যশালী হও ।

বিস্তার :- শ্রীমতে চলতে থাকা বাচ্চাদের কোনও সংকল্পেই মনমত বা পরমতের মিশ্রণ চলবে না। নিজের স্থিতির গতি যদি তীর না হয়, তবে অবশ্যই সেই শ্রীমতে কিছু না কিছু মনমত বা পরমতের মিশ্রণ ঘটেছে। মনমত অর্থাৎ অল্প জ্ঞানধারী আত্মার সংস্কার অনুসারে যে সংকল্প উৎপন্ন হয়, আর তাতেই স্থিতি নড়বড়ে হতে থাকে। এই কারণেই নিজের মতকে যেমন তা পরীক্ষা করবে, অপরকেও তা করতে বলবে। লক্ষ্য রাখবে কোনও কার্যই যেন শ্রীমত ছাড়া না হয় - এমনটি হলেই পদ্মাপদম কামাই জমা করে, পদ্মাপদম ভাগ্যশালী হতে পারবে।

স্লোগান :- মনে সবার প্রতিই কল্যাণের ভাবনা যেন সদা জাগ্রত থাকে - এটাই হলো বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মার কর্তব্য ।

"মীঠে বাচ্চে - সঙ্গমযুগে তোমরা বাবার দ্বারা সু-বুদ্ধি এবং শ্রেষ্ঠ মতামত প্রাপ্ত করো , ফলে তোমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতায় পরিণত হও "

প্রশ্ন : তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা কোন্ আনন্দে মত্ত হয়ে থাকলে তোমাদের চলন রয়্যাল হয়ে যাবে ?

উত্তর : তোমাকে জ্ঞানের আনন্দে মত্ত হয়ে থাকা উচিত । ওহো ! আমরা ভগবানের সামনে বসে রয়েছি । আমরা এখান থেকে যাব , গিয়ে বিশ্বের মালিক , মুকুটধারী প্রিন্স রূপ ধারণ করব। যখন এই আনন্দ অনুভব হবে তখন চলন স্বতঃই রয়্যাল হয়ে যাবে। মুখের থেকে খুব মিষ্টি কথা বেরোবে। নিজেদের মধ্যে খুব স্নেহ ভালবাসা থাকবে।

গান : আসরে জ্বলে উঠলো দীপশিখা । (মহাফিল মে জল উঠি শমা)

ওমশান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা , রুহানী বাচ্চারা এসে ব্রাহ্মণ স্বরূপে পরিণত হয়ে রুহানী বাবার কাছে এইকথা বুঝেছে যে আমরাই হলাম সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ । বাবা আমাদের বুদ্ধির তালা খুলেছেন। এখন আমরা বুঝেছি যে এই হল সঙ্গমযুগ । মানুষেরা যারা পতিত ব্রষ্টাচারী হয়েছে , তারা-ই পুনরায় পবিত্র হয়ে ভবিষ্যতের পবিত্র শ্রেষ্ঠাচারী পুরুষোত্তম রূপে পরিচিত হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কোনো এক সময়ে পুরুষার্থ করে পুরুষোত্তম রূপে পরিণত হয়েছেন তাইনা । এনাদের হিন্দী নিশ্চয়ই থাকা উচিত । এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য কবে স্থাপন হয়েছে ? না-ই কলিযুগে , না-ই সত্যযুগে । স্বর্গের স্থাপনা হয়েই থাকে সঙ্গমে। এতটা বিস্তারে কেউ যায়না । তোমরা জানো যে এই হল সঙ্গমযুগ । কলিযুগের পরে সত্যযুগ নতুন দুনিয়া হয় তো তাহলে নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগও হবে। তারপর নতুন দুনিয়ায় নতুন রাজ্য হবে। বুদ্ধিতে থাকা উচিত । তোমরা জানো বাবার দ্বারা আমরা সু-বুদ্ধি এবং শ্রীমত প্রাপ্ত করি। বলা হয় হে ঈশ্বর এদের সর্বদা সুমতি অথবা ভাল মতামত প্রদান করো। তিনি হলেন সম্পূর্ণ দুনিয়ার পিতা। সকলকে সুমতি প্রদান করেন যিনি। সঙ্গমযুগে এসে নিজের সন্তানদের সুমতি দিয়ে থাকেন। যাদেরকে পান্ডব সম্প্রদায় এবং দৈবী সম্প্রদায় বলা হয়েছে শাস্ত্রে। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এবং দৈবী সম্প্রদায়কেও কেউ বুঝতে পারেনা। ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নির্মিত । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা এই রচনা করেন। প্রজাপিতা আছেন তবেই এত সংখ্যায় ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী রয়েছে । যতক্ষণ তোমাদের কাছে এসে কেউ জ্ঞান প্রাপ্ত না করছে ততক্ষণ সঙ্গতি হবে কিভাবে । তোমাদের কাছে অনেকেই আসবে। সন্ন্যাসীরা আসবে অন্য ধর্মীয় জন আসবে, বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করতে। স্বর্গে তাদের কোনো পার্ট নেই কিন্তু সংবাদ সবাইকে দেওয়া উচিত যে বাবা এসেছেন। এইসময় হিন্দু ধর্মীয় জনেরা দেবী-দেবতা ধর্মকে জানেইনা । তারা যে পূর্বে সতাপ্রধান ছিলেন , তারা-ই পুনরায় তমোতে এসে দেবী-দেবতা রূপে পরিচিত হয়না । তোমরাও জানো যে রাবণের রাজ্য এখানে আছে আর যে পরমপিতা পরমাত্মাকে রাম নামে সম্বোধন করা হয়েছে , ওনার জন্ম এখানেই হয় , গায়নও আছে পতিত-পাবন সীতারাম । কিন্তু পতিত কে করেছে, রাবণ হল কে , পতিত-পাবন বাবাকে কেন আহ্বান করা হয় ? এইসব কথা কেউ জানেনা। এইকথা কেউ বোঝেনা যে আমাদের মধ্যে যে ৫ বিকার আছে , সেই হল রাবণ। যার মধ্যে ৫ বিকার নেই সে হল রাম সম্প্রদায় । এখন রামরাজ্য নেই সেইজন্য সবাই চাইছে যে নতুন দুনিয়া নতুন পবিত্র রাজ্য আসুক । রাম বলা হয় শিববাবাকে, কিন্তু তারা রামকে পরমাত্মা ভেবে

নিচ্ছে ফলে শিববাবাকে ভুলে গেছে। তোমরা বোঝাতে পারো যে রামরাজ্য কাকে বলা হয়। শাস্ত্রে লেখা আছে রামের সীতা অপহৃত হয়েছিল , এইরকম হতে পারে কি রাজার রানী কেউ চুরি করে নেবে। শাস্ত্রও অনেক আছে। মুখ্য শাস্ত্র হল গীতা। শাস্ত্রে লেখা আছে যে ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ , দেবতা, ক্ষত্রিয় ধর্মের স্থাপনা হয়। তো প্রজাপিতা এখানেই প্রয়োজন । ব্রহ্মার এত সন্তানরা হল মুখ বংশাবলী , কুখ বংশাবলী অর্থাৎ দেহধারীদের সংখ্যা এত হতে পারেনা। যদিও সরস্বতী হলেন মুখ বংশাবলী তাই ব্রহ্মার স্ত্রী হতে পারেনা। এখন বাবা বলছেন - ব্রহ্মা মুখ দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণ হও, আমার সন্তান হও। তোমরা জানো যে শিববাবার মহিমা কতখানি । বাবা হলেন পতিত-পাবন , লিবরেটার অর্থাৎ উদ্ধারকর্তা । এইসব কথা সবাই গানের মাধ্যমে বলে কিন্তু অর্থ বোঝেনা, তাইজন্য সর্বপ্রথম বাবার পরিচয় দিতে হবে যে তিনি হলেন পতিত-পাবন , গীতার ভগবানও হলেন তিনি। নিরাকার শিববাবা আছেন তো নিশ্চয়ই জ্ঞান শোনাতে এসেছেন । এবারে জ্ঞান শোনাতে যে শরীরের আধার নিয়েছেন সেই শরীরের নাম রেখেছেন ব্রহ্মা । নাহলে ব্রহ্মা আসবেন কোথা থেকে? ব্রহ্মার পিতা কে? ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের রচয়িতা কে? এই হল গুরু প্রশ্ন । ত্রিমূর্তি দেবতা তো বলা হয় কিন্তু আসবেন কোথা থেকে ! এখন বাবা বোঝাচ্ছেন , ঐদের রচয়িতা হলেন উঁচু থেকে উঁচু ভগবান , নাম হল শিব। এই দেবতারাই হলেন প্রকাশ স্বরূপ , হাড়-মাংস দিয়ে গড়া দেহধারী নয় কিন্তু নির্বুদ্ধি বুদ্ধিতে পারবেনা । এই পয়েন্টটি বোঝাতে হবে উঁচু থেকে উঁচু হল ভগবান । উনি ব্রহ্মা দ্বারা স্বর্গের অধিকার প্রদান করেন। গায়নও আছে - মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করতে তারপর দেখানো হয়েছে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মার উদয়। কখনও নাভি থেকে সন্তান উৎপত্তি হয়কি ? এখন বাবা বসে সব রহস্য বোঝাচ্ছেন । তাও যদি কেউ বুঝতো তাইনা ।

তোমরা জানো আত্মাকেই পাপাত্মা বা পুণ্যাত্মা বলা হয়। এমন নয় যে পবিত্র আত্মা সে হল পরমাত্মা। পরমাত্মা বাবা তো হলেন সদা-ই পবিত্র । তমোপ্রধানকে পতিত বলা হয়। সত্যযুগে যখন সুখ ছিল তখন দুঃখের নাম-গন্ধ ছিলনা । মানুষ তো বলে দেয় বর্তমান সময়টি হল স্বর্গ । কিছুই বুঝতে পারেনা কিন্তু অন্তকালে এসে বাবার কাছেই বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করবে। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো যে আমরা নিজের রাজধানী স্থাপন করছি। বিশ্বের মালিক আর কেউ হয়না। বিশ্বের উপরে রাজত্ব কেবল সত্যযুগে হয়। কলিযুগে সম্পূর্ণ বিশ্বের উপরে রাজত্ব করা অসম্ভব কথা। এইটুকুও কারুর জানা নেই। গীতায়ও লেখা আছে মহাভারী লড়াই লেগেছিল তখনই সব ধর্মের বিনাশ ঘটেছিল। যেমন একটি বট বৃক্ষ যখন শুকিয়ে যায় তখন নিজের শাখা-প্রশাখায় টক্কর খেয়ে আগুন উৎপন্ন করে ফলে সম্পূর্ণ জঙ্গলে আগুন লাগে। এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষও এখন জর্জরিত অবস্থায় পৌঁছেছে । এতেও এখন আগুন লাগবে , একে অপরের সঙ্গে লড়াই করে শেষ হয়ে যাবে। আগুনের সরঞ্জাম তৈরী হয়েই চলেছে। এখন অ্যাটমিক বোমা দিয়ে আগুন লাগবে, এই রহস্য তারা জানেনা। এবারে কলিযুগ নরক পরিবর্তিত হয়ে স্বর্গে পরিণত হবে। এই জ্ঞানে খুব আনন্দ অনুভব হওয়া উচিত। নিজেকে দেখতে হবে আমরা সেই নেশাতেই রয়েছি তো ? আমরা হলাম পরমাত্মার সন্তান , ওনার কাছে বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। নিজেদের মধ্যে কথা বলার রয়্যাল্টি চাই। এখানে থেকে সবকিছুই শিখতে হবে। পরে সেই সংস্কার নিয়ে যেতে হবে। অতিরিক্ত মিষ্টি মধুর হতে হবে, খুব নেশা থাকা দরকার । আমরা হলাম শিববাবার সন্তান । দেবতা পদে বিরাজিত হব , তাই একে অপরের সঙ্গে কত ভালবেসে কথা বলা উচিত । কিন্তু বাচ্চাদের মুখ দিয়ে এখনও পুষ্প বর্ষণ হয়না। তোমরা হলে কত উঁচুতে । তোমাদের যেন এই কথা স্মরণে থাকে যে আমরা

হলাম শিববার সন্তান সত্যযুগে মহারাজা পদ প্রাপ্ত করব। অর্থাৎ আমরাই বিশ্বের মুকুটধারী প্রিন্স হব।

তোমাদের আন্তরিক খুশী থাকা উচিত যে আমরা পরমাত্মার সামনে বসে আছি , যাঁহার কাছে স্বর্গের অধিকার বর্ষা রূপে প্রাপ্ত করি ওনারই শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে। তোমরা জানো আমাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । রাজধানীতে সব থাকা চাই। কিন্তু তোমাদের মুখ থেকে কেবলমাত্র রক্ত বেরোনো উচিত । বাবা হলেন রূপও আবার বসন্তও । কাহিনী ইত্যাদি সবই হল এখনকার । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । উনি জ্ঞানের বর্ষা করেন। বাকি ইন্দ্র দেবতা দ্বারা বৃষ্টি হয় , এমন কিছু হয়না। এই মেঘ প্রাকৃতিক ভাবে তৈরী হয় ফলে বৃষ্টিপাত হয়। সত্যযুগে এই পাঁচটি তত্ত্বও তোমাদের গোলাম হয়ে যায় আর এখানে এখন মানুষ সবার গোলাম হয়েছে। এখানে প্রতিটি বিষয়ে পরিশ্রম আছে। ঐখানে প্রতিটি বিষয় স্বতঃই সম্পন্ন হয়। তাই বাচ্চাদের বাবার স্মরণে সদা-ই থাকা উচিত ফলে খুশীর পারদ সর্বদাই উষ্ণ থাকবে। তারা অর্থাৎ বিজ্ঞান-বিদ্বানীরাও চিন্তন মন্বন করে। তোমাদের বানী দ্বারা মন্বন করা উচিত । বানীর ধারা কখনও কখনও খুব ভাল প্রবাহিত হয় , কখনও কম হয় , একেই বলা হয় মন্বন করা। বাচ্চারা বাবার অবস্থা দেখছে আর বাবা নিজের অনুভব শোনাচ্ছেন । তাই কখনও উচ্ছসিত রূপে প্রবাহিত হয় কখনও কম। কখনও খুব ভাল ভাল পয়েন্টস প্রাপ্ত হয়। বাবাও হয়ে যান সহযোগী। এইকথা তো তোমরাও অনুভব করো। বাবা কখনও মুরলী হাতে তোলেননা। বাচ্চারা ম্যাগাজিন লেখে তো বাবা কখনও কখনও দেখেন যে বাচ্চারা কোনোরকম গাফিলতি করছে কিনা। ম্যাগাজিনেও ভাল ভাল মুরলীর পয়েন্টস আসে এবং চারিদিকে পৌঁছায়। কোনো দিকে মুরলী না গেলে বাবা বলেন রচয়িতা ও রচনার জ্ঞান সাত দিনে বুঝে নিয়েছ কিনা । তাহলে আর কি চাই । বাকি পাঁচ বিকারকে ভস্মীভূত করতে পুরুষার্থ করতে হবে আর তো কোনো কষ্টই নেই।

তোমরা যে কোনো সংসঙ্গে যেতে পারো সেবা করার উৎসাহ থাকা উচিত । যখন সর্ব ধর্মীয় জন একত্রিত হয় তখন বোঝানো উচিত যে প্রত্যেকের ধর্ম হল আলাদা। ভাই-ভাই বলা হয় কিন্তু মিলেমিশে এক হতে পারবেনা। এইসব হল শুধু কথার কথা। বাবা বলেন - আমি এসে ব্রাহ্মণ রূপে পরিণত করে পুনরায় দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করি , সেখানে দ্বিতীয় অন্য কোনো ধর্ম থাকেনা। এই হল সেই মহাভারতের লড়াই। গীতায়ও এর বর্ণনা রয়েছে । এই হল একমাত্র পড়াশোনা যিনি পড়াচ্ছেন তিনিও হলেন একমাত্র । জ্ঞান যখন পূর্ণ হবে তখন বাবা বলেন আমিও ফিরে যাব। আমায় কলিযুগের অন্ত সময়ে জ্ঞান শোনাতে হয় , আমায় কল্পে-কল্পে আসতেই হয়। এক সেকেন্ডও কম বেশী হবেনা । যখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে কর্মাতীত অবস্থায় চলে যাবে তখন বিনাশও হয়ে যাবে। প্রতিদিন তোমাদের সার্ভিস বাড়বে । এখানে না-ই পবিত্রতা আছে আর না-ই দৈবী গুণের ধারণা আছে। সেখানে পবিত্রতার কতখানি তফাত রয়েছে । তোমরা এখন সঙ্গমে বসে আছো, এই হল পুরুষোত্তম যুগ। এখন তোমরা পুরুষোত্তম রূপে পরিণত হও। কিন্তু সেই চমক সেই চলনও চাই। কখনও মুখ দিয়ে পাথর বের করবেনা । রক্ত -ই মুখ দিয়ে বেরোনো উচিত । এখন তোমরা দেবতা সম গুলগুল অর্থাৎ কোমল রূপে পরিণত হও। ভগবান এসে ভগবান-ভগবতী রূপে পরিণত করেন। দেবতাদেরই ভগবান-ভগবতী বলা হয়। কিন্তু এমন রূপে কে পরিণত করেন ? এইকথা কেউ জানেনা । তোমার বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ রচয়িতা এবং রচনার নলেজ আছে তারপর আবার অন্যদের নিজসম করার দায়িত্বও আছে। অনেকে আসবে। স্ব-দর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণরাই হয়। মায়ার তুফান

বাচ্চাদের সামনেই আসে। কখনও তুফানে হাড্ডি ভেঙ্গে যায় অর্থাৎ বিরাট ক্ষতি হয়ে যায়। চলতে চলতে কেউ ডিসসার্ভিসও করে। বাবা বলেন কোনো ছিঃছিঃ কাজ করবেনা। তোমরা হলে মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, তারা হল কুখ বংশাবলী অর্থাৎ দেহধারী ব্রাহ্মণ। কতোটা তফাত রয়েছে। তারা দৈহিক যাত্রায় নিয়ে যায়, তোমার হল রুহানী যাত্রা। তোমরা বেহদের বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার বর্সা প্রাপ্ত করো। এইটুকু বুঝবার বুদ্ধি নেই যে তারাও হল ব্রাহ্মণ, আমরাও হলাম ব্রাহ্মণ। কিন্তু সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হল কারা। ঐ ব্রাহ্মণরা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার বলে পরিচয় দিতে পারবেনা। তোমরা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার বলে পরিচয় দাও তাহলে ব্রহ্মাও নিশ্চয় থাকবে। কিন্তু তাদের বুদ্ধিতে এইসব কথা নেই, যে জিজ্ঞাসা করবে। বাবা কল্প-কল্প এসে তোমাদের অর্থাৎ আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে এইসব কথা বোঝান যে তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ, সবাই হলে ভাই-বোন। তাহলে বিকার-গ্রস্ত হবে কি ভাবে? যদি কেউ যায় তো ব্রাহ্মণ কুলকে কলঙ্কিত করবে। নিজেদের ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী রূপে পরিচয় দিয়ে পতিত হতে পারবেনা। আচ্ছা।

মীঠে মীঠে সিকীলাধে হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ পূর্ণ সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারাংশ :

১. বানী দ্বারা যা শুনছো সেইসব মনে মনে চিন্তন ও মন্বন করতে হবে। পুরুষোত্তম স্বরূপে পরিণত হচ্ছি তাই চলন খুবই রয়্যাল রাখতে হবে। মুখ দিয়ে পাথর স্বরূপ কথা বলবেনা।

২. অনেককে নিজ-সম পরিবর্তন করতে দায়িত্বশীল হয়ে সার্ভিস করতে হবে। কোনোরকম ছিঃছিঃ খারাপ কাজ করে ডিসসার্ভিস করবেনা।

বরদান : সেকেন্ডে দেহরূপী বস্ত্র থেকে ডিট্যাচ হয়ে কর্মভোগকে পরাজিত করতে পারে এমন সর্বশক্তি সম্পন্ন ভব।

যখন কর্মভোগ অতিরিক্ত মাত্রায় উপস্থিত হয়, কর্মেন্দ্রীয় গুলি কর্মভোগের বশে বশীভূত হয়ে আকর্ষিত করে অর্থাৎ যেই সময়ে অতিরিক্ত ব্যথা অনুভব হয় ঠিক সেই সময়ে কর্মভোগকে কর্মযোগে পরিবর্তন করে সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কেবল ভোগ করিয়ে নেয় এমন আত্মারাই সর্বশক্তি সম্পন্ন অষ্ট রত্ন বিজয়ী রূপে পরিচিত হয়। এর জন্যে দেহরূপী বস্ত্র থেকে ডিট্যাচ হওয়ার বহুকালের অভ্যাস থাকা উচিত। এই বস্ত্র, দুনিয়ার বা মায়ার আকর্ষণে টাইট বা বাঁধা যেন না হয় তবেই সহজে ত্যাগ্য করা সম্ভব হবে।

স্লোগান : সর্বের সম্মান প্রাপ্ত করতে নির্মাণচিত্ত হও - নির্মাণ হৃদয় হল মহানতার পরিচায়ক।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবার বাচ্চা হয়ে, কোনও ভুল-কার্য অবশ্যই করবে না। তোমরা ভুল করলে, তাতে তো বাবারই বদনাম হবে।"

প্রশ্ন :- জাগতিক দুনিয়ায় সব চাইতে বড় পরিবার কার ? আর তা কিভাবে ?

উত্তর :- শিববাবার পরিবারই জগতের সবচাইতে বড় পরিবার। ভক্তি-মার্গের সবাই যেমন কীর্তন করতে থাকে - তুমিই মাতা আবার পিতাও তুমি, অতএব তারাও তো পরিবারেরই অঙ্গ হলো, তাই না। কিন্তু যতক্ষণ না ওঁনার (শিববাবার) কোনও সাকার রূপের প্রকাশ ঘটে, সেই অবধি ওঁনার কোনও পরিবার থাকে না, যেহেতু আত্মারা তো তখন নিরাকারী অবস্থায় পরমধামে নিরাকারী বাবার সাথেই থাকে। যখন বাবা স্বয়ং এসে এনার (ব্রহ্মার) পার্থিব শরীরে প্রবেশ করেন, তারপরেই ওঁনার এই বিশাল পরিবার গঠিত হয়।

ওঁম্ শান্তি! বিশেষ করে ভারতে আর বাদবাকী সাধারণ দুনিয়ার লোকেরা তো এটাই জানে না যে, বেহদের বাবা নিবৃত্তি মার্গের নাকি (সাংসারিক) প্রবৃত্তি-মার্গের ? বাবা যখন আসেন, উঁনি তখন কেবল বাচ্চা-বাচ্চা বলে ডাকতে থাকেন, তাই তো ওঁনাকে আমরা বলে থাকি - স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব (তুমিই আমাদের মাতা আবার পিতাও তুমি), সেই হিসেবে তো ওঁনাকে গৃহস্থই বলা যাবে। যদিও একথা তো সবারই জানা আছে, প্রকৃত অর্থে শিববাবা তো নিরাকার। যদিও বা শিবের একটা আকার করা হয়, কিন্তু তখন তো ওঁনার কোনও সন্তান-সন্ততি হয় না। আসলে, তা হলো জগতের প্রতিটি আত্মাই ওঁনার বাচ্চা এবং সব বাচ্চাই একই প্রকারের। তাই লোকেরা ভাবে সবাই পরমাত্মা। আত্মা যেমন বিন্দু-স্বরূপ, পরমাত্মাও তেমনি বিন্দু-স্বরূপ। গৃহস্থরা তাই ওঁনার কীর্তন করে, স্বমেব মাতা পিতা। নিবৃত্তি-মার্গের সন্ন্যাসীরা তো আবার বলে - পরমাত্মাই ব্রহ্ম। ওনারা কিন্তু বলেন না, স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব। যেহেতু ওনারা ভিন্ন মার্গের। কিন্তু এটা তাদের মহা ভুল যে, তারা যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের সামনে বসে মহিমা ও কীর্তন করে, স্বমেব মাতাশ্চ পিতা অথবা অন্য কোনও মহিমা। ভক্তি-মার্গে এমন অনেক স্তুতিই করা হয়। বাস্তবে পরমাত্মা তো আত্মাদেরই বাবা। তাই উত্তরাধিকার সূত্রে ওঁনার থেকে কিভাবে এবং কি প্রকারের আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায়, তা জানতে হবে। তোমরা বাচ্চারা তা তো জানো, উঁনি একধারে যেমন বাবা, তেমনি তিনিই আবার দাদা (ঠাকুরদা)। এই একই ব্রহ্মা আবার রড়-মা, এবং প্রজাপিতাও অর্থাৎ যিনি সবারই পিতা। স্বয়ং ওঁনার মুখ দ্বারাই আমরা তা শুনে থাকি, "ওহে বাচ্চারা, আমিই তোমাদের ঈশ্বরীয় পিতা, আমাকেও আবার আসতে হয় এই সাংসারিক প্রবৃত্তি-মার্গে। তাই তো আমারও (ব্রহ্মার) যুগল (স্ত্রী) থাকে এবং বাচ্চাও থাকে। কিন্তু যখন সেই শরীরে আমি (শিব) প্রবেশ করি, তখন আমিও প্রবৃত্তি-মার্গের হয়ে যাই। আমাকেই সুপ্রীম-বাবা (পরম-পিতা), সুপ্রীম-টিচার, সুপ্রীম-গুরুও বলা হয়। আবার মুক্তিদাতা হিসাবে গুরু গাইডও বলে। একমাত্র এটাই সত্য, বাকী সবই মিথ্যা। ইংরাজী ভাষায় পরমাত্মাকে সত্য বলা হয়। আর সেই সত্য হলো, সত্য (বাবা) এসে সত্যের বাণী শোনান। যা অন্যেরা জানেই না। এমন কি তোমরা বা আমিও (ব্রহ্মা) তা জানতাম না। এটাই হলো নতুন স্ব। জ্ঞানের সাগর তো একজনই, যিনি সত্য-খন্ড (সত্যযুগ) স্থাপন করেন। কদাপি অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সেই সত্যের কথা জানিয়ে থাকবেন। তাই তো ওঁনার মহিমার এত কীর্তন করা হয়। সত্য-খন্ডকেই স্বর্গরাজ্য বলা হয়। অন্যেরা তাকে দেবতাদের সার্বভৌম রাজত্ব

বলে। বর্তমানের এই দুনিয়া তো পুরোনো দুনিয়া, যা তখন এক নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হবে। এই পুরোনো দুনিয়া তো আগুনেই ভস্মীভূত হবে। এটা তো সবার জানাই আছে যে, স্থাপনার সাথে সাথে বিনাশ কার্যও চলতে থাকে। তাই তো পরমাত্মাকে করন-করাবনহার বলা হয়। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনার কার্য করান। কিন্তু কিভাবে তা করান ? উনি স্বয়ং এসে তা অবগত করান। মানুষেরা এ সবার কিছুই জানতে পারে না। তারা কেবল এটুকুই বলে "করন-করাবনহার" অর্থাৎ তিনিই সব কিছু করিয়ে নেন। তোমরাও এখন এই নাটকের চিত্রপটকে জানতে পেরেছো। কলিযুগের শেষ আর সত্যযুগের শুরু তাই এই সঙ্গমই সর্বোত্তম উন্নত মানা উচিত। কলিযুগের ঠিক পরেই আসে সত্যযুগ। তারপর আবার ধীরে ধীরে নীচের দিকে পতনে নামতে হয়। একেই স্বর্গ আর নরক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের মৃত্যু হলে বলা হয়, স্বর্গবাসী হয়েছে। কোনও না কোনও সময়ে অবশ্যই তবে স্বর্গবাসী ছিল। বিশেষ ভাবে ভারতবাসীরাই এ ধরনের কথা বলে থাকে। যেহেতু ভারত-ই সবচাইতে প্রাচীন ভূখন্ড। তাই ভারতই সেই স্বর্গভূমি। এটা কত সহজ সরল ধারণা। কিন্তু নাটকের চিত্রপট অনুসারে, সেটাও বুঝতে পারে না লোকেরা। তাই তো বাবাকে নিজে এসে তা বোঝাতে হয়। তারাই আবার ডাকতে থাকে, বাবা তুমি আসো। তুমি আমাদের তোমার জ্ঞানের দানে জ্ঞানী বানাও। তুমি এসে পতিতদেরকে পবিত্র-পাবন বানাও। তারা আবার এও বলে, আমাদের দুঃখ হরণ করে সুখী বানাও। কিন্তু তাদের এটা জানা নেই যে, কিসের জ্ঞান দেবেন বা কোন প্রকারের সুখই বা দেবেন বাবা। এখন অবশ্য তোমরা বাচ্চারা তা জানতে পেরেছো উনিই তোমাদের বাবা আর এই সব কিছুই অবশ্যই ওনার রচনা। যেহেতু বাবা কথার অর্থই রচনাকার। বাচ্চারা যখন বাবা বলছে, তারা তো তবে ওনারই রচনা হয়। সেই রচনাকারও অবশ্য কারও দ্বারা রচিত হয়ে থাকবেন। উনিই আবার বাচ্চাদেরকে ধন-সম্পত্তির মালিক বানান। এ তো অতি সাধারণ কথা। বাবা বলেন, সেই কারণেই তো তোমরা আমার গুণ-কীর্তন করো- তুমিই মাতা আবার পিতাও তুমি। অতএব বাবাকে সবচেয়ে বড় গৃহস্থ বলা যায়। বাবা বলেন, তাই তো আমাকেই বোলো -- মাতা-পিতা তুমি আসো, এসে আমাদের পবিত্র-পাবন বানাও। উনি যখন বাবা, তখন মা ছাড়া রচনা হবে কিভাবে। আর কিভাবেই বা বাবা তবে এখানকার এই রচনা রচবেন। যা কিন্তু একেবারেই নতুন ব্যাপার- তাই না! এই কথাগুলিই সাধারণ মানুষেরা তাদের বুদ্ধিতে রাখতে পারে না। আবার অন্যদিকে তারা পরমাত্মাকে ফাদার বলে ডাকতে থাকে। কিন্তু এখানে তো উনি মাতা ও পিতা দুজনেই একজন। তাই তা প্রবৃত্তি-মার্গই বলা যায়। কেবল বাবা বললেই ওঁনার কাছ থেকে মুক্তির বর্সা পাওয়া যায়, যিনি অবশ্য অনেক পরেই আসে। এ তো সবারই জানা আছে- খ্রীষ্টান ধর্মের পূর্বে ছিল বৌদ্ধ ধর্ম। আর তারও আগে ছিল ইসলামী ধর্ম। সিঁড়ির চিত্রে অন্য ধর্মকে দেখানো হয়নি, তাই তা গোলা অর্থাৎ সৃষ্টি-চক্রের পাশেই তা রাখা উচিত। এটা একটা পাঠশালা। পাঠশালায় তো আর একটাই মাত্র বই থাকে না। পাঠশালায় ম্যাপ/ভূচিত্রও রাখতে হয়। কিন্তু এই জাগতিক বিদ্যা তো আধ্যাত্মিক জগতের কাজে আসবে না। তবু ম্যাপের সাহায্যে মানুষেরা সহজেই বুঝতে পারবে। এই ধরনের ম্যাপ-গুলিই তোমাদেরও মুখ্য ম্যাপ। এত বিস্তারিত ভাবে বোঝানো সত্ত্বেও, তবুও অনেকে তা বুঝতেই পারে না, যারা একেবারে পাথর-বুদ্ধির বা নিব্বুদ্ধির হয়। বাবা এভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝান, মেলার প্রদর্শনীগুলিতে ত্রিমূর্তির উপরেই প্রথমে বোঝাতে হবে। ইনি তোমাদের বাবা, উনি তোমাদের দাদা (ঠাকুরদা)। তাই কিভাবেই বা উনি তোমাদের জ্ঞান প্রদান করবেন ? বর্সাই বা দেবেন কি প্রকারে ? কেবল মাত্র ভারত-বাসীদেরই সেই বর্সার প্রাপ্তি ঘটে। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয় এবং তিন ধর্মের স্থাপনা করেন। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণের রচনা করান- এক বিশেষ যজ্ঞের সাহায্যে। যাকে বল হয় রুদ্র-জ্ঞান-যজ্ঞ। কিন্তু ভক্তি-মার্গের যেসব যজ্ঞ অনুষ্ঠান

হয়, তা শুরু হয় অনেক পরে। যেহেতু শুরুর প্রথম দিকে কেবল শিবেরই পূজা হয়, তারপরে শুরু হয় দেবতাদের পূজা। সেই সময় কালে কিন্তু কোনও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয় না। অনেক পরে এই সব যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা শুরু হয়। প্রথম দিকে দেবতাদের পূজা করা হয় ফুলের শ্রদ্ধার্থ দিয়ে। কিন্তু এখন তো সেই তোমরা আর পূজার যোগ্য নও। লোকেরা গিয়ে শিবের উপর আকন্দ-ধূতরা ইত্যাদি উৎসর্গ কেন করে ? সেই বিষয়ে বাবা বোঝাচ্ছেন -এতদিন তোমরা সবাই তো কাঁটার মতনই ছিলে। তার মধ্যে থেকেই কেউ সদা-সর্বদার গোলাপ, কেউ সাধারণ গোলাপ, এবং কেউ বা জুঁইফুল সদৃশ হতে যাচ্ছে। কেউ বা আবার আকন্দ ফুলও হও। যারা এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনকে সেভাবে মনোযোগী হয়ে ধারণ করে না, তারাই আকন্দ হয়। তারা বিশেষ কোনও কার্যেই লাগে না। কাঁটা হয়ে শ্রদ্ধার্থরূপে শিব-বাবার স্মরণে এসে পড়ে। বাবা তাদেরকেও ফুল বানিয়ে দেন। কিন্তু ফুলেরও তো বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা থাকে। যেমন পুষ্প উদ্যানে কত বিভিন্ন প্রকারের ফুলেরই সমাহার থাকে। তার মধ্যেও তো গুণের বিচারে ক্রমিক অনুসারে হয়। কারও স্থান হয় হৃদয় সিংহাসনে, কেউ বা যেন-তেন প্রকারের। এই ধরনের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা একমাত্র বাবাই করতে পারেন, যা আর কারও দ্বারাই সম্ভব নয়। ভক্তি-মার্গের পথ যেমন জটিল, তেমন তার বিস্তারও। কিন্তু সেখানে বিন্দুমাত্র জ্ঞানের ধারণা নেই। সত্যযুগে যেমন কেবল মাত্র দেবী-দেবতাই থাকেন, তেমনি কলিযুগে এই জগতে একজনও দেবতা থাকেন না। পরমাত্মা নিশ্চয় কখনও মানুষদেরকে দেবতায় পরিণত করেছিলেন। বাবা এসে এমন কর্মই শেখান, মানুষেরা তা শিখে দৈবীগুণ ধারণ করে দেবী-দেবতায় পরিণত হয়। কিন্তু অন্য ধর্মে কি শেখায় ? গুরুদের পথেই চলতে শেখায়, পরে যখন সময় অনুসারে তাদের গুরুরা আসবে, তারপরে তাদের আসতে হবে। তারা (গুরুরা) কেবলমাত্র পবিত্রতার জ্ঞানই দিয়ে থাকে। যীশুখ্রীষ্ট যখন এই দুনিয়াতে আসেন, তখন তো আর খ্রীষ্টান ধর্মের কেউ থাকেন না, ওনার পিছনে পিছনে খ্রীষ্টানরা আসতে থাকে উপর থেকে। বাবা জানাচ্ছেন, মুখ্য ধর্ম ৪-টি। যারা ধর্ম স্থাপন করেন, তাদের শাস্ত্রগুলিকে বলা হয় ধর্মশাস্ত্র। এই প্রকারের ৪-টি প্রধান ধর্ম আছে। এছাড়া বাকী অন্যেরা যারা ছোট ছোট ধর্মের, তারা এরকমেই বৃদ্ধি পেতেই থাকে। ইসলাম ধর্মেরও নিজস্ব শাস্ত্র আছে। বৌদ্ধদেরও সেরূপ আছে। সুতরাং ধর্ম-শাস্ত্রগুলি কেবল সেই ধর্মেরই জন্য। আর ব্রাহ্মণ-ধর্মের তো সূচনা হলো সবে। তার গায়নও করা হয় ব্রাহ্মণ দেবতা নমঃ বলে। অতএব সেই ব্রাহ্মণদেরই বোঝাতে হবে কি, পরমাত্মা এসে যখন ব্রহ্মার শরীরে অবস্থান করে, ব্রহ্মার দ্বারা যখন ব্রহ্মা-মুখ-বংশাবলী বাচ্চাদের রচনা করেন- তারাই হয় প্রকৃত ব্রাহ্মণ। কিন্তু অন্যেরা (যারা নিজেদেরকে সমাজে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে থাকে) তো আর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান আদৌ হতে পারে না। অথচ তারা কেবল নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ বলে জাহির করে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কথার প্রকৃত অর্থটাই জানা নেই তাদের। তারা যখন ব্রহ্মা-ভোজন গ্রহণ করেন, তখন সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা ব্রহ্মা ভোজনের কতই না মহিমা কীর্তন করে। তবে তো এত সব মহিমা ফালতুই হয়ে যায়। তাদের কাছে ব্যাখ্যা চাইতে পারো, কিসের পরিপ্রেক্ষিতে তোমরা নিজেদের ব্রাহ্মণ ভাবো ? এর জন্য প্রথমেই তো দরকার ব্রহ্মার - পরমাত্মা যার দ্বারা এই সৃষ্টির রচনা করান। অতএব তোমরাই (বি কে রা) প্রকৃত অর্থে ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণদেরই সর্বোচ্চ শিখরে দেখানো হয়। বিরাট বা নানান রূপে দেখানো হয় না ব্রাহ্মণদের। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ তবে আসে কোথেকে ? তারাই নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ বলে জাহির করতে পারে যখন পরমাত্মা এসে ব্রহ্মার দ্বারা নতুন রচনা রচেন, কেবল তখনই কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারে। পরে এই ব্রাহ্মণরাই দেবতায় পর্যবেশিত হয়। আর ব্রাহ্মণ হতে পারে কেবল মাত্র এই সঙ্গম সময় কালে। যেমন কলিযুগের সবাই শূদ্র। ব্রাহ্মণদের গুণের মহিমা সবাই উদার ভাবে করে থাকে। বাবা এইসব কথাগুলিকেই বুঝিয়ে বলেন। মোদা কথা হলো আলফ আর বে (

আদি=পরমাত্মা আর আত্মা) এছাড়া সবকিছুই তো বিস্তার। ভক্তির ব্যাপারটাকেও এই ভাবেই বোঝাতে হবে। বাবা জানান, তোমরা কেউ-ই তদ্রূপ ভক্ত নও। বাবা কখনও তোমাদের প্রতি রাগ করেন না। কিন্তু উনি যখন বাবা, তখন তো তোমাদেরকে এইসব বোঝাতেই হবে -তাই না। কারণ বাচ্চা যদি কোনও অন্যায় করে, তখন বদনাম তবে কার হবে ? -- অবশ্যই শিববাবার। বাচ্চাদের কল্যানার্থে তাই বাবা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যেমন ধরো, কারও যদি কোনও ভুল হয়, তখন ভাববে যে, নাটকের চিত্রপট অনুসারেই তা নির্ধারিত, যার মধ্যে সংশোধনের/কল্যাণের দিশাই রয়েছে। প্রতিটি ঘটনার পিছনেই কল্যাণ থাকে, যেহেতু এই বড় বাচ্চা(ব্রহ্মা) সবারই কল্যাণকারী। এই কল্যাণের উপরেই তো সম্পূর্ণ নাটক রচিত, যার দ্বারা কারও ক্ষতি হয় না। তাই ইনি যদি বলেন, এটা করো, ওটা করো -তা অবশ্যই করা উচিত। আর তাতে যদি ক্ষতিও হয়, ভাববে তার পিছনেও কোনও মঙ্গল অবশ্যই আছে। সুতরাং লোকসানের কোনও ব্যাপারই নেই। প্রতি পদেই কল্যাণ আর কল্যাণ। যদিও অকল্যাণও থাকে নাটকের মধ্যে, যেহেতু ভুল তো সবারই হতে পারে। কিন্তু অবশেষে যে কোনও পরিস্থিতিই হোক, তখন কল্যাণ তো হবেই হবে, যেহেতু বাবা যে কল্যাণকারী। প্রত্যেকেরই কল্যাণ করতে হবে। উনি যে সবারই সঙ্গতি করে থাকেন। বিনাশের পূর্ব মূহুর্তে, এখন সবারই হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিতে হবে। যেহেতু সবারই উপর অনেক পাপের বোঝা চেপে আছে যে। সেগুলি তো তাদের মেটাতেই হবে। সাজা পেতে আর দেরী নেই। মাত্র সেকেন্ড সময়ের মধ্যেই জীবন-মুক্তি পাওয়া যায়। সেই সেকেন্ড সময়টুকুও কি পাপের সাজা ভুগতে পারবে না ? যেমন কাশী-কলবটেতে গিয়ে দণ্ডী কাটতে কাটতে তাদের শরীর ত্যাগ করতে হয়। তাতেও কিন্তু তারা শিববাবার কাছে যেতে পারে না। কারণ তাতে কেবল পুরোনো কর্মফলের হিসেব মেটানো যায়, কিন্তু আবার নতুন করে সবকিছু শুরু হয়। কেউই কিন্তু কল্প-চক্রে মাঝ পথে ফিরে যেতে পারে না। যদিও এই জ্ঞান মাত্র সেকেন্ড মূহুর্তের, কিন্তু সেই জ্ঞানের পাঠ তো রোজই পড়তে হবে। রোজই শিববাবা পরমাত্মা যিনি জ্ঞানের সাগর তিনিই স্বয়ং এসে এই পাঠ পড়ান। কৃষ্ণ তো দেহধারী, ওনার আবার পুনঃজন্মও হয়। কিন্তু শিববাবা তো অজন্মা। যারা পাঠ পড়তে চায় না, তারা অবশ্য করেই এতে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। তাই এই রুদ্র-যজ্ঞে বিঘ্নও আসে। অবলাদের উপর কতই না অত্যাচার হয়। যা কিছুই হচ্ছে, ঠিক একই প্রকারে তা কল্প পূর্বেও হয়েছিল। অসুরেরা তো কত প্রকারেই হাঙ্গামা করতে থাকে। চিত্রগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে, কখনও বা প্রদর্শনীর জিনিষ পত্রেও আগুন লাগাতেও দ্বিধা বোধ করে না। তাতে আর আমরা কি বা করতে পারি। অন্তরে শুধু ভাবি, এ তো ভবিতব্য। জাগতিক নিয়মে পুলিশকে রিপোর্ট তো লেখাতেই হয়। কিন্তু অন্তরে জানে, কল্প পূর্বে যা ঘটেছিলো, তা তো ঘটবেই। এতে দুঃখ পাবার কিছু নেই। ধোপার ঘর থেকে কাপড় হারিয়ে গেলে, লোকসান তো হবেই, কিন্তু তখন নতুন আর একটা তো বানাতেই হয়। বাবা তা বলেই রেখেছেন, যেখানে প্রদর্শনী ইত্যাদি করে থাকো, সে ক্ষেত্রে ৮ দিনের জন্য বীমা করিয়ে নাও। এমনও সহৃদয় ব্যক্তি পেতে পারো, যিনি এর জন্য কোনও মূল্যও নেবে না। আর বীমা না করালেই বা কি আর হবে। আবার ভালো ভালো নতুন চিত্র কেউ বানিয়ে দেবে। প্রতি পদক্ষেপেই যে পদ্মাপদম লাভ হয়। তোমাদের প্রতি পদক্ষেপই, প্রতি সেকেন্ডই খুবই মূল্যবান। যেহেতু তোমরাই পদ্মাপদমপতি হও বাবার বর্ষা দ্বারা, পুরো ২১ জন্মের জন্য। তাই তো তোমরাও কত সুন্দর ভাবে অন্যদেরকেও বোঝাতে পারো। সত্যযুগের স্বর্গে তো তোমাদের কাছে কত বিপুল ধন-সম্পত্তি থাকে। গোনা-গুনতিরও ব্যাপার থাকে না। বাবা তোমাদেরকে কত ধনবান আর সুখী বানিয়ে দেন। কত বড় আমদানী এটা। (স্বর্গের) প্রজারাও কত ধনবান হয়। আর এই আমদানী হয় পুরো ২১ জন্মের জন্য। যেহেতু এই

ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনে মানুষ থেকে দেবতা হওয়া যায়। কিন্তু তা পড়ান কে ? -- বাবা।
অতএব এমন পাঠে কখনও অবহেলা করা উচিত নয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-স্মরণের ভালবাসা
আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা ঔঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার !

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সর্বদা স্মৃতিতে যেন থাকে যে, এই কল্যাণকারী যুগে প্রতিটা ব্যাপারেই কল্যাণ রয়েছে। আমাদের
কোনও অকল্যাণই হতে পারবে না। সর্ব কিছুতেই কল্যাণ আছে এই বোধে সর্বদাই নিশ্চিন্তে থাকতে
হবে।

২) সর্বদাই যেন পছন্দের গোলাপ ফুলের মতন থাকতে পারো, সেই নিমিত্তে পঠন-পাঠনের প্রতি
সম্পূর্ণভাবে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ঈশ্বরীয় পাঠে গাফিলতি করা চলবে না। অনাদরের
আকন্দ ফুলের মতন যেন হয়ো না।

বরদান :- সমস্যাকেও চড়তী-কলার সাধন অনুভব করে, সর্বদা সন্তুষ্ট থেকে শক্তিশালী হও।
যে শক্তিশালী আত্মা হবে, সে সমস্যাকে এইভাবে উতরে যাবে যেন কোনও সরল রাস্তাকে
অতি সহজেই অতিক্রম করেছে। তখন সমস্যা তার জন্য চড়তী-কলার সাধন হয়ে দাঁড়ায়।
প্রতিটা সমস্যাই যেন তার খুবই পরিচিত এমনই অনুভব হয়। কোনও কিছুই তার কাছে আশ্চর্য
মনে হয় না। উপরন্তু সর্বদা সন্তুষ্টই থাকে। মুখ থেকে কখনও অপরাধ-মূলক শব্দ যেন না বেরোয়,
আর তারা যেন এমনই সক্ষম হন তক্ষুনি যেন সেই কারণকে নিবারণে বদলে দিতে পারে।

স্লোগান :- স্ব-স্থিতিতে স্থিত থেকে সর্বপ্রকারের পরিস্থিতিতেই উতরে যাওয়াই শ্রেষ্ঠতার পরিচয়।

" মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা যদি মিষ্টি বাবা আর তাঁর মিষ্টি রাজধানীকে স্মরণ করো তাহলে তোমরাও খুব মিষ্টি হয়ে যাবে । "

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা এমন কোন্ পুরুষার্থ করে মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিণত হও ?

উত্তর :- তোমরা এখন জ্ঞান মানস সরোবরে ডুব দিয়ে জ্ঞান পরী হচ্ছো , এই জ্ঞান স্নানের দ্বারাই তোমাদের চরিত্রের বদল হবে । তোমাদের মধ্যে যতো অপগুণ আছে সব বের হয়ে যাবে । বাবা আর বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করে তোমরা পবিত্র দেবতায় পরিণত হও । দেবতাদের প্রতি আকর্ষণের মূল কারণই হলো পবিত্রতা । এই কারণেই দূর দূর থেকে থেকে মানুষ অদৃশ্য টানে দেবতার মন্দিরে গিয়ে হাজির হয় ।

গীত :- আমাদের তীর্থ হলো পৃথক ।

ওঁ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা এই গান শুনেছো । বাচ্চারাই হলো সেই ভাগ্যবান নক্ষত্র । এই গায়নও আছে যেমন জ্ঞান সূর্য , জ্ঞান চন্দ্রমা , জ্ঞান ভাগ্যবান নক্ষত্র । এই সূর্য এবং চন্দ্র তো এই পৃথিবীর স্টেজকে আলোকিত করে , তাই তো (নক্ষত্রের) তোমাদের মহিমা গাওয়া হয় । তোমরাই হলে জ্ঞান নক্ষত্র , ওদের কিন্তু জ্ঞান নক্ষত্র বলা হয় না । জ্ঞান সূর্য নাম শুনে মানুষ ভাবে যে হয়তো আকাশের এই সূর্যই জ্ঞান স্বরূপ কেননা মানুষ ভাবে যে মাটি - পাথর সবার ভিতরেই ভগবান আছে । তাই তারা সূর্যকে খুবই মানে । নিজেদের সূর্যবংশী বলে পরিচয় দেয় । তারা সূর্যের পূজা করে এবং তাদের পতাকাও সূর্যেরই । তোমাদের হলো ত্রিমূর্তির পতাকা । কতখানি আশ্চর্যের বিষয় । এই পতাকায় "সত্যমেব জয়তে" এই কথাও লেখা থাকে । সত্যি সত্যি এই বিশ্বের উপর বিজয় তো তোমরাই প্রাপ্ত করাও । তোমরাই হলে শিব শক্তি পাণ্ডব সেনা । মানুষ নাম রেখেছে ত্রিমূর্তি মার্গ , ত্রিমূর্তি হাউস । বাবা এই কথাও বুঝিয়ে বলেন যে এই ত্রিমূর্তি দিয়ে আমি কোন্ কর্তব্য পালন করি । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা! মানুষ ত্রিমূর্তির থেকে শিবকে বের (বাদ) করে দিয়ে সেই চিত্রকে খণ্ডিত করে দিয়েছে । এখন তোমরা জানো যে এই ত্রিমূর্তির চিত্রে কি রহস্য আছে । এই কথা সত্যি যে শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের রাজত্ব দেন । আমরা বাচ্চারা আগের কল্পের মতোই শিববাবার থেকে আবার পবিত্রতা , সুখ - শান্তি আর সম্পত্তির রাজত্ব গ্রহণ করছি । এই পড়া কিন্তু ব্রহ্মচার্য অবস্থাতেই গ্রহণ করা যায় । এখন তো কেউ কেউ বিয়ে করার পরেও এই কোর্স থেকে জ্ঞান গ্রহণ করে । কারণ এখানে কামাই তো অনেকই হয় । এখানে তোমাদের আমদানি হল অ-গুণতি । বাচ্চারা জানে যে শিববাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন । বাবার শ্রীমতই শ্রেষ্ঠ - এই গায়নও আছে । বাবার বাচ্চা যদি তোমরা হও তাহলে অবশ্যই বাবার শ্রীমতেই চলবে । ভাই - ভাইয়ের মতে কিন্তু চলবে না । ওই মতে তো অনেক জন্মই চলেছে , তাতে তো কোনো লাভই হয় নি । এখন তোমাদের বাবার মতেই চলতে হবে । সাধু - সন্ত ইত্যাদি সকলেই ভাই - ভাই । এখন বাবা এসেছেন তোমাদের উচ্চ মত দিতে । " প্রাকৃতিক উপায়কেও অনেকে ওষুধ হিসাবে গ্রহণ করে । কিন্তু তা হল অল্প কালের জন্য । আর এ হল ২১ জন্মের জন্য প্রাকৃতিক উপায় । দুনিয়ার মানুষ বলবে ঠান্ডা জলে স্নান করো । এই করো , ওই করো , খাওয়া - দাওয়া সম্বন্ধে সচেতন হও । এখানে ওই খাবার - দাবারের কথা হয় না । এখানে তো মিষ্টি বাবা বাচ্চাদের বলেন যে , আমাকে

স্মরণ করো , তাহলেই তোমরা মিষ্টি হয়ে যাবে । দেবতারা তো কতই সুন্দর , তাঁদের প্রতি মানুষের কত আকর্ষণ থাকে । আগে উঁচু উঁচু পাহাড়ের উপর শিবের মন্দির তৈরী হতো । মানুষ পায়ে হেঁটে ঋণিক দর্শনের জন্য যায়, কেননা পবিত্রতা তাদের টানতে থাকে । দেবতারা যখন পবিত্র ছিলো তখন তাঁরা সমগ্র বিশ্বের উপর রাজত্ব করতো । এখন মানুষ তাঁদের ছবির সামনে গিয়ে বন্দনা আর নমস্কার করে । এখন এই মিষ্টি বাবাকে তো সবাই স্মরণ করে । তাই তাঁকে এখানেই আসতেই হয়। তোমরা অবশ্যই তাঁর থেকে বৈকুণ্ঠের অনেক সুখ প্রাপ্ত করো , তাইতো তোমরা তাঁকে স্মরণ করো । যখন এই রাবণ রাজ্যের শেষ হবে তখনই বাবা এসে তোমাদের স্বর্গের রাজত্ব দেবেন । বাবা আসেনই এই ভারতবর্ষে । শিব জয়ন্তীও এই ভারতেই পালন করা হয়, কিন্তু তার থেকে কি পাওয়া যায় কেউই তা জানে না । বাবা বলেন , আমি তোমাদের বাচ্চাদের মধুর বানাতেই এসেছি । তোমরা কতখানি ছিঃ ছিঃ (অপবিত্র) হয়ে গিয়েছিলে । বাবা হলেন জ্ঞানে পূর্ণ , তোমরা এখন তাঁর থেকে এই জ্ঞান প্রাপ্ত করছো । বীজের মধ্যেই (সুপ্ত অবস্থায়) সমস্ত জ্ঞান থাকবে --তাই না ? বাবা হলেন বীজ , সত্য স্বরূপ , চৈতন্য স্বরূপ আর জ্ঞানের সাগর তিনি সবসময় সত্যই বলেন । তিনিও হলেন আত্মা, --কিন্তু পরম আত্মা । পরম আত্মা মানে পরমাত্মা । তিনি সবসময় পরমধামে থাকেন । তিনি হলেন উঁচুর থেকেও অতি উঁচু । অনেকেই বলেন যে তিনি নাম এবং রূপের থেকে পৃথক । কিন্তু নাম - রূপের থেকে পৃথক কোনো বস্তুই হয় না । ওনার নাম হল শিব । সবাই ওনার পূজা করেন । শিববাবা হলেন নিরাকার । এখন তিনি এখানে এসেছেন । আগে আমরা দেহ - অভিমানী ছিলাম । এখন বাবা বলছেন বাচ্চারা, আত্মা -অভিমানী হও । গীতাতেও এই কথাই আছে - মনমনাভব । কেবলমাত্র সেখানে শিবের বদলে কৃষ্ণের নাম দেওয়াতে তা খন্ডন হয়ে গেছে । শুধুমাত্র বই পড়লেই রাজত্ব পাওয়া যাবে না । রাজা আর রাজত্ব তো সত্যযুগে হয় । বাবা অবশ্যই এই সঙ্গম যুগেই আসেন । এখন এই অবিনাশী নাটকের নিয়ম অনুসারে ভক্তিমার্গের সময়কাল সম্পূর্ণ হয়েছে । ভক্তির পরে আবার জ্ঞান আসে । এ হোলো পুরোনো দুনিয়া আর সত্যযুগ হোলো নতুন দুনিয়া । সত্যযুগে সূর্যবংশীরা রাজত্ব করতো । নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়ার জন্য এ হোলো রাজযোগের শিক্ষা । সত্যযুগে এনাদেরই রাজত্ব ছিলো । এখন কলিযুগের কি নিদারুণ অবস্থা দ্যাখো । এখন তোমরা আবার সত্যযুগে যাবার জন্য এই পড়া পড়ছো । ভক্তিমার্গে যেসব বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছো, সে সবকিছুই ছাড়তে হবে । জ্ঞান প্রাপ্ত হলে আর ভক্তির দরকার নেই । জ্ঞানের দ্বারাই আমরা এই বিশ্বের মালিক হই । বাবা এসেছেন - ভক্তির ফল দিতে । তাই তিনি তোমাদের এই জ্ঞান শোনাচ্ছেন । তাই এখন আমাদের পতিত থেকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে কারণ পতিত মানুষ তো ঘরে (পরমধামে) ফিরে যেতে পারবে না । মুক্তিধামে সমস্ত পবিত্র আত্মারাই থাকে । সুখধামেও সব পবিত্ররাই থাকে । কিন্তু এখন এই কলিযুগে সবাই পতিত । এখন এদের পবিত্র কে বানাবে ? পতিত - পাবন হলেন একমাত্র বাবা । এখন বাবা বলেন আমি এর (ব্রহ্মার) অনেক জন্মের শেষ জন্মে আসি । এই দাদা ছিলেন সবথেকে একনম্বর ভক্ত । ব্রহ্মাই বলো আর লক্ষ্মী - নারায়ণের আত্মাই বলো ? এটা খুবই গুহ্য কথা । বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা আর ব্রহ্মার নাভি থেকে বিষ্ণু বের হয়েছিলো । বিষ্ণুই ৮৪ জন্মের পর ব্রহ্মা হন । এই কথা কোনো শাস্ত্রেই নেই । ব্রহ্মাবাবাও গীতা পাঠ করতেন । যখন জ্ঞান এলো তিনি দেখলেন , শিববাবাই এই বিশ্বের বাদশাহী দেন । বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার হবার পর এই গীতা পাঠও ছেড়ে দিয়েছিলো । বাবা তাঁর মধ্যেই প্রবেশ করেছিলেন । তারপর কোনোদিনও গীতা ছুঁয়েও দেখেন নি । এক বাবাকেই স্মরণ করতেন । ইনি বলেন যে আমিও এই বাবার থেকেই শুনছি । শিববাবা বলতেন - যখন আমি বাচ্চাদের শোনাতাম, ইনিও শুনতেন । এর শরীরে আমি প্রবেশ করেছি তাই এর নাম রাখা হয়েছে অর্জুন । শাস্ত্রে ঘোড়ার রথ দেখানো

হয়েছে । কত তফাৎ । ঘোড়ার গাড়িতে একজনকে বসিয়েই কি জ্ঞান দেওয়া হয়েছিলো ? এখন তোমরা বুঝতে পারো এ কি করে সম্ভব । তোমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখছো - বাবা কি করে পড়ান । কতো সেন্টার আছে । তাই পড়ানোর জন্য তো পাঠশালা চাই, অবশ্যই তা যুদ্ধের ময়দান নয় । বাবা রাজযোগ শেখান । সত্যযুগে কোনো শাস্ত্র থাকে না । আমি এখন যে জ্ঞান শোনাচ্ছি, সত্যযুগে এই জ্ঞানের দরকার নেই । পুরোনো দুনিয়ার যা কিছুই আছে সবই ধুলায় মিশে যাবে । এ হলো রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞ । অশ্ব এই রথকে (শরীর) বলা হয়, এই রথ বা শরীরকেই স্বাহা করতে হবে । আত্মা বাবার হয়ে গেলে এই পুরোনো শরীরও শেষ হয়ে যাবে । কৃষ্ণপুরীতে তোমরা তো এই পুরোনো ছিঃ ছিঃ শরীর নিয়ে যাবে না । আত্মা হলো অমর । হোলিতে দেখানো হয় , মিষ্টি চাপাটি পুড়ে যায় , কিন্তু তার ধাগা (সূতো) পোঁড়ে না । বাবা এখন এই বেহদের কথা বোঝান - এতদিন পর্যন্ত যা তোমরা শুনেছো সে সব ভুলে যাও । এখন ভারত মিথ্যাখণ্ড হয়ে গেছে । পূর্বে এই ভারতই সত্যখণ্ড ছিলো । বাবাই ভারতকে সত্যখণ্ড বানিয়েছিলেন। তারপর রাবণ এই ভারতকে মিথ্যাখণ্ড বানিয়ে দিয়েছে । এই রাবণ হলো সবার পুরোনো শত্রু । কেউ কিছু বললেই মানুষ তার কথায় চলতে শুরু করে । যেমন দিলওয়ারা মন্দিরে আদিদেবের নাম মহাবীর রাখা হয়েছে । মহাবীর হনুমানকে বলা হয়। এখন ভাবো, কোথায় হনুমান আর কোথায় ইনি । এই মন্দির সম্পূর্ণ তোমাদের স্মরণেই তৈরী হয়েছে ওপরে স্বর্গ দেখানো হয়েছে আর নীচে তপস্যা । আদিনাথের মূর্তি গোল্ডেন বানানো হয়েছে । বলা হয় যে - " ভারত একদিন সোনার পাখির তুল্য ছিলো । " ভারতের মত সোনা আর কোথাও ছিলো না । ভারতে সোনার মহল বানানো হতো । মহলের ছাতে বা দেওয়ালে হীরে , জহরত লাগানো থাকতো । মন্দিরেও কতো হীরে , জহরত ছিলো যা লুঠ করা হয়েছিলো । সেগুলো লুঠ করে মসজিদে লাগানো হয়েছিলো । সেইসময় তাহলে এর মূল্য কি ছিলো ? অফুরন্ত ধন ছিলো তাই তো সব লুঠ করে নিয়ে গেছে । এইকথা সবাই জানে যে প্রাচীন ভারত ধনী-সাহকার ছিলো । এখন তা কতো গরীব হয়ে গেছে । গরীবের ওপর সবার দয়া হয় । রাবণ ভারতকে কতোটা অক্ষম বানিয়ে দিয়েছে । বাবা এসে আবার সক্ষম বানান । এ হলো বেহদের নাটক , এর আদি - মধ্য - অন্ত কেউই জানে না । বাবা হলেন জ্ঞানে পূর্ণ । এমন নয় যে বাবা সবার ভিতরে বসে তাদের মনকে দেখতে পান । এই সমস্তকিছুই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে । যে পাপ করে সে সাজা তো পাবেই । বাবা বলেন - আমাদের তো মানুষ পূর্ণ জ্ঞানী আর পতিত - পাবন বলেই জানে । মানুষ ডাকতে থাকে - হে বাবা এসো, এসে আমাদের জ্ঞানের আলো দাও । আমাদের পবিত্র বানাও । তাই আমি এসেই এই কাজ করি । বাবা বলেন , বাকি যা শাস্ত্রের কথা সব ভুলে যাও , আর আমি যা বলি সেই কথা শোনো । এখন তোমরা বাবার দ্বারা রাজযোগ শিখছো । এরপর তোমরা সূর্যবংশী হবে । তারপর চন্দ্রবংশী , বৈশ্যবংশী এবং শূদ্রবংশী হবে । এই জ্ঞান অবশ্য তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । সত্যযুগে তোমরা আবার এইসব কথা ভুলে যাবে । সেখানে কেউই বাবাকে স্মরণ করে না । বর্সা বা বাবার সম্পত্তি পাওয়া হয়ে গেলে কেনই বা বাবাকে তোমরা স্মরণ করবে । কতো ভালোভাবে এইকথা তোমাদের বুঝিয়ে বলা হয় । এই কথা কিন্তু কোনো শাস্ত্রতে থাকে না । বাবাই হলেন বৃক্ষপতি । বাবা বলেন , আমাকে স্মরণ করো । সৃষ্টিকর্তা একজনই হন, নাকি তিনি নুড়ি - পাথরের মধ্যেও থাকবেন ? বাবা বলেন যে রাবণ তোমাদের বুদ্ধি কতো খারাপ করে দিয়েছে । বড় বড় বিদ্বানদের কতো অহংকার । অথচ বাবাকেই তারা জানে না । না তো এই রচনার আদি -মধ্য -অন্তকে জানে । বাবা বলেন - আমি তোমাদের রাজস্ব দিয়ে গিয়েছিলাম । তোমরা সেইসব ধন দৌলত শেষ করে দিয়েছো , এখন ভিখারী হয়ে গেছো , তাই তোমাদের আসুরী সম্প্রদায় বলা হয় । দ্যাখো , দেবতাদের কতো মহিমা । আবার তোমরাই বলো - আমরা নিগুণ , আমাদের কোনো গুণ নেই । বাচ্চারা, এখন তোমাদের অপগুণগুলি

বের করে গুণ ধারণ করতে হবে। রাবণ তোমাদের বাঁদরের মতো অসভ্য বানিয়ে দিয়েছে। এখন বাবা আবার তোমাদের দেবতা বানাচ্ছেন। যাদের মধ্যে ৫-বিকার আছে তাদের বাঁদর বলা হয়। নারদের মতো তোমাদেরও চরিত্র এখন বদলে যাচ্ছে, যেহেতু এরপর তোমরা দেবতা হবে। এই জ্ঞানসাগরে ডুব লাগিয়ে তোমরা জ্ঞান পরীতে পরিণত হও। সাধারণ মানুষ জলের সরোবরকেই মানস - সরোবর মনে করে নিয়েছে। কিন্তু তা হলো তো জ্ঞান স্নানের বিষয়। বাচ্চারা তো এই কথা জানো যে ৫-হাজার বছর পূর্বের মতো বাবা আমাদের বুঝিয়ে বলছেন, তাই এতে আর কোনো সংশয়ই থাকে না। পতিত - পাবন বাবা আর বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করতে পারলে তোমরা পবিত্র হতে পারবে। মানুষ মুক্তির জন্য কতো মাথা খুঁটতে থাকে, কিন্তু আসল ঘর কোথায় কেউই তা জানে না। কেউ ভাবে আত্মা লীন হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ ভাবে আত্মা দ্বিতীয় শরীর ধারণ করে না। এমন অনেক ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। বাবাকে কেউই ঠিকভাবে জানে না। সারা দুনিয়া ভাবে - কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ। কতখানি রাত দিনের ফারাক এই ধারণা। মূল নামটাই একদম বদলে দিয়েছে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, এই কথা বাপদাদা দুজনেই বলেন। দুজনেরই তো বাচ্চা আমরা - তাই না? ইনিও (ব্রহ্মা) যেমন ছাত্র, তোমরাও ছাত্র। ইনিও এখন পড়ছেন। যারা যারা ভারতকে পবিত্র বানানোর জন্য সেবাকাজে লেগে থাকে, তারাই বাবার বাচ্চা বলে পরিচিত হয়। আর যারা পবিত্র হয় না, তাদের বাবা দেখেও দেখেন না। বাবা ভাবেন, এরা সাজা খেয়ে এসে বাবুর্চির (রাধুনীর) জীবন পাবে। আর যারা পবিত্র হতে পারে তারা এই বিশ্বের মালিক হতে পারে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

- 1) মধুর হওয়ার জন্য মিষ্টি বাবাকে খুব ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। সত্য বাবার সঙ্গে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। এক বাবার শ্রেষ্ঠ মতেই চলতে হবে।
- 2) পুরুষার্থ করে সম্পূর্ণ হতে হবে। ভারতকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে। কোনো বিষয়ে সংশয় রাখা চলবে না।

বরদান :- সংকল্পের ইঙ্গিতে সমস্ত কাজ চালিয়ে সর্বদা লাইটের মুকুটধারী হও।

যেসব বাচ্চারা সর্বদা লাইট থাকে তাদের সংকল্প বা সময় কখনও ব্যর্থ হয় না। যা ঘটবে সেই ধরনের সংকল্পই তাদের মনে উদয় হয়। যেমন কিছু বললে কোনো বিষয় স্পষ্ট হয় তেমনই সংকল্পের দ্বারাই সমস্ত কর্ম চলতে থাকে। যখন তোমরা এই বিধি ব নিয়মকে আপন করে নেবে তখনই তোমাদের কাছে এই সাকার বতন সূক্ষ্ম বতনে পরিবর্তিত হবে। এরজন্য সাইলেন্সের শক্তি জমা করো আর লাইটের মুকুটধারী হও।

স্লোগান :- এই দুঃখের জগত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলে এই দুঃখের ঢেউ কোনোদিন
তোমাদের স্পর্শ করবে না ।

"মীঠে বাচ্চে - ভারত হল সর্বজনের তীর্থ স্থান , সেইজন্য সর্ব ধর্মীয় জনেদের ভারত তীর্থের মহিমা শোনাও , সবাইকে সংবাদ দাও "

প্রশ্ন : কোন্ পুরুষার্থের দ্বারা তোমাদের অন্ত মতি অনুযায়ী গতি প্রাপ্ত হবে ? নিদ্রাজীত হয়ে যাবে ?

উত্তর : রাতে যখন তোমরা শুতে যাও তো প্রথমে বাবা এবং বর্সা অর্থাৎ স্বর্গ প্রাপ্তির কথা স্মরণে রেখো , স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো । যখন ঘুম আসবে তখন ঘুমাও তাহলেই অন্ত মতি অনুযায়ী গতি লাভ হবে। সকালে উঠবে তো ঐ পয়েন্ট মনে আসবে । এইরকম অভ্যাস করলে তুমি নিদ্রাজীত স্বরূপ হয়ে যাবে। যে করবে সে লাভ করবে। তাদের চলনও প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে।

গান : যে রয়েছে প্রিয়তমের সঙ্গে ..

ওমশান্তি । যে রয়েছে প্রিয়তমের সঙ্গে । এখন দুনিয়ায় পিতা আছে অনেক কিন্তু তাদের সকলের পিতা রচয়িতা হলেন এক। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর । জ্ঞানের দ্বারা হয় সঙ্গতি । সঙ্গতিও মানুষের তখন হয় যখন সত্যযুগের স্থাপনা হওয়ার থাকে। বাবাকেই বলা হয় সঙ্গতিদাতা । যখন সঙ্গমের সময় হয় তখন জ্ঞানের সাগর এসে সঙ্গতি প্রদান করেন। এই সময় দুর্গতি তো সবার হয়েছে। দুর্গতিও সবার একরকম হয়না। সবচেয়ে প্রাচীন হল ভারত। ভারতবাসীদেরই ৮৪ জন্মের গায়ন আছে। নিশ্চয়ই প্রথমের মানুষের ৮৪ জন্মের যোগ্যতা আছে। দেবতাদের ৮৪ জন্ম হয় তো ব্রাহ্মণদেরও হয় ৮৪ জন্ম। মুখ্য জনেদের হাইলাইট করা হয়। বাবা ব্রহ্মা দ্বারা নতুন সৃষ্টির স্থাপনা করতে সর্বপ্রথম সূক্ষ্ম লোকের রচনা করেন তারপরেই নতুন সৃষ্টির স্থাপনা হয়। ত্রিলোকীনাথ হলেন একমাত্র বাবা। বাকি ওনার সন্তানেরা নিজেদের ত্রিলোকীর নাথ বলে পরিচয় দেয়। এখানেতো অনেকে নামও রেখেছে ত্রিলোকীনাথ । ডবল দেবতাদেরও নাম রেখেছে - গৌরী শঙ্কর , রাধেশ্যাম , এবারে রাধেকৃষ্ণ ছিলেন ভিন্ন রাজ্যের । যে বাচ্চারা ভাল তাদের বুদ্ধিতে অনেক ভাল পয়েন্টের ধারণা থাকে। যে ডাক্তার যোগ্য হবে , তার বুদ্ধিতে ওষুধের নাম অনেক হবে। এখানেও রোজ নতুন নতুন পয়েন্ট বের হয়। যাদের ভাল প্র্যাক্টিস হবে তারা নতুন নতুন পয়েন্ট ধারণ করতেই থাকবে। যারা ধারণা করেনা তাদের মহারথী বলা যাবেনা। সমস্ত কিছু বুদ্ধির উপরে নির্ভর করছে আর ভাগ্যের কথাও রয়েছে । এইসবই হল ড্রামা। ড্রামার বিষয়ে কেউ জানেনা। এই কথাও বুঝতে পারে, আমরা আত্মা শরীর ধারণ করে পাঁট প্লে করি । কিন্তু ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের কথা না জানলে কিছুই জানেনা। তোমাদের তো জানা উচিত। বাচ্চাদের এইতো কর্তব্য অন্যদের বাবার পরিচয় দেওয়া । সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বলতে হবে , কেউ যেন এইরকম না থাকে যে বলবে আমি তো জানিইনা। ফরেন অর্থাৎ বিদেশ থেকেও অনেকে আসবে। তাদের সবার ব্যবস্থা করা হবে মুম্বাইয়ে । তারাতো যথেষ্ট সমর্থ হয়। টাকা-পয়সা তো তাদের কাছে অনেক থাকে। শিবকে নিজের বড় গুরুদেব তো স্বীকার করবেই তাইনা, সেইজন্য বোঝান হয় এই ধর্মপিতাদেরও কিছু পাঁট রয়েছে । বাচ্চারা শুরুতেই সাক্ষাতকার করেছে - এই ক্রাইস্ট , ইব্রাহিম ইত্যাদি সব আসবে দেখা করতে। তো তাদের ফিল্ড তৈরী করা উচিত। সব টুরিস্ট ইত্যাদি মুম্বাইয়ে আসতে থাকে। ভারত সবাইকে আকর্ষিত করে। আসলে ভারত হল বাবার বার্থপ্লেস অর্থাৎ জন্মস্থান। তবে সবার মধ্যে ভগবান রয়েছে এই কথা বলার ফলে বেহদের বাবার মহত্ব হারিয়ে গেছে। এখন তুমি বোঝাও যে ভারত হল

সবচেয়ে বড় তীর্থ স্থান। বাকি সব পৈগম্বর (ধর্ম সংস্থাপন করে যে) আসে নিজের ধর্ম স্থাপন করতে। তাদের পিছনে ঐ ধর্মের লোকেরা আসতে থাকে। এবারে হল অন্ত সময়। চেষ্টা করে আমরা যাতে ফিরে যাই। কিন্তু জিজ্ঞেস করো তোমাদের এখানে কে এনেছে ? ক্রাইস্ট এসে খ্রিস্টিয়ান ধর্ম স্থাপনা করেছে , তিনি কি তোমাদের টেনে এনেছেন এখানে ? এখন সবাই বিরক্ত হয়েছে ফিরে যেতে চায়। সবাই আসেই পার্ট প্লে করতে। পার্ট করতে করতে শেষমেষ দুঃখ ভোগ করতেই হবে। আবার দুঃখ থেকে সুখের দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়া হল বাবারই কর্তব্য । বাবার জন্মস্থান হল ভারত। এতটা মহত্ব তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারাই জানো। যারা জানে তাদের নেশা থাকে। বাবা কল্প-কল্প ভারতেই আসেন। এই কথা সবাইকে জানাতে হবে , নিমন্ত্রণ দিতে হবে। রচনার নলেজ কেউ জানেনা। তো এমন সার্ভিসেবল হয়ে নিজের নাম বিখ্যাত করা উচিত। এই মেলা সব দিকে যাবে। তো যারা তীক্ষ্ণ বাচ্চা আছে তাদের সহযোগ চাইতে থাকে। তাদের নাম জপ করতে থাকে। এক তো শিববাবার নাম জপ করে , দ্বিতীয় ব্রহ্মাবাবার নাম আর তৃতীয় কুমারকা , গঙ্গে , মনোহর এদের নামও জপ করবে। ভক্তি মার্গে হাতে মালা জপ করে। এখন মুখে নাম জপ করে । অমুক হল খুবই সার্ভিসেবল । নিরহংকারী এবং মধুর স্বভাবের । দেহ-অভিমান নেই। বলা হয় কিনা - ঘুর তো ঘুরায় (স্নেহ দানে স্নেহ প্রাপ্তি) এখন বাবা বলেন তুমি দুঃখী হয়েছে । তুমি আমাকে স্মরণ করলে আমি সাহায্য করব। তুমি ঘৃণা করলে অর্থাৎ নিজের উপর ঘৃণা করলে , পদ প্রাপ্তি হবেনা । অপরিসীম ধন প্রাপ্ত হয়। যদি কেউ লটারি পেয়ে যায় তাহলে সে কতখানি খুশীতে থাকে। তারমধ্যেও কত প্রাইজ আছে। সেকেন্ড প্রাইজ , থার্ড প্রাইজও হয়। এই হল ঈশ্বরীয় রেস। এই হল জ্ঞান আর যোগের রেস, যে এই বিষয়ে তীক্ষ্ণ হবে তারা গলার মালা হবে আর তখতে অর্থাৎ তক্তাপোষে কাছে বসবে।

তোমরা সবাই হলে কর্মযোগী । নিজের ঘর সংসার সামলাও। ক্লাসে একঘন্টা পড়তে হবে। তারপর ঘরে গিয়ে রিভাইস করতে হবে। স্কুলেও এইরকম করো কিনা। পড়াশোনা করে বাড়িতে গিয়ে রিভাইস করে। বাবা বলেন এক ঘন্টা আধ ঘন্টা দিনে আট ঘন্টা হয় (এক প্রহরে আট ঘন্টা) । তাতেও বাবা বলেন এক ঘন্টা , আচ্ছা আধ ঘন্টা , 15-20 মিনিটও ক্লাসে পড়ে ধারণা করে নিজের চাকরি ও ব্যবসায় ব্যস্ত থাকো। বাবা তোমায় আগে বসতে দিলে বাবার স্মরণে বসো। স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাও। স্মরণের জ্ঞান তো ছিল তাইনা। বাবা এবং বর্সাকে স্মরণ করতে করতে স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে ঘোরাতে যখন দেখবে যে ঘুম আসছে তখন ঘুমিয়ে পড়বে। তাহলেই অন্ত সময়ে মতি অনুযায়ী গতি হয়ে যাবে। তারপর আবার সকালে উঠলে ঐ পয়েন্ট গুলি মনে পড়বে । এমন অভ্যাস করতে করতে তুমি নিদ্রাজীত হয়ে যাবে। যে করবে সে প্রাপ্ত করবে। কর্ম দেখতে পাওয়া যায় , তখনই চলন প্রসিদ্ধ হয়। দেখা হয় এরা বিচার সাগর মন্থন করে। ধারণা করে। কোনো লোভ ইত্যাদিতো নেই। এই হল পুরনো শরীর , এর খুব বেশী খেয়াল করার দরকার নেই। এই শরীর ঠিক তখনই থাকবে যখন জ্ঞান যোগের পুরো ধারণা হবে। ধারণা না হলে শরীর আরও নষ্ট হবে। নষ্ট হলে কবরে প্রবেশ করবে। নতুন শরীর ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হবে। আত্মাকে পবিত্র করতে হবে। এই হল পুরনো অপশিষ্ট জড়িত শরীর । এই শরীরের যতই শৃঙ্গার করো সেসব হল ওয়ার্থ নট এ পেনী । এখন তোমাদের সবার আশীর্বাদ হয়েছে শিববাবার সঙ্গে । যখন বিয়ে হয় তখন সেইদিনে পুরনো বস্ত্র ধারণ করে। এখন এই শরীরের স্থূল শৃঙ্গার বেশী করবেনা। জ্ঞান যোগ দ্বারা নিজের শৃঙ্গার করলে পরী রূপে পরিণত হয়ে যাবে। এই হল জ্ঞান মান সরোবর । এতেই জ্ঞানের ডুব দিতে থাকো তাহলেই তোমরা স্বর্গের পরী তৈরী হয়ে যাবে। প্রজাদের পরী বলা হবেনা । বলা

হয় কৃষ্ণ নিয়ে পালিয়েছে তারপর মহারানী , পাটরানী করেছে। এমনতো বলতে পারবেনা নিয়ে পালিয়েছে আর প্রজাতে চাণাল করেছে। নিয়ে পালিয়েছে পাটরানী করতে। তোমাদের এমন পুরুষার্থ করা উচিত । এমন নয় যা প্রাপ্তি হয় হবে। এই হল পাঠশালা । এখানে মুখ্য হল পড়াশোনা । গীতা পাঠশালা অনেক তৈরী হয়। বসে গীতা শোনায় , মুখস্থ করায়। কেউ একটি শ্লোক নিয়ে সেটিকে বিস্তারিত ভাবে বসে বোঝায়। কেউ শুধুই পড়ে , কেউ একটি শ্লোকের উপর আধা পৌনে ঘন্টা ভাষণ দেয়, তাতে কোনো লাভ হয়না। এখানেতো বাবা বসে পড়াচ্ছেন । মুখ্য লক্ষ্য হল একেবারে ক্লিয়ার । আর কোনো বেদ শাস্ত্র পঠন-পাঠনে মুখ্য লক্ষ্য নেই। পুরুষার্থ করতে থাকো। কিন্তু প্রাপ্তি হবে কি ? যখন অনেক ভক্তি করা হয় তখন ভগবানের প্রাপ্তি হয়। তাও নিশ্চয়ই রাতের পরে দিন হবে। কল্পের আয়ু কেউ কি বলে , এখন বোঝানোর শক্তি চাই। যোগবলের দ্বারা কাজ সফল করতে হবে। যদি না করতে পারো মানে শক্তি নেই। যোগ নেই। বাবাও সহযোগ তাদেরই দেন যে বাচ্চারা যোগযুক্ত হয় । ড্রামাতে যা হয় সেসব রিপোর্ট হয়। সেকেন্ড সেকেন্ড যা পাস্ট হয় , টিক টিক হতেই থাকে। আমরা শ্রীমতের দ্বারা অ্যাক্টে উপস্থিত রয়েছি। শ্রীমতে না চললে শ্রেষ্ঠ হওয়া যাবেনা। নম্বর অনুসারে তো আছেই তাইনা । এই লোকেরা ভাবে আমরা এক হই কিন্তু অর্থ বোঝেনা । তাহলে কি এক হয়ে যাবে , একমাত্র পিতা হওয়া চাই নাকি এক ব্রাদার্স হওয়া উচিত ? যদি ব্রাদার্স বলা হয় তাহলেও ঠিক আছে। শ্রীমতের দ্বারা বরাবর আমরা এক হতে পারি। তোমরা সবাই একই মতানুযায়ী চলো। তোমাদের পিতা শিক্ষক গুরু হলেন একজনই । যে পূর্ণ রূপে শ্রীমতে চলবেনা সে শ্রেষ্ঠ হতে পারবেনা । যদি একদম চলবেনা তবেতো শেষ হয়ে যাবে। রেসে যোগ্যতার আধারে নির্বাচন হয়। বিশাল রেসে উপযুক্ত ঘোড়াদের দৌড় করানো হয় কারণ লটারিও বড় থাকে। এও হল মনুষ্য অশ্ব রেস। হুসেনের ঘোড়া দেখান হয়। হিংসা দুই প্রকারের হয়। নম্বরওয়ান হল কাম কাটারী । যে অর্ধকল্প নিজের এবং অন্যদের হত্যা করেছে। এই হিংসার কথা কারুর জানা নেই। সল্যাসীরাও এমন বোঝেনা শুধু বলে দেয় এই হল বিকার । বাবা বলেন বাচ্চারা এই কাম হল মহাশত্রু । যা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়। এই কথাটিও প্রমাণ করতে হবে আমাদের হল প্রবৃত্তি মার্গ , রাজযোগ । তোমাদের হল হর্ষযোগ । তোমরা শঙ্করাচার্যের কাছে হর্ষযোগ শিখেছ। আমরা শিবাচার্যের কাছে রাজযোগ শিখছি। আগে গিয়ে তোমাদের প্রত্যক্ষ দর্শন হবে নিশ্চয়ই । কেউ প্রশ্ন করে দেবতাদের ৮৪ জন্ম ৫ হাজার বছরে হয় , ক্রিস্টিয়ানদের কত হয় ? ক্রাইস্টের ২ হাজার বছর হয়েছে , এবারে হিসেব করো তাদের এভারেজ কত জন্ম হয় ? ৩০ -৩২ জন্ম , এইতো ক্লিয়ার আছে। যে বেশী সুখ দেখে সে দুঃখও বেশী দেখে। অন্য ধর্মীয় জনেরা কম সুখ , কম দুঃখ প্রাপ্ত করে। এভারেজ অনুযায়ী হিসেব করা যায়। মুখ্য পূর্বজন্মের জন্মের হিসেব করা হয়। যারা পরের দিকে আসে তারা কম জন্ম গ্রহণ করে। বুদ্ধ , ইব্রাহিম সকলের হিসেব করতে পারো । এইভাবে এক দুই জন্মের তফাত হবে। অ্যাকুরেট তো বলা যাবেনা। আন্দাজ বোঝান হয়। এই সব বিচার সাগর মন্থন করার কথা। কেউ জিজ্ঞাসা করলে কি বোঝাবে ? তবুও বলো প্রথমে বাবাকে স্মরণ করো কারণ বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্তি হয়। জন্ম যত নিয়েছ ততই নেবে। বাবার কাছে বর্সা নাও। ভালভাবে বোঝাতে হবে। এই হল পরিশ্রমের কাজ।

বাচ্চা বোম্বাইতে অনেক পরিশ্রম করেছে কেননা তাদের অনেক সফল হতে হবে। এতে বুদ্ধি চাই , বাবার ধনে অনেক ভালবাসা চাই। কেউতো ধন নেয়না। আরে জ্ঞান রত্ন নাও আর ধারণ করো তখন বলে আমরা কি করব ! আমরা বুঝতে পারিনা । না বুঝলে তোমাদের ভাগ্য । আচ্ছা -

মীঠে মীঠে সিকীলাধে হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারাংশ :-

১. শরীর ঠিক রাখতে জ্ঞান যোগের ধারণা করতে হবে। কোনো কিছুর প্রতি লোভ রাখবেনা । এই জ্ঞান যোগের দ্বারা শৃঙ্গারিত থাকবে , স্থূল শৃঙ্গার নয়।

২. এক মিনিট আধ মিনিট , পড়াশোনা নিশ্চয়ই করতে হবে । জ্ঞান এবং যোগে রেস বা স্পর্ধা রাখতে হবে।

বরদান : বিনাশের সময়ে পেপার পাশ করে সেইরূপ আকারী লাইট স্বরূপধারী ভব।

বিনাশের সময় পেপার পাশ করতে বা সর্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে আকারী প্রকাশ স্বরূপধারী হও। যখন চলতে ফিরতে লাইট হাউস স্বরূপ হয়ে যাবে তখন তোমাদের এই রূপ অর্থাৎ শরীর দেখা যাবেনা। যেমন পার্ট প্লে করার সময়ে বস্ত্র ধারণ করো আর কাজ শেষ করেই বস্ত্র ত্যাগ করো । এক সেকেন্ডে ধারণ করো আর এক সেকেন্ডে ডিটাচ হও - যখন এই অভ্যাস হবে তখন যারা দেখবে তাদের অনুভব হবে যে এরা হল লাইটের বস্ত্রধারী , লাইট-ই হল এদের শৃঙ্গার ।

স্লোগান : উৎসাহের পাখা সর্বদা সঙ্গে থাকলে প্রত্যেকটি কাজে সহজেই সফল হবে।

' দুর্বলকে বল বা শক্তি দেয় এমন মহাবলবান হও '

বাপদাদা সর্বদা প্রতিটি পদক্ষেপে , প্রতিটি সঙ্কল্পে উড়তি কলায় স্থিত বাচ্চাদের দেখছেন । সেকেন্ডে অশরীরী ভব-এই বরদান প্রাপ্তির সাথে সাথেই সেকেন্ডে উড়ে যায়। অশরীরী হওয়া অর্থাৎ উঁচুতে ওড়া। শরীরের ভানে নেমে আসা অর্থাৎ খাঁচায় বন্দী পাখি হওয়া। এই সময়ে সব বাচ্চারাই অশরীরী ভব এই বরদানে উড়ন্ত পাখি হয়েছে। এই সংগঠন হল স্বতন্ত্র আত্মা অর্থাৎ উড়ন্ত পাখিদের। সবাই স্বতন্ত্র হয়েছ তো ? নির্দেশ পেলেই সুইচ-হোমে অর্থাৎ পরমধামে চলে যাও তো কতক্ষণের মধ্যে যেতে পারো ? সেকেন্ডে যেতে পারো কিনা । নির্দেশ অনুযায়ী নিজের মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্টেজ দ্বারা , নিজের সর্বশক্তির কিরণ দ্বারা অন্ধকারে রোশনী অর্থাৎ আলো নিয়ে এসো , জ্ঞান সূর্য , অন্ধকারকে মেটাও , তো সেকেন্ডে এই বেহদের সেবা করতে পারবে ? এমন মাস্টার জ্ঞানসূর্য হয়েছে ? যখন সাইন্সের সাধন দ্বারা সেকেন্ডে অন্ধকার থেকে আলো করা যায় তখন হে জ্ঞানসূর্য বাচ্চারা , তোমরা কতক্ষণের মধ্যে আলোকিত করতে পারো ? সাইন্স থেকে সাইন্সের শক্তি হল অতি শ্রেষ্ঠ । তো এমন অনুভব করো কি যে সেকেন্ডে স্মৃতির সুইচ অন করলেই অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া অনেক আত্মারাই আলোর সন্ধান পেয়ে যায় ? এমন ভাবো কি ?

সাত দিনে সাত ঘন্টার কোর্স দিয়ে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসতে পারো বা তিন দিনের যোগ শিবির দ্বারা আলোকিত করতে পারো ? অথবা সেকেন্ডের স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছে গেছ কি ? কি ভাবো ? এখন ঘন্টার হিসেবে সেবার গতি রয়েছে নাকি মিনিটে অথবা সেকেন্ডের গতি পর্যন্ত পৌঁছে গেছ ? কি বুঝেছো ? এখন টাইম চাই নাকি সেকেন্ডে পৌঁছে গেছ ? যেভাবে চ্যালেঞ্জ করো - সেকেন্ডে মুক্তি জীবনমুক্তির বর্ষা প্রাপ্ত করো , সেইসব প্রায়িকাল করতে তৈরী হয়েছে , স্ব পরিবর্তনের গতি সেকেন্ডে পৌঁছেছে কি ? কি বুঝেছো ? পুরনো বছর শেষ হচ্ছে নতুন বছর আসছে এখন সঙ্গমে বসে আছ । তো পুরনো বছরে স্ব-পরিবর্তন এবং বিশ্ব-পরিবর্তনের গতি কত দূর পৌঁছেছে ? তীর গতি আছে কি ? রেজাল্ট তো বের করবে তাইনা ! তো এই বছরের রেজাল্ট কি ? স্বয়ং প্রতি , সম্বন্ধ সম্পর্ক প্রতি বা বিশ্ব সেবার প্রতি। এই বছরের লক্ষ্য কি ? জানো তো ? উড়ন্ত পাখি নাকি উড়ন্ত কলা। তো এই লক্ষ্য অনুযায়ী গতি কিরকম আছে ? যখন সেবার গতি সেকেন্ডে পৌঁছে যাবে তখন কি হবে ? নিজের ঘর নিজের রাজ্য , নিজের ঘরে ফিরে নিজের রাজ্যে আসবে।

তো নতুন বছরে নতুন উৎসাহ , প্রতিটি সঙ্কল্পে সেকেন্ডে , প্রতিটি কর্মে প্রাপ্তির সিদ্ধি স্বরূপ নতুনত্বের প্রত্যক্ষতা হোক। কাল থেকে এখন কি আরম্ভ হবে? নতুন বছর তো আরম্ভ হবেই কিন্তু কি বলা হবে? নতুন বছর কোথা থেকে শুরু হয় ? লৌকিকে ওয়ান-ওয়ান দিয়ে আরম্ভ হবে কিনা । আর তোমরা কি করবে? বছর তো ওয়ান দিয়ে শুরু হবে , তোমাদের কিরূপ হবে? " ওয়ান আর উইন । প্রতিটি সঙ্কল্পে উইন অর্থাৎ বিজয় হবে। প্রত্যেক দিন নিজের মস্তকে এই বছরের কোন্ তিলকটি লাগিয়ে রাখবে ? " বিজয়ের তিলক " । শ্লোগান কোনটি মনে রাখবে ? " আমরা হলাম বিজয়ী রত্ন কল্প-কল্পের বিজয়ী । বিজয়ী ছিলাম , বিজয়ী আছি আর সদা-ই বিজয়ী থাকব। " তাজ বা মুকুট কোনটা ধারণ করব ? " লাইট আর মাইট " এই ডবল তাজ বা ডবল মুকুট ধারণ করো কেননা

লাইট আছে আর মাইট কম আছে তো সর্বদা সিদ্ধি স্বরূপ হতে পারবেনা । " লাইটের সাথে মাইটও থাকলে সদা বিজয়ী হয়ে যাবে। লাইট আর মাইটের ডবল মুকুটধারী ।

কঙ্গন বা বালা কোনটা পরবে ? বালা তো জরুরী তাইনা ? কি রকম বালা পছন্দ হয় ? পবিত্রতার বালা তো আছেই । কিন্তু এই বিশেষ নতুন বছরে নতুন বালা কোনটা পরবে ? (কেউ বলল সহযোগের , কেউ বলল সংস্কার মিলনের , অনেক উত্তর পাওয়া গেল) এইসব দিয়ে পুরো হাতটা-ই বালায় ভরে যাবে।

এই বছর এই বিশেষ বালা-টি পরিয়ে দিও - " যে সদা উৎসাহে থাকবে আর উৎসাহী হয়ে সকলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।" না-ই নিজের উৎসাহ কম করবে আর না-ই অন্যের উৎসাহ কম হতে দেবে । এরজন্য সদা বালা-টি মজবুত করে রাখতে হবে তারজন্যে একটি কথা সর্বদা মনে রাখবে - " প্রতিটি বিষয় তা নিজের প্রতি হোক , বা অন্যদের প্রতি হোক এগিয়ে যেতে আর এগিয়ে নিয়ে যেতে মোল্ড হওয়াই হল রিয়ল গোল্ড হওয়া । " আচ্ছা - বালা-ও পরলে । এখন বিশেষ সেবার লক্ষ্য কি রাখবে ? যেমন আজকালকার গভর্নমেন্ট প্রতি বছর বিশেষ কার্য সূচি তৈরী করে , ঐ গভর্নমেন্ট তো পঙ্গুদের জন্যে তৈরী করেছে। তোমরা কি করবে ? যেমন বাবার মহিমায় গায়ন করা হয় - " দুর্বলদের শক্তি দাতা " যেমন স্কুলরূপে দুর্বল আত্মাদের সাইন্সের সাধন দ্বারা বলবান বা সবল সমর্থ করা হয় । পঙ্গুকে চলার শক্তি দেওয়া হয়। সেইরকম প্রত্যেকটি দুর্বলকে শক্তির সাধন দেওয়া হয়। তেমনই তোমরা সবাই সে ব্রাহ্মণ পরিবারেই হোক বা বিশ্বের প্রতিটি দুর্বল আত্মাদেরকে বল বা শক্তি দাতা স্বরূপ মহাবলবান মহাশক্তিশালী হও। যেমন ঐ লোকেরা শ্লোগান দেয় দরিদ্রতা মেটাও , তেমনই তোমরা দুর্বলতা মেটাও । "হিম্মাত ও মদদ " অর্থাৎ সাহস ও সাহায্য নিমিত্ত স্বরূপে বাবার থেকে প্রাপ্তি করাও। তো এই বছর বিশেষ শ্লোগানটি কি ? " দুর্বলতা মেটাও " । তবেই সর্বদা উৎসাহী করার যে শ্লোগান পেয়েছ সেইটি প্র্যাক্টিকালে আনতে পারবে। বুঝলে - নতুন বছরে কি করতে হবে?

ডবল ফরেনার্সদের নিউ ইয়ারের মহত্ত্ব বেশী থাকে। তো নিউ ইয়ারের মহত্ত্ব এই মহানতার দ্বারা সর্বদাই থাকবে। এই নতুন বছরে সর্ব মহানতা দ্বারা সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে সিদ্ধি প্রাপ্ত করে এমন , সর্ব কার্যসিদ্ধ হয় এমন , সর্বকে সেকেন্ডে সিদ্ধি প্রাপ্ত করার বিধি বলে দাও । এমন সর্ব সিদ্ধি স্বরূপ বর্ষ পালন করো। কার্যও সর্ব সিদ্ধ হোক, সঙ্কল্পও সিদ্ধ হোক এবং স্বরূপও সর্বদা সিদ্ধি স্বরূপ হোক , তবেই প্রত্যক্ষতা ও জয়-জয়কার ধ্বনিত হবে। সাইন্স সর্বদা সিদ্ধি স্বরূপ হবেনা । কিন্তু তোমরা সবাই সর্বদা সিদ্ধি স্বরূপ হও। (আজ লাইট মাঝে মাঝেই খুব আসছে গেছে) তোমাদের রাজ্যে এইরকম খিটখিট হবে কি ? তোমাদের সুইট-হোমে এইসবের প্রয়োজন নেই । তো এখন নিজের সুইট-হোম এবং সুইট রাজধানীকে কাছে আনো অর্থাৎ নিজেই কাছে যাও। বুঝলে কি করবে ? আচ্ছা ।

এমনই সদা একের স্মরণে থাকে যারা , একের সাথে সর্বের সম্বন্ধ জুড়ে দেয় , সর্বদা একরস স্থিতিতে স্থিত থাকে , এমন বাবার সমান , বাপদাদাকে স্বয়ং ও সেবা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে , প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ , অতি স্নেহী সমীপ বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ স্নেহ আর নমস্ते ।

বিদেশী *বাচ্চাদের* *অব্যক্ত* *বাপদাদার* *সাফাতকার*

নৈরোবী *পাটি* :-

সর্ব বাচ্চারা হল অতি স্নেহী আর সহযোগী আত্মা । এমন অনুভব করো কি ? যে স্নেহী হবে সে সহযোগী না হয়ে থাকতে পারবেনা । এমনিতেও লৌকিকে দেখো - যেখানে স্নেহ হয় সেখানে তন-মন-ধন দ্বারা স্বতঃতই সমর্পিত হয়ে যায় অর্থাৎ সহযোগী হয়। তো তোমরা সবাই হলে বাবার অতি স্নেহী সেইজন্য সর্ব প্রকারের সহযোগী আত্মাও হলে। তো বাপদাদা অতি স্নেহী আর সহযোগী বাচ্চাদের দেখে খুশী হন। যেমন বাচ্চারা বাবাকে দেখে খুশী হয় , তো বাবা বাচ্চাদের দেখে পদ্মগুণ খুশী হয় কেননা বাপদাদা জানেন যে বাচ্চারা হল কত ভাগ্যবান । প্রত্যেকের ভাগ্যের রেখা হল কত মহান। তারা হল আজকালকার মহাত্মা , তোমাদের সামনে তারা কিছুই নয় , শুধু নামধারী তারা আর তোমরা প্রাকৃতিকালে করে দেখাও। তাহলে কি থেকে কি হয়েছে আর কি রূপে পরিণত হচ্ছে? এইরকম খুশী থাকে কি ? পৃথিবীতে থাকো নাকি তথতে থাকো ? পৃথিবীতে থাকো নাতো ? পৃথিবী ত্যাগ করেছে তো ? বাবাকে বলা হয় ছেড়ে দাও আকাশ সিংহাসন আর বাবা বলেন ছেড়ে দাও পৃথিবীর সিংহাসন আর হৃদয় সিংহাসনে বিরাজিত হও। তো সবাই এই সিংহাসনে বিরাজিত হয়েছে কি , তারপর নিজের পৃথিবীতে ফিরে আসো না তো ? পৃথিবীর আকর্ষণ নেই তো? কেননা পৃথিবীর উপরে থেকে দেখে নিয়েছ তো যে পৃথিবীর আকর্ষণ কোথায় নিয়ে গেছে ? নরকের দিকেই তো নিয়ে গেছে তাইনা । আর এখন হৃদয় আসনে বিরাজিত বিশ্বের রাজ্য তথতে বিরাজমান হয়েছে। তো এই আকর্ষণ স্বর্গের দিকে নিয়ে যাবে। তো একবারের অনুভবী সদাকালের জন্যে সমঝদার হয়ে গেছে। টাইটেল-ই হল নলেজফুল । নলেজফুল কখনও ধোকা খায়না । আচ্ছা - সবাই সদা সন্তুষ্ট থাকো কিনা? কোনো কম্পলেন নেই। না-ই নিজের , না-ই অন্যের। কম্পলেন আছে তাহলে কমপ্লিট নয়। নিজের প্রতিও কম্পলেন থাকে - যোগ লাগেনা , নষ্টোমোহা নই , যেমন হওয়া উচিত তেমন নেই। তো এইসব তো কম্পলেন হল তাইনা ! তো সব কম্পলেন শেষ অর্থাৎ কমপ্লিট সম্পূর্ণ স্বরূপধারী । আচ্ছা ।

বাপদাদার সর্বদা বাচ্চাদের উপরে নাজ হয় অর্থাৎ স্নেহপূর্ণ গর্ব অনুভব হয়, এই বাচ্চারাই হল কল্প-কল্পের অধিকারী। বাপদাদার প্রত্যেক রঞ্জের ভ্যালু জানেন। বাচ্চারা কখনও কখনও নিজের ভ্যালু কম জানে। বাবা তো খুব ভাল করে জানে। যেমনই বাচ্চা হোক , ভালাই নিজেকে লাস্ট নম্বরে ভাবে তাহলেও সে হল মহান কেননা কোটিতে কেউ আর সেই কয়েকের মধ্যেও কেউ । তো কোটিতে সে একজন মহান-ই তো হল। তো সদা নিজের মহানতাকে জানো যাতে মহান আত্মা হয়ে পুনরায় দেবাত্মা হয়ে যাবে। নৈরোবী কোন্ স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে ? নৈরোবীতেই বসে আছো নাকি চক্রবর্তী হয়েছে ? যে স্বয়ং উড়তে পারেনা তাদের শক্তি বা বল দিয়ে উড়তে সক্ষম করবে তাইনা ! নৈরোবীর বিশেষত্বই হল সমস্ত পরিবার , ছোট থেকে বড় পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়েছে কেননা এই হল গুজরাটের ফাউন্ডেশান কিনা । আফ্রিকায় কাদের ভাগ্য খুলেছে ? আফ্রিকায় নিবাসরত ভারতীয়রা ভাগ্যবান হোক। একটু পরিচয়ের জল পড়তেই বীজ বেরিয়েছে। এখনকার বিশেষ সেবা এই হল - যে প্রথমে প্রত্যেকের আবশ্যকতা অনুযায়ী পরখ কর আর পরখ করার পরে প্রাপ্তি স্বরূপ হয়ে প্রাপ্তি করাও। পরখ করার শক্তি দ্বারা সেবায় সিদ্ধি হতে পারে। আচ্ছা ।

লন্ডন

পাটি

:-

লন্ডন নিবাসী তো হলই সেবার ফাউন্ডার । লন্ডন হল সেবার মুখ্য স্থল। সবার নজর লন্ডনের

উপরে রয়েছে । লন্ডন থেকে কি ডাইরেক্সন আসছে। তো মেন সেবার সার্ভিস স্থান লন্ডন হল কিনা। তো লন্ডন নিবাসী হল বিশেষ সেবাধারী । ব্রাহ্মণ জীবনের ধান্ধা-ই হল সেবা। তো সর্বদা এই সেবায় বিজী থাকো কি ? দেখো , বিজনেসম্যানের বুদ্ধিতে রাতে স্বপ্নেও কি আসবে? বিজনেসের বিষয়টি আসবে। রাতে স্বপ্নেও গ্রাহক এবং জিনিস পত্রই দেখবে। তো তোমাদের স্বপ্নে কি আসবে ? আত্মাদের মালামাল করছ। স্বপ্নেও সেবা , উঠতে বসতে চলতে ফিরতে সেবা। এই সেবার আধারে স্বয়ং সর্বদা সম্পন্ন ভরপুর এবং অন্যদেরও সর্বদা ভরপুর করতে পারো। প্রত্যেকে হলে অমূল্য রত্ন , যদি লন্ডনের রাজ্য ভাগ্য একদিকে রাখা হয় , আর অন্য দিকে তোমাদের সবাইকে রাখা হয় তাহলে তোমাদের ভাগ্য হবে বেশী কারণ ঐ রাজ্য তো মাটির সমান হয়ে যাবে , তোমরা হলে সর্বদা মূল্যবান । তোমরা হলে সর্বদা বাবার অমূল্য রত্ন । বাপদাদা এক-একটি রত্নের বিশেষত্বের মালা জপ করেন। তো সর্বদা নিজেকে এমন বিশেষ আত্মা ভেবে প্রতিটি পদক্ষেপ নাও। এখন সব প্রকারের বোঝা সমাপ্ত হয়ে গেছে তাইনা । এখন খাঁচার ময়না উড়ন্ত পাখি হয়েছে। কন্থীযুক্ত , উড়ন্ত টিয়া হয়ে গেছে। খাঁচায় বন্দী নয় , বাপদাদার গান গায় এমন গায়ক হয়েছে। লন্ডন নিবাসী হিন্দিভাষী -রা প্রথমে চান্স পেয়েছে। তবুও ডায়রেক্ট মুরলী শুনছে যারা তারা হল লাকি । অনুবাদ করতে হয়না। একেই বলে তাওয়া টু মাউথ। অনুবাদ করলে রুটি একটু তো শুকোবে তাইনা । তো তোমাদের নিজের ভাগ্য আছে, তাদের নিজের ভাগ্য রয়েছে । তো কখনও এমন ভাববেনা যে বিদেশে বিদেশীদেরই মহিমা রয়েছে । তোমাদের সংগঠন দেখে এই আত্মারাও প্রভাবিত হয়েছে। তোমরা হলে নিমিত্ত । তবুও ভারতবাসীদের নিজের জন্মস্থানের নেশা আছে । আচ্ছা ।

কুমারদের *সঙ্গে* :-

কুমার গ্রুপ অর্থাৎ ডবল স্বতন্ত্র । এক লৌকিক দায়িত্ব থেকে স্বতন্ত্র আর দ্বিতীয় আত্মা সর্ব বন্ধন থেকে স্বতন্ত্র । মায়ার বন্ধন এবং লৌকিক বন্ধন থেকেও স্বতন্ত্র । এমন স্বতন্ত্র হয়েছে কি ?

ডবল স্বতন্ত্র আত্মারা ডবল সেবাও করতে পারে কারণ কুমারদের স্বতন্ত্র হওয়ার দরুন অনেক সময় আছে। তো সময়ের খাজানার দ্বারা অনেককে সম্পত্তিবান করতে পারো। সবচেয়ে বড় থেকে বড় খাজানা হল সঙ্গমযুগের সময়। তো কুমার গ্রুপ অর্থাৎ সময়ের খাজানায় সম্পন্ন আর সময় হওয়ার কারণে অন্যদের সেবায়ও সম্পন্ন হতে পারো। সেবার বিষয়ে ১০০ পারসেন্ট নিতে পারো। সর্বদা বন্ধনমুক্ত অর্থাৎ সর্বদা যোগযুক্ত । সংসার -ই হয়ে গেল বাবা। কুমারদের সংসার কি ? বাপদাদা। অন্যদের সংসারের হদ বা সীমা রয়েছে তোমাদের হল একটি বেহদের সংসার । তো সহজযোগীও হলে কারণ সংসারেই তো বুদ্ধি যাবে তাইনা । সংসারই হল বাবা তো বুদ্ধি বাবার কাছেই যাবে । তো কুমারদের সহজযোগী হওয়ার লিষ্ট রয়েছে ।

তো এখন অশান্ত আত্মাদের শান্তি দান করা , হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের ঠিকানা দেওয়া , এই বড় থেকে বড় পুণ্যের কাজ করতে থাকো। যেমন তৃষ্ণার্ত আত্মাদের জল খাওয়ানো পুণ্যের কাজ তেমনই এই সেবা করার অর্থ হল পুণ্যাত্মা হওয়া। তো কোনোও অশান্ত আত্মাকে দেখে দয়া হয় কিনা। দয়াশীল পিতার সন্তান তোমরা সর্বদা পুণ্যের কাজ করতে থাকো। আচ্ছা ।

বরদান : নিজের শ্রেষ্ঠতা দ্বারা নতুনত্বের পতাকা উত্তোলনকারী শক্তি স্বরূপ ভব।

এখন সময় অনুযায়ী , নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণ শক্তি রূপের প্রভাব যখন অন্যদের উপরে পড়বে তখন প্রত্যক্ষ করতে পারবে। যেমন স্নেহ এবং সহযোগকে প্রত্যক্ষ করেছ তেমনই সার্ভিসের দর্পণে শক্তিরূপের অনুভব করাও। যখন নিজের শ্রেষ্ঠতা দ্বারা শক্তি রূপের নতুনত্বের পতাকা উত্তোলিত করবে তখন প্রত্যক্ষতা হবে। নিজের শক্তি স্বরূপ দ্বারা সর্বশক্তিমান বাবার সাক্ষাতকার করাও।

স্লোগান : মক্ষা দ্বারা শক্তির এবং কর্ম দ্বারা গুণের দান করাই হল মহাদান।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এটাই একমাত্র পড়া যা তোমাদের সাধারণ মানুষ থেকে নারায়ণ এবং সাধারণ নারী থেকে লক্ষ্মী বানায় । এইজন্য পড়ার প্রতি অনেক অনেক মনোযোগ দাও "

প্রশ্ন:- বাবার থেকে কোন্ উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি হয় যা কোনও তীর্থে বা জঙ্গলে গেলে পাওয়া যায়না ?

উত্তর:- বাবার থেকে তোমাদের বাচ্চাদের সুখ -শান্তি -সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি হয় যা অন্য কোথাও থেকে পাওয়া সম্ভব নয় । মানুষ শান্তির জন্য জঙ্গলে যায় কিন্তু তোমরা জানো যে , শান্তি আমরা আমাদের স্বধর্ম ।

গীত:- তোমায় পেয়ে আমরা , পেয়েছি সারা বিশ্ব . . .

ওম্ শান্তি । বাবা এখানে বসে তোমাদের বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন কেননা তোমরা এখন প্রভু এবং মালিকের হয়েছ । বাকি সকল মানুষমাত্র অনাথ । এক এবং একমাত্র বাবাকে বলা হয়ে থাকে সর্বময়কর্তা । বাচ্চারা যখন ঘরে ঝগড়া করে তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় তোমাদের কি কোনও মালিক বা শাসক নেই ? এখন সারা দুনিয়ার মানুষ লড়াই-ঝগড়া করছে । একে অপরকে খুনও করে ফেলছে । একমাত্র বাবাই এসে বুঝিয়ে দেন কাম হলো মহাশত্রু , যার জন্য প্রত্যেককে আদি -মধ্য - অন্ত দুঃখ পেতে হয় । তোমরা বাচ্চারা জানো যে তোমরা এখন বেহদের সুখের বরসা বেহদের বাবার থেকে প্রাপ্ত করছ । যদিও মানুষ বলে যে তারা শান্তি চায় , তারা জানেনা শান্তি কি বা কোথায় তারা শান্তি পাবে ! জঙ্গলে গেলে কি শান্তি পাওয়া যাবে ? সুখ-শান্তি কে দেয় ; কখন দেয় ! মানুষ কিসের জন্য তীর্থে যায় ? তাও কেউ জানেনা । তারা শুধু শুনেছে ভক্তি করলে ভগবানকে খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু তারা ভগবান কে জানেনা পর্যন্ত । বাবা বলেন , আমি আসি এবং তোমাদের বাচ্চাদের সুখ-শান্তি প্রদান করি । এখন সুখ-শান্তি -সম্পত্তি কারও কাছে নেই । এমনকি তারা সেই একমাত্র দাতাকেও জানেনা যিনি এইসব দিচ্ছেন । বাবা এসে বুঝিয়ে দেন , তোমরা গেয়েও থাকো দুঃখহর্তা , সুখকর্তা । গান্ধীজীও আহ্বান করতেন হে পতিত-পাবন এসো এবং আমাদের পবিত্র বানাও । তারা গায় পতিত-পাবন সীতারাম , কিন্তু তারা এর অর্থ বুঝতে পারেনা । তারা কিছু জানেনা কেন তারা ভক্তি করছে বা ভক্তি করে তারা কিসের প্রাপ্তি করবে ! ভক্তিও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । দ্বাপর যুগ থেকে রাবণ রাজ্যের শুরু । মানুষ জানেনা রাবণ কি করে ! কত সময় ধরে তারা রাবণের কুশপুতলিকা জ্বালাবে । যদিও অনেককাল আগেই রাবণের জন্ম , তবু এখনও পর্যন্ত তারা রাবণের কুশপুতলিকা বানায় এবং জ্বালায় । আত্মা কখনও জ্বলে না । একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই এই সবকিছু সম্বন্ধে জানো । আজ থেকে 5 হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিলো । এই রাজ্য ছিল লক্ষ্মী-নারায়ণের । লক্ষ্মী-নারায়ণকেই ভগবান ভগবতী বলা হয় । তারপর ত্রেতায় হয় রাম রাজত্ব । কেউ জানেনা কিভাবে তারা রাজ্য লাভ করেছিল তারপর সেই রাজ্য কোথায় গেল ; সেইসব কেউ জানেনা; অর্থাৎ রচনার আদি ,মধ্য , অন্ত সম্পর্কে কারও কিছু জানা নেই । এই নলেজের মাধ্যমে তোমরা স্বর্গের মালিক হও । স্কুলের পড়াশোনার মাধ্যমে স্টুডেন্টরা উকিল , জজ হতে পারে ; কিন্তু লক্ষ্মী নারায়ণ নয় । কেউ জানেনা কোন ধরনের পড়াশোনার দ্বারা তাঁরা এই পদ লাভ করেছেন ! ভগবানুবাচঃ আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই । এরকম কেউ নেই যিনি বলতে পারেন আমি

তোমাদের এই বানাই । তোমরা বাচ্চারা জানো লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য এই পড়ার মাধ্যমে তৈরী হয়েছে । দুনিয়া এই বিষয়ে জানেনা । তারা বলে সত্যযুগের সময়কাল লাখ লাখ বছরের । সুতরাং, তারা কিভাবে জানবে লক্ষ্মী নারায়ণ কোথায় গেছেন ! তোমরা দেখতে পাচ্ছ শুধুমাত্র ভারতেই লক্ষ্মী নারায়ণের কত ছবি, তাঁদের কত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । মানুষ বিশ্বাস করে তারা ধন - ঐশ্বর্য এঁদের থেকে লাভ করে । প্রত্যেক দীপমালায় তারা মহালক্ষ্মীর থেকে ধন প্রার্থনা করে , তবে সাথে অবশ্যই নারায়ণও থাকেন । মানুষ দীপমালায় তাঁর পূজা করে এবং সাময়িক সুখের ইচ্ছে পূরণ হয় । সুতরাং, তারা বিশ্বাস করে যে তারা লক্ষ্মীর থেকে ধন লাভ করে । বাস্তবে লক্ষ্মী নারায়ণ কাম্বাইন্ড ; লক্ষ্মী এবং মহালক্ষ্মী দুজনে আলাদা আলাদা কেউ নন, কিন্তু মানুষ তা' জানেনা । একমাত্র বাবা বুদ্ধিতে দেন । আজকাল মানুষ বলে ঈশ্বর নুড়ি এবং পাথরের মধ্যে আছেন । বাবা বলেন, সব পাথরবুদ্ধি । একমাত্র সত্যযুগে দিব্য বুদ্ধি । যখন লক্ষ্মী -নারায়ণের রাজ্য ছিলো তখন হীরক খচিত সোনার মহল ছিলো । ৫ হাজার বছরের কথা ! শাস্ত্রে তারা লিখেছে কল্পের সময়কাল লাখ লাখ বছরের । বাবা বলেন, ভক্তিমার্গ থেকে তোমাদের সিঁড়ি নামতে হয়েছে । ড্রামা অনুসারে , আমি তখনই আসি যখন তোমরা পতিত হয়ে যাও এবং তারপর আমি নতুন দুনিয়া গঠন করি । তোমরা বাচ্চারা এখন রাজযোগ শিখছ নতুন দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য । তোমরা জানো মহাভারত লড়াইয়ের মাধ্যমে এই পুরনো দুনিয়ার বিনাশ হবে । এই ড্রামা পূর্ব পরিকল্পিত । সত্যযুগে দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিলো ; ৫ হাজার বছর আগে । সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রাজত্বকাল ২৫০০ বছর পর্যন্ত চলে । দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্যের শুরু হয় । মানুষ পতিত হতে থাকে কিন্তু তারা জানেনা কে তাদের অপবিত্র বানাচ্ছে । আমরা পবিত্র ছিলাম তবে কিভাবে আমরা অপবিত্র হলাম ! বাবা এসে তোমাদের বুদ্ধিতে দেন । রাবণ রাজ্য শুরু হলে তোমরা অপবিত্র হতে থাকো । রাবণের জন্মের এখন ২৫০০ বছর হয়েছে । শিববাবার জন্মের ৫০০০ বছর হয়েছে । একটাকে বলা হয় রাম রাজ্য অন্যটা রাবণ রাজ্য । বাস্তবে রাম বলা ঠিক নয় । আজকাল মানুষ নিজেদের নাম রাখে রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র । পাঁচ হাজার বছর আগে ভারত ছিলো 'সোনার চড়ুই' । যাকে বলা হয় স্বর্ণযুগ । বৈকুণ্ঠ ছিলো, কিন্তু কোথায় ছিলো তা' কেউ জানেনা । তারা কিছুই জানেনা আত্মা কি , পরমাত্মা কি আর সৃষ্টি কি ! সেই কারণে তাদের তুচ্ছ বুদ্ধি বলা হয়ে থাকে । ঋষি -মুনিরা না জানে রচয়িতাকে আর না জানে রচনার আদি, মধ্য , অন্ত । সেই কারণে তারা বলে , না এরকম কিছু হয় ; না ওরকম কিছু হয় । তারা বাবাকেও জানেনা উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও জানেনা । এমনকি বাবার থেকে বিশ্ব রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তাও তারা জানেনা । এখন তোমরা সারা সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জেনেছ , সুতরাং , তোমরা হলে ডবল আস্তিক । মানুষ জানেনা শান্তি কোথায় কিভাবে পাওয়া যাবে । সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে বলে আমাদের শান্তি চাই । এখন, কিভাবে এখানে আমাদের শান্তি আসতে পারে ! কর্ম করতেই হবে । শান্তি পাওয়া যাবে একমাত্র শান্তিধামে । যদি পরিবারের একজনও অশান্তিতে থাকে তবে সে সমস্ত পরিবারকে অশান্ত করে তুলবে । শান্তিধামে শান্তি পাওয়া যাবে । তারপর বাবা আমাদের আত্মাদের এখানে নতুন দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেন আমাদের নিজের নিজের ভূমিকা পালন করতে । বাবা নিশ্চয়ই নরকে পাঠাবেননা ! তোমরা শান্তিধাম থেকে সুখধামে যাও । তোমরা বাচ্চারা জেনেছ এটা বাবার পাঠশালা । এটা কোনও সংসঙ্গ ইত্যাদি নয় । এখানে ভগবান তাঁর বাচ্চাদের সাথে কথা বলেন । নিরাকার শিববাবা শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের বাচ্চাদের সাথে কথা বলেন । আত্মাও শরীরের মধ্যে থাকে । যখন আত্মার কর্মেন্দ্রিয় প্রাপ্ত হয় তখনই সে কথা বলতে এবং শুনতে সমর্থ হয় । এখন বাবা এখানে বসে তোমাদের আত্মাদের পড়াচ্ছেন । মানুষ পরমাত্মাকে ডাকে . . . হে পতিত-পাবন , হে সদগতি দাতা , মুক্তিদাতা , পথ প্রদর্শক , কিন্তু তারা জানেনা কিভাবে তিনি আমাদের মুক্ত করেন,

আমাদের পথ প্রদর্শক হন অথবা তিনি আমাদের কোথায় নিয়ে যান । তারা শুধু চিত্কার করতে থাকে । এখন গড ফাদার এসেছেন , তোমাদের বাচ্চাদের গাইড করছেন । তিনি স্বয়ং তোমাদের শান্তিধামে নিয়ে যান । তারপরে তোমরা নিজেরাই সুখধামে চলে যাও । বাবা একবারই আসেন এবং তোমাদের সকলের গাইড হন । বাবা নতুন দুনিয়ায় আর তোমাদের গাইড করবেননা । এই সময়, যেহেতু মানুষ অপবিত্র হয়ে যায় সেইজন্য তারা জানেনা কিভাবে তারা ঘরে ফিরে যাবে ; মানুষ উড়তে অসমর্থ হয় । মানুষ সেখানে যাওয়ার জন্য অনেক ভক্তি করে কিন্তু তারা জানেনা অপবিত্র হওয়ার কারণে তারা সেখানে যেতে পারছেননা । আমরা তখনই যেতে পারি যখন পতিত -পাবন বাবা এসে আমাদের পবিত্র বানান । এখন বাবা তোমাদের পবিত্র হওয়ার উপায় বলে দেন , প্রত্যেককে পতিত থেকে পবিত্র হতেই হবে । এখনও অনেক মানুষ আছে । সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজ্যে নতুন ঝাড়ে ৯ লাখ থাকে । প্রথমে নতুন পাতা থাকে তারপরে ঝাড়ের বৃদ্ধি হয়ে চলে প্রথমে তারা এক ধর্মের হয় । তোমরা নিজেদের নরকবাসী ভাবোনা , বাকি সবাই নরকবাসী কিন্তু তারা নিজেদের সেরকম মনে করেনা । এই সময় প্রত্যেকের চেহারা মানুষের মতো কিন্তু স্বভাব-চরিত্র বাঁদরের মতো । এমনকি বড় বড় রাজারাও লক্ষ্মী-নারায়ণের চরণে মাথা ঝোঁকায় । যেমনই হোক তারা কেউই পতিত-পাবন নয় । সেইজন্য তারা করুণাময় নয় । কেউ দুঃখী হলে তাকে করুণা করা হয় । করুণাময় হলেন একমাত্র বাবা । বাবা এসে পাথরবুদ্ধিকে দিব্য বুদ্ধিতে পরিণত করেন । তোমরা এখন দেবতা তৈরী হচ্ছে । এই হলো সধারণ মানুষ থেকে নারায়ণে পরিবর্তিত হওয়ার পাঠশালা । এটা রাজযোগ । ঋষি -মুনি কেউ জানেনা গীতার রাজযোগ কে শিখিয়েছেন । তারা গীতার মিথ্যা বর্ণনা করেছে । তারা ভাবে কৃষ্ণ রাজযোগ শিখিয়েছেন । তারা বলে , ভগবান কৃষ্ণ বলেন - মনমনাভব ! যেমনই হোক কৃষ্ণ ভগবান নন । তিনি সত্যযুগের রাজকুমার, যিনি সঙ্গমযুগে রাজযোগ শেখেন এবং রাজত্ব প্রাপ্ত করেন । পরে মানুষ তাকে ভগবান বানিয়ে দেয় । বহু মানুষ গীতা শোনে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও জানেনা যে গীতার ভগবান শিব, কৃষ্ণ নন । তারা বলে, সব এক । এমন সব মানুষের কাছে তোমরা মাথা ঠোকো । ৬৩ জন্ম ধরে তারা বিশ্বাস করে আসছে কৃষ্ণ ভগবান । দ্বাপরযুগ থেকে শাস্ত্র রচিত হতে থাকে এবং অতি অবশ্যই প্রথমে গীতা লেখা হয়েছে । এই সব শাস্ত্র ভক্তিমার্গের । এমন একটাও শাস্ত্র নেই যা জ্ঞানমার্গের । গীতা সর্বপ্রথম । পরে বেদ , উপনিষদ রচিত হয়েছে । তারাও গীতার সন্তান । এইসব শাস্ত্র পড়ে তোমরা ক্রমশঃ নীচে নেমে এসেছ । এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে , এখন প্রথম নশ্বরের জন্মে যেতে হবে । এখন তোমরা আবার একবার সত্যযুগী লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জন্য পড়তে এসেছ । সবাই লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পারবে না, রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । কিন্তু কে স্থাপনা করছেন তা' কারও বুদ্ধিতে আসেনা । কলিযুগে এত মানুষ যে খাওয়ার জন্য আনাজ পাওয়া যায়না ; সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানী । এখানে দেখ কত ধর্ম ! বিধ্বংসী মহাভারত লড়াই তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে, এত কিছুর পরেও মানুষের চোখ খুলছেননা । এই মহাভারতের লড়াই কল্প পূর্বেও হয়েছিল , তারপর কি হয়েছিল কেউ জানেনা । এই সবকিছু তোমরা ব্রাহ্মণ -ব্রাহ্মণীরাই জানো । বাবা তোমাদের ব্রহ্মা দ্বারা অ্যাডপ্ট করেছেন । ভগবান তোমাদের পড়িয়ে লক্ষ্মী -নারায়ণ বানান, সেইজন্য ভালোভাবে পড়া উচিত । তোমরা শুধু বাবা আর নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করো তবে তোমরা নতুন দুনিয়ায় চলে যাবে । এরপর যদি তোমরা ভালোভাবে পড়ো এবং অন্যকে পড়াও তবে তোমরা রাজা রানী হতে পারো , যত রুহানী সেবা করবে ! তোমরা রুহানী সমাজ-সেবক ; দুনিয়ার বাকি সকলে দেহ সম্বন্ধীয় সমাজ-সেবক । প্রতিদিন বাবা তোমাদের আত্মাদের জ্ঞান দান করেন । তিনি আত্মাদের সেবা করেন । একেই বলা হয়ে থাকে আত্মাদের সেবা যা পারলৌকিক বাবা শেখান । এটা পাঠশালা যেখানে মানুষকে দেবতায় পরিণত

করা হয় । আমরা নিশ্চয়ই তাই হব । যখন তোমরা পড়ে প্রস্তুত হবে , বিনাশ শুরু হবে এবং তোমরা ঘরে ফিরে যাবে । এটা বলা হয় রাম গেছেন রাবণও গেছে ; শুধু অল্পই বাকি থাকে যারা আবার অদল বদল হতে থাকে । তারপর তোমরা স্বর্গে আসবে । তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়ার স্থাপন হচ্ছে , তোমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পড়ছ । এটা নরক । এখন তোমরা সঙ্গমে । যদি তোমরা এখন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী না হও তবে উত্তরাধিকার নিতে সমর্থ হবেনা । রাজ্যাধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণদের প্রাপ্তি যারা বাবাকে ছাড়া কোনও দেহধারীকে স্মরণ করেনা । যেমনই হোক , জ্ঞানের সামান্যতমও যদি তোমরা শোনো , তবে প্রজায় আসবে । আচ্ছা -

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি(সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার মুখ্য সারঃ-

- ১) রুহানী সমাজ সেবক হয়ে পড়ো এবং অন্যদের পড়াও । বাবাকে স্মরণ করার সাথে সাথে আগত নতুন দুনিয়াকেও স্মরণ করতে হবে ।
- ২) বাবার সমান ঋণশীল হয়ে সকলকে পরশবুদ্ধি বানানোর সেবা করতে হবে ।

বরদানঃ নিজের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি দ্বারা শুদ্ধ বায়ুমণ্ডল গঠনকারী শক্তিশালী আত্মা ভব

যারা সর্বদা নিজের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিতে স্থিত থাকে তারা কোনওপ্রকার বায়ুমণ্ডল বা ভাইব্রেশনে চঞ্চল হয়না। বৃত্তির দ্বারাই বায়ুমণ্ডল তৈরী হয়, যদি তোমার আচরণ শ্রেষ্ঠ হয় তবে বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ হয়ে যাবে । কেউ কেউ বলে, কি করতে পারি বায়ুমণ্ডলই এরকম ! বায়ুমণ্ডলের কারণে আমার আচরণ অস্থির হয়েছে - তাই সেই সময়ে শক্তিশালী আত্মা হওয়ার পরিবর্তে দুর্বল হয়ে যায় । কিন্তু সচেতনতার সাথে শপথ নিয়ে বৃত্তিকে শ্রেষ্ঠ বানাতে পারলে তবে শক্তিশালী হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ গুণের প্রতিমূর্তি হয়ে সকলকে গুণের প্রতিমূর্তি বানানোই হল মহাদানী হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রত্যেক অভিনেতা আত্মা অর্ধেক সময় সুখ আর অর্ধেক সময় দুঃখের অভিনয় করে - এও এক ঈশ্বরীয় নিয়ম ।"

প্রশ্ন :- বাবা যা বোঝান, সেই বোঝানো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে যথার্থ রীতিতে কবে বসবে ?

উত্তর :- যখন বাচ্চাদের বুদ্ধি শুদ্ধ হবে । যত পুরুষার্থ করে খাদ বের হতে থাকবে , ততই বাবার বোঝানো , বুদ্ধিতে বসতে থাকবে । এখনো পর্যন্ত বাচ্চারা সতোগুণে খুব মুশকিলে পৌঁছাতে পারে । প্রত্যেকের পুরুষার্থ তাদের নিজেদের ওপর নির্ভর করে । কেউ সত্য, কেউ আবার তমো । কিন্তু তোমাদের সত্যপ্রধান হতে হবে ।

গীত :- দূর দেশের অধিবাসী

ওম্ শান্তি । যখন কোনো মেলা বা প্রদর্শনীতে বাচ্চারা বুমিয়ে বলে, তখন যে কথা বোঝানোর প্রয়োজন , তা অবশ্যই বোঝাতে হবে । সেখানে এই কথা তো অবশ্যই বোঝাতে হবে যে সমস্ত আত্মা ভাইয়েদের বেহদের বাবা হলেন একজনই । এই কথাও জিজ্ঞেস করতে হবে যে ভারতের আদি সনাতন ধর্ম কি ? ওরা তো আদি সনাতন হিন্দু বলেই ভাবে । ইসলামী , বৌদ্ধ , খ্রিস্টান এরা সকলেই জানে যে এদের ধর্ম কে এবং কবে স্থাপন করেছিলেন । ভারতবাসীদের কি হিন্দু ধর্ম নাকি দেবী - দেবতা ধর্ম । এই ধর্ম কে এবং কবে স্থাপন করেছিলেন ? এই কথা ভারতবাসীরা একদমই জানে না । এই কথা বোঝানোর জন্য অত্যন্ত জরুরী । এই কথা কারোরই খেয়ালে আসে না । ভারত প্রাচীন দেশ , এই গায়ন আছে । কিন্তু তারা জানেই না যে আমাদের ধর্ম ছিলো আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম । সেই সময় এখানে লক্ষ্মী - নারায়ণ রাজত্ব করতেন । তাঁরা কিন্তু নিজেদের হিন্দু বলতেন না । আচ্ছা , হিন্দু ধর্মেরও কোনো সময় থাকা উচিত । রাজা বিক্রমের সময় , হতে পারে যখন থেকে দেবতারা বামমার্গে চলে গিয়েছিলো , সেই সময় থেকেই তোমরা নিজেদের হিন্দু বলতে শুরু করেছিলে , অথবা বিক্রমের সময় । তাহলে সময় অর্ধেক - অর্ধেক হয়ে গেলো । সেই সময় তাকে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম বলবে না । যখন ধর্ম স্থাপন হয় তখন থেকেই এই ধর্মের সময় বলা হয় । এই ধর্ম কে স্থাপন করেছিলো ? রাজা বিক্রমের সময়কে রাবণ স্থাপন করেছিলো । সেই সময় থেকেই মানুষের কর্ম বিকর্ম শুরু হয় । কর্ম , অকর্ম , বিকর্ম এই নাম তো আছেই । তাহলে সেই সময় থেকেই রাজা বিক্রমের সময় চলেছিল এবং তা অর্ধেক সময় ধরে চলেছিলো । এখন এই রাজা বিক্রমের সময়কেই হিন্দুদের সময় বলা হয় কি ? সুতরাং এই কথা জিজ্ঞেস করতে হবে যে ভারতের আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম কখন স্থাপন হয়েছিলো ? এই কথা জানতেই হবে । এ খুবই সুক্ষ্ম কথা । যখন এই কথা বুঝতে পারবে তখন তোমরা হিসেব করতে পারবে যে , একদিন নতুন দুনিয়া ছিলো তারপর অবশ্যই দিন রাত হয় । এমন অর্ধেক দিন এবং অর্ধেক রাত অবশ্যই হবে । এ হলো এক ঈশ্বরীয় নিয়ম , এই কথা অবশ্যই সকলকে বোঝাতে হবে । এমন কথা এর আগে কেউ কখনোই বলে নি । খৃষ্টানদেরও অর্ধেক সুখ এবং অর্ধেক দুঃখের পার্ট চলবে । এই কথা যা আমি বোঝাই তাতে ইতিহাস এবং সমস্ত ভৌগোলিক অবস্থান সব এসে যায় । যেসব মানুষ এই পৃথিবীতে আসে তারা দুঃখ এবং সুখ দুইধরনের জীবনই পায় । এক বা দুই জন্মের জন্য এলেও সুখ এবং দুঃখ অর্ধেক - অর্ধেক ভোগ করবে । এ হলো এক ঈশ্বরীয় আইন । প্রদর্শনীতে যখন মানুষ

এইসব কথা শোনে তখন খুব ভালো বলতে থাকে । যেই বাইরের জগতে যায় , তখনই সব ভুলে যায় । বিশেষ কয়েকজনই এই বিষয়ে গুরুত্ব দেয় । কেউ কেউ একমাস ধরে এসে পড়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যায় । কেউ ১০ মিনিটের জন্য বুম্বতে আসে , কেউ আবার এক ঘন্টা , কেউ বা কিছু সময় ধরে এসে পরিশ্রান্ত হয়ে যায় । সেন্টারে এমন ধরনের হতেই থাকে । কিভাবে এই দৈবী সম্প্রদায় তৈরী হচ্ছে । এও খুব আশ্চর্যের বিষয় যে - নতুন দুনিয়ার ধর্ম এই পুরোনো দুনিয়াতেই তৈরী হচ্ছে । এই কথা তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতেই আসে । বাবার সাহায্যে তোমরা তোমাদের ৮৪ জন্মকে জানতে পেরেছো । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাতে আসি, তাই অবশ্যই সেই কথা শেষের দিকে এসেই শোনাবো । দ্বাপরের মাঝামাঝি এসে তো আর শোনাবো না! যেহেতু শেষের দিকে যারা জন্মাবে তারা তখনো জন্মায় নি । রাজযোগের জ্ঞান দ্বাপরে পাওয়া যায় না । মহাভারতের লড়াইও দ্বাপরে হয় নি । মহাভারত লড়াইয়ের পরই সত্যযুগ স্থাপন হয় অর্থাৎ দেবী - দেবতা ধর্ম স্থাপন হয় । তারও আগে ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন হয় , তাই এই ব্রাহ্মণ ধর্ম অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারাই স্থাপিত হয় । তাই তোমরা তো ব্রাহ্মণ জন্ম তো নাওই । বিরাট রূপ যা দেখানো হয়েছিলো , সেখানে শিবকেও দেখানো হয় নি আর ব্রাহ্মণের শিখাও দেখানো হয় নি । প্রদর্শনীতেও এই বিরাট রূপের চিত্র আবশ্যিক । ব্রহ্মার দ্বারা প্রথমে অবশ্যই ব্রাহ্মণ রচনা করা হবে । এখন এই ব্রাহ্মণ কখন এবং কোথায় রচনা করা হয় । ব্রাহ্মণের হলো এই সঙ্গম যুগ । আর শূদ্রদের হলো কলিযুগ । এখন তোমরা নিজেদের প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী বলে পরিচয় দাও । প্রজা হলো মনুষ্য সৃষ্টি , তাই সেখানে তো অবশ্যই ব্রাহ্মণ থাকবে । ক্রাইস্টকে খৃষ্টান ধর্মের পিতা বলা হয় । আর ইনিহলেন প্রজাপিতা । ভগবান ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেন । এমন নয় যে তিনি ক্রাইস্ট বা বুদ্ধের দ্বারা এই সৃষ্টির রচনা করেন । এই মনুষ্য সৃষ্টির শুরু ব্রহ্মার দ্বারা হয় । তাই প্রথমের দিকে অবশ্যই ব্রাহ্মণের রচনা করা হয় । এই ব্রাহ্মণদেরই বাবা দেবতা বানান । এই বিরাট রূপও ভারতেই দেখানো হয় , অন্য কোথাও এই বিরাট রূপ বানানো হয় না । এইসব নতুন কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন । নতুন নতুন পয়েন্টও বেরোতে থাকে আবার পুরোনো পয়েন্টও বেরোতে থাকে কেননা নতুন বাচ্চাদেরও কিছু নতুন আবার কিছু পুরোনো পয়েন্টস পাওয়া দরকার , যা তারা বুম্বতে পারে । যতক্ষণ বাদশা আর তাঁর বাদশাহী এই বুদ্ধিতে না থাকবে ততক্ষণ তারা আর কি বুম্ববে । তোমরা জানো যে বাদশা আর তাঁর বাদশাহী সম্বন্ধে কাউকে বোঝানো খুবই সহজ । বাবাতো সবারই এক , তিনি অবশ্যই এখানে আসেন । শিব জয়ন্তী ভারতেই পালন করা হয় । অথচ ভারতবাসীরা জানেই না যে শিব জয়ন্তী কি । না এই কথা ব্রহ্মা , বিষ্ণু , শংকর জানে , না কৃষ্ণ জানে । শ্রী লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব কবে ছিল , তাও কেউ জানে না । ক্রাইস্টও এখানে থেকে গেছেন , তাদের পোপেদেরও সম্পূর্ণ লিস্ট আছে । কিন্তু ভারতবাসীরা এই কথা জানে না যে লক্ষ্মী - নারায়ণও এই ভারতেই রাজত্ব করে গেছেন । যে সব চিত্র মানুষ বানায় , যাঁদের পূজো করে তাঁদের কাজ সম্বন্ধে কেউই জানে না । দেবতাদের থেকে ক্ষত্রিয়রা কিভাবে রাজত্ব নিয়েছিলো , সেটা কি লড়াই করে নিয়েছিলো ? রাজত্ব যখন বদল হয়েছে তখন নিশ্চই কেউ বিজয় পেয়েছিলো । এখানে কিন্তু এইভাবে হয় না । বাবা তো খুব ভালোভাবেই রাজত্ব দেন । মানুষ কতো অন্ধকারে পরে আছে । তোমরা কতো আলোর সন্ধান পাও । আবার এমনও নয় সবারই সমস্ত কথা মনে থাকে । না হলে বাবা যা যা বুঝিয়েছেন সবই প্রদর্শনীতে বোঝানো উচিত । অনেকে প্রদর্শনীতে একদিন আসে আবার দ্বিতীয় দিন আসে না । কিছুই বোঝা যায় না যে তারা বুম্বতে পারলো নাকি পারলো না । মতামতে এই কথা লেখানো উচিত যে , আমরা এই কথা জানতাম না দেবী - দেবতা ধর্ম কোথায় গেলো । তাদের হিন্দু ধর্ম শুরুর সময় বলা । কবে থেকে হিন্দু ধর্ম শুরু হয়েছিলো ? এক এক জন কেমন করে

বোঝায় তা জানা যায় না। সেই কারণে মতামত রাখার জন্য লোক রাখা উচিত। তোমরা এই কথা সিদ্ধ করে বলো। 5000 বছরের এই চক্র তোমরা লেখো। বিভিন্ন কাল সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। এই কথা কি কোনো শাস্ত্রে শুনেছো? তাহলে আমরা কোথা থেকে শিখেছি। তাহলে অবশ্যই আমাদের ভগবান শেখাচ্ছেন। ভগবান ছাড়া কেউই এই কথা বোঝাতে পারবে না। তিনি অবশ্যই অন্য কারোর শরীরে আসবেন। পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন। তিনি আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান দেন। তাঁর নাম হলো শিব। ভক্তিমার্গে মানুষ তাঁর অনেক নাম রেখে দিয়েছে। কম করে দেড় লাখ নাম মানুষ নিজেদের ভাষায় রেখে দিয়েছে। তিনি বাম্বাদের রোজ কতো বোঝান। কিন্তু সম্পূর্ণ শুদ্ধ বুদ্ধি এখনো তোমাদের হয় নি। তোমরা যদি পুরুষার্থ করতে থাকো তবে এই খাদ বের হয়ে যাবে। এখনো পর্যন্ত বাম্বারা সতোগুণে খুব মুশকিলে পৌঁছাতে পারে। তাতেও কেউ তমো, সতোপ্রধান, সতো,রজো, তমো এই গুণে নম্বর অনুসারে যেতে পারে। প্রত্যেকের পুরুষার্থ তাদের নিজেদের হিসেবেই চলে। এই সময় মানুষের হলো বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। শুধুমাত্র পাণ্ডবদের ছিলো প্রীত বুদ্ধি। তাই তাঁদেরই জয় হয়েছিলো। অসুর আর দেবতা, এরা দুজনেই মানুষ। এমন নয় যে অসুরদের মুখের আকৃতি ভয়ানক হয়। তারা লড়াইতে গোলা, গ্যাস ইত্যাদির থেকে বাঁচার জন্য ওই ধরনের পোশাক পড়তো। তারা হলো আসুরী সম্প্রদায় আর তোমরা হলো রাম সম্প্রদায় কারণ তোমরা ৫ বিকার ছেড়ে দিয়েছো। পবিত্র হয়ে তোমরা সারা বিশ্বে রাজত্ব করবে। তোমাদের কারোর সাথে কোনো লড়াই, ঝগড়া নেই। বাবা কতো কথা তোমাদের বুঝিয়ে বলেন। কেউ কেউ এক মাস, দুমাস এসে তারপর পরিশ্রান্ত হয়ে যায়। তখন বোঝানো হয়, ভাগ্যে না থাকলে আর কি হবে। সাধারণ প্রজাতে চলে আসবে। প্রজা তো অনেকই হবে। এখনো দেখা, কতো প্রজা। কোনো দিকে অল্প না থাকার কারণে মানুষ খিদেয় মারা যায়। কোনো দিকে বৃষ্টি না আসার কারণে আকাল এসে যায়। এতে সরকার কি করবে? এ হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এর পরে মুসলধারে বৃষ্টি হবে। বিনাশ তো হতেই হবে। তোমরা পূর্বে যা সাক্ষাত্কার করেছো, এখন তা প্রত্যক্ষভাবে হবে। এই সাক্ষাত্কারে একজনই কৃষ্ণের মহল দেখবে। সবাই তো দেখতে পাবে না। আচ্ছা, দেখবে বিনাশ হয়েছে, শরীর ত্যাগ করবে তখন সবকিছু ভুলে যাবে। সমস্ত দুনিয়াই শেষ হয়ে যাবে। তারপর এই দুনিয়াই বদলে যাবে, তখন তোমরা সবকিছু ভুলে যাবে। এখন তোমাদের মধ্যে শুরু থেকে নিয়ে শেষ অবধি সমস্ত জ্ঞান আছে। মূলবতন এবং সুক্ষ্মবতনের চক্র কেমনভাবে হয় সেই জ্ঞানও বাবা তোমাদের দিয়ে দিয়েছেন। যে যতো বেশী জ্ঞান ধারণ করবে তার নেশা তত বেশী বাড়তে থাকবে। এখন আমরা মাষ্টার জ্ঞানসাগর হয়ে গেছি এরপর যখন বিনাশ হবে তখন আমাদের শরীর শেষ হয়ে যাবে। এই জন্ম পর্যন্তই এই জ্ঞান থাকবে। সুতরাং বুদ্ধিতে এই নেশা থাকা দরকার যে আমরা এই শরীর ছেড়ে গিয়ে রাজা রাণী হবো। সাধারণ মানুষতো পড়াশোনা করে গিয়ে নিজের কামাই বা রোজগার করে। বাবা বলেন যে আমি কোনো কামাই করি না। আমি তোমাদের শিখিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যাই। তোমরা কামাইও করো আবার তা হারিয়েও ফেলো। তোমাদের আদি - মধ্য এবং অন্তের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। বাবারও এই জ্ঞান আছে, যা তিনি বসে পাঠ অনুসারে শেখান। তারপর বাবাও নির্বাণধামে চলে যান। সমস্ত আত্মারাও চলে যাবে। তারপর নতুন দুনিয়ায় যাদের যাদের পাঠ থাকবে তারা রাজধানীতে পর পর আসতে থাকবে। বাকি সময় শান্তিধামে থাকবে। উঁচু পদ পাওয়ার জন্য বাম্বারা কত জ্ঞান প্রাপ্ত করছে। নতুন কারোর কারোর বুদ্ধিতে এইকথা বসে না। শুধু তারা এই কথাই বলে, এই জ্ঞানের কথা খুব সুন্দর। তারপর তারা নিজেদের কাজ কারবার করতে চলে যায়। বাইরে গেলেই মায়া সব ভুলিয়ে দেয়, বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে দেয়, কোনো কোনো বাম্বার এই হালও হয়।

তাদের সম্পূর্ণ ধারণা হয় না। প্রথমে কেউ এলে তোমরা তাদের বলো, এখানে সবাই ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা এই বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা করছেন। এখন হলো কলিযুগের অন্ত সময়, এরপর সত্যযুগ। তাই ব্রহ্মার বাচ্চারা সবাই ব্রহ্মাকুমার যাঁরা পরে দেবতা হবে। এমন সেবার খবর বাবা পেলে বাবা তখন রায় দেবেন। কিন্তু বাবাকে সকলে সম্পূর্ণ কথা শোনায়ে না। অনেকের উপরেই কুগ্রহের প্রভাব আসে। এখনই দেখো ফার্স্টক্লাস আবার কিছুদিন পর থার্ডক্লাস হয়ে যায়। কুগ্রহের প্রভাব না থাকলে আশ্চর্যভাবে পালিয়ে যাবে কেন? যেসব বাচ্চারা প্রদর্শনীতে গিয়ে খুব ভালোভাবে সেবা করে, তারা তাদের নিজের সময়কে সফল করে তোলে। বাপদাদাকে কখনোই ছাড়া উচিত নয়। বাবা বাচ্চাদের ভালোর জন্য কিছু বললেও পরমুহর্তে ভালোও বাসেন। বাবা বাচ্চাদের সম্বন্ধে কোনো খারাপ কিছু মনে ধারণ করে রাখেন না। বাবা কেবলমাত্র শিক্ষা দেবার জন্য এই কথা বলেন। এখানে বাচ্চাদের টোলী খাওয়ানো হয় কেননা তিনি বেহদের বাবা। লৌকিক বাবা যখন বাজার থেকে আসেন তখন তার বাচ্চাদের কথা অবশ্যই মনে পরে। কিছু না কিছু টোলী তিনি নিয়েও আসেন। সেন্টারের বাইরে এই টোলী পাওয়া যায় না। এই বাবা সামনে বসে আসেন। বাবা সবকিছু বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন। দ্বাপর যুগ থেকে যে সকল মুনি ঋষি সতোপ্রধান ছিলেন যাদের বুদ্ধির তালা লাগা ছিলো না, তারাও বলেন রচয়িতা আর রচনাকে আমরা জানি না। আজ কলিযুগে সবার বুদ্ধিতে তালা লেগে আছে, তারা কি করে জানতে পারবে। শাস্ত্র তো ওই ঋষি - মুনিরাও পড়তেন। বোঝার জন্য তোমরা অনেক পয়েন্টই পাও। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ভগবান আমাদের পড়িয়ে ভগবান - ভগবতী বানান - এই খুশী বা নেশাতে থাকতে হবে। রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান বুদ্ধিতে ধারণ করে অন্যকে তা শোনাতে হবে।

২) যেমনভাবে বাবা বাচ্চাদের কোনো কথা মনে ধারণ করে রাখেন না, এমনই কারো কোনো খারাপ কথাই মনে রাখবে না।

বরদান :- তিন কালকে সামনে রেখে সমস্ত কাজে সফল হয়ে সদা বিজয়ী হও।

লৌকিক রীতিতেও যারা বুঝদার হয়, তারা আগে পিছে চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত নেয়। এখানেও তোমরা বাচ্চারা যে কোনো কাজ করার সময় তিন কালকে সামনে রেখে করো, কেবলমাত্র বর্তমানকে দেখো না, বেহদের বুদ্ধিকে ধারণ করো আর বিজয়ী মনোভাবের নিশ্চয়তার আধারে বা ত্রিকালদর্শীর আধারে সমস্ত কর্ম করো বা সমস্ত কথা বলো তাহলেই বলা হবে অলৌকিক বা অসাধারণ।

স্লোগান :- হদের সমস্ত কিছু ছেড়ে এক বাবাকে সাহারা যদি বানিয়ে নাও তাহলে পার হতে পারবে।

"মীঠে বাচ্চে - আমি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের হাতের মুঠোয় স্বর্গ দিতে এসেছি ,তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলেই স্বর্গের বাদশাহী লাভ করবে"

প্রশ্ন : বেহদের খুশী কোন্ বাচ্চাদের নিরন্তর অনুভব হয় ?

উত্তর : যে বাচ্চারা বেহদের সন্ধ্যাস গ্রহণ করেছে , অন্য সঙ্গ ছেড়ে শুধু একের সঙ্গে নিজেদের জুড়েছে , তারা-ই নিরন্তর খুশীতে থাকতে পারে। দ্বিতীয় যারা ফলো ফাদার করে , যাদের সার্ভিসের শখ থাকে তাদের খুশী কখনোই শেষ হয়না।

গান :- আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এই ধরিত্রীতে এসো

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা গান শুনল। এই কথাটি কে বললেন? বাবা বাচ্চাদের বললেন যে গান শুনলে ? যখন দুঃখের অতি হয় তখন বাবাকে ডাকা হয়। বাচ্চারা জানে যে বাবা-ই সুখধাম বা পবিত্র দুনিয়ার রচনা করেন অথবা ভগবান-ভগবতীদের রাজ্য স্থাপনা করেন। ভগবান ভগবতী হলেন স্বর্গের মালিক কিনা । তোমরা দেখো লক্ষ্মীনারায়ণ কত ধন-সম্পদে সম্পন্ন ছিলেন , কত বড় ছিল রাজধানী। তাঁদের রাজধানীতে কখনও কোনো উপদ্রব হয়না। বাবা বাচ্চাদের এমন বর্সা-ই দিয়ে থাকেন তো কত খুশীতে থাকা উচিত । কিন্তু নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে তো আছেই। কেউ কেউ তো পুরো জ্ঞান না থাকার জন্যে না-ই ওখানকার খুশী অনুভব করে আর না-ই এখানকার খুশী অনুভব করে। তাদের বলা হয় দুই জায়গায় ক্ষতি কারণ বাবার কাছে বর্সা নিতে নিতে নীচে নেমে যায়। দুনিয়ায় এই কথা কেউ জানেনা যে ভগবান এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন কেননা তিনি আসেনই গুপ্ত রূপে । বলে ভগবান নিশ্চয়ই এইসময় থাকা উচিত কারণ সবাই ঘোর অন্ধকারে রয়েছে । রাতে ১২ টার সময়ে ঘোর রাগি বলা হয়। রাতে ঘোর অন্ধকার , দিনে ঘোর প্রকাশ হয়। বাচ্চারা জানে এখন ভক্তিমার্গের রাত পূর্ণ হয়েছে , যাতে রয়েছে শুধুই দুঃখ । মানুষ ভাবে ভক্তির পরে ভগবানের প্রাপ্তি । তোমরা জানো - বাবা-ই এসে আমাদের সবার সঙ্গতি করেন। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী তো আছে তাইনা । কারুর খুশীর পারদ উপরে থাকে। পরিশ্রমও খুশীতে করে। সার্ভিসের শখ থাকে যে কাউকে গিয়ে বুঝিয়ে বলি , তাইজন্য বাবা প্রদর্শনী , মেলার ব্যবস্থা করেন যাতে অন্যদের বোঝানোর সেবা করে খুশীর পারদ উপরে থাকে। এখানে যার কাছে ধন আছে , তারা ভাবে আমরা স্বর্গে বসে রয়েছি । তাদের জন্যে জ্ঞানে আসা হল মুশকিল তাইতো গায়ন আছে কোটিতে কেউ একজনই বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়ে বাবার বর্সার অধিকারী হয়। ফলো ফাদার গাওয়া হয়েছে। তাই বাবার শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। যে ভাল রীতি শ্রীমত অনুযায়ী চলে তাদের ফলো ফাদার করা উচিত । যেমন এই (ব্রহ্মা) বাচ্চা ভাল রীতি চলছে। লৌকিক বাচ্চারা পরামর্শ অনুযায়ী না চললে বলা হয় তুমি নিজের পথ অনুযায়ী চলো। রাবণের মতামত অনুযায়ী চলে এবং রামের মতানুযায়ী চলে এমন দ্বি-মতের মানুষ একত্রে থাকতে পারেনা।

তোমরা বুঝতে পারো যে ভারতেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। তারা ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছে , তখন ডাকা হয় হে পতিত-পাবন আসুন । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে অল্প

সময় রয়েছে । দৈবী রাজধানী স্থাপন করতে সময় তো লাগবে। এই হল গুপ্ত । এতে লড়াইয়ের কোনো কথাই নেই। এমন নয় আক্রমণ করে রাজত্ব নেবে। নয়, এইতো বাবা এসে রাজার রাজা করেন। যে বাবাকে স্মরণ করা হয় দুঃখহর্তা সুখকর্তা আসুন। সন্ন্যাসী গুরু কেউ কি দুঃখহর্তা হতে পারে? তাদের হল হদের সন্ন্যাস । তোমাদের হল বেহদের । এর মধ্যে বেহদের খুশী থাকে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ভগবান-ভগবতীকেও বেহদের খুশী রয়েছে কিনা। পতিত মানুষরা যা মনে আসে তাই বলে। তোমরাতো এক একটি শব্দ অর্থ সহকারে বলো। নতুন দুনিয়ায় হলই একটি ধর্ম। তার সঙ্গে কোনো তুলনা নেই। পুরনো দুনিয়ায় তুলনা রয়েছে । নতুন দুনিয়ায় এই কথার জ্ঞান থাকেনা যে পুরনো দুনিয়ায় কি হবে। সেখানে সবকিছুই ভুলে যায়। এখানে তোমাকে সবকিছু বলা হয় যে নতুন দুনিয়া কবে স্থাপন হবে ! পুরনো দুনিয়া কবে বিনাশ হবে ! তোমাদের সব জ্ঞান রয়েছে । এখন তোমরা বাবাকে পেয়েছ স্বর্গের স্থাপনা করেন যিনি । তো ওনার কাছ থেকে ভাল রীতি বর্সা নেওয়া উচিত । বর্সা প্রাপ্তি তাদেরই হবে যারা কল্প পূর্বেও ভাল রীতি পুরুষার্থ করেছে। তাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে। এই হল কাঁটালো দুনিয়া। প্রথম নম্বর কাঁটা তো সবার মধ্যেই আছে। পুরনো দুনিয়া ছিঃছিঃ , নতুন দুনিয়া শ্রেষ্ঠ হয়। স্বর্গ কাকে বলা হয় তা কেউ জানেনা। এমনই বলে দেয় যে অমুক স্বর্গবাসী হয়েছে। স্বর্গ আছে কোথায় যে স্বর্গবাসী হল।

তোমরা জানো এই ভারতেই স্বর্গ ছিল , আর ভারতেই নরক আছে । তাই এই অক্ষরটি ধরেই লোকেরা বলতে থাকে যে স্বর্গ নরক এখানেই হয় । যাদের অনেক ধন থাকে , তারা স্বর্গে বাস করে । কিন্তু এরকম হয় না । ভারত যখন নতুন ছিল তখন সত্যযুগ ছিল, যাহাকে স্বর্গ বলা হয়। এখন হলো পতিত দুনিয়া নরক । দুনিয়া তো একটাই হয় । লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য তো নতুন দুনিয়ায় ছিল । পুরোনো দুনিয়া তো রাবণের রাজত্ব । ভগবানুবাচ, আমি তোমাকে চুরাশী জন্মের রহস্য বলছি । এই রাজযোগ দ্বারা তোমাকে রাজাদের রাজা স্বর্গের মালিক তৈরী করি । সেই কারণেই তো নরকের বিনাশ অবশ্যই হওয়া দরকার । শাস্ত্রে কৃষ্ণের নাম দিয়ে লড়াই ইত্যাদি দেখিয়েছে, পাণ্ডবদের তো কোনো সেনা হয় না । আজকাল কন্যাদের, মাতাদের দল বানিয়ে তাদের বন্দুক ইত্যাদি চালানো শেখানো হয় । এখানে তোমাদের হাতে বন্দুক ইত্যাদি কিছুই থাকে না । তারা কি করে জানবে যে শিবশক্তি সেনা কারা হয় ? শিববাবা তো কখনও হিংসা করতে শেখান না । লড়াইয়ের কোনো কথাই হয় না । তুমি জানো যে শিববাবার রুহানী সেনা আছে । শিববাবা আমাদের ডবল অহিংসক তৈরী করেন । তাদের বলা হয় ১০০% (নন ভায়োলেঞ্চ) অহিংসা । এখানে আছে ১০০% (ভায়োলেঞ্চ) হিংসা । একটা বম্বস দিয়ে কতজনের বিনাশ করে দেয় । বেহদের ননভায়োলেঞ্চ আর ভায়োলেঞ্চে কত তফাত আছে । এখন তুমি এই সময়ে বেহদের সাইলেঞ্চে আছে । অন্যদিকে যত লড়াইয়ের তৈরী হতে থাকবে, তত আওয়াজও বাড়তে থাকবে । এই বিনাশে কত হাঙ্গামাও হবে । স্থাপনায় তো কত সাইলেঞ্চে বসে আছে । হিংসার কোনো কথাই নেই । তোমাদের এখন হলো প্র্যাক্টিকল জীবন । বাবার কাছ থেকে যোগবল দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত করছো । বাবা অল্ফ (ঈশ্বর)কে স্মরণ করলে স্বর্গের বাদশাহী পাওয়া যায় । কত সহজ ব্যাপার, তাই না! বাবা হলেন কত মোস্ট বিলাভ । কত দূরের দেশ থেকে আসেন । যেমন বিলেত থেকে কারোর বাবা আসেন তো বাচ্চারা কত খুশী হয় । বাবা আমাদের জন্য বিদেশ থেকে ভালো ভালো উপহার আনবে । বেহদের বাবা তো একই বার আসেন আর কোন্ উপহার নিয়ে আসেন? বাবা বলেন আমি তোমাদের জন্য হাতে করে উপহার হিসেবে স্বর্গ এনেছি । যেমন বলা হয় হনুমান সঞ্জীবনী বুটির পাহাড় এনেছিল । এবার পাহাড় তো কেউই ওঠাতে পারে না ।

সেরকমই বাবা বলেন আমি (শিববাবা) হাতে করে স্বর্গ এনেছি । এবার স্বর্গ কারোর হাতে করে থোড়াই আসে! এটা তো হয় বোঝার কথা । বাচ্চারা তো জানে বাবা আমাদের জন্য নম্বরওয়ান উপহার এনেছেন । বাবা বলেন আমি তোমাদের পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানাতে এসেছি, তাই তোমাদের পবিত্র হতে হবে । এটা তো রাজযোগ, তাই না! ভারতের প্রাচীন রাজযোগ, গীতার ভগবানই শিখিয়েছেন আর রাজস্ব দিয়েছিলেন । এবার আবার থেকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন । তোমরা বলো যে আমরা স্বর্গের স্থাপনের কাজে নিমিত্ত বাবার বাচ্চারা, বাবা যখন নতুন দুনিয়ার স্থাপন করবেন তখন তো অবশ্যই কেউ তো বাদশাহী প্রাপ্ত করবে, তাই না! এরকমও নয়, শুধু যারা স্বর্গে ছিল, বাবা তাদেরই দিয়েছেন হবে! বাবা তো সবাইকেই দেন, তাইনা! বাকি সবাই ড্রামা অনুসারে মুক্তির পার্ট প্রাপ্ত করবে । সবাই মুক্ত হয়ে যায় । বাবাই একজন, যিনি হন সন্নতি দাতা, দ্বিতীয় আর কেউ নয় । তোমাদের কাছে প্রদর্শনীতে যারা নামী লোকেরা আসে , আর যারা মানে গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নয় , স্বয়ং শিব(ঈশ্বর) , তাহলে তাদের কাছ থেকে লিখিয়ে নেওয়া দরকার । বড় লোকদেরই কথা শুনবে । গরিবদের কথা তো কেউই শোনে না । এইজন্য প্রদর্শনীতে চেষ্টা করে লিখিয়ে নিও যে গীতার ভগবান একই হন । তিনি হলেন সবার বাবা । আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল, লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল । এখন তো পুরো বিশ্বেই রাবণের রাজস্ব চলছে , এই হলো সবার শত্রু, যাকে বছর বছর জ্বালানো হয় । তাও সে মরে না । এখন ভারতের বড় শত্রু হলো এই রাবণ । এই কথা শুধু তোমরা জানো । এবার রাম পরমপিতা পরমাত্মা রাবণের ওপরে বিজয়ী ঘোষণা করছেন । বলেন তিনি আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপ বিনাশ হবে । তোমরা যোগ্য হলে তখন তো নতুন দুনিয়ার দরকার হবে । পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হয়েছিল, তাই আবার হবে । মহাভারতের লড়াই তখনই হয়েছিল, যখন রাবণ রাজ্যের বিনাশ হয়ে রাম রাজ্যের স্থাপন হয়েছিল । রাবণ রাজ্যেই হাহাকার হয় আর হাহাকারের পরেই জয়জয়কার হয় আর দুনিয়া পরিবর্তিত হয় । যেমন পুরোনো ঘর ভেঙ্গে নতুন তৈরী করা হয়, সেইরকম ভাঙ্গা হয়, আর এইভাবেই স্থাপনা করা হয় । বম্বস ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে, জোর কদমে তৈরী চলছে । এখন দশহরা এসেছিল তো রাবণের এফীজীও বেরিয়েছিল । তোমাদের হলো বেহদের কথা । তোমাদের বুদ্ধিতে আসে যে এরা কি করছে ! তোমরা যখন বোঝাবে তখন তারা বুঝবে যে এটা আমরা কি করছি ! হাসিও আসবে । তোমরা বোঝাতে পারো যে এতো বড় রাবণ হয়ই না । বাবা এবার বলছেন রামরাজ্য তোমরা গ্রহন করো । পাঁচ বিকারের দান দিলে গ্রহন মুক্ত হবে । বাবা এসে বোঝাচ্ছেন এই পাঁচ বিকারের গ্রহন পুরো দুনিয়ায় লেগে আছে । একদমই কালো হয়ে আছে । তোমাদের বাচ্চাদের তো অগাধ খুশী হওয়া দরকার । খুবই অল্প দিন বাকি আছে ।

তোমরা এখন ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, মুখ্য এক্টরস ড্রামার আদি মধ্য অন্তকে জেনে নিয়েছো আর কেউই জানে নি । তোমাদের বুদ্ধি এখন স্বচ্ছ হয়েছে । যখন তোমরা বাবার হয়েছো, তখন তো অবশ্যই তোমাদের স্বর্গে পাঠানো হবে । (নলেজ ইজ সোর্স অফ ইনকাম) জ্ঞান হলো আয়ের উৎস । এটা হলো (রুহানী) আত্মিক জ্ঞান , যা শুধু বাবাই দিয়ে থাকেন । মানুষরা মানুষদের এই জ্ঞান দিতে পারে না । দুনিয়ার সব মানুষ মানুষকে জ্ঞান দেয় । তোমাদেরকে বাবা সুপ্রীম সোল অর্থাৎ পরমাত্মা এসে জ্ঞান দিচ্ছেন । বাকি তারা সবাই ভক্তিমার্গের কথা কাহিনী শোনায় । সত্যনারায়ণের ব্রতকথা , রামায়ণ কথা যে সবই অতীত হয়েছে তারা কিছু না কিছু তৈরী করতেই থাকে। এই সব হল পড়াশোনা । পড়াশোনায় ইতিহাস ভূগোল শোনানো হয়। এই হল বিশ্বের ইতিহাস-ভূগোল , হিউজ অর্থাৎ বিশাল । তোমরা বোঝাও বাবা এসে ৫

হাজার বছর পূর্বেও বলেছিলেন ঐ গীতাপাঠীরা কিছু বোঝে নাকি । যাদব ,কৌরব ,পান্ডব কাদের বলা হয় - তোমরা প্র্যাক্টিকালে দেখো । ইউরোপবাসী যাদবরা মিসাইল তৈরী করল , বিনাশ হল। বিনাশের পরে কি হল , সেসব কিছু দেখান হয়না। তারা ভাবে প্রলয় হল। তারা বলে তোমরা কি শাস্ত্র ইত্যাদি মানো ? বলো হ্যাঁ , আমরা শাস্ত্র জানি , শাস্ত্র মানি - এইসবই হল ভক্তিমার্গের । জ্ঞান তো একমাত্র বাবা-ই শোনান , যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। এখন ভক্তি শেষ হয়ে জ্ঞান জিন্দাবাদ হচ্ছে । পুরনো দুনিয়ার বিনাশ সামনে রয়েছে , নাথিং নিউ। আমাদের প্রীতি হল এক বাবার সঙ্গে। আমরা অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে এক বাবার সঙ্গে স্বীকার করি। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা ভেবে আমার সঙ্গে যোগ লাগাও - একেই ভারতের প্রাচীন যোগ বলা হয় , যা বাবা শিখিয়ে দেন। কৃষ্ণের আত্মাও এইসময় অন্তিম জন্মে আছে , এনাকে (ব্রহ্মাবাবা) বলা হয় তুমি নিজের জন্মগুলি জানোনা। এই তোমার অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম , তাইজন্য আমি (শিববাবা) এনার মধ্যে প্রবেশ করি। আমি এনার মধ্যে বসে তোমাদের ব্রহ্মা মুখবংশাবলী করে রাজ্য ভাগ্য দিই। বাবা ছাড়া এই কথা কেউ বলতে পারেনা। এইসব তো বাবা নিজেই এই মুখ দিয়ে শোনাচ্ছেন । এই বাবাও প্রথমে কিছু জানতেন না , তোমরাও কিছু জানতেনা। ভারতবাসীদেরও বোঝাতে হবে। ৮৪ জন্মের চক্র কিভাবে ঘুরছে, এই হল সেই লড়াই , যার দ্বারা স্বর্গের গেট খুলেছিল । যখন বাবা এসে রাজযোগ শিখিয়ে দেবতা রূপে পরিণত করেন। আচ্ছা ।

মীঠে মীঠে সিকীলধে(হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) যারা ভালোভাবে শ্রীমত অনুযায়ী চলে তাদের ফলো করতে হবে। বেহদের খুশীতে থাকার জন্যে নিজ সম পরিণত করার সেবা করতে হবে।

২) প্রীত বুদ্ধি অর্থাৎ স্নেহপূর্ণ বুদ্ধির দ্বারা অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। ডবল অহিংসক হয়ে সাইলেন্সে বসে নিজের রাজস্ব স্থাপন করতে হবে।

বরদান : রুহানীয়তের খুশবু অর্থাৎ আত্মার সুগন্ধের আধারে সকলকে পরমাত্ম সংবাদ পরিবেশনকারী বিশ্ব কল্যাণকারী ভব।

রুহানীয়তের সর্বশক্তিগুলি নিজের মধ্যে ধারণ করে নাও তাহলেই আত্মার সুগন্ধ সহজেই অনেক আত্মাদের আকৃষ্ট করবে। যেমন মন্সা শক্তি দ্বারা প্রকৃতিকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান করো তেমনই বিশ্বের অন্য আত্মারা যারা তোমাদের সামনে আসতে পারবেনা তাদের দূর থেকেই তোমরা রুহানীয়তের শক্তি দ্বারা বাবার পরিচয় বা মুখ্য সংবাদ দিতে পারবে। এই সুস্বাদু মেশিনারী যখন তীব্র করবে তখনই অনেক দুঃখি আত্মারা শান্তি লাভ করবে আর তোমরা বিশ্ব কল্যাণকারী রূপে পরিচিত হবে।

স্লোগান : নিজের কাছে শুদ্ধ বা শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প ইমার্জ রাখো তাহলে ব্যর্থ স্বতঃই মার্জ হয়ে যাবে।